সব মাস লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়;
জ্ঞানলাভ চাও যদি অবারিত দ্বার,
ধনী নির্ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। | মূল্য ১ পয়সা।

৩ খণ্ড] কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ১৮ই, বৈশাখ ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৩০ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

—o—

অত্র নগরের ভাইস চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হওয়াতে উমেদারদিগের মধ্যে বড় মরশুম লাগিয়া গিয়াছে। জষ্টিসদের হাত করিবার জন্য উমেদারগণ দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। জষ্টিসদিগের যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং সহজ জ্ঞান থাকে, তবে তাঁহাদের হাত করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না। সমস্ত লোক যাঁহার জন্য অনুরোধ করিতেছে তিনিই এ কর্ম্ম পাওয়ার অধিকারী। নেটিব জষ্টিসেরা যদি আলস্য ত্যাগ করিয়া সভায় সে দিন পায়ের ধূল দেন তবেই মঙ্গল, নতুবা ইংরাজগণ এক হইয়া আপনাদের এক জনকে দিবে।

—

ছোট লাট সাহেব অপরাধ পাইলে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকেও যে সহজে ক্ষমা করেন না, তাহার প্রমাণ এই ঘটনাটীতে সকলে বুঝিতে পারিবেন। হাওড়া রেলওয়ে পুলিসের কর্ত্তা সাহেব তাঁহাকে না বলিয়া হাওড়া হইতে মুঙ্গেরে আফিস উঠাইয়া লইয়া যান। ইহা শুনিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই যে ঝোঁক ধরিলেন আফিস পুনরায় হাওড়ায় উঠাইয়া আনিতে, এ আর কিছুতেই ছাড়িলেন না। আবার ঐ আফিস হাওড়ায় উঠিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পুলিসের উক্ত সাহেবকে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এখন এমনি করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছেন, যে তাঁহাকে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হইয়াছে। তিনিও আবার বড় তেজীয়ান লোক, হয়তো কাজ ছাড়িয়া দিয়া দেশে যাবেন। রেলওয়ে কোম্পানীর ইচ্ছা আফিস মুঙ্গেরেই থাকে। এজন্য তাঁহারা বিলাতের হেড আফিসে ছোট লাটসাহেবের হুকুম রহিত করার জন্য লিখিয়াছেন।

—

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেসনের কর্ম্মচারী বাবুদের এই রৌদ্রের সময় টিনের ছাদওয়ালা ঘরের নীচে থাকিয়া কাজ করিতে অতিশয় কষ্ট হয়। আমরা স্বয়ং ইহা দেখিয়াছি, মধ্যাহ্ন কালে সেখানে থাকিতে মাথার চাঁদি একবারে জ্বলিয়া যায়। তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিলে এমন নিষ্ঠুর কেহ নাই যে তাহার দয়া হয় না। সরকারী বাঁধিয়া খাবেন তারও স্থান নাই। কর্তৃপক্ষকে বলিলে তাহা কেহ গ্রাহ্য করেন না। রেলওয়ের সাহেবরা বাবুদিগকে এত কষ্ট দেন কেন? আমরা আশা করি শীঘ্র এ বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত হইবে। নতুবা ইহা দ্বারা ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির নামে কলঙ্ক হইবে। বাবুদের চাকরী জুটে না বলিয়াই কি এ রূপ করিতে হয়।

—

হিন্দু বিধবাগণ মন্দ চরিত্র হইলেও স্বামীর স্বত্তাধিকারিণী হইতে পারিবে এই আদেশের বিরুদ্ধে কতকগুলি হিন্দু বিলাত আপীল করিবেন। বাবু ভূপেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে সম্প্রতি জাতীয় সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সকলেই ইহার বিপক্ষে বলিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে হিন্দু ব্যবস্থা কিরূপ আছে তদ্বিষয়ে বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত এক বক্তৃতা দেন। বাবু রাজনারায়ণ বসু এই কথা বলেন যে আমরা "হিন্দু"। আল্লার দিব্বে মোরা হিন্দু। যখন আমরা ইংরাজদিগকে আমাদের স্ত্রী লোকদিগের চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে রীতি নীতি প্রভৃতি আমাদের শ্রদ্ধার কথা বলিব, তখন অবশ্য তাঁহারা আমাদের ভাব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।" বাবু নবগোপাল মিত্র অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিলেন যে ইহা তিনি বিশ্বাস করেন, যদি আমরা ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দুঃখিনী স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানদিগের নিকট আবেদন করি, তাহারা আহ্লাদের সহিত আপনাপন গায়ের গহনা এবং পরিধেয় বস্ত্র বিক্রয় করিয়া ইহাতে সাহায্য করিবে। আমরা কিন্তু এত দূর বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। দুঃখিনী স্ত্রী লোক এবং অবোধ বালকদের এখন এত জ্ঞান জন্মে নাই যে তাহারা গায়ের গহনা কাপড় বিক্রয় করিয়া ইহাতে টাকা দিবে। বক্তৃতা শেষ হইলে রাজা কমলকৃষ্ণ, বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন সর্ব্বশুদ্ধ এক হাজার চারি শত টাকা চাঁদা সহি করিয়াছেন। ঐ টাকা কয়েকটা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ ফণ্ডে দিবেন। কারণ বিধবা বিবাহ ভাল রূপ চলিত হইলেই সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যাইবে।

—

বিখ্যাত পত্রিকা "বঙ্গদর্শন" বর্ত্তমান বৎসর হইতে সম্পাদক বঙ্কিম বাবুর নৈহাটীর কাঁঠালপাড়াস্থ বাটী হইতে বাহির হইতেছে। ইহার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম খণ্ড আমরা পাইয়াছি। গত বৎসর অপেক্ষা ইহার বাহ্য আকার কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যা হউক, সেজন্য বড় যায় আসে না, ইহার গুণেই সকলে মোহিত আছেন। ইহা যে কেবল দেশীয় ভাষার শ্রোতকে ফিরাইয়া দিবে তাহা নহে, কিন্তু কৃতবিদ্য সভামণ্ডলীর নীতির আদর্শকেও দিন দিন উন্নত করিয়া তুলিবে। এবং ইহা দ্বারা আমাদের দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে যে গৌরব বৃদ্ধি হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এখন লেখকগণ ঐক্যবাক্য হইয়া কাগজখানির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, ঘরে ঘরে কোন গণ্ডগোল বিবাদ বিচ্ছেদ না হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। বাঙ্গালী ভায়ারা একত্র মিলে মিশে কাজ করিতে পারেন না, সেইজন্য আমাদের বড় ভয় হয়। তাঁহাদের নূতন বন্দোবস্তে একটি বিষয়ে কিছু অসুবিধা হইল। কলিকাতার গ্রাহকগণের ডাক মাসুল দিয়া কাগজ লইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা যদি দুই জন লোক ট্রেণে আসিয়া মাসে মাসে সকলের বাড়ীতে উহা বিতরণ করিয়া যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়। সহরের মধ্যেই অনেক গ্রাহক আছেন, এবং এই স্থান হইতে কাগজ বাহির হইয়াছে, অতএব এ বিষয়ে তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। পত্রিকার আকার পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপ সুন্দর করিতে চেষ্টা করিবেন।

একি দৌরাত্ম্য গা!।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে একটী বাবু হুগলি যাইতেছিলেন, একজন পলটনের সাহেব স্ত্রী লইয়া সেই গাড়ীতে ওঠে, এবং আর যে কয়েক জন বাবু ছিল সকলকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ বাবুটীকেও সে স্থান হইতে যাইতে বলিল। তিনি তাহা অপমানের কার্য্য মনে করিয়া একটু পুরুষত্ব দেখাইলেন। কিন্তু ইংরাজেরা নেটিবকে মারিয়া অনেক প্রশ্রয় পাইয়াছে, তাহারা কি কাহাকেও ভয় করে? বাবুটীকে পথে যাইতে যাইতে বালির ষ্টেসেন পর্য্যন্ত ঘুঁষো মারিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিল। বালির ষ্টেসেন মাষ্টারের কাছে তিনি নালিশ করিলেন, ষ্টেসেন মাষ্টার রাঙ্গামুখ বিলিতিরিমান দেখিয়া আর সে দিকে বড় দৃষ্টি করিলেন না। ঐ ভাবে শ্রীরামপুরের ষ্টেসেন পর্য্যন্ত বাবুটীকে মৃতপ্রায় হইয়া আসিতে হইল। সেখানে একজন ইয়োরোপীয়ান ষ্টেসেন মাষ্টারের নিকট নালিশ করাতে তিনি ঐ অত্যাচারী সাহেবকে ধরিয়া পুলিসে দিয়াছেন। শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট মকদ্দমা হইতেছে। বিচার কিরূপ হইবে তাহা পাঠকগণ বুঝিতেই পারিতেছেন। এ প্রকার পশুবৎ যাহাদের ব্যবহার, তাহাদের সঙ্গে কি কখন সদ্ভাব থাকিতে পারে? বাবুর সঙ্গী আর কয়জন বাঙ্গালী যদি না পলায়ন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তো সাহেবটা একটু ভয় করিত। কিন্তু "চাচা আপনা বাঁচা" আমাদের গুরু মন্ত্র, কাঁচা মাথা দেয় কে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, বালির ষ্টেসেন মাষ্টারটী কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? বাঙ্গালীদের মধ্যে একতা এবং জাতীয় বন্ধন যত দিন না হইবে ততদিন এই রূপই ঘটিবে। রেলওয়ে কোম্পানী আপনাদের জাত ভাইকে কিছু বলিবেন না। এ বিষয়ে অধিক বলা কেবল শোক বাড়ান মাত্র। বিনা অপরাধে ভদ্র লোককে এমন করিয়া অপমান করে, প্রাণে যে আর সয় না! বাঙ্গালীগণ! ইহার কোন উপায় কর।

সুলভের ক্রন্দন।

প্রিয় পাঠকগণ! আমার দুঃখের কথা তোমরা শুন। কেমন তেজের সহিত আমি বাহির হইয়াছিলাম আর কত লোকের আদরের ধন আমি ছিলাম তাহা তো তোমরা সকলেই জান। দশ সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া আমি যাই পদার্পণ করিলাম, অমনি কোথা থেকে যত রাজ্যের সব ফড়ে দল ঝুঁকিল, তাহারা দিন কতক জ্বালাতন করিয়া দেখিল যে ইহাতে আর মজা নাই, ছাড়িয়া দিল। কিন্তু তাহারা যে আমার ক্ষতি করিল সেইটা কেবল স্থায়ী হইয়া রহিল। এক পয়সা মূল্যের কাগজে কাগজে তাহারা লোকের অরুচি জন্মাইয়া দিয়া গিয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই যে আমার দুই একটী সারবান্ বীজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে পড়িয়া এখন অনেক সুফল [illegible] করিতেছে। সে যাহউক এখন আমার দুঃখের কথা সকলে শুন। এক পয়সা আমার মূল্য তবু লোকের তাতে মন উঠে না। ধারে পাইলে অনেকে নগদ দিতে চাহেন না। এমনি করিয়া লোকে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এখন কেহ বলেন সুলভের ভাষা উচ্চ হইয়াছে, কেহ বলেন ইহাতে আর মজার গল্প থাকে না, কেহ বলেন লোকে নিতে চাহে না, ঘর থেকে লোকসান দিতে হয় এই রূপে কত কথা শুনিতে পাই। কিন্তু তাঁহাদের কোন বিষয়েই উৎসাহ চির দিন থাকে না সে কথা বলিবেন না। আমি লোকের সেবা করিতে কি ত্রুটি করিয়াছি? হায়! আমার পোড়া কপাল, ভাবিয়াছিলাম ছোট বড় সকলের সেবা করিব তাহা লোকে হইতে দিল না। দুঃখের কথা বলিব কি যিনি আমার সাহায্যকারী সভাপতি ছিলেন, শেষে তিনি পর্য্যন্ত আমার উপর লাগিলেন। সকল উৎপাত চুকিয়া গেল শেষটা তিনি কি না আমার গলায় একটা সতিন গাঁথিয়া দিলেন। হায় এ কথা আর কাহাকেই বা বলি! আমার সহায়তা করা দূরে থাকুক উল্‌টো আবার তিনি শত্রুতা করিলেন। তাঁর ভাল হোক, করুন, আমার যদি ভাল ইচ্ছা থাকে, আর আমি যদি বড় লোকের ঘরে জন্মিয়া থাকি, তবে কেহই আমার কিছু করিতে পারিবেন না। কিন্তু হায়! এখন আমার সেই জন্মদাতা পিতাও একটী বার মুখ তুলে আমার পানে চান না। আমার কান্না শুনে হয়তো কত শত্রু হাসছে। হাসুন তাঁহারা, তাঁহাদের ভাল হোক। যে দিন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর "মিরার" আমার জন্য কত বলিলেন তাহাও কেহ শুনিল না। একণে হে আমার প্রিয় পাঠকগণ! তোমরাই বা আমার নিকট কি চাও? মন খুলে বল। যথাসাধ্য আমি তোমাদের মন যোগাইতে ত্রুটি করিব না। এমন সস্তা মূল্যের চাকর আর তোমরা কোথায় পাবে? বিদেশের পাঠগণের কাছে ডাক মাসুল লইতাম তাহাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি যদি কিছু বেশী বিক্রি করিয়া তাঁহারা দিতে পারেন। সময়ে সময়ে তোমদের ঘাড়ের ভূত নাড়িয়ে দি তাহাতেই কি তোমরা চটিয়াছ? তাই বল না। ভেঙ্গে চুরে মনের কথা কি তাই বল? আমার ক্রন্দনে তোমরা বধির হইও না। প্রসন্ন মনে একবার ফিরে চাও। আমার সুখ দুঃখের কথা তোমাদের ভিন্ন আর কাহাকেই বা বলিব, তোমাদের কাছে কাঁদিলাম বিচারে যাহা হয় কর। দাম গুলিন সকালে সকালে পাঠাইয়া দিও।

লোক সংখ্যা এবং সংবাদ পত্র।

সমস্ত ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট গেজেট ও অন্যান্য মেগাজিন্ কিম্বা বিজ্ঞাপন পত্র বাদে নিম্ন লিখিত সংবাদ পত্র সকল বাহির হয়:

বোম্বাই ও সিন্ধু দেশে লোক সংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ, ইংরাজি কাগজ ১৪, দেশী ভাষায় ৬২, দেশী এবং ইংরাজিতে মিশ্রিত ১৩, সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯ খান। বঙ্গদেশে ছয় কোটি সোত্তর লক্ষ লোক, ইংরাজি কাগজ ২৩, দেশীয় ভাষায় ৪৩, দেশী ও ইংরাজি ৪, মোট ৭০ খান। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তিন কোটি দশ লক্ষ লোক, ইংরাজি কাগজ ৬, দেশী ভাষায় ৫০ খান, দেশী ও ইংরাজি ভাষায় ২, মোট ৫৮ খান। মান্দ্রাজে তিন কোটি দশ লক্ষ লোক, ইংরাজি কাগজ ১১, দেশী ভাষায় ১৭, দেশী ও ইংরাজি ভাষায় ৩, মোট ৩১ খান। পাঞ্জাবে লোক সংখ্যা এক কোটি আশি লক্ষ, ইংরাজি কাগজ ৪, দেশী ভাষায় ২১, মোট ২৫ খান। অযোধ্যার লোক সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ, ইংরাজি কাগজ ৩, দেশী ও ইংরাজি ভাষায় ৮ খান, মোট ১১ খান। ব্রহ্মদেশের লোক সংখ্যা পাঁচিশ লক্ষ, ইংরাজি কাগজ ৬, দেশী ভাষায় ২, মোট ৮ খান। মধ্য ভারতবর্ষে নব্বই লক্ষ লোক, ইংরাজি কাগজ ১ খান, দেশী ভাষায় ৩ খান, দেশী ও ইংরাজি ভাষায় ২, মোট ৬ খান। রাজপুতানা দেশে এক কোটি লোক, দেশী ভাষার কাগজ ২ খান। সর্ব্বশুদ্ধ ভারতবর্ষে লোক সংখ্যা উনিশ কোটি পাঁয়ত্রিশ লক্ষ, ইংরাজি কাগজ ৬৮ খান, দেশী ভাষায় ২০৩ খান, দেশী ও ইংরাজীতে মিশ্রিত ৩২ খান, মোট ৩০৩ খান। বোম্বেতে লোকের পরিমাণানুসারে কাগজ অধিক। ভারতবর্ষে আঠার কোটি লোকের বাস ইহাই সকলে জানিতেন। এবার এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

বাঙ্গালা ভাষা।

আজ কাল সকলেই পণ্ডিত, কেউ কাগজ চালাচ্চেন, কেউ বই ছাপাচ্চেন, কেউ [illegible] ঝাড়চেন, কেউ পদ্যে, কেউ গদ্যে, কেউ [illegible], কেউ নভেলে, বিবিধতে পাঁচ [illegible] যেন মা স্বরস্বতীকে ভাগাড়ে ফেলে [illegible] করে থাকেন। এসব দেখে শুনে আমরাই বা চুপ করে থাকি কেন? আমরাও একটা [illegible] নথ বাহির করিয়া দুই চারিটা আঁচড় পোঁচড় কাটি! এক জন চালাক লোক বলিয়া গিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষা আর বেশ্যারিণী লুচির ময়দা দুই সমান, যার যা ইচ্ছা সে তাই করে। কিন্তু লুচীর ময়দা সকল লোকে ব্যবহার করিতে পায় না, ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা [illegible] অধিক লোকে রাখে। হে বাঙ্গালা! বঙ্গদুহিতে, বাখরগঞ্জেশ্বরী, কাল-হণ্ডিকা [illegible]! তুমি কত বেশে কত বাহনে, আশ্রিত বাঙ্গালীর নয়ন মন আকর্ষণ কর, গৃহস্থের ঘরে কদলী পত্রে, তুমি শ্বেতাঙ্গ চাদির [illegible] কর, মাটির নৌকাতে কৃষ্ণবর্ণ শ্যামকে তুমিই লোহিত মূর্ত্তি ধারণ কর; ঘোড়ার আস্তাবলে অঙ্গে হরিদ্রা মাখিয়া, পলাণ্ডু সঙ্গে তুমি সহীসদিগের চীৎকারজীবি, রসনার রসাকর্ষণ কর, টেবিলে আরোহণ করিয়া টেবিল রাইস্ নামে তুমি শাসনকর্ত্তাদিগের উদরের সংবাদ লও। সমুদ্রপোত সাজাইয়া শ্রীমন্ত সওদাগরের ন্যায় তুমি দেশ বিদেশ ভ্রমণ কর, দেশ ভেদে, কাল ভেদে তোমার কতই গুণ, কতই অবস্থা, কিন্তু কে তোমাকে ছাড়িতে পারে? আহারপ্রিয় বাঙ্গালী, প্রহারপ্রিয় ইংরাজ, নোয়াজ ও কলহ প্রিয় মুসলমান; উকীল, সিভিলিয়ান, ভট্টাচার্য্য, মিসনরি,

এখন তাহারা কি খাইতে পায় না? কোন রকমে জুটিয়া যাইবে। কিন্তু তবু যেন কেমন কেমন বোধ হয়। এখন দুইটী ব্যবসা বেশ লাভের হইয়াছে। মেথরেরা তাহাই করুক। তাহারা কিছু পয়সার যোগাড় করিয়া ছোমেও পাথিকের এক এক খান বই আর একটা বাকস খরিদ করুক। ডাক্তারি শিখিয়া চিকিৎসা করিয়া সংসার চালাক অথবা খবরের কাগজের সম্পাদক হইয়া এক খান কাগজ বাহির করুক। আজ কাল উহা দ্বারা নিরুপায়ের উপায় হইতেছে। না হয় হরিদ্বার তীর্থে গিয়া পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত হউক তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

সংবাদ।

আমাদের কোন বন্ধু গত ৩রা বৈশাখে ধর্ম্মতলার রাস্তায় একটী ছাতি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা সেটির যথার্থ অধিকারী উহা প্রাপ্ত হন। যিনি উপযুক্ত নিদর্শন দেখাইয়া উহা যে তাঁহার এমন বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবেন তিনি যেন আমাদিগের নিকট আসিয়া তত্ত্ব লয়েন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেব সে দেশের সাহিত্যের উন্নতির জন্য ৫,৫৫০ টাকা গতবৎসর দিয়াছিলেন; ইহাতে ২৯ খান পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৬০০ টাকা হিন্দি ভাষার পুস্তকে আর বাকি উর্দ্দ ভাষার জন্য। এ বৎসরেও পাঁচটী পারিতোষিক পাঁচ হাজার করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। উহা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদের উপযোগী করিয়া লিখিতে পারিলে উত্তমরূপ পুরস্কার দিবেন।

টাঞ্জোরের লোকেরা খৃষ্টের ক্রুষে বিদ্ধ হওয়া বিষয়ে এক নাটক করিয়াছিল, তাহাতে পাঁচহাজার লোক উপস্থিত হয়।

কাশ্মীর রাজ্যের দুইটী প্রজা কিঞ্চিৎ জমি লইয়া বিবাদ করে। পরে তাহা মীমাংসার জন্য তথাকার রাজার নিকট যায়। রাজা হুকুম দিলেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে ব্যক্তি ওজনে কম হইবে সেই হারিবে; তাহাই হইল। রাজার কি সুক্ষ্ম বুদ্ধি!

যে সকল কুলী চা বাগানে এবং বড় বড় কল ও কারখানায় কাজ করে, তাহাদিগের পরিশ্রমের একটা সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়ার জন্য, এবং যাহাতে তাহাদের মধ্যেকার ছোট ছেলেরা লেখা পড়া শিখিতে পারে, তাহার জন্য ইংলণ্ডে যেরূপ "ফ্যাক্টরি" আইন বলিয়া একটী আইন আছে, তদ্রূপ একটা আইন এ দেশে জারি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের কোন বন্ধু ইহার জন্য ছোট লাট সাহেবের নিকট ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি সাধারণ শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর এ বিষয়েও দৃষ্টি করিবেন।

হরিদ্বার মেলায় এ বৎসর যাত্রীর সংখ্যা অন্যান্য বার অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। যাহারা গোহত্যা পাপে অপরাধী, তাহাদের স্নানের জন্য একটী পৃথক ঘাট আছে। সে ঘাটে মেথরেরা পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহারা রীতিমত দক্ষিণা পায়। গোহত্যাকারী যাই গঙ্গায় ডুব দিয়া মাথা তোলে, অমনি মেথরে তাহাদের মাথায় পটাপট জুতা বৃষ্টি করিতে থাকে। এ প্রকার কঠিন ব্যবস্থা যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা গোরু কি উপকারী তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গোখাদক রিফরমড হিন্দু আপনাদিগকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া গোল করিয়া বেড়ান; তাঁহাদিগের পক্ষে কি কোন কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি নাই? এ দেশের হিন্দুদের শাসন অতি আল্‌গা হইয়া গিয়াছে।

"ভারত সংস্কারক" বলেন ভারতবর্ষীয় শপথ বিষয়ক আইন নামে নূতন রাজবিধি ১৮৭৩ সালের ৮ই এপ্রেল গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভা হইতে বিধিবদ্ধ হইয়া ১৮৭৩ সালের ১০ আইন নামে প্রচারিত হইয়াছে। ১ লা মে হইতে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইহার কার্য্য চলিবে। শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্যদান করা একটী যে দৃঢ় নিয়ম ছিল, তাহার শৈথিল্য সাধন ইহার উদ্দেশ্য। এক্ষণ হইতে যাঁহারা শপথ করণে আপত্তি করিবেন, তাঁহারা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবেন। এই আইনটী যে সাময়িক এবং ইংরেজ রাজনীতির সভ্যতাসূচক হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।"

রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে ন্যাশেনাল থিয়েটরের সভ্যগণ যে নিলদর্পণের অভিনয় করেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। গত শনিবারে "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "কিঞ্চিৎ জলযোগের" অভিনয়ের বিজ্ঞাপন আমরা দেখিয়াছি। ইহাঁদের রুচি দিন দিন নীচের দিকে যাইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। কিঞ্চিৎ জলযোগ অতি নীরস অপদার্থ এবং জঘন্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে। ভাল নাটক যতদিন রচিত না হইবে ততদিন দেশের লোকের নীতি সভ্যতা বৃদ্ধি হইবার আশা করা যায় না। এ সকল সদনুষ্ঠান দেখিয়া আমাদের প্রথম বড় আহ্লাদ হইয়াছিল। কিন্তু তিন দিকে তিনটা দল হইয়া কেহ বেশ্যা নর্ত্তকী আনিবার উদ্যোগে আছেন, কেহ বদমায়েসী নাটকের অভিনয় করিতেছেন, ক্রমে আরও আনুষঙ্গিক যে সকল দুষ্কর্ম্ম আছে তাহাও ইহার ভিতর প্রবেশ করিবে। সুতরাং আমাদের আশা সফল হইল না। ঠাকুর গড়াইতে বাঁদর হইয়া পড়িল।

লেপ্টনেন্টগবর্ণর প্রত্যেক জেলায় জেলায় সম্প্রতি একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুতন মহাকুমা খুলিয়াছেন। তাহাতে সবডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং কাননগো প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন। যাঁহারা এক্ষণে সিভিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিতেছেন তাঁহাদের জন্যই এ সকল পদ নূতন খোলা হইয়াছে।

গত বারে ডেঙ্গ জ্বরে সকলকে ছন্নছাড়া করিয়াছিল, এবার পানি বসন্তে লোককে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। অনেক বাড়ীতে ইহা প্রবেশ করিয়াছে। এক জনের একবার হইলে আর নিস্তার নাই। একদিন পশ্চিমের লুর ন্যায় অগ্নি বায়ু বহিয়াছিল, আজ কাল কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে।

বর্দ্ধমানের রাজা নিস্ আক্রয়েডের স্কুলে পাঁচ শত টাকা দিতে চাহিয়াছেন এবং জষ্টিস ফিয়ার বার্ষিক পাঁচশত টাকা করিয়া দিবেন।

আমাদের কোন বন্ধুর কুক কেলভির বড়ীর খরিদ একটা রূপার ঘড়ি নং ১৪৮৫ চুরি গিয়াছে। যে কেহ ইহা ধরিতে পারিবেন তাঁহাকে দশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। আমাদের আফিসে সংবাদ দিলেই হইবে।

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সব মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে ত তা ঘটে উঠে নায়।
জ্ঞানধন চাও যদি সবার উত্তম,
পাবে সর্ব্বের সেথা সম অধিকার

মূল্য ১ পয়সা।

মূল্য ১ পয়সা।

৩ খণ্ড] কলিকাতা : মঙ্গলবার, ২৫শে. বৈশাখ ১২৮০ সাল। Registered No 28 [১৩১ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

—❁—

সুলভ বিক্রীর কোনরূপ সুবিধা করিতে না পারায় ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিতে আমরা অদ্যাবধি সমর্থ হইলাম না। যে সকল লোক কমিসন লইয়া বিক্রয় করে তাহারা যাই ছাড়িয়া যায় আর তাহাদের স্থানে লোক পাওয়া যায় না, এবং কোন পাড়ায় যে বিক্রয় করিত না আবার তাহার স্থানে লোক পাইলেও কোন সুবিধা হয় না। আমরা সে প্রকার কোন উপযুক্ত বুদ্ধিমান্ পরিশ্রমী লোক পাইলে একবারে শতকরা ৷৵০ কমিসনে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। তাহার পর তিনি অল্প কমিসনে সমস্ত সহর সেই কাগজ অনায়াসে বিলি করিতে পারিবেন। আমরা বলিতে পারি যদি কোন ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া এই কাগজ বিক্রয় করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে অল্প কাল মধ্যে মাসে ৩০।৪০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। কাগজ আমাদিগের নিকট হইতে একবারে নগদ মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে। যদি এ প্রকার কোন ব্যক্তি থাকেন, আমাদের নিকট আসিয়া ইহার বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন।

অবলাবান্ধব পাঠে জানা গেল নারীকুল হিতৈষিণী মিস্ য়্যাক্রয়েডের স্ত্রী বিদ্যালয়ের জন্য ১৮৬ টাকা মাসিক চাঁদা স্থির হইয়াছে। আর এক কালীন দান ১,৭৫১ টাকা আদায় হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে মিস্ য়্যাক্রয়েড নিজে ৪৫ টাকা মাসিক চাঁদা দিবেন, এবং এককালীন এক শত টাকা দিয়াছেন। ইনি কেবল আপনার ব্যয়ে নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া বঙ্গবাসিনী নারীগণকে জ্ঞান দান করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন তাহা নহে, আবার নিজেও এ জন্য টাকা খরচ করিবেন। ইহাঁদিগের ন্যায় পরোপকারব্রতপরায়ণা নারীগণের জীবনই ধন্য। এ প্রকার গুণবতী সদাশয়া নারীদিগকে আমরা নমস্কার করি। য়্যাক্রয়েড এই সকল উচ্চতর মহৎ গুণ আমাদের দেশের দুঃখিনী অবলাদিগকে শিক্ষা দিয়া আপনার নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া যান এই আমাদের প্রার্থনা।

ভারতসংস্কার সভার স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত দানশীলা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী দুই শত টাকা এবং আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ধনী রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর এক শত টাকা দান করিয়াছেন। মহারাণীকে আমরা এ বিষয়ে আরও প্রচুর দান করিতে অনুরোধ করি। জ্ঞানহীনা বঙ্গকুলবালারা যাহাতে চিরকাল তাঁহার অর্থে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য তিনি কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দান। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহার বর্ত্তমান দানের জন্য কম কৃতজ্ঞ হইলাম না।

উক্ত সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটী প্রথম শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা আছে। প্রায় ২০টী বালিকা সংগৃহীত হইয়াছে শীঘ্রই আরও বৃদ্ধি হইবে। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের প্রধানা ছাত্রীরা তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিবেন। দেশীয় স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা বালিকাদিগের শিক্ষাকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে এরূপ আশা করা যায়। আমরা ভরসা করি ভদ্রপরিবারের বালিকাগণ ইহাতে শীঘ্র ভরতি হইবেন।

হিন্দু এনুয়েটী ফণ্ডে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীর কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ এক কালীন আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। দানের জন্য লালা বাবুর সংসার চির দিনই বিখ্যাত। ইহাঁদের প্রজা বাৎসল্য ও বদান্যতার জন্য আমরা সহস্র প্রশংসা ও ধন্যবাদ করি। ইহাদের যেমন ধর্ম্মের সংসার, তেমনি বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ মেং হারবী সাহেবও যথেষ্ট সুখ্যাতি ও দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম গয়া জেলার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার যে দোষের জন্য দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছিলেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। বিচারে তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইয়াছে।

দুশ্চরিত্রা বিধবাগণ স্বামীর স্বত্ত্ব পাওয়া সম্বন্ধে হাইকোর্টের যে আদেশ হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজ কোমর বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন দেখিয়া "হিন্দুপেট্রিয়ট" অমনি ফিরে বসিয়াছেন। তিনি আগে হাইকোর্টের মতে মত দিয়া এখন বলেন যে সে আমার নিজের মত। সম্পাদকের কৌশল দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি কি গুরুমহাশয় হইয়া ছেলে ভুলাইতে আসিয়াছেন? তাঁহার সুচতুর পাঠকগণ বোধ হয় তাঁহার পেঁচাও চাল বুঝিতে বড় কষ্ট পাইবেন না। এখন হইতে সম্পাদক তাঁহার কাগজে নিজের এবং হিন্দুসমাজের দুইটী পৃথক্ কলম খুলিয়া রাখিবেন। সহজ কথায় স্বীকার করিলেই তো হইত, যে আমার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই. এত পেঁচাও কেন? সম্পাদকের পুরাতন কুপো এবার কেঁসে গিয়েছে। এই জন্যই তো আমরা বার বার বলি যে পুরাতন কুপোতে কেহ নূতন মদ রেখ না।

কলিকাতার ও গৌরিভার বৈদ্যদিগের মধ্যে দলাদলীর বড় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাহারই জন্য এই গণ্ডগোল। চারি দিক্ দিয়া ভাঙ্গন ধরিয়াছে, দলপতি মহাশয়েরা কোন্ দিকই বা রক্ষা করিবেন। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় এই টুকু আমরা দেখিতেছি, কতকগুলি

সুশিক্ষিত ভদ্র যুবা কোমর বাঁধিয়া এই দলাদলীর বিবাদে মাতিয়াছেন। পূর্ব্বপুরুষেরা কতকগুলি ভাগ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তোমরাও আর কতকগুলি কর। ইংরাজি অঙ্কবিদ্যা বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখিয়া জনসমাজকে আরও শতকোটি সহস্রকোটি ভাগে বিভক্ত কর। এমনি করিয়া ভাগ কর যেন দুটো মানুষের মাথাও এক জায়গায় কখন না হয়। হঃ তোমাদের ভাল হোক্! এইজন্য কি তোমাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল? যদি প্রকৃত প্রস্তাবে দলাদলী করিতে চাও তবে যাহা কিছু শিখিয়াছ সে গুলিন আগে ভুলিয়া যাও, মাথাটী কামাইয়া তাহার উপর একটা আর্ক ফলা রাখ, এক যোড়া খড়ম পায়ে দাও, আর একটা ডাবা হুঁকো হাতে লইয়া হাঁটুর কাপড়টা তুলিয়া মাথায় গামছা খান বাঁধিয়া উঁচু হইয়া বস, বসে রীতিমত দলাদলী পাকাও। অর্থাৎ আর চল্লিশ বৎসর পশ্চাতে হটিয়া গিয়া এ সকল কর। বিদ্যা সভ্যতার গলায় পা দিয়া আর দম্ভে দম্ভে মের না রক্ষা কর!!

বারুইপুরের দক্ষিণস্থ কএক খানি গ্রামে ওলাউঠা হওয়ায় সে দেশের জমিদার বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী নিজ ব্যয়ে ডাক্তার পাঠাইয়া ঔষধ দিয়া অনেককে আরাম করিতেছেন। এক হপ্তার রিপোর্ট পাঠে দেখা গেল অধিকাংশ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। রাজেন্দ্র বাবুর এই সৎকার্য্যের জন্য ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে এক পত্র লিখিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবু বারুইপুরের জমিদারদিগের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বিনা মূল্যে যেমন তিনি দুঃখী লোকদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন, তেমনি তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদিগকে অন্যান্য বিষয়েও যদি সুখী করিতে পারেন তাহা হইলেই যথার্থ জমিদারের মত কার্য্য করা হইল।

আমাদের পরমবন্ধু ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরী কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গবর্ণমেন্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি নিজ যশোহরে থাকিবেন। তিনি একজন বিজ্ঞ এবং সুচিকিৎসক বলিয়া এখানে অনেকের বিশ্বাস হইতেছিল। গরিব দুঃখীদিগকে সময়ে সময়ে ইনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিয়াছেন।

সদ্দৃষ্টান্ত।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত দুইটী ক্ষুদ্র জমিদারের প্রজার প্রতি সৎব্যবহারের কথা শুনিয়া আমরা বড় সুখী হইয়াছি। মাধব্দী নিবাসী বাবু রাজকুমার গুপ্ত আপনার জমিদারীর প্রজাদের মধ্যে কোন বিধবার ভ্রূণ হত্যা হইতে দেন না। ৬।৭ টী বিধবার গর্ভ রক্ষা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কএটীর সন্তান হইয়াছে। ইহাদিগকে তিনি অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করেন। আর ইনি প্রজাদের লেখা পড়া শিক্ষার জন্য কয়েকটী পাঠশালাও স্থাপন করিয়াছেন। ভাটপাড়া নিবাসী বাবু কালীনারায়ণ রায়ও প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। তিনি প্রজাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাহাদের জন্য এক উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আর যখন তিনি কোন টাকা কড়ির অপ্রতুলে পড়েন, প্রজারা আহ্লাদের সহিত তখন তাহার সাহায্য করে। কালীনারায়ণ বাবু ছেলেকে বিলাত পাঠাইবার জন্য তাহাদের কাছে টাকা ধার চাহিয়াছিলেন, ইহাতে প্রজারা আপনা হইতে চাঁদা করিয়া কতক টাকা তাঁহাকে অমনি দেয়। জমিদারের সঙ্গে তাহাদের এমনি ভালবাসা হইয়াছে যে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইলে তাহারা কাঁদে। কালীনারায়ণ বাবু স্বীয় জমিদারীতে পাঠশালাও স্থাপন করিয়াছেন। বড় বড় জমিদারেরা যদি ইহাঁদের মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে বড় সুখের বিষয় হয়।

কেন সাহেব হইতে এত দোষই কি?

আমাদের দেশের পুরুষেরা সকলেই যদি হ্যাট কোট পরে, আর মেয়েরা গাউন ক্রেণোলাইন প্রভৃতি বিবিআনা পোষাক যদি পরে তাহাতে কি কোন ক্ষতি হয়? বেশতো কাল কাল সাহেব বিবি গুলি খুট্ খুট্ করিয়া বেড়াবে দেখিতে সুন্দর হবে? সাহেবদের খাওয়া পরা আচার ব্যবহার যদি সুবিধার বিষয় হয় এবং তাহাতে যদি সকলকে সুখে রাখে কেন আমরা তাহা ছাড়িব? যাহা ভাল তাহা অনুকরণ করা স্বাভাবিক, অতএব সাহেব হওয়াতে দোষ কি? লেখা পড়া শিখিয়া জ্ঞান সভ্যতায় উন্নত হইয়া যেখানে ভদ্র লোকের মত থাকা আবশ্যক হইয়াছে, এবং স্ত্রী লোকদিগকেও মানুষের মত করা কর্ত্তব্য হইয়াছে, সেখানে একটা কোন উপায় করিতেই হইবে। হিন্দুসমাজে খাওয়া পরা ও অন্যান্য সামাজিক কার্য্য যেরূপ অসভ্য রীতিতে সম্পন্ন হয় তাহা কি এক জন বিলাতী সুশিক্ষিত ব্যক্তি কখন রক্ষা করিতে পারে? সুতরাং তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া সাহেব সাজিতে হইয়াছে; তাহা না হইলে ভদ্রতা থাকে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ভদ্রতা রক্ষা পায় না। বিবিআনা পোষাক ভিন্ন এমন কোন পোষাক নাই যাহাতে স্ত্রী লোকদিগের সম্মান রক্ষা হইতে পারে। সুতরাং স্ত্রীকে বিবি করিয়া স্বামীইবা কিরূপে ধুতি চাদর পরিয়া বিবির সঙ্গে বেড়াবেন, এই জন্য তাঁহাকেও সাহেব সাজিতে হইল।

এ সকল যুক্তি ও কারণকে আমরা কতকটা মান্য করি। এক্ষণে আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এক জন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির সম্বন্ধে এই রূপ কতকটা আপনা হইতেই হইয়া পড়ে। বিলাত হইতে ফিরে আসার পর তাঁহাকে আর সে কেলে ঠাকুরদাদার মত আমরা কেমন করিয়াই বা থাকিতে বলিতে পারি? অতএব তাঁহাদের কথার কিছু মূল্য আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের কোন জাতীয় ভদ্র পোষাক না থাকাতেই এইটা ঘটিতেছে; তাহা না হইলে মান সম্ভ্রম থাকে না। কিন্তু আর যে কতকগুলিন নীচ অভিপ্রায় ইহার মধ্যে আছে তাহা আমরা ভাল বোধ করি না। এক বৎসর মাত্র বিলাতে থাকিয়া দেশে আসিয়া পুরাতন বন্ধুকে কাণে কাণে বলিলেন "ভাই চাকর কি কোচম্যানের সম্মুখে আমার সঙ্গে তুমি বাঙ্গালায় কথা কহিও না।" বাঙ্গালা কথা হইলে পাছে সাহেবের ঝিলো বাহির হইয়া পড়ে এই জন্য আত্মগোপন করা। উড়ে বেহারা ও কোচম্যানেরা সাহেব বলিবে, পাহারাওয়ালারা সাহেব বলিয়া ভয় করিবে, বাড়ীতে ভিখারী বা আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া কোন অন্ধি সন্ধি পাবে না, বিল্ সরকার দেনার জন্য খোঁচা খুঁচি করিতে সাহস করিবে না, বাবাকে বলিবেন, "ওয়াল্ মডন্, হাউ ডু ডু"? দুই পকেটে দুইটা হাত দিয়া চুরাট টানিতে টানিতে ঘৃণার সহিত বাঙ্গালীদিগকে নিগারের মত দেখিবেন, বাবু বলিলে রাগ করিবেন, দেশীয় ভাষায় ঘৃণা, দেশীয় প্রত্যেক বিষয়ে নিন্দা করা আর ইংরাজদিগের খোষামোদ করা, এই সকল কার্য্যকে আমরা হৃদয়ের সহিত অশ্রদ্ধা করি।

উন্নত আর্য্য বংশের রক্ত যাঁহাদের নাড়ীতে এখনও প্রবাহিত হয়, বঙ্গদেশের দুঃখে যাহাদের প্রাণ কাঁদে, জাতীয় স্বভাব যাহাদের মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়, বঙ্গবাসীদিগকে যাহারা ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে গৌরব মনে করে, ভারতবর্ষের পিতৃ মাতৃ ভক্তি যাহাদের মস্তককে মা বাপের চরণে নত করে তাহারা সাহেব হইলেও কি আমাদের কোন দুঃখ আছে? এ প্রকার সাহেব যদি কেহ হইতে পারিত, সে বাঙ্গালীদের ভালবাসা হইতে কখনই বঞ্চিত হইত না। কিন্তু স্বজাতির প্রতি যাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ একটু আছে তাহারা ভদ্রতা রক্ষার অন্য উপায় বর্ত্তমান থাকিতে কখন কৃষ্ণবর্ণ সাহেব সাজিতে পারে না ইহা আমাদের বিশ্বাস। সারহীন অপদার্থ চপল স্বভাব ব্যক্তিরাই আপনাকে সাহেব বলিয়া অজ্ঞান লোকদিগকে প্রতারণা করে। নীচ অভিপ্রায় হইতে যাহারা এরূপ ভাব ধারণ করিবে তাহারা ফিরিঙ্গীর ফিরিঙ্গী হইবে। এ অবস্থাতে সকলই অস্বাভাবিক হইয়া যায়। মাতৃ ভাষা মুখ দিয়া বাহির হয় না, সাবান ঘস্তে ঘস্তে গায়ের ছাল চামড়া ছিঁড়ে যায় তবু রং শাদা হয় না, শেষ পাউডার মাত্র ভরসা। আমরা শুনিয়াছি একটী লেডী এত দূর এ বিষয়ে উন্নতি করিয়াছেন যে প্রসব বেদনার সময় ইংরাজিতে কাঁদিয়াছিলেন। "ফাদার রে, মাদার রে, গোয়ান রে, আই গো রে, আই ডাই রে! আমায় ক্যাচ্ রে ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্ আই ডাই"!! বোধ হয় এই ভাবে তিনি ইংরাজিতে কাঁদিয়াছিলেন। কপালে আরও কত হবে! আমাদের কোন বন্ধু এক সাহেব বাড়ী কোন কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলেন। সেই বাড়ীর এক বুড়ি বিবি তাঁহাকে অতি ব্যগ্রতার সহিত বলিতেছে "বাবা! তুমি তো অনেক জায়গায় যাওয়া আসা কর, আমার এই নাতিনীটীর একটী বর জুটিয়ে দিতে পার

বাবা! দেখ বাবা, যেন মাতাল টাতাল না হয়, আর রংটা একটু ফরশা যেন হয়, অমুক সাহেবের টেবিলে যেন বসে খেতে পারে।" নাতিনী বলিলেন "অম্মারী ওয়াস্তে নেই, তোমারা ওয়াস্তে"। ...দের বন্ধু দেখে শুনে তাঁবাকে আর ... পক্ষে সাহেব হওয়া যে কত অস্বাভা... তোমরা একবার তাহা দেখ।

... এখন আমরা গম্ভীর ভাবে এ প্রশ্নের মীমাংসা ...। স্বীকার করিলাম যাঁহারা ভদ্রতা রক্ষা ক... তাঁহারা কখন প্রচলিত প্রথানুসারে অবস্থিতি করিতে পারেন না। খাওয়া পরা থাকা সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া কি জাতীয় সমুদায় চিহ্ন বিনাশ করিয়া একবারে সাহেব বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে পার? যদি পার তাহা হইলে তোমরা প্রতারক বিশ্বাসঘাতক হইলে। আচ্ছা হ্যাট কোট পর, স্ত্রীকে গাউন পরাও, কিন্তু তুমি যে বাঙ্গালী জাতির একজন তাহার কি চিহ্ন রাখিলে? অতএব সম্পূর্ণ সাহেব হওয়া হইল না; অর্দ্ধেক সাহেব হও আর বাকি অর্দ্ধেক বাঙ্গালীত্ব রাখ। অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতীর স্বভাবের উপর সাহেবত্ব যত দূর খাটাইতে পার খাটাও। আর হ্যাটকোট পরিয়া সাহেবী নকল করাতে তোমাদের বড় মানারও না, দেখিতে অতি ছাই হয়। তার চেয়ে এখনকার বাবুদের মত চাপকান গোল টুপি পেণ্টেলুন ব্যবহার কর তবু অনেকটা দেখিতে ভাল হবে। এবং মেয়েদের জন্য মাথা খাটাইয়া একটা নূতন রকম কিছু কর আমরাও তাহাতে সাহায্য করিব। যদি বল সেগুতো আমাদের জাতীয় পোষাক নয় কেন তবে তাহা পরিব? তাহার উত্তর এই, উহাতে সাহেব বলিয়া লোকে প্রতারিত হয় না, বাঙ্গালীত্ব তাহাতে থাকে এইজন্য বলিতেছি। যদি বল আপনার রুচি অনুসারে যে যাহা ইচ্ছা সে তাহা করিবে, খাওয়া পরাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তাহা ঠিক কথা হইল না। "হংস মধ্যে বক যথা" হইয়া থাকা বড় বিড়ম্বনা। ঐ পোষাকটীর মধ্যে স্বার্থপরতা পরিপূর্ণ আছে। উহাতেই স্বজাতির প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়। আর কেবল ঐ পোষাকটী বলিয়াও কোন কথা নয়, তোমরা সাহেব হইতে ইচ্ছা কর সেইটীই হচ্ছে আসল রোগ। জাতীয় বন্ধন ঠিক রাখিয়া যদি কেহ সাহেব হইতে পারিতেন, তবে আমরা কেবল পোষাক কি খাওয়া প্রভৃতি কার্য্যের জন্য তাঁহাকে তত দোষ দিতাম না। জাতীয় স্বভাবকে লোপ করিয়া যাহারা ফিরিঙ্গী হইবে তাহাদের দ্বারা দেশের কোন আশা নাই। তাহাদের খাওয়া পরাই সর্ব্বস্ব। অতএব যাহা কিছু করিবে তাহার সঙ্গে জাতীয় ভাবের যোগ রাখ। চটে উঠ না কাঙ্গালের কথা শ্রবণ কর।

রাজা এবং বিদূষক।

রাজাদিগের সঙ্গে চিরকাল নানা প্রকার জীব বাস করিত। যেমন পড়ান পাখী, শিকারী কুকুর, নাচান বানর, হাকিমী বেজো, ওস্তাদী কবী, চিৎকারী পণ্ডিত, বয়ারে ষণ্ডা ইত্যাদি। এই সকল জীবের মধ্যে বিদূষক নামে এক প্রকার জাতি। বিদূষকের অপর শব্দ "ভাঁড়।" পাগলামী ও বাঁদরামী করিয়া জীবন কাটান ইহাদিগের কার্য্য। কখন রাজ মন্ত্রীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া অপ্রতিভ করিতেছে, কখন রাজার সঙ্গে ইয়ারকী দিতেছে, কখন পেঁচক ডাকিতেছে, কখন ঘুমন্ত মানুষের মুখে কালির গোঁপ রচনা করিতেছে, কখন নিজে ভুলুয়া সাজিয়া রাজ সভাকে ভেঙ্গচাইতেছে, কখন বাঁকামুটের মাথায় চড়িয়া ভ্রমন করিতেছে, ইহার জন্যই তাহারা রাজদ্বারে প্রতিপালিত হইত। হাঁচি না পাইলেও যেমন লোকে নাকে খড়িকা দিয়া হাঁচে, হাসি না পাইলেও সেই রূপ কেহ কেহ স্বাস্থ্যের জন্য হাসে। নানা সম্পদে বেষ্টিত হইয়াও যখন রাজার মুখ গোমড়া হইত এবং প্রাণ খাবি খাইয়া উঠিত, তখন ভাঁড় আসিয়া তাঁহাকে হাসাইয়া যাইত। সমতুল্য বন্ধুদের সঙ্গে লোকে যেরূপ ব্যবহার করে, রাজারা ভাঁড়দিগের সঙ্গে তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন। তাহারাও সম্পূর্ণ সাহস ও স্বাধীনতার সহিত রাজ সদনে কথা কহিত। ভয় করিলে ইয়ারকী চলিবে কেন?

শোনা আছে এক জন গোয়ার রকমের রাজার এই রূপ একটী ভাঁড় ছিল। ভাঁড় রাজা অপেক্ষা অধিক চতুর, কিন্তু পাগলামীর আচ্ছাদনে চাতুর্য্য গোপন করিয়া সে আপনার রুটি বজায় রাখিয়াছিল। এক দিন রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া একটা পাঁচ রঙ্গের বস্ত্রের টুপী ও এক গাছা ছোট রাঙ্গা লাঠীতে ঝুম ঝুমী বাঁধিয়া ভাঁড়ের হাতে দিলেন, এবং বলিলেন "দেখ বিদূষক, তুমি যাহা তোমা অপেক্ষা মূর্খ ও ইষ্টুপিড কোন ব্যক্তিকে যদি কখন দেখিতে পাও, তবে বাঁদরামীর চিহ্ন স্বরূপ এই লাঠী ও ঝুম ঝুমী তাহাকে দিও। যত দিন তাহা না দেখিতেছ, তত দিন ইহা তোমার সাজ হইল, তুমি নিত্য ইহা পরিয়া রাজ সভাতে উপস্থিত হইবে"। ভাঁড় বলিল 'যে আজ্ঞা হুজুর।' কিছু কাল এই রূপে যায়, ভাঁড় রাজ প্রদত্ত, ঝুন্ ঝুন্ শব্দ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র যষ্টি হাতে লইয়া সগর্ব্বে ভ্রমন করে, এবং লোকের মুখের ও কর্ণের নিকট তাহা আন্দোলন করে। অনেক দিন পরে রাজা হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইলেন। রোগটা বড় শক্ত। চসমা নাকে ইংরাজ ডাক্তার ঘন ঘন আসিতেছেন; প্রাচীন পৈতৃক বৈদ্যরাজ ভবনেই স্নানাহার করিতেছেন। চোরের রাত্রি বাসই লভ্য, বাটী যাইবার অবকাশ পাইতেছেন না। আনাভী শ্বেত শ্মশ্রুধারী মোগল হাকীম কাবা ও আলখেল্লা পরিয়া জোলাপ এবং সরবতের বন্দোবস্ত করিতেছেন, বৈঠকখানায় অনেক তামাক পুড়িতেছে, চাকরেরা বিজ বিজ করিয়া কথা কহিতেছে, রাস্তায় বিচালি ছড়ান হইয়াছে, ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, গরিব প্রতিবাসিনীরা, চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিতেছেন "আহা! আজ বুঝি এবার অক্ষে পেলো না।" রাজার বাঁচিবার আশা ছিল না। নাচ, গাওনা, মদ, চরস, সকলই শোভাহীন হইয়া গিয়াছিল; মন্ত্রী যন্ত্রী সিফাই শাস্ত্রী আর কিছুতেই আমোদ হইতেছিল না; মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল; রামমোহন রায়ের গান ধরিয়া ধরিয়া করিতেছিলেন এমন সময়ে সেখানে বিদূষক উপস্থিত। ভাঁড়ের মুখ কপট শোকে গম্ভীর অথচ কৌতুকপূর্ণ। রাজা তাহাকে দেখিবা মাত্র বৈরাগ্য ভাবে কহিলেন, কেও বিদূষক, এস ভাই এস। আর আমি চলিলাম, কেবারে চলিলাম, তুমি একা রহিলে। ভাঁড় কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত উত্তর করিল সেকি হুজুর? এ অবস্থায় যাইবে কোথা? দিন কতক রোস পেটে ভাত জল পড়ুক, নেয়ে খেয়ে, তার পর এস গিয়ে। রাজা আরও বিগলিত ভাবে বলিলেন ওহে আমি কি সে যাওয়ার কথা বলছি? আমি ... চির কালের জন্য যাইব, সেখান হ... লোকে কখন ফিরিয়া আসে না। এই বলিয়া রাজা কবী সেক্ষপীয়র হইতে কোটেসন করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিদূষক আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, মহারাজ এত দূরে যাইবেন, সঙ্গে আহার ... বন্দোবস্ত করিলেন না? অর্থাৎ পথের সম্বল কি লইলেন? রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ... সঙ্গে কেহই যাইবে না, সম্বল কিছুই করিতে পারি নাই। বিদূষক। মহারাজ! আপনি এই এক ক্রোশ পথ যাইতে হইলে ... সঙ্গে কত লোক জন লইতেন, কত বস্ত্র কত ধন লইতেন আর এবার চিরকালের জন্য বহু দূরে চলিলেন কিছুই সম্বল সঙ্গে লইবেন না? রাজা। ভাই বিদূষক, এ পথের যাহা সম্বল তাহা আমার ভাণ্ডারে নাই, তাহা আমি কখনই উপার্জ্জন করিতে পারি নাই।'

বিদূষক শুনিবা মাত্র আপনার মস্তক হইতে পাঁচরঙ্গা টুপী খুলিল, এবং হাতের রাঙ্গা লাঠি ও ঝুম ঝুমী, তিন একত্র করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, 'রাজা মহাশয়, তুমি আমাকে যখন এই সুন্দর টুপী, লাঠী ও ঝুমঝুমী দিয়াছিলে তখন বলিয়াছিলে যে যদি সংসারে আমা অপেক্ষা কখন কোন মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই তবে তাহাকে এই সাজে সাজাইয়া দিব। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু এমন পাগল ও তুচ্ছবুদ্ধি মনুষ্য কখন দেখি নাই যে, যে ব্যক্তি দুই দিনের পথ ভ্রমনের জন্য অপরিমিত আয়োজন করে, কিন্তু চিরকালের পথের জন্য, চির বিদেশ যাত্রার জন্য এক কপর্দ্দকও সম্বল করে না। যথার্থই ঐরূপ মনুষ্য আমা অপেক্ষাও মূর্খ ও ইষ্টুপিড, অতএব আজ তোমার প্রদত্ত টুপী তুমি পরিধান কর, এবং তোমার লাঠী ও ঝুমঝুমী তুমি হাতে ধারন কর, আমি অন্য ব্যবসার সন্ধানে চলিলাম।'

এই বলিয়া ভাঁড় রাজার মৃত্যু শয্যায় টুপী লাঠি ঝুমঝুমী বেগে নিক্ষেপ করিয়া অচিরাৎ নিষ্ক্রান্ত হইল, রাজা বিষাদ কোপে ও অসহায় তার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হে পাঠক! যেন তোমার ও আমার ভাগ্যে এরূপ দুর্দ্দশা না ঘটে।

সংবাদ।

সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে ইং ১৮৬২ সালে ৮০-

মদের দোকান ছিল, ১৮৭২ সালে পাঁচ হাজার হইয়াছে। রাসিয়ান গবর্নমেণ্ট এখন ইহা কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতবাসীগণ ইংলণ্ডে গিয়া সুখে থাকিতে পারেন তাহার জন্য একটী স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। ইহাতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। হোলকারের মহারাজা এই কার্য্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। সুযোগে লণ্ডন নগরে একটী বাঙ্গালী টোলা হইতে পারে।

সিংহলের গবর্ণর মদ বিক্রীর বিরুদ্ধে তথাকার প্রজাদের নিকট হইতে ৩২,৩৯৬ জনের স্বাক্ষর এক দরখাস্ত পাইয়াছেন।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত সেফিলড নামক স্থানে এক জন বিবাহিত পুরুষ স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে ফাঁকি দিয়া অপর একটী যুবতীকে বিবাহ করে। কিছু দিন পরে প্রতিবাসীরা সকলে তাহা জানিতে পারিল, পারিয়া তাহাকে ধরিয়া বিচারালয়ে দিল। সেখানে দোষ প্রমাণ হওয়াতে জুরিরা তাহার আড়াই টাকা জরিমানা করেন এবং তাহার গায়ে উল্কি পরাইয়া দেন। তার পর তাহাকে কতকগুলি স্ত্রীলোকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা তাহার মাথা মুড়াইয়া সেই ন্যাড়া মাথায় চিটে গুড় মাখাইয়া তাহার উপর কয়েক বস্তা ময়দায় গুঁড় ঢালিয়া দিয়া এবং তাহার জুল্পি কাটিয়া শেষ তাকে লাজে হাল করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আমাদের দেশের মেয়েরা যখন এমনি হবে তখন বড়োরা কেমন করিয়া মেলা বিয়ে করেন এবং রাত্রি কালে বদমায়েসী করিয়া বেড়ান তাহা দেখা যাবে।

ঢাকা নগরে "বাল্যবিবাহ নিবারিণী" নামে একটী সভা হইয়াছে। ইহার কয়েক জন সভ্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ২১ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ করিবেন না। এবং তাঁহারা ষোল বৎসর বয়সের কম কোন বালিকার পাণি গ্রহণ করিবেন না। পুরুষের ২৪ এবং স্ত্রীর ১৬ বৎসর বয়স বিবাহের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত সভা হইতে "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামক এক পয়সা মূল্যের এক খানি মাসিক পত্রিকাও বাহির হইতেছে, তাহার প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। যুবা সভ্যদিগের উৎসাহের কথা শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। স্থায়ী উৎসাহের সহিত যদি ইহাঁরা কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজসংস্কার বিষয়ে কলিকাতাকে তাঁহারা পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারিবেন।

সুলভের উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কয়েক জন বন্ধু যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা পাইয়া আমরা উপকৃত হইলাম। তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে যথাসাধ্য কার্য্য করিতে আমরা যত্নশীল হইব।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টকার মৃত্যুকালে একখানি সংস্কৃত অভিধানের পাণ্ডুলিপি ইণ্ডিয়া আফিসকে দিয়া গিয়াছেন, এবং বলিয়া গিয়াছেন যে ইং ১৯২০ সালের পূর্ব্বে যেন তাহা খোলা না হয়। অধ্যাপকমোক্ষমূলার পাছে ঐ গ্রন্থের দোষ ধরেন, এই জন্য তিনি এরূপ অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া যে কেবল আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা রাগান্বিত হইয়া ঝগড়া করেন তাহা নহে, ভাষার গুণে ইংরাজদিগকেও ঐ রোগে ধরে।

সহরের বড় বড় নরদামাগুলিন বন্ধ হইলে মাতাল ভায়াদের আমোদের কিছু ব্যাঘাত হইবে। আর সেরূপ বড় বড় পেটমোটা ছুঁচো ইন্দুরও হবে না, আর সে কৃষ্ণবর্ণ পচা দুর্গন্ধময় ও পোকাযুক্ত পঞ্চামৃতপূর্ণ নরদামায় পড়িয়া তাঁহাদের ক্রীড়া করাও ঘটিবে না। নরদামায় পড়িয়া তাঁহারা যে কখন কখন অতি অদ্ভুত মূর্ত্তি ধরিতেন তাহাও আর আমরা চক্ষে দেখিব না। কিন্তু এখন নির্ভয়ে রাস্তার উভয় পাশ দিয়া ঢলে ঢলে চলিয়া যাইবার তাঁহাদের বড় সুবিধা হইবে।

বিগত এপ্রিল মাসের গণনায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে পারিস নগরে ৪, ৩২০টী বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ৫৮টী স্ত্রীলোক স্বামীকে এবং নব্বই জন স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। ৩৫২টী বিবাহিত দম্পতী পরস্পর হইতে পৃথক হইয়াছে। ৬২৮ স্ত্রী পুরুষ কাটাকাটি সম্বন্ধে বাস করে। ৫২৬টী স্ত্রী পুরুষ ভিতরে ভিতরে পরস্পরকে অপছন্দ করে। ১, ৮৬৮ স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি উদাসীন। ৮৬২ যোড়া পরলোকে গিয়াছে। ১১২টী দম্পতী তাহাদের অদৃষ্টে এক প্রকার সন্তুষ্ট আছে। কেবল ১৮টী দম্পতী প্রকৃতরূপে সুখী।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হাউসে ভোজ খাবার নিমন্ত্রণ পান তাঁহারা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে লর্ড নর্থব্রুকের একজন রাঁধুনী বামুন ফ্রান্স দেশ হইতে নিরাপদে সিমলায় পঁহুছিয়াছেন এবং তিনি ভাল আছেন।

বিজ্ঞাপন।

সকল প্রকার অর্শ, প্লীহা ও রক্ত প্রদর রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

আমি অর্শ প্লীহা ও স্ত্রীলোকের রক্ত প্রদর রোগ নাশক মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা দ্বারা অনেকেরই ঐ তিন উক্ত পীড়া নিঃশেষে নিবারিত হইয়াছে। বৎসরব্যাপক রোগ সপ্তাহে ও ততোধিক দীর্ঘকালব্যাপক ২।৩ সপ্তাহে সম্যক্‌ উপশান্ত হয়। অতএব যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি সহর কলিকাতার বাদুড় বাগানের ভিতর শ্রীযুক্ত মির আফতারদ্দিনের বাটীতে অর্শ ও প্লীহা রোগের ঔষধের মূল্য ১ এক টাকা ও রক্ত প্রদর রোগের ঔষধের মূল্য ॥০ আনা ডাক মাসুল সমেত শ্রীমুনশী হোছেনের নিকট পাঠাইলে ঔষধ পাইবেন।

সুলভে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ;—

এক মাসের জন্য প্রতি ছত্রে		।০ আনা
তিন ঐ	ঐ	৵৹ "
তিন মাসের অধিক কালের জন্য হইলে প্রতি ছত্রে		৵০ "

বিদেশে যাঁহাদিগের নিকট সুলভের মূল্য বাকি আছে তাঁহারা ১৫ মের মধ্যে আমাদের কাছে টাকা না পাঠাইলে কাগজ বন্ধ হইবে। অগ্রিম মূল্য না পাইলে সুলভ পাঠান যাইবে না।

ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্ত্তন।

১ম ভাগ পুনরায় ছাপা হইয়া বিক্রয় হইতেছে

ভাল বাদান	... ...	১)
কাগজের মলাট	...	

নগদ মূল্যে শত করা ১২।৹ টাকার হিসাবে এবং বার খানার অধিক হইলে ২৫ টাকা হিসাবে কোমিসন দেওয়া যাইবে। বিদেশের জন্য ডাক মাসুল প্রতি খণ্ডে দুই আনা করিয়া লাগিবে।

১২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীকালি চন্দ্র মিত্র

---

৮ কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরি এণ্ড কোম্পানীর "নিউ মেডিকেল হল" নামক ঔষধালয়ে ইং ঔষধ, ডাক্তারি যন্ত্র, মশা, ছারপোকা, মাছি, ইন্দুরাদি নষ্ট করিবার ঔষধ, দুগ্ধ পরিষ্কক যন্ত্র, ঘড়ি, ছড়ি, টুপি, ছাতা, ব্যাগ, রাইটিংবাক্‌স, ষ্টেসনরি ও সেবিংকেস, বন্দুক, বারুদ, কিরোসিনলাম্প প্রভৃতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য জানিতে ইচ্ছা হইলে মাশুল দিয়া ও জবাব পাইবার জন্য পত্রের ভিতর টিকিট একখানি দিয়া পত্র লিখিবেন ইতি।

(মহারাণীর অনুগৃহীত)

জে করকীডস্ এণ্ড কোং।

ডাক্তারখানা।

ইহাঁরা প্রেসক্রিপ্‌সনমতে নিত্য ঔষধ যোগাইয়া থাকেন এবং হোলসেল ঔষধ বিক্রয় করেন

১১ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

কলিকাতা স্যুয়েজ ক্যানাল দিয়া এবং ওভরল্যাণ্ড মেলে প্রতিবারের ষ্টীমারে সকল রকমের খাটি ঔষধ পঁহুছিয়া থাকে। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জনেরা এবং ডাক্তারখানাওয়ালারা এই স্থানে ঔষধ কিনিলে বিলক্ষণ অর্থের সুগম দেখিবেন। হোলসেলের দর প্রতি মাসে ছাপান হয়, চেটি লিখিলেই বিনা মাসুলে পাঠান হয়।

পেটেণ্ট ঔষধ সকল এবং অস্ত্র চিকিৎসার সকল প্রকার ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

বৈদ্য শাস্ত্র সম্মত ঔষধালয়।

উক্ত ঔষধালয়ে নানা প্রকার বৈদ্য শাস্ত্রসম্মত ঔষধ তৈল ঘৃত অতি স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। প্রাতে ৮।১৫ হইতে ৯।১৫ পর্য্যন্ত দুস্থ রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া যায়। কিন্তু রোগী সক্ষম হইলে ঔষধের মূল্য দিতে পারিলে লইবার আপত্তি নাই। পুরাতন জ্বর প্লীহা থাকুক বা নাই থাকুক, উদরাময় যে কোন রকমের হউক, শূল রোগ মেহ রোগ প্রভৃতি উক্ত ঔষধালয়ের ঔষধে অতি সত্বর অবশ্যই আরোগ্য হইবে।

ঠনঠনিয়া শ্রীহরিচরণ রায়

৫২নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলি। কবিরাজ।

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায় :
জ্ঞানধন চাও যদি অবারিত দ্বারে,
গরিব ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। মূল্য ১ পয়সা।

৩ খণ্ড] কলিকাতা : মঙ্গলবার, ১লা. জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৩২ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

ছোট লাট সাহেব এখন হইতে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল নামে অভিহিত হইবেন। শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার রাজকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া এই উচ্চ উপাধী দিলেন। ইনি যেরূপ উৎসাহী এবং কর্ম্মক্ষম, তাহাতে পাঁচ বৎসরের অধিক কালও এই কার্য্যে থাকিতে পারেন।

হুগলি কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। একটী ছাত্রকে তিনি কি অপরাধে "ষ্টুপিড্" বলিয়া কলেজ হইতে বিদায় করিয়া দেন, ইহাতে তাহার অপমানে আর সকলে অপমানিত হইয়া যত দিন তাহাদের বিচার না হয় তত দিন তাহারা কলেজে যাইবে না এইরূপ স্থির করিয়াছে। ছাত্রগণ ডাইরেক্টর ও ছোট লাট সাহেবের নিকট টেলিগ্রাফ এবং দরখাস্ত করিয়াছে। অধ্যক্ষ সাহেবের সঙ্গে ছাত্রদিগের প্রায়ই এইরূপ হয় কেন? বালকটীর অপরাধের মধ্যে সে কি জন্য হাসিয়াছিল। তাহাতে সাহেব মনে করিলেন, তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে সেই জন্য চাপরাশি দ্বারা তাহাকে তাড়াইয়া দেন। ইহাতে কলেজ বিভাগের সমস্ত ছাত্র একত্র হইয়া চলিয়া গেল। তাহাদের অভিভাবকগণ সাহেবকে বদলী করিবার জন্য লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

কলিকাতার যে সকল গলিতে এ পর্য্যন্ত গ্যাসের আলোক এবং জলের নল যায় নাই, অথচ সে সকল স্থানের অধিবাসীদিগের নিকট উহার টাক্স আদায় হইতেছে, ইহার কি কোন বন্দোবস্ত শীঘ্র হইবে না? এ বিষয়ে আমরা প্রায়ই অভিযোগ শুনিতে পাই। যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঐ সকল সুবিধা না করিয়া দেওয়া হইবে সে পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে জল ও আলোকের টাক্স কম করিয়া লওয়া উচিত।

পটলডাঙ্গার মাধব বাবুর বাজারে কোন কোন দোকানদার ওজনে কম বাটখারা রাখিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকায়। কলুটোলা পুলিসের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর বাবু অখিলচন্দ্র রায়কে এ বিষয় অনুসন্ধানের ভার দিলে ভাল হয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সময়ের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মেঃ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর নাম সুশিক্ষিত মাত্রেই জানেন। ইনি এক জন অতি বিনীত স্বভাব প্রসিদ্ধ লোক। স্ত্রীলোকদিগকে সকল বিষয়ে সমান ক্ষমতা দিবার জন্য ইনি অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন।

হাওড়া পুলিসের মকদ্দমা লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে। তিন দিন ক্রমাগত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়াছে। ঈশ্বর নাপিত এবং তাহার কন্যা ও পুত্রবধূ যে সকল অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিয়াছে তাহা আর বক্তব্য নহে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের সভ্যগণ ঈশ্বর নাপিতের পক্ষে সওয়াল জবাব করিবার জন্য এক জন বারিষ্টার দিয়াছেন। এই সৎ কার্য্যের জন্য জমিদারদিগের সভা সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই। ঈশ্বর নাপিতের মকদ্দমায় প্রতিবাসিরাও অনেক সাহায্য করিতেছেন। ইনি একজন কম লোক নন, ছোট লাট সাহেবকে কামাইয়া থাকেন। হাজতে বদ্ধ থাকায় কএক দিন কামাইতে যাইতে পারেন নাই তাহাতে ছোট লাট সাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে এই সকল কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল। আগামীবারে মকদ্দমার শেষ ফল কি হয় তাহা বোধ হয় সকলে জানিতে পারিবেন।

ভারতসংস্কার সভার অধীনস্থ শ্রমজীবীদিগের বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। প্রায় এক শতের উপর ছাত্র হইয়াছে। শিক্ষকগণ যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের জীবন সার্থক হইতেছে। উক্ত বিভাগের সম্পাদক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া স্কুলটীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। বিনা বেতনে দুঃখী লোকেরা শিক্ষা পাইবে তথাপি এখনও যে শত শত ছাত্র ইহাতে ভরতি হয় না ইহা আমাদের আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়।

বর্দ্ধমান জেলার অধীন কালনার অন্তঃপাতী পাঁচরখি গ্রামের একটী প্রজা তাঁহাদের গ্রামের গোমস্তার অত্যাচারের কথা লিখিয়াছেন। তাহার দৌরাত্ম্যে প্রজারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। তাহার অধীনে কয়েক জন দুষ্ট লোক আছে সেই জন্য ভয়ে কেহ সাক্ষীর যোগাড় করিয়া ফৌজদারীতে মকদ্দমা করিতেও পারে না। গ্রাম্য প্রজার পক্ষে আদালত ফৌজদারী থাকা না থাকা সমান। যাহউক ইহার সত্যাসত্যের অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। বৈদ্যপুরের নন্দী বাবুরা উক্ত গ্রামের জমিদার।

"ভারতসংস্কারক" বলেন "শুনিলাম সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনর সাহেব লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেবের ১৮৭২ অব্দের ৩১ এ সেপ্টেম্বর দিবসীয় নির্দ্ধারণের অনুমত্যনুসারে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের অধীন সাতক্ষীরার মৃত প্রাণনাথ রায় চৌধুরীর সরকার হইতে তাঁহার জমিদারীর প্রজাগণের সাধারণ শিক্ষার্থে ২৪ পরগণার জন্য ৬০১ টাকা নদীয়ার জন্য ৮১ টাকা ও হুগলির জন্য ১৮০ টাকা, ও যশোহরের জন্য ১৩১ টাকা; গোবরডাঙ্গার মৃত সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সরকার হইতে তজ্জন্য ২৪ পরগণার ৪৮ টাকা যশোহরে ১০৪ টাকা ও নদীয়ায় ৪৮ টাকা; এবং পাইকপাড়ার রাজ সরকার হইতে তদুদ্দেশে ২৪ পরগণায় ১১২

টাকা, নদীয়ায় ৬০ ও যশোহরে ৩৫২/০ টাকা বৎসর বৎসর দিবার জন্য অনুমতি করিয়াছেন।

চাঁদনী বাজারের মুসলমান দোকানদারেরা নিরপরাধে ভদ্র লোক ক্রেতাদিগকে অপমান করে, যাহা মুখে আসে তাহাই বলে, একা দোকা পাইলে আরও অত্যাচার করে। সার্জ্জন পাহারাওয়ালাদের বলিলেও তাহার কোন উপায় হয় না। ইহার কি কোন শাসন নাই?

বিকৃতদ্রব্য বিক্রয়।

মিউনিসিপাল শাসনপ্রণালী দ্বারা প্রধান নগর ও গণ্ডগ্রাম সকলের পথ ঘাট নরদামা জল আলোক সম্বন্ধে অনেক প্রকার উপকার হইয়াছে, এই সকল কার্য্যের সুবন্দোবস্ত হওয়াতে শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনেক ভাল হইয়াছে, কিন্তু ব্যায়রাম বৃদ্ধির প্রধান কারণ যে আর একটী পচা বিকৃত খাদ্য সামগ্রী সকল বিক্রয় করিতে দেওয়া তাহার এ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। এই নগরের এক একটী বাজার এমনি দুর্গন্ধময় অপরিষ্কার স্থান যে সে দিক্ দিয়া গমনাগমন করিতে কষ্ট বোধ হয়। পচামাচ ও বিবিধ প্রকার উদ্ভিদের গন্ধে নাকের কাপড় খোলা যায় না। স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তারেরা এ বিষয়ে কি জন্য ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করেন না আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। গোলদিঘীর ধারটী এখন সুন্দর সুন্দর প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও পরিষ্কার পথ দ্বারা আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে; কিন্তু দুই পার্শ্বে দুই অট্টালিকা মধ্যে দুর্গন্ধময় কদর্য্য দৃশ্য একটী বাজার। ইহা কি এখনকার সময়ে আর শোভা পায়? এত বিষয়ে উন্নতি হইল নগরের বাজার গুলির অবস্থা কি চিরকাল সমানই থাকিবে? উত্তম পরিষ্কার স্থানে প্রশস্ত সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে বাজার হওয়া উচিত।

যে দিবসের দ্রব্য সেই দিনে তাহা বিক্রয় না হইলে তাহা পুরাতন এবং বিকৃত হয়, সুতরাং তাহা বিক্রয় না হইলে দোকানদারদের ক্ষতি হইতে পারে এই কারণেই কি তাহাদিগকে ঐ সকল অনিষ্টকর দ্রব্য বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে? তাহাদের উচিত, যে পরিমাণে প্রতিদিন যে দ্রব্য বিক্রয় হয় সেই পরিমাণে সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং আনয়ন করে। দোকানদারেরা ভাল জিনিস বলিয়া যে গুলি পচা ও মন্দ সেই গুলিকে আগে বিক্রয় করে। ইহারা এইরূপে পদে পদে ক্রেতাদিগকে ঠকায়। অত্যন্ত ক্ষুধার সময় যখন জঠরানলে উদর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তখন যদি মেঠাইওয়ালাদের দোকানে দুইটী পয়সা দিয়া বলা যায় যে ভাই টাটকা খাবার দুই পয়সার দাওতো। এমন সময় যদি মন্দ পুরাতন খাবার তাহারা দেয় তাহা হইলে দুঃখেতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। কিন্তু সচরাচর এইরূপ ঘটে। ক্রেতার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে ময়রা তাহা কি ভাবিবে? সে তাহার পুরাতন অবিক্রীত জিনিস গুলির আগে গতি করিবে। ইহাতে তুমি খাইতে পার আর না পার তাহার সে ভাবনা ভাবিবার কোন আবশ্যকতা নাই। মাচের দোকানে এরূপ জুয়াচুরি ধরা আরও কঠিন। এই সকল জুয়াচুরি কি নিবারণ হইতে পারে না? স্বাস্থ্যরক্ষক কর্ম্মচারীদিগের উচিত যে তাঁহারা সহরের যত প্রকার পচা অখাদ্য জিনিষ আছে তাহা বিক্রী করিতে না দেন, অথবা মন্দ জিনিস বিক্রয় করিবার জন্য স্বতন্ত্র বাজার এবং দোকান করিতে আদেশ করেন। একবার এই সকল দোকান অনুসন্ধান করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে কি জঘন্য অনিষ্টকর সামগ্রী সকল সেখানে বিক্রয় হইয়া থাকে। ভাল মন্দ দ্রব্যের পৃথক্ দোকান থাকিলে কেহ কাহাকে ঠকাইতে পারিবেনা।

তীর্থযাত্রা।

যাঁহারা যথার্থ ভক্তির সহিত তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং যাঁহাদের সে কার্য্যে প্রকৃত বিশ্বাস আছে এবং তজ্জন্য কষ্টকে কষ্ট মনে করেন না, তাঁহাদিগকে আমাদের কিছু বলিবার নাই। এরূপ প্রথার মধ্যে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রকার উপকারও আছে। অন্তঃপুর রূপ কারাবদ্ধ বঙ্গমহিলাগণ একটু স্বাধীন ভাবে দেশ বিদেশ দেখিয়া বেড়ান, অনেক আশ্চর্য্য মনোহর স্থান ও বস্তু সকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সুখী হন, বিভিন্ন প্রকারের লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, এই সকল কারণে তীর্থ ভ্রমণ এক দিকে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে একটী সুখকর কার্য্য বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক যে সকল অমঙ্গল এখন ঘটিয়া থাকে তাহা শ্রবণ করিলে কাণে হাত দিতে হয়। তীর্থ স্থান গুলিন এখন ব্যভিচার ও জুয়াচুরির জন্য যে বিখ্যাত হইয়াছে তাহা এক জন ভাল হিন্দুও বিশ্বাস করেন। কাশীতে এই দুষ্কর্ম্মের জন্য এমন কি একটা শ্রেণী প্রস্তুত হইয়াছে। যাহাদের জাতি সম্বন্ধে কিছু গোলযোগ আছে তাহারাই ক্রমে ঐ শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছে। অনেক ভদ্র পরিবারের স্ত্রী লোকেরা এই রূপে মন্দ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ তীর্থ স্থান যে অধিক পাপের আলয় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক করে না।

যে সকল স্ত্রীলোক মন্দ চরিত্র তাহারা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ঘরের বাহির হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হয়। যেরূপ ভয়ানক লোক অরক্ষিত স্থান ও অবস্থার মধ্য দিয়া স্ত্রীলোকেরা তীর্থে গমনাগমন করে, তাহাতে ভাল লোকও মন্দ হইয়া যায়। কুলের কুলবধূ কত ভদ্র বংশীয়া বিধবা যুবতীগণক গ্রামের কোন অকর্ম্মণ্য নাখরাজভোগী ব্যক্তিকে "সেথো" জুঠাইয়া অনায়াসে বাহির হয়। চন্দ্র সূর্য্য যাহাদের মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পায় না তাহারা বিদেশী পাণ্ডাদের হাতে জীবন সমর্পণ করে। পথের মধ্যে বাজারে চটিতে তাহারা যেখানে আড্ডা করে এবং সেখানে তাহারা যেরূপে শয়ন আহার এবং শারীরিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করে, তাহাতে যে তাহাদের ভদ্রতা থাকে না কেবল তাহা নয়, ঐ অবস্থাতে যুবতী যাত্রীদিগের সতীত্ব ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। পথে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলে প্রায় অতি নিকটে নিকটে শয়ন করে। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যে সকল যাত্রী স্ত্রী পুরুষ গঙ্গাস্নান করিতে আসে তাহারা কেমন দুরবস্থায় থাকে তাহা বোধ হয় অনেকে দেখিয়াছেন। চরিত্র মন্দ হইবার পক্ষে তীর্থযাত্রা যেমন অনুকূল অবস্থা এমন আর কিছুই নহে। যাহারা রক্ষক হইয়া সঙ্গে যায় তাহাদিগকে কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তাহাদের সঙ্গে কোন পবিত্র সম্বন্ধ নাই। পথে এই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়া তীর্থস্থানে তাহারা উপস্থিত হয়। সেখানেও এই প্রকার। পুরী জগন্নাথ ক্ষেত্রে আবার জাতের বিচারও থাকে না। সকল প্রকার শাসন বিহীন হইয়া থাকিলে যে অনায়াসে লোক মন্দ হইবে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

সম্প্রতি হালিসহর পত্রিকায় এক খানি প্রেরিত পত্রে তাড়কেশ্বরের প্রধান পাণ্ডার অত্যাচারের কথা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। উক্ত পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন তাড়কেশ্বরের প্রধান পাণ্ডা স্ত্রী যাত্রীদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করে, যাহারা রোগ হইতে বাঁচিবার জন্য ধন্না দেয়, তাহাদিগকে সেই পাণ্ডা উন্মাদ দিয়া ক্রমে মারিয়া ফেলে। যিনি লিখিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন যে এই ঘটনা তিনি নিজে প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন। ইহা যদি সত্য হয় তবে গবর্ণমেণ্টের উচিত ইহার কোন উপায় করেন। চট্টগ্রামের নিকট বাড়বকুণ্ডের এক যুবক পাণ্ডার বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে একটি নালিশ হইয়াছে যে সে যাত্রীর নিকট অন্যায় রূপে অর্থ সংগ্রহ করে এবং স্ত্রীলোকদিগের উপর আক্রমণ করে। এতদূর ভয়ানক হউক না হউক, সকল তীর্থেই প্রায় ঐরূপ কতকটা ঘটিয়া থাকে। এ সকল অবস্থা জানিয়া শুনিয়া আমাদের দেশের লোকেরা কেমন করিয়া আপনাদের আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে অসহায় অবস্থাতে তীর্থ ভ্রমণ করিতে অনুমতি দেন আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের উচিত হয় এক নিজে সঙ্গে গমন করেন অথবা এ প্রথা একবারে উঠাইয়া দেন। যাত্রীরা পথে যে কষ্টে গমনাগমন করে এবং অনাহারে রোগে যেরূপ কষ্ট পায়, তাহা দেখিলে কে আর তাহাদিগকে ঘরের বাহির হইতে দিবে? বাঙ্গালীগণ যদি মান সম্ভ্রম বাঁচাইতে চান তবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ সাবধান হইবেন। আমরা স্বচক্ষেও যাত্রীদিগের এরূপ দুর্গতি কত দেখিয়াছি।

আশ্চর্য্য জুয়াচুরি।

নদীয়া জেলার অধীন দেবগ্রামের বাবু কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন জমিদার গত ডিসেম্বর মাসে এখানে নীল বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কএকটী নীল কুটিও আছে। এখানে তাঁহার সহিত গোপাল নামক এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। তাহার সম্ভ্রমের মধ্যে কেবল এক যোড়া কাশ্মীরী সাল গায়ে ছিল। কিছু জমিদারী এবং নীল কুঠি ক্রয় করিবার কথা

সে উত্থাপন করে এবং একদিন উক্ত জমিদারকে সঙ্গে করিয়া কাশীপুরের নিকট গঙ্গার ধারে একটী সুন্দর অট্টালিকায় লইয়া যায়। সে বাড়ী বড় মানুষের বাড়ীর মত খুব সাজান। গোপাল কালিদাসকে নীচে বসাইয়া উপরে গেল এবং ক্ষণকাল পরে তাহাকে উপরে লইয়া গিয়া একজন য়িহুদীর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিল। বাড়ীর ধুমধাম জাঁকজমক দেখিয়া কালিদাসের তাক লাগিয়া গিয়াছিল। য়িহুদী বলিলেন, যে আমি চুনীলাল বাবুর কর্ম্মকর্ত্তা, তিনি নীল কুঠি ক্রয় করিবেন। আমার বাবুর সহিত এক বেগমের প্রণয় আছে, সেই বেগম অতিশয় ধনী। চুনীলাল বাবু বৃথা অর্থ ব্যয় করিয়া না [illegible]লেন এইজন্য আমার ইচ্ছা যে ঐ টাকায় [illegible] খরিদ করিয়া রাখা হয়। পরে জমিদারটী [illegible]র নীল কুঠির বৃত্তান্ত সকল বলিলেন এবং আশি হাজার টাকা তাহার মূল্য স্থির করিলেন। য়িহুদী ষোল হাজার টাকা পরদিন তাঁহাকে বায়না দিতে চাহিলেন। এইরূপে কথা স্থির হইলে সকলে নামিয়া আসিলেন। জমিদারের সঙ্গে এক তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াটে গাড়ী ছিল তাহা দেখিয়া য়িহুদী উপহাসের ভাব প্রকাশ করেন এবং তাঁহার একখান বগী সেখানে প্রস্তুত ছিল তাহাতে জমিদারকে উঠিতে বলেন। পরে য়িহুদী এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যেন তিনি বিশহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে কলিকাতা যাইবেন। কথায় কথায় কালিদাসকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কল্য চারিহাজার টাকা আনিয়া এই বিশহাজার টাকার কাগজ লইতে পার না? কালিদাস তাহাতে সম্মত হইয়া পরদিন চারিহাজার টাকার নোট লইয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সে দিন চুনীলাল বাবু স্বয়ং এক বড় তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কালিদাসের পরিচয় হইল। বাবু আর কোন কথাবার্ত্তা কহিলেন না। খানিক পরে দাওয়ানের মত একজন লোক আসিয়া নোটের নম্বর লইয়া এবং বায়নার টাকার রসিদ ইত্যাদি লওয়ার যোগাড় করিতে লাগিল। শেষে উক্ত চারিহাজার টাকা লইয়া সে অন্য ঘরে যাইবার উপক্রম করায় কালিদাস কিছু সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তাহাতে য়িহুদী ও গোপাল মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিয়া বলিলেন তুমি কি আমাদিগকে অবিশ্বাস কর? ইহাতে কালিদাসকে টাকা ছাড়িয়া দিতে হইল। দাওয়ান বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আনিতে বাড়ীর ভিতর গেলেন, অনেক বিলম্ব দেখিয়া এদিকে কালিদাস ব্যস্ত হইলেন, য়িহুদীও আসি বলিয়া দাওয়ানের অন্বেষণে চলিলেন, কেবল গোপাল সেখানে থাকিল। তখন ইহারা বাহির হইতে য়িহুদী এবং একটী স্ত্রীলোকের (কল্পিত বেগমের) কথা শুনিতে পাইল। বেগম টাকা দিতে চান না, য়িহুদীও ছাড়িবেন না, এইরূপ ভাবে ক্ষণকাল গেল। ক্রমে অনেক রাত্রি হইল, পরে য়িহুদী ও দাওয়ান আসিয়া বলিলেন যে বেগম চারি হাজার টাকা আটকাইয়া রাখিলেন আর অন্য কোথাও হইতে বিশ হাজার টাকার যোগাড় করিয়া দিতে বলিলেন। চুনী বাবুর যথেষ্ট বাজার সম্ভ্রম আছে, টাকার ভাবনা নাই এই বলিয়া ভোগা দিয়া তাঁহারা কালিদাসকে পর দিবস আসিতে বলিলেন। পর দিন কালিদাস গেলেন, কিন্তু দরওয়ান দুয়ার খুলিল না সকলই ফাকি প্রকাশ হইল। পুলিস কমিসনর মেং ওয়াকোপ ইহা জানিতে পারায় এখন আলিপুরের কোর্টে ইহার মকদ্দমা চলিতেছে।

পদ্যপুষ্প হার।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র এই পদ্যময় গ্রন্থ খানি শিশু ছাত্রদিগের ব্যবহারের জন্য রচনা করিয়াছেন। ইহা শিশুদের জন্য কেবল নয় কিন্তু বৃদ্ধদিগেরও পাঠ্য হইয়াছে। ইহার মূল্য দুই আনা মাত্র। পদ্য কয়েকটী অতি সদ্ভাব ও সদুপদেশপূর্ণ। ইহার একটী কবিতা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ পড়িয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

সুখী কে?

নরগণ মধ্যে হয় সুখী সেইজন।
চিন্তানলে যেই জন না দহে কখন॥
লোভ দ্বেষ রাগ দম্ভ না করে কখন।
সেইজন চির সুখে কাটায় জীবন॥
সুখ অন্বেষণে বৃথা না করে ভ্রমণ।
যে জন দাসত্ব বৃত্তি জানে না কেমন॥
নির্ম্মল অন্তর যার থাকে সর্ব্বক্ষণ।
সেই জন চিরসুখে কাটায় জীবন॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবারে রত যাঁর মন।
অথবা সুকাযে চিত থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
পর উপকার সদা করে যেই জন।
সেই জন চিরসুখে কাটায় জীবন॥
রিপুগণে যিনি সদা করেন দমন।
পরদুখ দূর হেতু রত যাঁর মন।
পরসুখ দেখি যেবা কাতর না হন।
সেই জন চিরসুখে কাটায় জীবন॥
শমন ভবন যেতে প্রস্তুত যে জন।
পাপ কর্ম্ম করি যাঁর ভীত হয় মন॥
গুরুজনে সেবা করি সুখি যাঁর মন।
সেই জন চিরসুখে কাটায় জীবন॥
পরকুচ্ছ যেই জন না গায় কখন।
ঈশগুণ গেয়ে হয় আনন্দে মগন॥
পরগুণ যেই জন গায় সর্ব্বক্ষণ।
সেই জন চির সুখে কাটায় জীবন॥

সংবাদ।

হেয়ারস্কুলের এবং কলেজের ছেলেদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ এবং দাঙ্গাহাঙ্গাম হইয়া থাকে। কয়েক দিন হইল হেয়ারস্কুলের একটী নাদকাটা বয়াটে ছেলেকে কলুটোলার কএকটী ছাত্র একত্রিত হইয়া অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে। তাহার মাথা কাটাইয়া দিয়া গোলদিঘীর জলে তাহাকে চোবাইয়া কীল ঘুষো মারিয়া মৃতপ্রায় করিয়াছিল। শুনা গেল সে ছোকরা নালিশ করিয়াছে। শিক্ষকগণেরও ইহাতে দুর্নাম হয়।

সিঁতি উত্তরপাড়া নিবাসী কএকটী সহৃদয় ব্যক্তি একত্রিত হইয়া নিকটস্থ নিরুপায় নিরাশ্রয় ভদ্রবংশীয় স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকাদিগের ভরণ পোষণের সাহায্যার্থ "শুভকরী" নাম্নী একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ১১টী দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ উপযুক্ত রূপে ভোজ্য বস্তু এবং পরিধেয় বসন মাস মাস পাইতেছে। গত ২ বৈশাখে ইহার বার্ষিক সভা উপলক্ষে কাঙ্গালীদিগকে ভোজন করান হইয়াছিল। এক বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫২৸৵ আনা [illegible] ও এককালীন দানেতে [illegible] ইহার মধ্যে ৩০১৷৵ আনা খরচ বাদে [illegible] মজুত আছে। এরূপ সদনুষ্ঠানে যে দেশের ভদ্র ব্যক্তিগণ সকলে যোগ দান করিলে দেশের আরও উপকার হইবে। যাহা হউক, সভার সভ্যগণ ও সম্পাদক যথোচিত ধন্যবাদ ও প্রশংসার পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। [illegible] গ্রামের শিক্ষিত যুবকেরা এই রূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

ভিক্টোরিয়া পত্রিকা নামক একখানি পুস্তক বাবু বিহারীলাল [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষায় [illegible] সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। [illegible] অতি পরিষ্কার এবং উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তক এক এক খানি কাছে থাকিলে অনেক বিষয়ে উপকার পাওয়া যায়।

"গ্রেটবাগান বঙ্গনাট্যসমাজ" নামক আর একটা নাট্যসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নিয়মপ্রণালী সকল পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কোন প্রকার মাদক দ্রব্য অথবা অসভ্য ব্যবহার [illegible] হইতে পারিবে না। এরূপ নাট্যসমাজ দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে।

হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে একজন পথিক বণিক পথে যাইতে যাইতে এক পুলিসের বাঙ্গালায় রাত্রিকালে অবস্থিতি করে। সে ব্যক্তি যখন শয়ন করিয়া আছে তখন পুলিসের যমদূতেরা কেমন করিয়া তাহাকে খুন করিয়া তাহার টাকা গুলি হস্তগত করিবেন সেই পরামর্শ করিতেছিলেন, বণিক তাহা শুনিতে পাইল। পরে যখন ষড়যন্ত্রকারীগণ এদিক ওদিক সরিয়া গিয়াছে এমন সময় বণিক দেখিল যে তাহার পাশে এক পুলিস জমাদার নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সে করিল কি আস্তে আস্তে আপনার কাপড় খান ঘুমন্ত জমাদারের গায়ে না চাপাইয়া থানা হইতে [illegible] করিয়া প্রস্থান করিয়া নিকটে এক গাছের উপর চড়িয়া বসিয়া থাকিল। খানিক পরে দেখে যে থানার সেই যমদারেরা ঐ গাছের তলায় একটা গর্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বণিককে মনে করিয়া সেই জমাদারকে কাটিয়া কুচি কুচি করিয়াছে তার পর তাহাকে ঐ গাছের তলায় পুঁতিবার জন্য আনিয়াছে। বণিক সকল দেখিল। এক্ষণে তাহারা ধরা পড়িয়াছে। পুলিসের বিদ্যা সর্ব্বত্র সমান।

শান্তিপুরের জমিদার বাবু ঈশানচন্দ্র রায়ের সম্প্রতি কলিকাতায় মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে নানা প্রকার গোল উঠিয়াছে। শান্তিপুরে জনরব যে ঈশান বাবু ব্যভিচার দোষে লিপ্ত থাকায় কলিকাতায় কে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। তাঁহার আত্মীয়গণ মৃত্যুর যথার্থ কারণ কিছুই

স্থির করিতে পারেন নাই। কলিকাতার তালতলায় ইনি বাস করিতেন। এ বিষয়ের সত্যাসত্য পুলিসের অনুসন্ধান করা আবশ্যক, ইনি এক জন কৃতবিদ্য যুবক ছিলেন।

ঢাকার "হিন্দুহিতৈষিণী" বলেন, "সে দিন শাঁখারী বাজারে এক অপূর্ব্ব বাল্য বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়ঃক্রম ৩ বৎসর ২ মাস এবং পাত্রীর ১ বৎসর ১ মাস মাত্র। বিবাহ কালে সোজা হইয়া বসিতে পারে না বলিয়া বধূকে একটী ধামার মধ্যে বসাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। শাঁখারি বাজারে যেরূপ বাল্য বিবাহ প্রচলিত, বোধ হয় এরূপ কুত্রাপিও নাই"।

শান্তিপুর নিবাসী দীননাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনেক ফৌজদারী আদালতের মোক্তার উলা গ্রামের কোন ভদ্র লোকের নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা না দেওয়ায় রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহার ১৫০ টাকা জরিমানা করেন। মোক্তারটী কৃষ্ণনগরের জজ আদালতে আপীল করিয়াছিল. জজ সাহেব নিম্ন আদালতের আজ্ঞা স্থির রাখিয়া অতিরিক্ত ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। মোক্তারটী পলায়ন করিয়াছে।

ক্যালকাটা রিডিংরুমের বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ১, ১৭৮ টাকা গত বর্ষে আদায় হইয়াছে। পাঁচ শত টাকার কোম্পানীর কাগজ মজুদ আছে। প্রতি দিন গড়ে প্রায় ২০ হইতে ৩০ জন পর্য্যন্ত সেখানে পড়িতে যান। ইহার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘরের আবশ্যক হইয়াছে। কলিকাতায় এত বাবু থাকিতে এ পর্য্যন্ত একটা বড় লাইব্রেরি হইল না ইহা বড় দুঃখের বিষয়। আমরা ভরসা করি সকলে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া একটী ঘর শীঘ্র শীঘ্র করিয়া দিবেন। এ বিষয়ে বোম্বাইবাসী পার্সীদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। প্রত্যেক বড় বড় সহরে নেটিভ পবলিক্ লাইব্রেরি ক্লক টাওয়ার তাঁহারা করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার বাবুদের বাজে খরচে এত টাকা ব্যয় কিন্তু এ সকল কাজে টাকা বাহির হয় না কেন? যাহউক, আমারা রিডিংরুমের সম্পাদক বাবু রাজেন্দ্র মিশ্রির উৎসাহ দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। সকলে ইহাঁর সঙ্গে যোগ দিয়া এ কার্য্যের সহায়তা করুন।

টেলিগ্রাফের দ্বারা বোম্বের এবং কলিকাতার লোকের সঙ্গে এখানে দাবা খেলা হইতেছে। বোম্বাই হইতে চাল আসিতে কিছু বিলম্ব হয়।

এই নগরের অতুলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একটী ভদ্রলোক মাতাল অবস্থায় একজন শুঁড়ির দোকানে গিয়া দুই বোতল মদ চুরি করিয়াছেন বলিয়া উক্ত শুঁড়ি পুলিস মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করে। বিচারে চুরি করা প্রমাণ হয় নাই। বিচারক তাঁহাকে শাসন বাক্যের দ্বারা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

গতবর্ষে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ৫০, ৭২, ৯৮৮ টাকা আয় হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয় ৪৩, ৬১, ০৮৬ টাকা. ৭, ১১, ৯০৪ টাকা মজুদ ছিল। ইহার মধ্যে হাউস টাক্স ৯, ৪৮, ৮৭৬ টাকা আর ওয়াটার ট্যাক্স ৪, ৯৫, ৮৯৯ টাকা।

হাইকোর্ট হইতে সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার হইয়াছে যে মফস্বলে যাঁহারা ওকালতী কিম্বা মোক্তারি কার্য্যের জন্য পরীক্ষা দিবেন তাঁহাদিগকে নিম্ন লিখিত নিয়ম গুলি প্রতিপালন করিতে হইবে।

১। ইংরাজিতে কিম্বা বাঙ্গালায় ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা অথবা অন্য কোন পরীক্ষা যাহাতে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের কিম্বা স্কুল ইন্স্পেক্টরের সার্টিফিকট আছে এমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

২। চরিত্রের উৎকৃষ্টতার সন্তোষজনক সার্টিফিকট চাই।

৩। বয়ঃক্রম ২০ বৎসর হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই।

গণেশচন্দ্র দাস নামক বালিয়াঘাটার একজন কাঠের দোকানদারকে টালিগঞ্জের থানার কর্ম্মচারীগণ বিনাদোষে চারি দিন বদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহার বুকে বাঁশ দিয়া ডলেন, অনেক প্রকার অত্যাচার করেন এই বলিয়া উক্ত গণেশ পুলিসের নামে আলিপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়াছে। বিচারে কি হয় বলা যায় না।

প্রেরিত।

মহাশয়!

গত ২৭ মার্চ বৃহস্পতিবার আমি আমার দুইজন বন্ধু সমভিব্যাহারে কোন কার্য্য বশতঃ পোর্টকেনিং টাউনের অন্তর্গত তাম্বুলদহের খাকড়াগ্রামে গমন করিতে ছিলাম। যাইতে যাইতে কুমড়াখালীর ঘাট পার হইয়া তাম্বুলদহে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ প্রজাদিগের বাসগৃহাদির অবস্থা দেখিয়া বোধ করিলাম যে তৎতৎ গ্রাম একবারে জনশূন্য হইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে আমি ও আমার সঙ্গী বন্ধুদ্বয় সকলে মিলিয়া উক্ত বিষয় অনুসন্ধান করিতে করিতে দক্ষিণ বাগমারী গ্রামে উপনীত হইলাম। পরে তত্রস্থ এক বিধবা ও তৎপার্শ্বস্থ গ্রামবাসী অনূ্যন ৮।১০ জন ব্যক্তিকে উক্ত বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে পোর্টকেনিং কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে তত্রস্থ প্রজাপুঞ্জ নানা প্রকারের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া স্ব স্ব বাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে। শ্রুত হইলাম উল্লিখিত কোম্পানীর নাএব ম্যানেজার ও অপরাপর কর্ম্মচারী দুঃখী প্রজাগণের নিকট হইতে বিনা মূল্যে বলপূর্ব্বক ধান্য কাড়িয়া লইয়া চাউলের কলে দিতেছেন। ঐ সহায় হীন প্রজাগণ উক্ত ধান্যের মূল্য চাহিতে গেলে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন ও সময়ে সময়ে উত্তম মধ্যমরূপ প্রহারও করিয়া থাকেন। এমন কি ঐ কেনিংটাউনের নিকটস্থ কোন একটী স্ত্রীলোক বিনা মূল্যে ধান্য দিতে অস্বীকার হওয়ায় মার খাইয়াছিল। আরও অবগত হইলাম যে উক্ত প্রদেশের নবীন নামক এক ব্যক্তি তাহার শ্বশুরের গোক ও ধান্যাদি ঐরূপ করিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়ায় সে ব্যক্তি উক্ত কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারীর নামে বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে, সে বিষয় যে সত্য তাহার যথেষ্ট প্রমাণও হইয়াছে। কিন্তু আট দশ মাস অতীত হইল সে মকদ্দমার রায় তিনি কি জন্য এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই তাহা আমারা সবিশেষ অবগত হইতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে দয়ালু গবর্ণমেন্টের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্ট ঐ সকল দীনহীন প্রজাপুঞ্জের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি না করিলে তাহাদিগের আর উপায় নাই।

মায়াপুর
২ এপ্রেল ১৮৭৩। } নি[illegible]ক পাঠকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সুলভে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম;—

এক মাসের জন্য প্রতি ছত্রে ।০ আনা
তিন ঐ ঐ ৶০ "
তিন মাসের অধিক কালের জন্য
হইলে প্রতি ছত্রে ৵০ "

বিদেশে যাঁহাদিগের নিকট সুলভের মূল্য বাকি আছে তাঁহারা ১৫ মের মধ্যে আমাদের কাছে টাকা না পাঠাইলে কাগজ বন্ধ হইবে। অগ্রিম মূল্য না পাইলে সুলভ পাঠান যাইবে না।

ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্ত্তন।

১ম ভাগ পুনরায় ছাপা হইয়া বিক্রয় হইতেছে
ভাল বাদান ১;
কাগজের মলাট ৸৶০

নগদ মূল্যে শত করা ১২॥০ টাকার হিসাবে এবং বার খানার অধিক হইলে ২৫ টাকার হিসাবে কোমিসন দেওয়া যাইবে। বিদেশের জন্য ডাক মাসুল প্রতি খণ্ডে দুই আনা করিয়া লাগিবে।

১২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

টাকের মহৌষধ।

আমাদের নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গিরজার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিসপেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৯নং সংস্কৃতকলেজ স্কোয়ার কলিকাতা } মহলানবীশ
হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } এবং কোং

১২৮০ সালের "বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গালা ডাইরেক্টোরি" চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীস্থিত ন্যাশন্যাল ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। মূল্য ১।, ডাক মাসুল ।০ আনা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত
ম্যানেজার।

এই পত্রিকাপটলডাঙ্গাগোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিতহইল।

মূল্য ১ পয়সা। | মূল্য ১ পয়সা।

৩ খণ্ড। কলিকাতা; মঙ্গলবার, ৮ই. জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সাল। Registered No 25 , ১১৬ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

—•—

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ দিবসে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর জষ্টিসদিগের এক সভা হইয়াছিল তাহাতে অধিকাংশের মতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সহকারী সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি আট শত টাকা বেতন পাইবেন, ইহার পর পদবৃদ্ধি হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিবার আর বাকি নাই অনেক বার তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে; এক্ষণে আমাদের এই ইচ্ছা যে উমেশ বাবুর কাছে দেশস্থ লোকেরা যে আশা করিতেছে তাহা যেন তিনি পূর্ণ করিতে যত্নশীল হন।

আজ কাল ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়েতে অনেক জগন্নাথের যাত্রী আসিতেছে। এক এক গাড়ীতে এত লোক বোঝাই করা হয় যে তাহাদের প্রাণ বিয়োগ হইতে থাকে। একে এই ভয়ানক রৌদ্র, তাহাতে আবার একটু জল খাইতে পাওয়া যায় না, তাহার উপর আবার এইরূপ ভিড়, ইহাতে কি প্রাণ বাঁচে? চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীরা তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া বড় ভিড় করে। আমরা শুনিতে পাই ইহাঁদের লাভ বিলক্ষণ হয়, কিন্তু অল্প কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে যেখানে যাত্রীদিগকে অনায়াসে তাঁহারা সুখে লইয়া যাইতে পারেন সেখানে এত কষ্ট দেন কেন? আর কিছু করুন না করুন, রৌদ্রের সময় একটু জল দিবেন।

হাওড়া পুলিস সম্বন্ধীয় মকদ্দমার বিচার গত বুধবারে শেষ হইয়াছে। আসামী হেড কনষ্টেবল কৈলাস মণ্ডলের নয় বৎসর, ইন্স্পেক্টর বাবু নিমচাঁদের ছয় বৎসর, হেড কনষ্টেবল তারাচাঁদের তিন বৎসর, কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। এই দণ্ডটী পুলিসের পক্ষে একটী বিশেষ শিক্ষা।

হিন্দু ফামিলী এনুয়েটী ফণ্ডের অবস্থা বেশ আশাজনক হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার একটী সভা হইয়াছিল তাহাতে এক বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করা হয়। ৭৬ জন ইহাতে মাসে মাসে টাকা দিয়া থাকেন। চারি টাকা সুদের চারি হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ সঞ্চিত হইয়াছে। এবার হইতে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারে মাসে চারি টাকা স্থির হইল।

এবারকার বিলাতী সিভিলসর্ব্বিস পরীক্ষায় বাঙ্গালীদের মধ্যে লক্ষ্ণৌ কানিং কালেজের ছাত্র বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দে এম, এ, উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখিত এবং আমোদিত হইলাম যে আমাদের পূর্ব্ব প্রকাশিত সাহেব হওয়া বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ কেহ রাগান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা আরও সপ্রমাণ হইল যে বাঙ্গালী ভায়ারা ইংরাজ হইতে পারেন না। যাঁহারা একটা বিরুদ্ধ কথা সহ্য করিতে অক্ষম তাঁহারা আবার সাহেব হইয়া বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবেন? এ কথা তো কিছুতেই মনে স্থান পায় না। কোন ব্যক্তি বিশেষের চপলতা ও স্বার্থপরতা মূলক আত্ম-সুখ-প্রিয়তার মত এবং অনুষ্ঠান কখন একটা জাতির ভাবী উন্নতির ভিত্তিভূমি হইতে পারে না। এই কারণেই আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া থাকি, নতুবা এ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কাহার প্রতি আমাদের নাই।

আমাদের কথার প্রমাণ।

গত ৪ঠা বৈশাখের সুলভসমাচারে মিস্ য়্যাক্রয়েড সম্বন্ধে এক স্থানে আমরা এইরূপ লিখিয়াছিলাম যে "মিস্ য়্যাক্রয়েড "ইংলিশম্যান" পত্রে লিখিয়াছেন যে তিনি এ দেশে চাকরী করিতে আসেন নাই। কিন্তু ইনি গত-বর্ষে ভারতসংস্কার সভার স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সভাপতিকে বিলাত হইতে যে ভাবে পত্র লেখেন তাহা দেখিয়া আমাদের মনে অন্য প্রকার সংস্কার ছিল।" এই সম্বন্ধে আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন যে "উক্ত বিবি আমার সমক্ষে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং লেখকের প্রতি মিথ্যাপবাদের দোষারোপ করিয়াছেন। যদি আপনি পত্র লেখার কথা সপ্রমাণ করিতে না পারেন তাহা হইলে মিস্ য়্যাক্রয়েডের নিকট আপনার ত্বরায় ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য" ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই; যে আমাদের নিকট না বলিয়া ঐ বন্ধুর নিকট যে উক্ত বিবি ক্রুদ্ধভাবে আমাদের লেখার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা ভদ্রতা বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে; আমাদের অসাক্ষাতে নিন্দা না করিয়া তাঁহার উচিত ছিল সাহসপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট প্রতিবাদ করা। তিনি যে চাকরীর জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহার স্মরণ নাই? এত বড় ব্যাপারটা কি এত শীঘ্র তিনি ভুলিয়া গেলেন? এ কথাটা লইয়া ঘাটাঘাটি করিলে তাঁহার পক্ষে মন্দ হইবে এ জন্য এ বিষয়ে আমাদের আর কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করি অগত্যা আমাদের কথা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার এই দুইটী প্রমাণ;—

প্রথম প্রমাণ। ভারতসংস্কার সভার ইং ১৮৭০।৭১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে এক স্থানে (৪ পৃষ্ঠায়) ইরূপ লিখিত হইয়াছে। "আমাদের সভা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছেন যে ইংলণ্ডের এক জন সুশিক্ষিত বয়স্কা মহিলা স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এখানে [illegible] এরূপ আশা করা যায়।"

দ্বিতীয় প্রমাণ। গত ৮ই জানুয়ারি (১৮৭২) দিবসে মিস এক্রয়েড ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সম্পাদকের নিকট যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন.—"ভারত সংস্কার সভার অধ্যক্ষদিগের অধীন হইয়া তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাদান কার্য্যের জন্য আমাকে কি পদ দেওয়া হইবে? ঐ পদের জন্য আমি উমেদার হইতে ইচ্ছা করি।" এই পত্রের উত্তর পাইয়া পরে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আর অধিক বলিতে চাই না। পাঠকগণ বিচার করুন আমরা দোষী কি না।

আমাদের উপর মিস্ এক্রয়েডের এত রাগ কেন হইল আমরা বুঝিতে পারি না। যদি সত্যই তিনি প্রথমে চাকরী স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা হইলে কি মহত্ত্ব অশুদ্ধ হইল? তাঁহার নিঃস্বার্থ দয়া ও পরোপকারেচ্ছা সম্বন্ধে আমরা তো যথোচিত প্রশংসা করিয়াছি। চাকরীর কথা বলাতেই কি তিনি মন্দ লোক হইয়া গেলেন? কত বড় বড় পাদরি অতি সামান্য বেতনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া এ দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তাঁহারা কি তথাপি শ্রদ্ধেয় নহেন?

বর্দ্ধমান পুলিস।

পুলিসের অত্যাচার ও অবিচারের কথা দিন দিন শুনিয়া আমাদের অঙ্গ শীতল হইয়া আসিতেছে। হায় ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখের কথা কি হইতে পারে যে যাহারা দেশের রক্ষক হইবে তাহারাই দেশের ভক্ষক হইয়া উঠিল। সে দিন ভট্টেক নামক এক ইংরাজ যিনি বহু দিন হইতে পুলিসের উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন, মুক্ত কণ্ঠে এই কথা স্বীকার করিলেন যে "আমি ত্রিশ বৎসর পুলিসের মধ্যে থাকিয়া ইহাই দেখিয়াছি যে পুলিসের ন্যায় অকর্ম্মণ্য অপদার্থ আর কিছুই নাই। দুই চারি জন কর্ম্মচারী ব্যতীত প্রায় কেহই কোন কর্ম্মে পটু নহে কিন্তু অত্যাচারে সকলেই পটু। এক জন অতি সামান্য পাহারাওয়ালাও অত্যাচার করিলে ইহার সম্বন্ধে কর্ম্মচারী হইতে সামান্য কনষ্টেবল পর্য্যন্ত এক বাক্য হইয়া সকলে মিথ্যা দ্বারা প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, বিচার করে না। কেবল কলিকাতায় নহে মফস্বলে আমরা অনেক বার শুনিয়াছি যে পুলিস কর্ত্তৃক এরূপ ভয়ানক অত্যাচার হইল যাহা শুনিলে শরীরের রক্ত শীতল জমিয়া যায়। আদালতে সে কর্ম্ম স্পষ্ট প্রমাণও হইল. কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে [illegible] কেবল দুই এক জন সামান্য কনষ্টেবলের কিছু কাল অল্প শাস্তি হইল; বড় বড় কর্ম্মচারীদের গায়ে একটু দাগও লাগিল না। বর্দ্ধমানের এক একটী থানার এলাকায় ৫।৬ ক্রোশ অন্তরে এক একটী ফাঁড়ী আছে, তথায় কয়েক জন কনষ্টেবল এবং হয়তো এক জন সবইন্স্পেক্টর থাকে, ইহারা তথাকার হুজুর, লাট সাহেব সকলি; যাহা মনে করে তাহাই করিয়া থাকে। সবইন্স্পেক্টর সাহেবের তো কথাই নাই তিনি বড় উপর চালে চলেন। হেড কনষ্টেবল সাহেব ১০) টাকা মাত্র মাহিয়ানা পান, কিন্তু তাহার মধ্যে তাঁহার প্রায়ই একটা ঘোড়া ও সহিস রাখিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটী বেশ্যা ফিরিয়া বেড়ায় এবং রাত্রে প্রায়ই দুই তিন বোতল মদ খরচ হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার দেশেতে স্ত্রী পুত্র পরিবারের খরচ চালাইতে হয়। নিজে মন্দ কাপড় পরিতে ও মন্দ খাইতে পারেন না, ফিট্ ফাট্ হইয়া ফুল বাবুটীর মতন থাকেন, কেহ দারগা সাহেব কেহ বা জমাদার সাহেব বলিয়া সম্মান করে, সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। কনষ্টেবলরা তো আবার বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টনক, এমন কার্য্য নাই যাহা তাহারা করিতে পারে না।

যদি বল এত অল্প আয়ে পুলিসের লোকেরা এত অধিক খরচ কেমন করিয়া করে? তাহার উত্তর এই। কোন দুঃখীর গোরু কিম্বা ছাগল রাস্তা দিয়া যাইতেছে কর্ত্তারা তাহা তাড়াইয়া ফাঁড়ি ঘরে আনিলেন, যাহার ছাগল সে ব্যক্তি আসিয়া দারগা সাহেব বলিয়া কাঁদিয়া পড়িল. দারগা সাহেব বলিলেন, "পাকড়ো শালাকো তোমারা বক্‌রী ফাঁড়িমে আয়া এস্‌কো চালান দেও" পরে মনের সাধে গালাগালী দিয়া টাকাটা আধুলিটে লইয়া ছাগল ছাড়িয়া দিলেন। গ্রামের দুই ব্যক্তি বিবাদ করিল. মারামারি করিল, দারগা সাহেব অমনি আসিয়া মার বাঁধ করিতে লাগিলেন, পরে দুই পক্ষ হইতে অনেক গুলিন জরিমানার টাকা লইয়া বাটী আসিলেন। ছোট ছোট নালিশ এইরূপে ফাঁড়িতেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যদি কোন মকদ্দমার তদারকের ভার এই মহাত্মারা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের মৌসুম আসিয়া উপস্থিত হয়। আইন বিরুদ্ধ হইলেও কনষ্টেবল, হেড কনষ্টেবল সবইন্স্পেক্টর ইন্‌স্পেক্টর এবং আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কখন কখন ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পর্য্যন্ত আণ্ডা, মুরগী, বকরী, চাউল, ডাউল প্রভৃতি সকল দ্রব্য জমিদার ও রাইয়তদিগের নিকট হইতে লইয়া থাকেন। পুলিসের এমনি শাসন যে তাহার কনষ্টেবলরা কোন স্থানে প্রথমে তদারকে আসিয়া আসর গরম করিবার জন্য এইরূপ কহিয়া থাকে, "এই শালা, এক মন গোড় ধোনে কো দুধ লে আও" লোকে মনে করে পা ধুইবার জন্য যখন দুগ্ধ দিতে হইবে! তখন না জানি কত টাকাই না ইহাদের হস্তে দিলে আমরা অব্যাহতি পাইব। পরে দেশ শুদ্ধ লোকের নিকট হইতে টাকা শোষণ না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে না। আসামীদের দোষ কবুল করাইবার জন্য তাহারা যেরূপ অত্যাচার করে যে তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। অদ্য প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া যায় এখানেই শেষ করিতে হইল। উপসংহার কালে আমরা এই কথাটী বলিতেছি মিঃ ক্যাম্বেল এত পরিশ্রম করিতেছেন, তিনি কি একবার অন্ততঃ দুঃখী লোকদিগের প্রতি দয়া করিয়া পুলিসের কার্য্যের দিকে দৃষ্টি করিবেন না?

গালাগালী।

এমন কি কোন জাতি আছে যাহাদিগের মধ্যে গালাগালী নাই, এমন কি কোন ভাষা আছে যাহার মধ্যে অশ্রাব্য শব্দ নাই? যদি থাকে তবে আমরা সেই জাতির লোক হইতে চাই, সেই ভাষা শিখিতে চাই। মনুষ্যের মধ্যে তলওয়ার, বন্দুক, কামান উঠিয়া যাইতে পারে, এবং এক দিন এমন ছিল যখন এ সকল অস্ত্র শস্ত্র নাই. কিন্তু কথা কহিবার শক্তি পাইয়া অবধি লোকে বাক্যবাণ ব্যবহার করিতেছে, এবং সকল অস্ত্র উঠিয়া গেলেও এ বিষম বাণ উঠিয়া যাইবে কি না বলা যায় না। গালাগালী কাহাকে বলে? অপমান সূচক কথাকে। মান অপমানের প্রভেদ যত দিন থাকিবে তত দিন ইহাও থাকিবে, সুতরাং প্রত্যেক জাতির মধ্যে ইহার ব্যবহার। কোন দেশের ও জাতির চরিত্র জানিতে হইলে তাহাদের গালাগালী শুনিতে হয়। লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া যে সমস্ত কথা ব্যবহার করে. তাহার দ্বারাই চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ ক্রোধ হইলে মানুষ অসাবধান হইয়া যায়, অসাবধান হইলে নিজের ভিতরকার ভাব বাহির হইয়া পড়ে। এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমাদের জাতীয় ভাষা যেমন জঘন্য, বোধ হয় এরূপ অতি অল্পই আছে। আমোদের সময়, রাগের সময়, অসাবধানতার সময় বাঙ্গালীরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করে, [illegible] তেমন শব্দ আর কোথায় আছে? এই আমরা সুলভ লিখিতেছি, পথ দিয়া যদি দুই জন লোক বিবাদ করিয়া যান, তাহা হইলে তাহারা যে সমস্ত বাক্য উচ্চারণ করে, কে তাহা শুনিয়া ঘৃণা ও লজ্জাতে মৃতপ্রায় না হইবে? পাঠক মহাশয় বলিবেন, এরূপ হইয়াই থাকে, ছোট লোক মন্দ কথা কহিবে তাতে আমার কি? পাঠকের মন খুব দৃঢ় আমাদিগের তত নহে, এবং যেমন দৃঢ় মস্তক ও স্থূল চর্ম্ম লাভ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। পশুরা শব্দ করিতে পারে, কিন্তু শব্দ দ্বারা কোন অশ্লীল ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। মনুষ্যের মুখে যখন নিন্দিত নরক সমান ভাব ও কথা আমরা শুনিতে পাই, তখন অধৈর্য্য হইতে হয়। এবং এরূপ ভাষা কত দিনে এদেশ হইতে চলিয়া যাইবে সেই চিন্তায় মগ্ন হইতে হয়। কিন্তু চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে দেশে ভদ্র লোক পর্য্যন্ত আমোদ ও ক্রোধ পরবশ হইয়া অতি কুৎসিত বাক্য স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার উপরে প্রয়োগ করিতে পারে, যে দেশে বালকেরা এবং স্ত্রীলোকেরা অবধি অতি সহজে ঐ সকল পাপ কথা মুখে আনিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না, সে দেশের অসভ্যতা কত দূর! আমরা শুনিয়াছি এদেশে এমন অনেক ইংরাজ আছেন যাঁহারা আপনাদিগের পরিবার বর্গকে বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী ভাষা ইচ্ছা করিয়া শিক্ষা দেন না, কেন না তাঁহারা জানেন যে বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী শব্দ সকল বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগের পক্ষে মনের পবি-

দ্রতা রক্ষা করা অসাধ্য হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ রূপে যথার্থ। যদি বড় রাস্তার ধারে কলিকাতা সহরে আমাদিগকে পরিবার লইয়া বাস করিতে হয়, তাহা হইলে দিনের মধ্যে প্রায় প্রতিক্ষণে যে সমস্ত কথা ও গালাগালী পথ হইতে আমাদের কর্ণগোচর হয়, তাহা কি পরিবারদের সঙ্গে একত্রে শ্রবণ করা যায়, না শুনিতে পাইয়া কাহারও মুখের দিকে তাকান যায়? কিন্তু এ বিষয় কাহারও মনে লাগে না। প্রকাশ করিলে বোধ হয় যেন বাড়াবাড়ি করা যাইতেছে। পুনঃ বায় বলিতেছি, যে দেশে এমন জঘন্য গালাগালী, এমন জঘন্য জঘন্য ভাষার প্রয়োগ, এবং ইতর ভদ্র সকল লোকেরই সেই জঘন্যতার উপর উপেক্ষা সে দেশের মঙ্গল বহু দূরে।

অশ্লীল ভাষার বিপক্ষে পিনাল কোডে যে একটী বিধি আছে, তাহা চিরকাল বিধিবদ্ধই রহিয়া গেল। অশ্লীল ভাষা ব্যবহার জন্য কেহ কখন এ দেশে শাস্তি পাইয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অথচ এই পাপের জন্য সমাজে প্রতি দিন শত শত বালক বালিকা উৎসন্ন যাইতেছে। আমরা একটী প্রস্তাব করি, এবং আশা করি আমাদিগের ইংরাজী লেখক সহযোগীরা এই প্রস্তাবটীর সহায়তা করিবেন। পুলিসদের মধ্যে কতকগুলি অবৈতনিক ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা হয় যাহারা এইরূপ অশ্লীলভাষী লোক দেখিবা মাত্র তাহার নামে পুলিসে রিপোর্ট করিবে, এবং পুলিস তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটর সম্মুখে আনিবে, এবং বিচারে নিৰ্দিষ্ট তাহার দণ্ড হইবে। এইরূপ ইনস্পেক্টরেরা রাস্তায় [illegible] নিবারণেরও ভার লইতে পারেন। যদি পশুদিগের উপর নিষ্ঠুরতা নিবারণ করিবার জন্য একটী সভার উপর এরূপ ভার অর্পণ করা হইতে পারে, যদি সহরের দুর্গন্ধ ও ময়লা নিবারণের জন্য [illegible] অর্থ ব্যয় হইতে পারে, তবে মনুষ্যের [illegible] মনুষ্য প্রতি মুহূর্ত্তে যে নষ্ট [illegible] করিতেছে, অশ্লীলতার দুর্গন্ধে সমুদায় সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ধর্ম্ম বিলোপ হইতেছে তাহার প্রতিবিধান জন্য কেন না একটু যত্ন হইবে? সুবিবেচক কাম্বেল সাহেব কি উহার কিছু বন্দোবস্ত করিবেন না? আমাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর মহাত্মা ও তাঁহাদিগের সভা কি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না? এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

গবর্ণমেন্টের গাঁজার কারবার দ্বারা যে এ দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে একবার দেখুন। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর পাগলগারদ সকলের ৪ ভাগের তিন্ ভাগই গাঁজায় পাগল। এ বিষয়ের গত ১০ বৎসরের মেডিকেল রিপোর্ট নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহাতে সকলেই জানিতে পারিবেন গাঁজায় যে রূপ ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে আর কোন নেশাতে তত নয়। আশ্চর্য্য এই যে আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেন্ট প্রজাদের এই সকল সর্ব্বনাশের ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়াও গাঁজা বিক্রয় কমাইতেছেন না, বরং তাহার ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিই দেখা যাইতেছে।

এদিকে গাঁজার উন্মত্ত তিনকড়ির মেলায় এক প্রকার ছিলাব মহোৎ লোক গাঁজাখোর হইয়া উঠিল। যাহারা গাঁজার বিদ্বেষী ছিল তিননাথের প্রসাদ লওয়াতেই তাহাদেরও গাঁজায় আস্থা মতি গতি জন্মিয়াছে। তিননাথের প্রসাদী গাঁজায় লোকের কিরূপ ভক্তি তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখুন। কিছু দিন হইল কাহার বাড়ীতে তিননাথের মেলা হয়। বাড়ীর কর্ত্তা, বাপো! প্রসাদ লও বলিয়া গাঁজার কলকে আপন কন্যাকে দিলেন, কি ভয়ানক ব্যাপার! পিতা কন্যাকে গাঁজা খাইতে অনুরোধ করে। এক বুঝিতে পারেন কেমন [illegible] ভক্তি। ইতর লোকদের মধ্যে মামলা মকদ্দমা উপস্থিত হইলেই মকদ্দমা জয়ের জন্য সম্বাদের আগামী তিননাথের মেলার মানস করিয়া থাকে। এ সর্ব্বনেশে মেলার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? কোন্ গুণ পুরুষের গুণে ইহার প্রচার হইল, শুনিবেন? শুনিলে অবাক্ হইবেন। সৃষ্টিকর্ত্তা একজন ভদ্র লোক, জাতিতে ব্রাহ্মণ তিনি এক সময়ে কোন স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন, গাঁজা খাওয়া অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন। দুর্ভাগা দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা আর কিসে দূর করিবেন ভাবিয়া অস্থির। দেখিলেন যে দেশটাকে গাঁজাতে মাতাইয়া পাগল করিয়া না তুলিলে আর কল্যাণ নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া এই সদুপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কল্পনা বলে গাঁজার দেবতা তিন নাথের মাহাত্ম্য পূর্ণ এক বই ছাপাইলেন, তাঁহার বাঙ্গালা যন্ত্র তাহার সহায় হইল। উচ্চতম বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের পুস্তকালয় তাহার বিক্রী ও প্রচারের বিলক্ষণ আনুকূল্য করিল। সামান্য স্বার্থ শিক্ষিত লোকদিগকেও যখন অন্ধ করিয়া তোলে তখন অশিক্ষিত মূর্খ আর কিসে লাগে। প্রথমতঃ হাজার পুস্তক ছাপা হয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমুদায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। পুনর্ব্বার দুই হাজার ছাপা হইয়াছে, বোধ করি তাহাও নিঃশেষ প্রায়। দেখুন কি ভয়ানক ব্যাপার, ইহার উপায় কি?

মেডিকেল রিপোর্ট।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর পাগলগারদ সমূহে ১৮৬২ সন অবধি ১০ দশ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে কত জন পাগল প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ কারণে কতজন উন্মত্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে তারতবর্ষীয় মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের রিপোর্ট।

১৮৬২ সন।

মোট উন্মাদের সংখ্যা।	অনিশ্চিত কারণ।	নিশ্চিত কারণ।
৬৯১	৩১৭	৪৭৮

ইহার মধ্যে মদে এবং অন্য অন্য নেশায় উন্মাদ	চিন্তা ও শোকাদি কারণে,
৩৩০	১৪৮

৬৩ সন।

মোট পাগল।	নিশ্চিত কারণ।	গাঁজার দরুন পাগল।
২২৯	৪৪	৩৪।

মদ।	আফিং।	অন্য অন্য কারণে,
৩	১	৬

---

৬৪ সন।

মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের রিপোর্ট।

মোট সংখ্যা।	নিশ্চিত কারণ।	গাঁজা।
৯৯৭	৮৭	৫৩

মদ।	আফিং।	অন্য অন্য কারণ।
৫	১	২৮

---

৬৫ সন।

মেডিকেল ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের রিপোর্ট।

মোট।	নিশ্চিত কারণ।	গাঁজা
১০৬৭	৫৭৪	২৮৬

আফিং।	মদ।	অন্য অন্য কারণ।
১৭	২০	২২৪

---

৬৬ সন

মোট।	নিশ্চিত কারণ।	গাঁজা
৯৪০	৪৮৬	২৬৮

মদ।	অন্য মাদক দ্রব্য।	শোকাদি কারণ।
২৭	৩৬	১৪৫

৬৭ সন।

মোট।	নিশ্চিত কারণ।	গাঁজা ভাঙ্গ
৯৪৬	৫০২	২৬৩

মদ।	ধুতুরা।	আফিং
৫০	১	১১

অন্য অন্য নেশা।	শোকাদি কারণ।
১১	১৫৪

---

৬৮ সন।

মোট।	নিশ্চিত কারণ।	গাঁজা ও ভাঙ্গ।
১০৭৯	৫৫৯	৩১৫

আফিং	ধুতুরা	মদ ও অন্য মাদক।
১৩	১	৩৮

অন্য অন্য কারণ।
১৭২

---

৬৯ সন।

মোট।	নিশ্চিতকারণ।	গাঁজা ভাঙ্গ।
১১০৬	৫১৪	৩৮০

আফিং	মদ	অন্য অন্য কারণ
৭	৪৯	১২৪

৭০ সন।

মোট	নিশ্চিত কারণ	গাঁজা ও ভাঙ্গ
১১৪৭	৪৬৬	২২৬

মদ।	আফিং	অন্য অন্য কারণ
৪৩	৬	১০১

৭১ সন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল জে, কেম্পবেল ব্রাউন সাহেবের রিপোর্ট।

"শত করা ৯৬ জন শারীরিক কারণে পাগল।

চরিত্র দোষে চারি জন। এই ৯৬ জন মধ্যে অধিকাংশ উন্মাদ গাঁজার দরুন। অপরাধী পাগলের গড়ে ২৪ জনের মধ্যে ১৬ জন গাঁজায় পাগল। স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ১৫ জন গাঁজায় পাগল।"

ঢাকার পাগল গারদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সুযোগ্য সিবিল সার্জ্জন মৃত সিম্সন সাহেব এক রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে শতকরা ৭৫ জন গাঁজায় পাগল হয়।

অনিশ্চিত কারণ উন্মাদের মধ্যে যে অধিকাংশ গাঁজাই কারণ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

গাঁজা সম্বন্ধে আবকারী সংক্রান্ত রিপোর্ট।
৭১-৭২ সনের।

বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীতে গাঁজা বিক্রীর দোকান ৫,৩৫৪ ছিল, ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৫,১৭১ দোকান ছিল। তবে ১৮৭০।৭১ সনের অপেক্ষা ৭১।৭২ সনে ১৮৩ খান গাঁজার দোকানের বৃদ্ধি। পূর্ব্ব বৎসর দোকানের উপর শুল্ক ২,১৬,৫৮২, বর্ত্তমান বর্ষে ২,২৫,২৫৯, হয়। এ বৎসর ৮,৬৭৭ টাকা বৃদ্ধি। গাঁজা বিক্রয়ে গত বৎসর ৮,৮০,২০৬, শুল্ক আদায় হয়, এ বৎসর ৯,১৫,০৮০ টাকা আদায়। সুতরাং এ বৎসর ৩৪,৮৪৪ আয় বৃদ্ধি। গত বৎসর অপেক্ষা ৩১৭ মন, ৪ সের, ৮ ছটাক গাঁজা অধিক বিক্রী হয়।

সাধারণতঃ গাঁজা বিক্রীর বৃদ্ধি। কেবল দৈবী ঘটনা ও বিশেষ বিশেষ কারণে কোন বৎসর কিছু কম হইয়াছে। এখন দেখা গবর্ণমেণ্ট স্বার্থের অনুরোধে গাঁজার ব্যবসায় করিয়া প্রজাদিগের বিশেষতঃ দুঃখী চাষা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের শরীর মন বুদ্ধি বল বিনাশ করিতেছেন কি না। গবর্ণমেণ্ট এক হস্তে বিদ্যা-রূপ অমৃত, অন্য হস্তে মাদক-রূপ বিষ প্রজাদিগকে পান করাইতেছেন। এ বিষয়ে মুসলমানের রাজত্বও ভাল ছিল। আমি আর কিছুই বলিতে চাহি না। যাহা বলিবার আপনারা বলিবেন।

সংবাদ।

দারজিলিং রেলওয়ে তিন বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা।

চাতরা হইতে একজন লিখিয়াছেন যে তথাকার গবর্ণমেণ্টকৃত মরা পোড়ান ঘাটের ইজারদার লোকের উপর অত্যাচার করে। পুরোহিতের দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অতিরিক্ত লইতে চাহে, ইহাতে জজমানের সঙ্গে পুরোহিতের বিবাদ হয়! ঘাট সর্ব্বদা অপরিষ্কার থাকে। পুরোহিতের উপর কাষ্ঠ বিক্রয়ের ভার থাকায় সে ওজনে কম দেয়। ঘাটের উত্তর ও পশ্চিম দিকের দ্বার বন্ধ না থাকায় গত ২৪ বৈশাখে শব দাহের অগ্নি বাতাসে উড়িয়া গিয়া নিকটস্থ দুঃখী লোকদের গৃহাদি পুড়িয়া গিয়াছে। স্থানীয় মেজিষ্ট্রেটের এ বিষয়ে দৃষ্টি করিলে ভাল হয়।

হিন্দুপেট্রিয়টে পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে প্রতিবারে যে সকল ঘটনা লিখিত হইতেছে তাহা পড়িলে মরা মানুষেরও রাগ হয়। একটী মকদ্দমায় মালদহের মেজিষ্ট্রেটের উপরে অনেক দোষের কথা লেখা হইয়াছিল, ইহার অল্পদিন পরে উক্ত সাহেবের পদোন্নতি হইয়াছে।

হুগলি জেলার সবর্ডিনেট জজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের বিরুদ্ধে তাঁহার অধীনস্থ আমলাদের প্রতি তাঁহার কঠোর ব্যবহার সম্বন্ধে এক খানি পত্র আমরা পাইয়াছি। পত্র প্রকাশ করিতে আর আমরা ইচ্ছা করি না, ঘোষ মহাশয় এ বিষয়ে একটু সতর্ক হইবেন।

রাজপুতানা অঞ্চলের জুনাগড়ের রাজ পুত্রের বিবাহে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে।

ঈশ্বর নাপিত ছোট লাট সাহেবের নাপিত নয় "ইংলিশ ম্যান" কাগজ ভুল করিয়া লিখিয়াছিলেন।

হাওড়ার অধিবাসীগণ তথাকার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেলী ও ইনস্পেক্টর পাউএল সাহেবকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত দুই সাহেবেরজবানবন্দীরউপর ঈশ্বর নাপিতের পক্ষের বারিষ্টার মেঃ জাক্‌সন্ বলিয়াছেন এবং দেখাইয়া দিয়াছেন যে ইহাদের কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। রেলীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন তাঁহার অনেক কথা ঘরগড়া, কেবল অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের কাজ ঢাকিবার জন্য তাহা বলা হইয়াছে। রেলী সাহেবের উচিত ছিল এ মকদ্দমায় সাহায্য করা, কিন্তু কেবল পুলিসের লোক আসামী বলিয়া তাহা করেন নাই, উলটো বাধা দিয়াছেন। তিনি আশা করেন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইঁহাদের চরিত্রের উপর দৃষ্টি পাত করিবেন।

কলুটোলা ও কলেজ ষ্ট্রীটে নিয়মিত রূপে জল ছিটান হয় না। এই গরমের সময় রাস্তায় ধূলাতে অনেক সময় লোকের কষ্ট হইয়া থাকে। প্রায় আমরা এইরূপ ধূলা দেখিয়া থাকি।

বিজ্ঞাপন।

৮ কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরি এণ্ড কোম্পানীর "নিউ মেডিকেল হল" নামক ঔষধালয়ে ইং ঔষধ, ডাক্তারি যন্ত্র, মশা, ছারপোকা, মাছি, ইন্দুরাদি নষ্ট করিবার ঔষধ, দুগ্ধ পরিক্ষক যন্ত্র, ঘড়ি, ছড়ি, টুপি, ছাতা, ব্যাগ, রাইটিং বাক্স, ষ্টেসনরি ও সেবিংকেস, বন্দুক, বারুদ, কিরোসিনল্যাম্প প্রভৃতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য জানিতে ইচ্ছা হইলে মাশুল দিয়া (ও জবাব পাইবার জন্য পত্রের ভিতর টিকিট একখানি দিয়া) পত্র লিখিবেন ইতি।

(মহারাণীর অনুগৃহীত)
জে করফীল্ডস্ এণ্ড কোং।
ডাক্তারখানা।

ইহাঁরা প্রেসক্রিপ্‌সনমতে নিত্য ঔষধ যোগাইয়া থাকেন এবং হোলসেল ঔষধ বিক্রয় করেন ১১ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

কলিকাতা সুয়েজ ক্যানাল দিয়া এবং ওভরল্যাণ্ড মেলে প্রতিবারের ষ্টীমারে সকল রকমের খাটি ঔষধ পঁহুছিয়া থাকে। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জনেরা এবং ডাক্তারখানাওয়ালারা এই স্থানে ঔষধ কিনিলে বিলক্ষণ অর্থের সুগম দেখিবেন। হোলসেলের দর প্রতি মাসে ছাপান হয়, চিঠি লিখিলেই বিনা মাসুলে পাঠান হয়।

পেটেণ্ট ঔষধ সকল এবং অস্ত্র চিকিৎসায় সকল প্রকার ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

বৈদ্য শাস্ত্র সম্মত ঔষধালয়।

উক্ত ঔষধালয়ে নানা প্রকার বৈদ্য শাস্ত্র সম্মত ঔষধ তৈল ঘৃত অতি স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। প্রাতে ৮।১৫ হইতে ৯.১৫ পর্য্যন্ত দুস্থ রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া যায়; কিন্তু রোগী সক্ষম হইলে ঔষধের মূল্য দিতে পারিলে লইবার আপত্তি নাই। পুরাতন জ্বর প্লীহা থাকুক বা নাই থাকুক, উদরাময় যে কোন রকমের হউক, শূল রোগ মেহ রোগ প্রভৃতি উক্ত ঔষধালয়ের ঔষধে অতি সত্বর অবশ্যই আরোগ্য হইবে।

ঠনঠনিয়া — শ্রীহরিচরণ রায়
৫২নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলি। — কবিরাজ।

সুবারবান মেডিকাল হল, ভবানীপুর।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে বেনারসের ডাক্তার লেজারস সাহেবের "এসেনস্ অফ চিরেতা" নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ এবং পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পুরাতন এবং নুতন আম ও রক্তাতিসার, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অম্লশূল এবং পাঁচড়া এ সকল রোগের উত্তম উত্তম ঔষধ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। পুনশ্চ ডাক্তার লেজারস সাহেবের "এসেনস্ অফ চিরেতার" গুণ অনেকে অবগত আছেন, অবশিষ্ট ঔষধের গুণের উপর আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, এমন কি উহার দ্বারা অধিংকাশ পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে সন্দেহ নাই; বরং রোগী দেখিতে পাইলে নিশ্চয় আরোগ্য পক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি। যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞাকৃত রোগীগণ ঘটনা ক্রমে রোগ হইতে মুক্ত না হয়, তাহা হইলে উহাদিগের প্রদত্ত মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। — বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং।

ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্ত্তন।

১ম ভাগ পুনরায় ছাপা হইয়া বিক্রয় হইতেছে

ভাল বাঁধান	১।
কাগজের মলাট	৸৹

নগদ মূল্যে শত করা ১২৷৷৹ টাকার হিসাবে এবং বার খানার অধিক হইলে ২৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে। বিদেশের জন্য ডাক মাসুল প্রতি খণ্ডে দুই আনা করিয়া লাগিবে।

ব্রাহ্মিক বিদ্যালয়ের উপদেশ। ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য /৹ আনা।

১২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। — শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

এই পত্রিকাপটলডাঙ্গাগোলদীঘির দক্ষিণ১৭ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিতহইল।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায় ;
জ্ঞানধন চাও যদি অবারিত দ্বার,
তাহে ধনী নির্ধন সব অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। মূল্য ১ পয়সা।

৩ খণ্ড] কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ১৫ই. জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৩৪ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পিতৃবৃত্ত লাভের জন্য যে পুনরায় হাইকোর্টে নালিশ করেন তাহতে পরাজিত হইয়াছেন। এবার সমস্ত খরচা তাঁহার ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে। তিনি পুনরায় ইহার বিলাত আপীল করিবেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মকদ্দমায় উপার্জ্জিত টাকা মকদ্দমার খরচেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

কিছুদিন গত হইল রাণীগঞ্জ স্কুলের হেড-মাষ্টারের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি রবিবার দিন দুই পূর্ব্বে কথায় কথায় গল্প করিযাছিলেন যে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হওয়াই ভাল, কোন কষ্ট নাই। তিনি একজন অতি ভাল লোক ছিলেন।

গত দুই সপ্তাহ হইতে কলিকাতা নগর অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। একটু মাত্র মেঘ আকাশে দেখা যায় না, যাহা হয় তাহাতে কেবল আঁধির মত হইয়া ধূলায় অন্ধকার করে। অগ্নিবৎ বায়ু প্রবাহিত হয়, কলের জল যেন গরম করা জলের ন্যায় হইয়াছে, সকলের মুখেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যের মধ্যে এই যে পীড়া এবং মড়ক তাদৃস অধিক হয় নাই। প্রতি সপ্তায় দুই শতের কিছু কম মৃত্যু সংখ্যা।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের ডিপুটীমাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে আমরা এক পত্র পাইয়াছি। আমরা ইতিপূর্ব্বেও তাঁহার অন্যায় আচরনের কথা সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম। তথাকার স্কুলের হেডমাষ্টার তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কাগজে এক প্রেরিত পত্র দেন তাহাতে ডেপুটী রাগান্বিত হইয়া হেডমাষ্টারকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। স্থানীয় স্কুল কমিটি এ বিষয়ে যেন ভালরূপ বিচার করেন।

গত শনিবারে উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার দশম সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। জাষ্টিস ফিয়ার সভাপতি হইয়াছিলেন। বাৎসরিক রিপোর্ট পড়া হইলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন কিছু বলেন এবং আরও দুই এক জন ভদ্রলোক বক্তৃতা করেন। দরিদ্র বালকদিগকে এবং ভদ্র বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই উক্ত সভার প্রধান কার্য্য। গত বর্ষে আট শত টাকা দান হইয়াছে। যাহার বিবাহ হইলে লেখা পড়া ভুলিয়া যাইবে তাহাদের জন্য কম ব্যয় করিয়া গরিব অনাথদিগের জন্য বেশী দান করিলে ভাল হয়। এমন সৎকার্য্যে জয়কৃষ্ণ বাবু যোগ দেন না কেন? উত্তরপাড়ায় অনেক ভদ্র এবং বড় মানুষ আছেন তাঁহাদের এ বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। সম্পাদক রামাচরণ বাবুর যত্নে ও পরিশ্রমে আয় অল্প হইলেও সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে।

আর গুটি দুই কথা।

বিবি এক্রয়েড আমাদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করিতেছেন এক জন সুশিক্ষিত বিবির নিকট আমরা এরূপ অল্পই প্রত্যাশা করিয়া থাকি। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কি লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠকগণ তোমরাও জান আমরাও জানি। কিন্তু তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া যেখানে সেখানে আমাদের নিন্দা করিয়া ফিরিতেছেন। একে এই প্রচণ্ড রৌদ্র, তাহাতে আবার তিনি নূতন বিলাত হইতে এই গ্রীষ্মমণ্ডল অনুবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়াছেন এ অবস্থায় এত রাগ শরীর ও মনের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর। তিনি অবলা স্ত্রীলোক, যতই বলুন শেষ কাঁদিয়া জিতিবেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আমাদের ঝগড়া করা ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ তিনি এ দেশের উপকার করিতে চাহিয়াছেন, এবং একাকিনী বিদেশে আসিয়াছেন, এই জন্য ইংরাজ জাতির নামে আমাদের সে সকল সহ্য করাই কর্ত্তব্য। তিনি জাঁক না করেন এবং কোন দলের গোঁড়া না হইয়া পড়েন সেই জন্য আমারা কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার ফল বিপরীত হইল। যাহউক, ইহার শেষ ফল ভালই হইবে। তাঁহার প্রস্তাবিত স্ত্রী বিদ্যালয় যদি কার্য্যে পরিণত কখন হয় তবে তাহার অবশিষ্ট কার্য্য সুলভের বাক্য যন্ত্রণাতেই হইবে।

এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি কেশব বাবুকে পত্র লিখিতে গিয়া রাগান্বিত হইয়া যে লিখিয়াছেন তাঁহাদের ভাবী স্কুলের অধিকাংশ সাহায্যকারীগণ আমাদের সদা সর্ব্বদা "Libellous attack" এর পাত্র, এ কথা কি প্রমাণ করিতে পারেন? কোথায় Libellous আছে হয় তাহা প্রমাণ করুন, না হয় সে কথা ফিরাইয়া লউন। নতুবা আমাদিগকে যে দোষে তিনি দোষী করিয়াছিলেন সেই দোষে তিনিও দোষী হইবেন, এবং তাঁহার পত্র খানি Libellous বলিয়া গণ্য হইবে। এডিটরের লেখার জন্য প্রোপ্রায়েটরকে ধরিয়া অপমান করা এ তাঁহার কোন্ দেশী সভ্যতা? আমরা স্বাধীনতা বিক্রয় করি নাই। এডিটরের এই পৃথিবীতে আপনার বলিবার যদি কিছু থাকে তবে তাহা সেই স্বাধীনতা ইহা তিনি নিশ্চয় জানিবেন। বাঙ্গালীদের সাহেব হওয়ার বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হয় তাহাই কি Libellous? প্রমাণ করুন দেখা যাউক। দ্বিতীয় অপরাধ আমাদের এই যে তিনি চাকরীর উমেদারী করিয়াছিলেন এই কথা লেখাতে তাঁহার "ফিলানথ্রপিক" নামের অগৌরব করা হইয়াছে। তিনি যে

চাক্‌রীর জন্য এখানে উমেদার এক সময় ছিলেন তাহা জাজ্বল্যতর রূপে গত বারে আমরা প্রমাণ করিয়াছি। একথা মিথ্যাপবাদ বলিয়া যখন তিনি নানা প্রকার বিভীষিকা এবং ভ্রুকুটী দেখাইয়াছিলেন, তখন বোধ হয় মনে মনে ইহার বাস্তবিকতা স্মরণ করিয়া হাসিতেছিলেন। এখনও কি তাহা তিনি অসত্য বলিতে সাহস করেন? যদি করেন তবে আমরা তাঁহার হস্তাক্ষর ইংরাজি পত্রখানি ছাপাইয়া দিতে পারি। তৃতীয় অপরাধ আমাদের এই যে আমরা লিখিয়াছিলাম তিনি বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইবেন শুনিয়া বালিকাগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণ ভয় পাইয়াছিল। এ জনরব কি সত্য নয়? তিনি স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদিগকে এবং ছাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

অবশেষে তাঁহার নিকট বক্তব্য এই যে তিনি "ফিলানথ্রফিক্‌" হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া যে সকলের সঙ্গে তাঁহার মত মিলিবে তাহা যেন প্রত্যাশা না করেন। আমরা অযথা খোসামোদ করিব না সত্য, কিন্তু যদি কিছু উপকার এ দেশের তিনি করিতে পারেন তবে আমাদের কাছে যেমন সুখ্যাতি পাইবেন তেমন আর কোথায়ও পাইবেন না। কিন্তু যদি অন্তঃসার বিহীন গুটি কতক ক্রোধন স্বভাবা উদ্ধত প্রকৃতির বিবি করিয়া দিয়া চলিয়া যান তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। বিবির সভ্যতার দৃষ্টান্ত যাহা তিনি দেখাইলেন তাহাতে আমাদের এ বিষয়ে আরও কিছু চৈতন্যোদয় হইল। আমরা ভয় করি এ প্রকার আচরণ তাঁহার সংকল্প সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাইবে। গর্ব্বিত ফিলানথ্রফিক্‌ উপাধি লইতে হইলে ভদ্রলোকের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় প্রথমে তাহা জানা আবশ্যক। তাঁহার কাছে লজ্জাশীলা কোমল প্রকৃতি বঙ্গীয় মহিলাগণ কি ইহাই শিক্ষা করিবে? অগ্রে কিছু সভ্যতার রীতি নীতি শিক্ষা করুন তারপর গর্ব্ব করিবেন। মেয়ে মানুষের এমন বিট্‌কেল রাগতো কখন আমরা দেখি নাই? কেশব বাবুকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার যথার্থ ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের রীতি নীতি সাসুন্দী জীবনের সর্ব্বস্ব তাঁহাদের দ্বারা এত দূর হয়! বিলাতী সভ্যতার খুরে দণ্ডবৎ।

পুলিসের অত্যাচার নিবারণের উপায়।

পুলিস কোথায় চুরি ডাকাতি বদমায়েসী অত্যাচার নিবারণ করিবে তা নয় আবার তাহাদের নিজের অত্যাচারেই লোক অস্থির। এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে চোর ডাকাইত বোম্বেটের দৌরাত্ম্য অপেক্ষা পুলিসের দৌরাত্ম্য কম কি বেশী তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। কিন্তু পুলিসের কার্য্যও বড় গুরুতর। যত রাজ্যের বদমায়েস খুনে ফাঁসুড়ে জুয়াচোর লইয়া কার্য্য; এ সব ধূর্ত্তদিগকে শাসন করা অত্যন্ত শক্ত কর্ম্ম। কিন্তু কার্য্যটী যেরূপ গুরুতর, লোক গুলি তাহার উপযুক্ত নহে। ভাল লেখাপড়া জানে কি চরিত্র ভাল এরূপ লোক এ বিভাগে অতি কম আছে। যাঁহারা ভাল লোক আছেন তাঁহারা মরমে মরিয়া আছেন। যেখানে সমস্ত কার্য্যপ্রণালী বিকৃত এবং অসত্য ভাবে পরিপূর্ণ, সেখানে একজন ভদ্র লোকের কথা শুনিবেই বা কে? যে শ্রেণীর লোকে কনষ্টেবল হয় তাহারা একটু প্রভুত্ব হাতে পাইলে আর রক্ষা নাই। পুলিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ যাঁহারা মোটা বেতন খান, তাঁহারা যে অতি অকর্ম্মণ্য তাহা প্রসিদ্ধই আছে। লোভের বিষয় ইহাদের সম্মুখে অনেক, সুতরাং কিছুতেই সামলাইতে পারে না। এক এক জন সবইনস্পেক্টর ইনস্পেক্টর হেড কনষ্টেবল রাশি রাশি ঘুষ লইয়া বড় মানুষ হইতেছে। কিন্তু ইহার এখন উপায় কি? পুলিসের দুর্নামের তো আর সীমা পরিসীমা নাই। ইহার দোষের কথাই চারিদিক্‌ হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। বরং চোর ডাকাতের উপর লোকে বিশ্বাস করিতে পারে তবু পুলিসকে বিশেষতঃ মফস্বলের পুলিসকে বিশ্বাস করিতে পারে না এমনটী এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর ইহাদের অত্যাচারের কথা শুনিতেও ইচ্ছা করে না। কি উপায়ে এ কলঙ্ক হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মুক্ত হইতে পারেন দেশের লোক জুটিয়া এখন তাহাই করুন। পুলিসের অত্যাচার বিষয়ে এখন একটী স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে, তবে কেন দেশের বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া গবর্মেন্টকে একটী কমিসন নিযুক্ত করিবার জন্য আবেদন করুন না? কেবল কাঁদিলে আর কি ফল হবে? আর গবর্ণমেন্টই বা কি করিবেন তাহাওতো আমরা বুঝিতে পারি না। এই দেশের লোক লইয়া তো সকল কাজ চালাইতে হইবে? তবে লোকের চরিত্র ভাল না হইলে তাঁহারা কি করিবেন? কিন্তু তাই বলিয়াই কি ইহার আর অন্য কোন উপায় নাই? একথা স্বীকার করিলে তবে রাজত্ব ছাড়িয়া বনবাসী হইতে হয়। অবশ্য কিছু উপায় আছে। যেমন গুরুতর বিষয় তেমনি উপযুক্ত লোক, এবং গবর্ণমেন্টের তেমনি বেশী মনোযোগ ইহাতে দেওয়া আবশ্যক। ক্যাম্বেল বাহাদুর সকল ছাড়িয়া যদি এই কাজটিতে দিন কতক ভাল করিয়া লাগেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়। একটী কমিসন বসাইয়া উহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন। পৃথিবীতে যেমন অনেক চোর ডাকাত আছে, তেমনি বর্ত্তমান পুলিসের মধ্যে বহু সংখ্যক চোর ডাকাত আছে। তাহাদের ধরিয়া শাস্তি দিবার জন্য পুলিসের পুলিস নিযুক্ত হউক। তাহারা পুলিসের কর্ত্তব্য পালনের দিকে দৃষ্টি করিবে না কেবল সেই গুণপুরুষদের অকর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। সংশোধন হবে কিসে? এক জন ভদ্র লোক যে ইহার মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে না। সৎ পথে থাকিলে তাহার উপর অত্যাচার হইবে। উচ্চ বেতনে কতক গুলি সুশিক্ষিত লোক এই বিভাগে নিযুক্ত করিয়া দেখা হউক কলেজের শিক্ষার কোন গুণ আছে কি না? আমরা আশা করি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও মোনসেফী পদে এখন শিক্ষিত লোক নিযুক্ত হওয়ায় যেমন বিচার ভাল হইতেছে তেমনি ইহাতেও হইতে পারে। সিভিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় যাঁহারা এবার পাষ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পুলিস বিভাগে প্রেরণ করা হউক। একটু মান সম্ভ্রম বিদ্যা যাহাদের আছে তাহাদের দ্বারা হঠাৎ অতি নীচ কাজ হইতে পারিবে না এই আশায় আমরা বলিতেছি।

শিক্ষা বিভাগের কার্য্য বিবরণ।

ইং ১৮৭১।৭২ সালের রিপোর্টে মেঃ উড্‌ বলিয়াছেন গঙ্গার পশ্চিম পারে স্কুলের সংখ্যা বেশী। তাহার কারণ এই দেখাইয়াছেন যে যখন রায় নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয় তখন ব্রাহ্মণেরা কলিকাতার পার হইতে বালির পারে চলিয়া গিয়াছিল, এবং প্রথমে খৃষ্টীয়ান মিসনরীরা ঐ দেশে স্কুল স্থাপন করেন। কলিকাতা ছাড়া বঙ্গদেশের প্রধান স্কুল ১৭টীর মধ্যে নিজ হুগলিতেই পাঁচটী। সকল বিভাগেই চাকুরের সংখ্যা আবশ্যকের অতিরিক্ত হইয়াছে। শিক্ষকদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাঁহারা যাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতেছেন, তাহারাই আবার কিছু দিন পরে তাঁহাদের জীবিকার ভাগী হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাঁহাদের পরিশ্রমই তাঁহাদের দরিদ্রতার কারণ। অন্য অন্য বিভাগে মধ্যবিধ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু শিক্ষকদের কিছুই হয় নাই, বরং কমিতেছে।

১৮৭১।৭২ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১, ৪০, ৫৩৯ টাকা শিক্ষাকার্য্যে ব্যয় হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৮, ১৪, ০৩৭ টাকা প্রধানতঃ কৃষকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অধিকাংশ টাকা যাহারা দিয়াছে সেই সাধারণ প্রজাদিগের শিক্ষার জন্য শতকরা ৭ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আঠারো লক্ষ টাকার মধ্যে মোটে সওয়া লক্ষ টাকা সামান্য শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট ব্যয় করিয়াছেন। এ বিষয়ের ইতর বিশেষ নিবারণের জন্য গবর্ণর জেনারেল যাহা প্রকাশ্যে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হন নাই। অর্থাৎ সাধারণের দেওয়া টাকা হইতে নীচ শ্রেণীর শিক্ষার জন্য বেশী ব্যয় করিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য কম ব্যয় করিতে হইবে। নিম্নে যে হিসাব দেওয়া যাইতেছে তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে শিক্ষা বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে কিরূপ পক্ষপাত হইয়া থাকে। কলেজে ৪.২৯,৩৫৬, ইংরাজি-স্কুলে ১৩, ৮১. ৭১০, নীচ শ্রেণীর স্কুলে ২,১৭. ৭৭১, বালিকা বিদ্যালয়ে ১,৭৪,০৭৩। নীচ শ্রেণীর শিক্ষার্থে প্রত্যেক একলক্ষ লোকের জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে ১৯৩ টাকা দেওয়া হইয়াছে, আর উচ্চ শিক্ষায় ঐ সংসংখ্যক লোকের জন্য ৮২৫ টাকা। ইংলণ্ডে নীচের শ্রেণীর শিক্ষার্থে প্রতি এক লক্ষ লোকের জন্য ৩৬,৮১০ টাকা গবর্ণমেন্ট হইতে দেওয়া হয়।

গবর্ণমেন্ট সাধারণকে অর্থাৎ বহু সংখ্যক প্রজাকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া যে আশায়

তাহাদের দেওয়া অর্থ অল্প কয়েক জন ব্যক্তির জন্য ব্যয় করেন সে আশা যদি সফল না হইল তবে কেন আর অধর্ম্মের ভাগী হন। উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরই বা ইহাতে কি অধিকার আছে? তাঁহাদিগকে কোন্ গুণে ঐ সাধারণের টাকা হইতে বেশী শিক্ষা দেওয়া হইবে? একটী সুশিক্ষিত ব্যক্তি যদি সমস্ত জীবনে—অর্থের দ্বারা হউক বা পরিশ্রমের দ্বারা হউক যে কোনরূপে—অন্ততঃ পাঁচটী লোককে কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক দান করিয়া না যাইতে পারিলেন, তবে কেমন করিয়া কোন্ মুখে তাঁহারা সোণার লঙ্কা ভোগ করিবেন? তাঁহারা হয়তো বলিবেন, কেন আমরাতো আমাদের কত পুত্র পৌত্র আত্মীয় কুটুম্বকে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতেছি? কিন্তু মহাশয় টাকাটী কোথা হইতে আসিতেছে বলুন দেখি? তুমি একটা বড় চাকরী করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিলে, তাহার কিয়দংশ আত্মীয় ও ছেলেদের জন্য ব্যয় করিলে এইমাত্র। ভবিষ্যতে ছেলেরাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিল, কিন্তু ব্যয় অপেক্ষা ক্রমে আয়ই বেশী হইল। তবে দুঃখী লোকেরা কি এইরূপে মূর্খ হইয়া চিরকাল তোমাদিগকে পুরুষানুক্রমে অর্থ যোগাবে আর তোমরা বিদ্যা সুখ সম্ভ্রমকে একচেটিয়া করিয়া রাখিবে? ইহা সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় নয়। গবর্ণমেন্ট লোকের লক্ষ লক্ষ সঞ্চিত অর্থের থলিযায় হাত বাড়ান। এক বৎসরে আট লক্ষ টাকা ছাত্র বেতন আদায় হইয়াছে তাহাতে কি প্রকাশ পায়? ছোট লাট সাহেব সম্প্রতি বলিয়াছেন এ দেশে ছাত্র বেতন অতিরিক্ত হইয়াছে ইহার বেশী আর করা যাইতে পারে না। মধ্যবিধ শ্রেণীর ছাত্রদের সম্বন্ধে ইহা যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু যাঁহারা বড় মানুষ তাঁহাদের নিকট আরও কিছু লইলে ক্ষতি নাই। যাঁহাদের অল্প আয় তাহাদিগকে গবর্ণমেন্ট হইতে কম ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হউক এবং ধনীর সন্তানদিগের শিক্ষার ব্যয় সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের নিজের ঘাড়েই চাপান হউক তাহা হইলে অনেকটা ঠিক হইবে। কলেজে শিক্ষা পাইয়া যাঁহারা অনেক টাকা এখন উপার্জ্জন করেন তাঁহারাও এ জন্য দায়ী। নতুবা কেহ বিদ্বান্ হইয়া টাকার কাঁড়ির উপর বসিয়া থাকিবে, আর কেহ পুরুষানুক্রমে মূর্খ হইয়া অন্ন বিনা হাহাকার করিবে, ইহা কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

বারইয়ারি পূজা।

ইহাদ্বারা যে কেবল লোকের দুর্নীতি বাড়ে তাহা নয়, ভদ্রবেশধারী মহাশয়দের হাতে অনেক দুঃখীলোকের মরণ হয়। চাষারা বার মাস রৌদ্রে জলে ঝড়ে নানা কষ্টে জীবন কাটাইয়া এক আধ দিন যাত্রা কবী শুনিয়া আমোদিত হইতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু তাহারা নিজে ইহাতে অগ্রসর হইয়া কিছু করে না। ভদ্রলোকেরাই ইহার মূল। পল্লীগ্রাম সকলের অবস্থা দেখিলে কান্না পায়। এদিকে কতলোকের পেটে ভাত নাই পরণে কাপড় নাই, গ্রামের মধ্যে রাস্তা নাই, রোগে দরিদ্রতায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, একটী সামান্য স্কুল তাহারও হয়তো ব্যয় চলে না, যাহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হয় তাহার জন্য কেহ এক পয়সা দিবে না, এদিকে বর্ষে বর্ষে বারইয়ারি পূজাটী করিতেই হইবে। অকর্ম্মণ্য গৃহবাসী পরান্নভোগী ষণ্ডা রকমের লোকের এই সকল কাজ। ইহারা নিজে এ সকল আমোদে মাতিয়া অধঃপাতে যায় তাহা নয়, আবার তাহাদের আমোদের জন্য গরিব লোকেরা মারা যায়। একে তাহাদের উপর শত শত অত্যাচার তাহার উপর আবার এই দৌরাত্ম্য। পল্লীগ্রামবাসী একজন ভদ্রলোকের একখানি পত্র আমরা এস্থলে তুলিয়া দিলাম পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন বারইয়ারি পূজা কি অনিষ্টকর আমোদ।

"আপাততঃ বারইয়ারি পূজার বড় ধুম। প্রায় সকল গ্রামেই পাড়ায় পাড়ায় বারইয়ারি পূজা লেগেছে। পাণ্ডা মহাশয়েরা ২।৩মাস পূর্ব্ব হইতে চাঁদা আদায়ে ব্যস্ত আছেন। দুঃখী প্রজাদিগকে জমিদারের কাছারিতে অথবা কোন পাণ্ডার নিজ বাটীতে আনিয়া সামান্য অপরাধ ছলে ধেঁড়েমুষে জরিমানা করা হইতেছে কিম্বা কোন নির্দ্দোষী প্রজা বেশী চাঁদা দিতে না পারাতে নিতান্ত গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে; কাহাকে মার হইতেছে, কাহার ঘটী কলসী গোরু ছাগল প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে, গরিবদিগের প্রতি বাবুদের এত দৌরাত্ম্য কেন? তাহারা যে শক্ত মাটি নয়।

এইরূপ দুঃখী চাষা ও অনাথিনী দুঃখিনী স্ত্রীলোকদিগের ধনে প্রাণে মারিলে বাবুদের কি হইবে? ২ রাত্রি ভ্যাকা ঢুলের ও খেতা ডোমের যাত্রা, ৩ রাত্রি বাবুদের স্ব স্ব পোষা পোঁটা ভুঁড়ী কুড়ুনী গুড়ুরি প্রভৃতি নামজাদা খেমটার নাচ আর ১ রাত্রি তেরো ময়রার পাঁচালী হইবে। কেবল ইহাতেই কি নিস্তার, আবার বাক্সসহ মদ সোডা ওয়াটার ও লেমনেড উড়বে। দেশের পাঁটা ভ্যাড়া মহিশ মারা হবে এবং অবশেষে উইলসেনের হটেল থেকে মা ভগবতীকে টান পড়াবে এইত পূজা, এদিকে হয়তো ব্রাহ্মণঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী যাবেন। হায়রে কলি! তোর কি মহিমা! কত কত দুঃখীলোক অনাহারে মরিতেছে তাহাদিগের ১টী পয়সা দিয়া উপকার করা দূরে থাকুক ধনীরা ইহাদিগেরই রক্ত শুষিয়া মজা করেন। সে বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় কয়জন ধনীলোক কাঙ্গালিদিগকে অন্নদান করিয়া ছিলেন? হে বারইয়ারির ষণ্ডা ষণ্ডাগণ তোমাদিগকে ধিক্! তোমাদের আমোদকেও ধিক! দুঃখী প্রজাদিগকে ধনে প্রাণে মারিতে কি তোমাদের পোড়া প্রাণে একটু মায়া দয়া হয় না? তোমাদের কি কঠিন প্রাণ!"

সংবাদ।

গিলক্রাইষ্টের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার এ বৎসর বাঙ্গালীর মধ্যে মাণিকগঞ্জের বাবু রজনীকান্ত সেন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত তিন বৎসর হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালার ছাত্রেরা এই বৃত্তিটী একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের কিছু বিশেষ অধ্যবসায় প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের উপাধী পাওয়া উপলক্ষে হিন্দুপেট্রিয়ট কিছু অন্যায়রূপে তাঁহাকে বিদ্রূপ করায় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এবং ডেলিনিউস বড় চাপিয়া ধরিয়াছেন এবং সম্পাদককে যথোচিত ভৎসনা করিয়াছেন। বাস্তবিক পেট্রিয়টের ন্যায় এত বড় সম্ভ্রান্ত কাগজে ক্রমাগত অকারণে একজন মানী ব্যক্তির অবমাননা শোভা পায় না। যাহউক আমাদের ইহাতে একটু আরাম বোধ হইল এই জন্য যে, কেবল আমরাই নিন্দিত নই; বড় বড় ভায়াদেরও মধ্যে মধ্যে এ প্রকার বিপদ ঘটিয়া থাকে।

স্কুলের তত্ত্বাবধারক উড্ সাহেব এ দেশে ইং ১৮৭১সাল পর্য্যন্ত চারি বৎসরের মধ্যে কত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন। এগারটী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ৩,৫৫০খানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, এবং ৭৬ খানি পুস্তক দুই অথবা ততধিক ভাষায় মুদ্রিত। ১,৯৩৭ খানি বাঙ্গালা, ইংরাজিতে ১,০৭৬ খানি। আরবী সংস্কৃত প্রভৃতিতে ৪৩৭ খানি। এই সকল পুস্তকের মধ্যে রাজনীতি বিষয়ক ৯০,৭৭ খান খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের, ১৪ খান ব্রাহ্মধর্ম্মের, পজিটিভিজম ৩ খান।

"ভারতবর্ষের প্রতীচীদিগ্বিহার" নামক এক খানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আজিমগঞ্জের বদান্যবর রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যান, তাঁহার সমভিব্যাহারী বাবু কেদারনাথ দাস সেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে বোম্বাই গুজরাট প্রভৃতি অনেক স্থানের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আর একটু বিস্তারিত রূপে ভ্রমণকারীগণের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলিন লিখিলে কিছু ভাল হইত। লেখার ভাব এবং ভাষা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

দুশ্চরিত্রা হিন্দুবিধবাগণ বিষয়াধিকারিণী হইতে পারিবেন এই আদেশের বিরুদ্ধে বিলাত আপীল হইবে। তাহার সাহায্য জন্য বর্দ্ধমানের রাজা ছয়শত টাকা দিয়াছেন। ইহাতে কোন লেখক বলেন যে যদি রাজা গবর্ণমেন্ট হইতে তোপধ্বনি পাইবার আশা রাখেন, তাহা হইলে এ কার্য্যে যোগ দিয়া তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন।

বারুইপুর সবডিবিজন উঠিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া সে দেশের লোকেরা বড় ভীত হইয়াছেন। ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট থাকাতেই জমিদারের কত দৌরাত্ম্য, উঠিয়া গেলে তো প্রজাপীড়নের আর কিছুই বাধা থাকিবে না। দেশকে ভাল করিয়া আগে শাসন করা হউক তার পর এ সব কার্য্য করিলে ভাল হয়।

বংশবাটী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন তথাকার দুইটী ব্রাহ্মের উপর ভুতের বড় দৌরাত্ম্য হইয়াছে। দিনে দুইপ্রহরে সন্ধ্যায় বাটীতে ইট পাটখেল পড়ে। অবশেষে একদিন ভুতেরা

মিলিয়া তাঁহাদের বাটীতে ডাকাইতি করিয়াছে। একটী ভূত ধরা পড়িয়াছিল, সেও আবার গুলিখোর কনষ্টেবলের জেম্বায় থাকাতে পলাইয়া যায়। ভূতের মধ্যে ৫ জন ভদ্রলোক ব্রহ্মদত্য আছে। এই ভূত ও ব্রহ্মদত্যের ভয়ে ব্রাহ্ম দুইজন বাটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বোম্বাই নগরে সূতা এবং কাপড় বোনার জন্য আর সাতটী কোম্পানি শীঘ্র কারখানা খুলিবেন। আমাদের দেশে দেশীয় লোক দ্বারা এরূপ একটী কলও এ পর্যন্ত হইল না। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর সাহস নাই উচ্চ আশাও নাই।

নানাভাই হরিদাস নামক বোম্বাই হাইকোর্টের এক জন উকীল তথাকার হাইকোর্টের একটীং জজ হইয়াছেন। সে দেশের এই ঘটনাটী প্রথম।

বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভাগণ দ্বারা মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাটী ভাষায় দুই খানি এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা বাহির হইয়াছে। "সুবোধ পত্রিকা" নামক মহারাষ্ট্রীয় ভাষার পত্রিকা কএক খণ্ড আমরা পাইয়াছি। ইহা আপাততঃ সহস্র খণ্ড করিয়া বিক্রয় হইতেছে। গুজরাটী পত্রিকা কিছু কম বিক্রী হয়। আমরা ভরসা করি এ কার্য্যে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবেন।

প্রেরিত।

পাঠশালা।

মহাশয়!

পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি যে ঢাকা জিলাস্থ নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা বিষয়ে আমার বক্তব্য আরও আছে। আজ তাহার কিছু লিখিব মনে করে কলম ধরিলাম।

এই ঢাকা জিলার স্কুল সমূহ পরিদর্শনাদির জন্য তিন জন ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর আছেন। এই তিন জনের অধীনে প্রায় ২৫০ টী নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা এবং ১০ হাজার ছাত্র বিদ্যমান। অদ্য ঢাকার উত্তরপূর্ব্ব বিভাগের স্কুল সমূহের এডিশনল ডিঃ ইঃ বাবু কৈলাসচন্দ্র সেনের অধীনস্থ পাঠশালার বিবরণ কিছু লিখিতেছি। তাঁহার তত্ত্বাবধানাধীনে সাহায্য প্রাপ্ত পাঠশালা ৬৭, অপ্রাপ্ত সাহায্য ৩৬, মোট ১০৩ টী পাঠশালা। অর্থের অকুলান হওয়াতে ৩৬টী পাঠশালায় এ পর্যন্ত সাহায্য প্রদত্ত হয় নাই। সাহায্যকৃত পাঠশালা সকলের হিন্দু ছাত্রের মোট সংখ্যা প্রায় ১২ শত, অপ্রাপ্ত পাঠশালার হিন্দু প্রায় ৫৫০, সাহায্যকৃত পাঠশালার মুসলমান ছাত্র প্রায় ৭৫০, অপ্রাপ্ত সাহায্য পাঠশালার প্রায় ৪৭৫, খৃষ্টানাদি অন্য অন্য জাতীয় ছাত্র উভয়বিধ পাঠশালায় ২৫।৩০ হইবে। মোট হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ১৭৫০, মোট মুসলমানের সংখ্যা প্রায় বার শত। সমুদায় ছাত্রের মোট প্রায় তিন হাজার। অধিকাংশ ছাত্রই চাষার ছেলে। প্রায় কোন পাঠশালাতেই ছাত্র বেতন লওয়া হয় না। পাঠশালা না হইলে এই তিন হাজারের অর্দ্ধাংশেরও অধিক ছাত্রের লিখা পড়া কিছুই শিক্ষা হইত না। এই পাঠশালা ব্যতীত ঢাকার জিলার এক এক জন ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টরের ৬০।৭০ টী করিয়া নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর সার্কেল পাঠশালা ও সাহায্যকৃত স্কুল আছে। এ সমুদায় স্কুল ও পাঠশালার পরিদর্শন কার্য্য এক জন ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর দ্বারা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না বলিয়া এ জিলার জন্য ৪ জন সব ডিঃ ইঃ নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা সকলের তত্ত্বাবধানের ভার ইহাদের উপরে থাকিবে। বাস্তবিক সমুচিত তত্ত্বাবধান না হইলে পাঠশালার সংশোধন ও আশানুরূপ উন্নতি হইবে না। একে গুরুরা এক প্রকার কিছুই জানে না, তাঁহাদের উপরে সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারকের শাসন ও দৃষ্টি না থাকিলে কার্য্য কোন রূপেই ভাল চলিবে না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি অনেক গুরু ইচ্ছা করিয়া বা অজ্ঞতাবশতঃ কর্ত্তব্যে বিলক্ষণ ত্রুটি করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছি যে পাঠশালার জন্য মাসিক তিন টাকা করিয়া ২ বৎসরের কতকগুলি বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। কৈলাস বাবু ৪টী বৃত্তি বন্টন করেন। কিন্তু এখানে কোন বুদ্ধিমান হুজুগ উঠাইয়াছেন যে লাট সাহেব এরূপ টাকা দিয়া চাষার ছেলেদিগকে স্কুলে পড়াইয়া পরে লড়াই করিতে পাঠাবেন। একটী মুসলমান চাষার ছেলে তার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণে বৃত্তি গ্রহণ করিয়াই ছাড়িয়া দেন। কৈলাস বাবু অন্য স্কুলের ক্রমে ২।৩ টী মুসলমান ছাত্রকে সাধ্য সাধনা ও অনুরোধ করিয়া এক জনকে বৃত্তি দান করেন। বলি চাষা ভাই সকল! লাট সাহেবের কর্ম্মভোগ আর কি, তিনি মহিম ফতে করিতে তোমাদের মত লায়েক জঙ্গী সিপাই আর কোথায় পাবেন। বলি ভাই সকল! ভয় নাই! লাট সাহেব কখন তোমাদিগকে লড়াইতে পাঠাবেন না। ২০ টাকা চল্লিশ টাকা এক শত টাকা বৃত্তি দিয়া তিনি কত লোককে পড়াইতেছেন। কাহাকেও তিনি লড়াইতে পাঠান নাই, পাঠাবেনও না। তোমরা মানুষ হইয়া নিজের বিষয় আশয় বুঝে লইতে পার, ভাল কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে পার কোন ধূর্ত্ত দুষ্ট তোমাদিগকে ঠকাইতে অত্যাচার করিতে না পারে তারই জন্য তোমাদের পরম বন্ধু ছোট লাট সাহেব লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এত যত্ন করে তোমাদের গ্রামে গ্রামে স্কুল খুলিযাছেন। দুই হাত তুলে তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর ও তাঁর শুভ ইচ্ছা পূর্ণ কর। বল গরিবের বন্ধু ছোট লাট সাহেবের জয়। শ্রীঃ

বিজ্ঞাপন।

(মহারাণীর অনুগৃহীত)

জে করফীডস্ এণ্ড কোং।

ডাক্তারখানা।

ইঁহারা প্রেসক্রিপ্‌সনমতে নিত্য ঔষধ যোগাইয়া থাকেন এবং হোলসেল ঔষধ বিক্রয় করেন

১১ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

কলিকাতা সুয়েজ ক্যানাল দিয়া এবং ওভরল্যাণ্ড মেলে প্রতিবারের ষ্টীমারে সকল রকমের খাটি ঔষধ পঁহুছিয়া থাকে। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জনেরা এবং ডাক্তারখানাওয়ালারা এই স্থানে ঔষধ কিনিলে বিলক্ষণ অর্থের সুগম দেখিবেন। হোলসেলের দর প্রতি মাসে ছাপান হয়, চিঠি লিখিলেই বিনা মাসুলে পাঠান হয়।

পেটেণ্ট ঔষধ সকল এবং অস্ত্র চিকিৎসার সকল প্রকার ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

টাকের মহৌষধ।

আমাদের নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ১ আউনস শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গিরজার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্‌পেন্‌সারিতে বিক্রয় হয়।

১৪নং সংস্কৃতকলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } মহলানবীশ এবং কোং

১২৮০ সালের "বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গালা ডাইরেক্টোরি" চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীস্থিত ন্যাশন্যাল টেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। মূল্য ১।, ডাক মাসুল ।০ আনা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত
ম্যানেজার।

বৈদ্য শাস্ত্র সম্মত ঔষধালয়।

উক্ত ঔষধালয়ে নানা প্রকার বৈদ্য শাস্ত্র সম্মত ঔষধ তৈল ঘৃত অতি স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। প্রাতে ৮।১৫ হইতে ৯।১৫ পর্য্যন্ত দুস্থ রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া যায়। কিন্তু রোগী সক্ষম হইলে ঔষধের মূল্য দিতে পারিলে লইবার আপত্তি নাই। পুরাতন জ্বর প্লীহা থাকুক বা নাই থাকুক, উদরাময় যে কোন রকমের হউক, শূল রোগ মেহ রোগ প্রভৃতি উক্ত ঔষধালয়ের ঔষধে অতি সত্বর অবশ্যই আরোগ্য হইবে।

ঠনঠনিয়া শ্রীহরিচরণ রায়
৫২নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলি। কবিরাজ

ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্ত্তন।

১ম ভাগ পুনরায় ছাপা হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

ভাল বাঁধান ১,
কাগজের মলাট ... .. ৸৹

নগদ মূল্যে শত করা ১২॥০ টাকার হিসাবে এবং বার খানার অধিক হইলে ২৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে। বিদেশের জন্য ডাক মাসুল প্রতি খণ্ডে দুই আনা করিয়া লাগিবে।

ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ। ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৴০ আনা।

১২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

যত যার লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়;
সুলভ চাও ত পাও অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা।

মূল্য ১ পয়সা।

৩ খণ্ড] কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ২৯শে, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৩৬ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

হাওড়া পুলিস সংক্রান্ত মকদ্দমার কয়েদী নিমচাঁদ ও তারাচাঁদ হাইকোর্টে আপীল করিবেন। মান্যবর জজ লুইস জ্যাকসন্ এবং দ্বারিকানাথ মিত্রের দ্বারা ইহার বিচার হইবে। ঈশ্বর নাপিতকে যাঁহারা কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদিগের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিবেন। কারণ তাহাকে আবার হাইকোর্টে মকদ্দমা চালাইতে হইবে। কিন্তু লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এবং পুলিস কমিসনর ওয়াকোপ সাহেবের ন্যায় দুই জন বড় বড় জজমান থাকিতে ঈশ্বর নাপিত মকদ্দমার ব্যয়ের জন্য ভিক্ষা করিতেছে ইহা বড় লজ্জার কথা। পাউএল ও রেলী সাহেবের এ বিষয়ে কত দূর দোষ আছে না আছে লেপ্টনেন্ট গবর্ণর তাহা কি একবার দেখিবেন না? দেশ শুদ্ধ লোক ঐ দুই জন সাহেবকে শাসন করিতে বলিতেছে ইহা শুনিয়া কেমন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি যে নিরপেক্ষ হাকিম তাহা সকলকে বিশ্বাস করিতে দিন।

এবার স্থির নিশ্চয় হইয়াছে হাওড়ার ঘাটে গঙ্গার উপরকার পুল এক বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইবে। এই সময় যাঁহারা পারের জায়গা জমি ক্রয় করিয়া রাখিতে পারিবেন, পুল প্রস্তুত হইলে তাঁহারা সেই সকল স্থান বহুমূল্যে কলিকাতার দরে বিক্রয় করিতে পারিবেন। অল্পকাল মধ্যে হাওড়া এক গুলজার নগর হইয়া উঠিবে।

• এক একটী হিন্দুপরব মাতাল বেশ্যা বদমায়েসদিগের পাপের উৎসব স্বরূপ। মাহেশের এই স্নানযাত্রা উপলক্ষে গত কল্য কত ভদ্রকুলাঙ্গার ইয়ংবেঙ্গল যে বেশ্যা সঙ্গে লইয়া মদ্যপান করিয়া লোক হাসাইয়াছেন তাহার আর অন্ত নাই। ইহারা সেখানে লজ্জা ভয়কে এককালে জলাঞ্জলী দেয়। সনাতনধর্ম্ম রক্ষিণী সভা এ সকল বিষয়ে কি কিছু করিতে পারেন না? কেবল রাজা বাহাদুরের সংস্কৃত শ্লোকে আর কতকাল লোকের মন সন্তুষ্ট হইবে? ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া সংসারের যে দুষ্কর্ম্ম হয় তাহার কিছু উপায় করিতে পারিলে তাঁহাদের সভার গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

গ্রীষ্মের জ্বালায় লোক সকল অস্থির হইয়াছে। প্রায় মাসাবধি হইতে চলিল এখনও কোন বৃষ্টির লক্ষণ দেখা যায় না। ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় নগরবাসীরা প্রচুররূপে নির্ম্মল জল পান করিয়া বাঁচিয়া যাইতেছে, কিন্তু পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যে কি ভয়ানক জলকষ্ট তাহা আর বলা যায় না। অনেক স্থান হইতে আমরা সংবাদ পাইতেছি পুষ্করিণী সকল শুষ্ক প্রায়, কোন রূপে কাদাজল খাইয়া লোকে প্রাণ ধারণ করিতেছে। স্থানীয় রাজপুরুষগণ পীড়া ইত্যাদি বিবরণের সঙ্গে যেন এ বিষয়টীও গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করেন।

গ্রেহাম কোম্পানীর হাউসে হরিমোহন দে নামক এক ব্যক্তি অনেক দিন হইতে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার কএকটী নাবালগ ছেলের ভরণপোষণের জন্য উক্ত কোম্পানী মাসিক ১৪টাকা করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। পুরাতন চাকরের নিরাশ্রয় পরিবারের প্রতি মনিবের একরূপ দয়া অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী ইহার বিপরীত ভাব দেখাইয়াছেন। দশ বার বৎসর প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছে এমন ব্যক্তিদিগকেও তাঁহারা শূন্যহস্তে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

এমেরিকান লেডী ডাক্তার মিস্ সিলী এম, ডি, ক্ষুদ্র বালকদিগের জন্য যে দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়াছেন তাহাতে রোগী বালকদিগের চিকিৎসা কার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। বিনা ব্যয়ে বাহিরের বালক রোগীদিগকেও তিনি যত্নপূর্ব্বক দেখেন। নিঃস্বার্থ ভাবে ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের সঙ্কল্প কখন বিফল হয় না। মিস্ সিলীর ন্যায় ভদ্র প্রকৃতির নারী আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। এ দেশের ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা ইহাঁ দ্বারা হওয়া উচিত।

মুঙ্গের হইতে কোন ভদ্রলোক আমাদিগকে নিম্নলিখিত সংবাদটী দিয়াছেন। কিছু দিবস গত হইল চারিজন জেলে মাচ ধরিয়া বরহিয়া ষ্টেসনের নিকট দিয়া যাইতেছিল। একজন পুলিস কনষ্টেবল তাহাদের নিকট বিনা পয়সায় মাচ চাহে তাহাতে ধীবরগণ সম্মত না হওয়ায় সে দারোগার নিকট বলে। দারোগা তাহাকে বলেন যে যদি তুমি মাচ চাও তবে তাহাদিগকে পয়সা দাও। ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে ভৎর্সনা করেন। ক্ষণকাল পরে ঐ কনষ্টেবল পুনরায় জেলেদিগকে পথের মধ্যে ধরিল এবং মাচ লইবার জন্য অনেক গণ্ডগোল করিতে লাগিল। জেলেরা কিছুতেই মাচ না দেওয়াতে শেষ সে তলওয়ার খুলিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। যে জেলে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে গিয়াছিল কনষ্টেবল তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছে এবং আর তিনজনকে গুরুতর রূপে জখম করিয়াছে। এক্ষণে কনষ্টেবল দারোগা এবং ধীবরগণ মৃতদেহ স দর থানায় আনিত হইয়াছে।

গত দুই তিন মাস হইতে পুলিস কর্ত্তৃক এবং অন্যান্য কারণে অতি ভয়ানক ফৌজদারী মকদ্দমা সকল [illegible] হইয়াছে। [illegible] বুঝি পুলি-

পাপের ভরা পরিপূর্ণ হইল। প্রায় এ সকল ঘটনার মধ্যে স্ত্রীলোক অধিষ্ঠাত্রীরূপে আছেন। গবর্ণমেন্টের ইহাতেও যদি নিদ্রা ভঙ্গ না হয় তবে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের নামে বড় কলঙ্ক হইবে। পুলিসের অত্যাচার যদি গবর্ণমেন্ট নিবারণ করিতে না পারেন তবে ব্রিটিশ জাতির নামও ডুবিবে। কুমারখালী হইতে একজন লিখিয়াছেন যে কুমারখালীর অন্তঃপাতী দিঘিরপাড়া গ্রামে একটী ছুতারের ছেলে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম পুলিসই ইহার এক প্রকার মৃত্যুর কারণ। ঐ যুবাটীর স্ত্রীলোকের ন্যায় দীর্ঘ চুল ছিল, চুলের প্রতি সে অত্যন্ত যত্ন করিত। তাহার স্বভাবও মেয়েমানুষের মত ছিল। মাতার সঙ্গে কি জন্য বচসা হয় তাহা মিটাইয়া দিতে গিয়া পুলিস বলপূর্ব্বক ঐ চুল কর্ত্তন করায় হতভাগা আত্মহত্যা করিয়াছে। সে বলিয়াছিল যে চুল কাটিলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব, তথাপি তাহার চুল কাটা হয়। তাহার মায়ের আর কেহ নাই।

হাওড়া রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি স্থানে আজ কাল নাটকের বড় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। ভদ্র লোকের সন্তান ও বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শীঘ্র অধঃপাতে যাইবেন তাহারই এ সকল লক্ষণ। ঐ সামান্য স্থানের মধ্যে ৩।৪টী নাটকের দল হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা রাত্রি জাগরণ করিয়া যখন ব্যারামে পড়িবে তখন শিখিবে। অল্প বয়সে আমুদে হইলে কি আর লেখা পড়া কিছু হবে? এক দল নাটকওয়ালারা মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় করিয়া তাহাতে মেয়ে নটী নাচাইয়াছেন। উৎসন্ন যাইবার পক্ষে মেয়ে নটী দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় যেমন সুবিধা এমন আর কিছুই নহে। কোন নীতিগর্ভ দেশহিতকর নাটকের অভিনয় যদি হইত তাহা হইলে উপকারের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা কোথায়? এখন এ সকল পূর্ব্বেকার যাত্রা কবী পাঁচালীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। হাওড়া পারস্থ ভদ্র লোক মহাশয়েরা যেন এই দুর্নীতির স্রোতঃ নিবারণের চেষ্টা করেন।

মেছুয়া বাজারের দোকানদারগণ এই পত্র খানি আমাদিগকে লিখিয়াছেন॥

"প্রত্যুষ হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে সারি সারি বিষ্ঠার গাড়ী সকল লইয়া যাওয়াতে উক্ত ষ্ট্রীটের দুই পার্শ্বের দোকানদার, গৃহস্থ ভদ্রলোক ও পথিকগণের যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা এক দিন জষ্টিস মহাশয়দিগের কর্ম্মচারী স্বাস্থ্যরক্ষক মহাশয় কোন এক স্থানে বসিয়া দেখিলে সে কষ্ট কিয়দংশ অনুভব করিতে পারেন, এবং ইহাতে যে প্রজাগণের স্বাস্থ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে কি না, তাহাও জানিতে পারেন। এক্ষণে আমরা কৃতাঞ্জলী হইয়া সংবাদ পত্রের দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষগণের বিদিতার্থ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা মেথরদিগের ময়লার গাড়ী লইয়া যাইবার সময় পূর্ব্বেকার ন্যায় অধিক রাত্রে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া প্রজাগণকে স্বাস্থ্য ভঙ্গের হস্ত হইতে শীঘ্র রক্ষা করুন।"

একটী ভয়ঙ্কর ঘটনা।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি এই নগরে কম্পোজিটারের কাজ করিতেন, তাড়কেশ্বরের নিকট ঘোলা নামক এক গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। বয়স্থা স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ীতে রাখিয়া তিনি এখানে চাকরী করিতেন এবং কখন কখন সেখানে যাইতেন। একবার তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিতে পাইয়া হঠাৎ এক রাত্রিতে শ্বশুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া স্ত্রী এবং শাশুড়ীকে বাটীতে দেখিতে পাইলেন না। শেষে শুনিলেন যে তাঁহার স্ত্রী তাড়কেশ্বরের মাহন্তের নিকট ব্যারামের ঔষধ আনিতে গিয়াছে। তখনি তিনি তাড়কেশ্বরের মন্দিরে অনুসন্ধান করিতে গেলেন, কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পরে ফিরে আসিতে আসিতে পথে এক জন গরিব লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে বলিল যে তোমার স্ত্রীকে মাহন্ত মন্দ করিয়াছে। প্রতি রাত্রিতে সে মাহন্তের নিকট গমনাগমন করে, এবং ইহা দ্বারা তোমার শ্বশুর শাশুড়ী অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া নবীন রাগিয়া তাহার শ্বশুরকে অনেক ভর্ৎসনা করে। এমন সময় তাহার শাশুড়ী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। স্ত্রীটী নিজে মন্দ হয় নাই মা বাপে তাহাকে মন্দ করিয়াছিল। সে স্বামীর নিকট ভয় পাইয়া আপনার দোষ সমস্ত স্বীকার করে এবং বলে যে আমি মা বাপের অনুরোধে বাধ্য হইয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। তুমি এখান হইতে আমাকে শীঘ্র লইয়া চল। আমি পতিত হইয়াছি, তুমি না হয় আর একটী বিবাহ করিয়া আমাকে দাসী করিয়া রেখ। তখন নবীন স্থির করিলেন পরিবারকে কলিকাতা লইয়া আসিবেন। ইহাতে তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী দেখিল যে তাহাদের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়, মাহন্তকে সংবাদ দিল। মাহন্তও তৎক্ষণাৎ বলিয়া পাঠাইল যে আমি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লোক বসাইয়া রাখিব যেখান দিয়া যাইবে অমনি ধরিয়া আমার নিকট আনিবে। তাড়কেশ্বরের মাহন্ত খুব ধনী, লোক জন তাহার অনেক আছে, সে দেশের মধ্যে তাহার অনেক আধিপত্য। নবীন যখন এই বন্দোবস্তের কথা শুনিলেন তখন একবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। শ্বশুর শাশুড়ী মাহন্ত এবং গ্রামস্থ লোক সকলেই বিরোধী সে কি করিবে? পর দিন সন্ধ্যাকালে তাহার স্ত্রীকে পান তৈয়ার করিতে বলে; স্ত্রী যখন ঐ কাজে নিযুক্ত আছে এমন সময় সে একখানি আঁইশ বটী লইয়া একটু ভাবিয়া তাহার গলায় এক কোপ মারিল। স্ত্রীলোকটী তখন প্রাণ ভয়ে বলিল যে আমাকে মারিলে কি হইবে আমার দোষ কি আছে। তাহার পর দুই তিন কোপ দিয়া খুন করিয়া নবীন বাহির হইয়া তখনি হরিপালের থানায় আসিয়া সকল কথা স্বীকার করিয়া বলিল যে শীঘ্র আমাকে ফাঁসি দাও, পৃথিবী আমার নিকট অরণ্যময় বোধ হইতেছে, পরলোকগত আমার স্ত্রীর নিকট যাইবার জন্য আমি অধৈর্য্য হইয়াছি। পরে হুগলির ডবেন্ট মাজিষ্ট্রেট তাহার নিকট রীতিমত এজাহার লইয়াছেন। তৎকালে স্ত্রীলোকটীর মৃত দেহ সেখানে ছিল। আমরা শুনিলাম স্ত্রীটী অত্যন্ত সুন্দরী এবং তাহার প্রকৃতিও ভাল ছিল, কেবল বিমাতার কুমন্ত্রণায় সে বিপাকে পড়ে। নবীনও তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিত॥ নবীন যখন সেই হৃদয় বিদারক হত্যার কারণ সকল বলিতেছিল তখন কাছারি শুদ্ধ লোক কাঁদিতে লাগিল। মাহন্তকে ধৃত করিয়া আনা হইয়াছে। এখন বিচারে কত দূর কি প্রমাণ হয় দেখা যাউক। খুন করার অবস্থাটা ঠিক কি তাহা এখনও ভাল করিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। স্ত্রী যেখানে আপনার দোষ স্বীকার করিল সেখানে কেমন করিয়া নবীন তাহাকে মারিল এটী বুঝা যাইতেছে না। শুনা যাইতেছে নবীন খুন করিয়া গ্রামের মধ্যে চিৎকার করিয়া সকলকে বলে যে আমাকে ধর আমি খুন করিয়াছি। এ সকল ব্যাপার শুনিলে যে তীর্থ স্থানে যাইতে কিরূপে লোকের ভক্তি থাকিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, মাহন্তের বিষয়ে ভাল রূপ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। হুগলির কোন হাকিম যেন স্বয়ং ইহার সরেজমীন তদন্ত করেন।

সংবাদ।

হাওড়ার সামীল ডোমযোড় আউটপোষ্টের চারিজন পুলিস কর্ম্মচারী অন্যায় অত্যাচার অপরাধে অপরাধী হইয়া বিচারে আনীত হইয়াছে। এবার পুলিসের ভরাডুবি হবে চারিদিক হইতে তাহারই যোগাড়টী হইয়া আসিতেছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে চাগদহের পঞ্চায়েতগণ জঙড়া গ্রামের কয়েক জন ভদ্র ও অনেক গুলিন সাধারণ লোকের প্রতি অন্যায় রূপে টেক্স নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মেয়াদের দুই পাঁচ দিন থাকিতে নুটীস দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাও প্রকাশ্য স্থানে না দেওয়াতে মেয়াদ মধ্যে সকলে আপত্তি করিতে পারে নাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এক দিবস মফস্বলে আসিয়া কয় ঘণ্টা ছিলেন বটে কিন্তু পূর্ব্বে সংবাদ না পাওয়াতে সকলে দরখাস্ত করিতে পারে নাই। তাহার পরে দুঃখী লোক কতকগুলি একত্র হইয়া কার্য্য ক্ষতি করিয়া রাণাঘাটে গিয়া দরখাস্ত দিয়াছিল, কিন্তু মেয়াদ অতীত হইয়াছে বলিয়া ডেপুটী বাবু তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। পঞ্চায়েত উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ না হইলে বাস্তবিকই দুঃখী প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের ডিপুটী বাবুদিগের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীরামপুরের মিউনিসিপালিটীর সভাপতি তথাকার মরা পোড়ান ঘাটটী বন্ধ করেন। ইহার বিরুদ্ধে সেখানকার লোকেরা জেলার আদালতে নালিশ করিয়া পরাজিত হন। পুনরায় হাইকোর্টের আপিলে জয় লাভ করিয়াছেন। চানকবাসী ইংরাজদের নাকে গন্ধ লাগে এবং নগরবাসীদের পক্ষেও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সভাপতি ঐ ঘাট বন্ধ করিয়াছিলেন।

বরিশাল জেলার কোন গ্রামে একজন মুসল-

মানের সঙ্গে একটী মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। কন্যার অভিভাবকগণ সেই কন্যার সহিত আর একজনের সম্বন্ধ স্থির করিয়া যে দিন বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে সেই দিন ঐ ব্যক্তি জানিতে পারিয়া একবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া গেল। পরে সে এক অস্ত্র ধরিয়া পাঁচজন লোককে খুন করিয়া ফাঁসি গিয়াছে!

ডায়মণ্ডহারবারের অধীন সুলতানপুরের এলাকায় জহরলাল মহাপাত্রের বাটীতে একটী খুন হইয়াছে। ইহার মূলেও স্ত্রীলোক ছিল। মৃতদেহ বিচালীরগাদার মধ্যে পাওয়া যায়।

মেমারী অঞ্চল হইতে আর একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক বামুনের ছেলে চাকরী করিয়া কিছু অর্থ লইয়া দেশে যাইবার সময় পথে তাহার এক পুরাতন বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হয়। ঐ বন্ধুর পিতা বামুনের ছেলের টাকার সন্ধান পাইয়া রাত্রিযোগে তাহাকে মারিবার যোগাড় করে। তাহার ছেলেকে বলে যে অমুক ঘরে তোমার বন্ধুকে শুইতে জায়গা করিয়া দাও। সে বন্ধুকে শয়নের জায়গা করিয়া দিয়া গল্প করিতে করিতে নিজেও সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বামুন কি গতিকে তাহার বিপদের সংবাদ পাইয়া অনেক রাত্রিতে ব্যাগটী লইয়া এক কাঁটালগাছে লুকাইয়া থাকে। তাহার বন্ধুর বাপ আর ২।১ জন লোকের সহিত সেখানে গিয়া বামুনকে মনে করিয়া তাহার ঘুমন্ত ছেলেকে কাটিয়া ফেলিল। কাটিয়া শেষে ব্যাগ খুঁজিতে দেখে যে ব্যাগ নাই, পরে অনুসন্ধান করিয়া টের পাইল আপনার ছেলেকে মারিয়া ফেলিয়াছে। তখন সেইখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাকে পুঁতিল। বামুন কাঁঠালগাছে বসিয়া সমস্ত দেখিয়া পুলিসে সংবাদ দিয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কাজরার ষ্টেসেন মাষ্টার ঘুষ লওয়া অপরাধে মুঙ্গেরের জয়েন্টমাজিষ্ট্রেটের নিকট কঠিন পরিশ্রমের সহিত আট মাস কারাবাসের আদেশ পাইয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর সুলভ সমাচার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে মশাগড়ে গ্রামের জমিদার শ্রীযুত বাবু মনিলাল রায় মহাশয়ের বনিতা শ্রীমতী ক্ষেত্রকুমারী বিবি। ইহাঁর সংসারে যখন শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় দেওয়ান ছিলেন তখন এই তালুকের প্রজারা কি পর্য্যন্ত সুখে কালযাপন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রজাগণ কখন কোন বিষয়ে দুঃখ ভোগ করে নাই, বরং মশাগড়ে গ্রামে জমিদার মহাশয়ের ধান্যের মরাই থাকিত। কারণ প্রজাদিগের দিন পাতের কোন উপায় রহিত হইলে জমিদার ও দেওয়ান মহাশয়ের কর্ণগোচর হইবামাত্র উক্ত মরাই হইতে ধান্য বাহির করিয়া উক্ত গরিব প্রজাদিগকে অন্নের জ্বালা হইতে রক্ষা করা হইত। যখন ঐ গরিব প্রজাদিগের ধান্যের টাকা দিবার সংস্থান দেখিত তখন ক্রমে ক্রমে আদায় লইত। যে ব্যক্তির দিবার কোন উপায় থাকিত না তাহার নামেতে বাকি টাকা খয়রাৎ খাতায় খরচ লিখিত, বরং তাহাকে পুনরায় কিছু দিত। এইরূপে উপযুক্ত দেওয়ান মহাশয় প্রজাপালন করিয়া লোকান্তর হইলে ঐ পদে শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিযুক্ত হইয়া আপন প্রভুত্ব জানাইবার জন্য চিরস্মরণীয় প্রজাপালক সাবেক দেওয়ান মহাশয়ের বিপরীত কার্য্য করিয়া ইনিও একজন চিরস্মরণীয় হইলেন। তিনি প্রজার দুঃখে দুঃখী ছিলেন, ইনি প্রজার সুখে দুঃখী আছেন। দেখ, মশাগড়ে গ্রামে একজন প্রজা একটী পুস্করিণী খুদ করিয়াছে। খাদ করিবার পূর্ব্বে জমিদার মহাশয়কে ও দেওয়ান মহাশয়কে যথাযোগ্য প্রণামী দিয়াছিল। সম্প্রতি দেওয়ান মহাশয় ঐ প্রজার দেওয়া প্রণামীতে সন্তুষ্ট না হইয়া বেশী লইবার মানসে ঐ গ্রামের অপর প্রজার দ্বারা তাহার সঙ্গে বিবাদ ঘটাইতেছে। অপর প্রজাকে ঐ নূতন পুস্করিণীতে জল ছেঁচিবার জন্য ঝাল করিতে হুকুম দেন। যাহার পুস্করিণী সে ব্যক্তি উহার নিকট জানাইলে কহে কোন্ বেটা তোর পুস্করিণীতে ঝাল করিয়া অপচয় করিতে পারে? এইরূপে সময় সময় কিছু কিছু পান। ইনি সিন্নীও খান ও ভরাও ডুবান এবং চোরকে চুরি করিতে কহেন ও গৃহস্থকে সাবধান হইতে কহেন। ইনি গরিব প্রজার হর্ত্তা কর্ত্তা ও জমিদার মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। এঁহার আমলে ২।৪ ঘর প্রজা পলাতকা হইয়াছে ও অনেকে জমি ইস্তফা করিতেছে। শীঘ্র মধ্যে গ্রাম প্রজাশূন্য হইবেক। জমীদার মহাশয় সাবধান হউন, গরিব প্রজার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তাঁহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার উপর নিতান্ত নির্ভর না করেন

ইতি ২৪ জ্যৈষ্ঠ
১২৮০। একজন প্রজা।

মহাশয়!

অদ্য কয়েক দিন হইল রঙ্গপুরের এডিসানল মুনসেফ, বাবু হরচন্দ্র দাস মহাশয় এক মোকদ্দমা কৌতুকাবহ রূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কাদের বক্স নামক এক জন পাটারী এক জন রায়তের নামে বাকি রাজস্বের নালিশ করে। প্রতিবাদী দাখিলা উপস্থিত করিয়া জওয়াব দেয়, "আমি খাজানা ধারি না, তাহার প্রমাণ পাটারির দস্ত এই দাখিলা"। বাদীর পক্ষের উকিলকে মুন্সেফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দাখিলার বিরুদ্ধে তুমি কি বলিতে পার?" উকিল অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন 'এ দাখিলা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে আমার বলিবার আর কোন পথ নাই। এই অবস্থা দেখিয়া পাটারিটী নিতান্ত চিন্তাকুল হইল, কেন না প্রতিবাদীকে দায়ী করিতে না পারিলে, জমিদার তাহার নিজের কাছে টাকা আদায় করিতে ছাড়িবেন না। এই চিন্তা করিয়া সে অগ্রসর হইয়া বলিল হুজুর, দাখিলার বিরুদ্ধে আমার উকিল কি আমি নিজে কিছুই বলিতে চাই না। কিন্তু প্রতিবাদী যদি শপথ করিয়া বলে যে আমি ধারি না, তবে মানি।

মুনসেফ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হে শপথ করিতে পারিবে? প্রতিবাদী বলিল, হুজুর, যখন আমাকে সত্য সত্যই দাখিলা দিয়াছে, তখন আমি অবশ্যই শপথ করিতে পারি।

মুনসেফ বলিলেন আচ্ছা ভাল, তবে এক কাজ কর, এক খানি কোরাণ, মস্‌জিদের মাটী, মক্কার মাটী, একটী প্রদীপ এই সকল শীঘ্র আন, এক খান থালার উপর কোরাণ রাখিয়া তাহার উপর দীপ জ্বালিয়া দিব, তোমাকে এই ডালা খানি মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতা স্বীকারপূর্ব্বক শপথ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া এক জন চাপরাসী সত্বর হইয়া এই সকল উদ্যোগ করিতে গেল। সমুদয় সংগ্রহ হইলে মুনসেফ প্রতিবাদীকে বলিলেন, এই দ্রব্য গুলি মাথায় লও, তৎপর শপথ কর।

এই সকল বস্তু দর্শন করিয়া প্রতিবাদী ভয়ে জড় সড় হইল, এবং বলিল, আমি এ সকল মাথায় লইতে পারিব না। আমি খাজনার দায়ী সত্য, কিন্তু এই দাখিলা বাদীর পাইক পূর্ব্বে দাদন করিয়াছিল, আমার খাজনার সংস্থান ছিল না বলিয়া আমি "পরে টাকা দিব" বলিয়াছিলাম। সেই অবধি আর দেই নাই। মুনসেফ বাবু মোকদ্দমা ডিক্রি দিলেন। বাদী প্রতিবাদী চলিয়া গেল।

এ দেশের হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এই রূপ অন্ধ বিশ্বাস জাগরূক। প্রতি কার্য্যে প্রতি কথায় মিথ্যা ব্যবহার করিতে ইহারা কষ্ট বোধ করে না। কিন্তু তামা তুলসী গঙ্গাজল ও কোরাণ প্রভৃতি হাতে দিলে আর মিথ্যা বলিবার সাধ্য থাকে না। যাহারা এ প্রকার তাহারা চাষা শ্রেণীর লোক। ভদ্র লোকের মধ্যে আবার অন্য প্রকার কৌতুক। ভদ্রেরা সাক্ষ্য দেওয়াই নরকের কারণ মনে করেন। এক জনের সর্ব্বনাশ হইলেও সহজে কেহ সাক্ষ্য দিতে সম্মত নহেন। এই শ্রেণীতে আর এক প্রকার লোক আছেন, তাঁহারা তামা তুলসী গঙ্গাজল কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি অতিক্রম করিতে কোন কষ্ট বোধ করেন না। তাঁহারা ঈশ্বর পরকাল দণ্ড পুরস্কার সকলই অন্ধকার দেখেন। সুতরাং অত্যন্ত সাহসপূর্ব্বক সত্যের অবমাননা করেন।

যা হউক, আমরা এডিসানল মুনসেফ বাবুর চেষ্টাতে বড় সুখী হইলাম। ইনি সত্য বাহির করিবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। ইহার প্রকৃতি বড় নম্র ও শীলতাপূর্ণ কিন্তু অনেক শয়তান টের পাইছেন।

আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে প্রায়শঃ দাখিলা, তমঃসুক ইত্যাদি জাল করিবার কথা আমাদের কাণে আইসে। ইহার প্রতি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে।

শ্রীকালীশঙ্কর দাস।
রঙ্গপুর।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত দলীল সকল ১৮৭০ সালের জানওয়ারি মাহা অবধি এই আপিসে উপস্থিত রহিয়াছে অতএব আগামী ১লা জুলাই তারিখের পুর্ব্বে ফেরত না লইলে ঐ তারিখে ১৮৭১ শালের রেজেষ্টুরি আইনের ৮৩ ধারার বিধানানুসারে ঐ সকল দলীল নষ্ট করা যাইবে।

রেজেষ্টরি নম্বর।		দলীলদাতার নাম।	গৃহিতার নাম।	কি প্রকারের দলীল।	কোন্ তারিখে রেজেষ্টুরি হইয়াছে।
১৮৬৫	১৫২	মহাতাপমনি দাসী	রামচন্দ্র পাল	রশীদ	২৭মার্চ্চ ১৮৬৫
“	২৩১	মাঞ্জু বিবি	হাজি আবঘর করিম	ফারখত	২৬,৪,৬৫
“	২৪৭	হরিনারান দে	দেবরাণী দেব্যা	এগ্রিমেন্ট	২৬,৪,৬৫
“	৩৯৪	মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	বায়না পত্র	২০,৬,৬৫
“	৪২৩	জে জেকশন	রামচন্দ্র বসু	এগ্রিমেন্ট	১৭,৭,৬৫
“	৪৮৭	চন্দ্রনাথ দত্ত দীঃ	গবর্ণমেন্ট	তমশুক	৪,৮,৬৫
“	৪৬১	বৈদ্যনাথ বসু	রমানাথ লাহা	এগ্রিমেন্ট	৬,১১,৬৫
“	৪৮৮	দ্বারিকানাথ সাহা	কিশোরমোহন সাহা	ঐ	২৯,৭,৬৫
“	৫১৪	জেমশ রিজ	মেঃ মেরি ক্লিনজার	পাট্টা	১৩,১১,৬৫
“	৭১৪	হরচন্দ্র সরকার	ভগবতিচরণ সরকার	ফারখত	১৬,১০,৬৫
“	৮০৯	হলধর দে দীঃ	তারাচাদ নন্দী দীঃ	ঐ	২০,১২,৬৫
১৮৬৬	৩০৬	হরিদাস দত্ত	কেদারনাথ মিত্র	মারগেজ	২৬,৫,৬৬
“	৬৮০	ব্রজলাল সেন	কালিদাস ঘোষ	তমসুক	৩০,১১,৬৬
“	৬৬০	বালগোবিন্দ বর্ম্মন	বেচুলাল	ফারকত	২৬,১১,৬৬
“	৬৫৯	বেচুলাল	বালগোবিন্দ বর্ম্মণ	ঐ	২৬,১১,৬৬
“	৫৪৩	গোপালচন্দ্র সাহা দীঃ	বংশীধুর পরামানিক	এগ্রিমেন্ট	১,৯,৬৬
“	১৯৬	রহমাতুল্লা শেখ	বেচুন বিবি	কাবিলনামা	২৬,৩,৬৬
“	২১৯	তরিবত সরকার দীঃ	জি, টি, রেবেরো	ইনডেমনিটীবাণ্ড	৫,৪,৬৬
“	২২০	রবর্ট রিড	নিলমনি মিত্র	এগ্রিমেন্ট	৬,৪,৬৬
“	২৮৬	ভুবনমোহন বন্দো দীঃ	গোপালচন্দ্র শেটীয়া	বন্দকখালাশ পত্র	১১,৪,৬৬
“	৩১২	তুলশীদাশ	জর্শর্টিশেশ অফদি হাই কোর্ট	জামিনী তমশুক	২০,৪,৬৬
“	৩১৩	ঐ	ঐ	ঐ	২০,৪,৬৬
“	৪১৩	দয়ালচাদ দে	জন ব্রাউন এণ্ড দিঃ	পাট্টা	১২,৬,৬৬
“	৪১৫	শিবচন্দ্র মল্লিক	ঐ	ঐ	১২,৬,৬৬
“	৫৩৯	শরূপচন্দ্র লাহা	হিরালাল শীল	ঐ	৯,৬,৬৬
“	৫৪৮	ডবলু উবসু কার নেগুার	আর ই. টুই ডেস	পাট্টা	২০,৬,৬৬
“	৯৪৭	রামগোপাল ঘোষ	জে শি অর	পাট্টার গ্রিমেন্ট	৬,৮,৬৬
“	১০৭৮	ব্রজনাথ ঘোষ	নবিনকৃষ্ণ বসু	কবুলিয়ত	২৮,৮,৬৬
“	১১৮৬	লাডলিমোহন দত্ত	হারানচন্দ্র দত্ত	মারগেজ	৮,৯,৬৬
“	১৪৪৮	রেজিষ্ট্রার হাইকোর্ট	যোগেন্দ্রনারান ঘোষ	সার্টিফিকট শেল	১,১১,৬৬
“	১৫১২	বৃন্দাবন উমেদ রাম চৌবে	রাধাকৃষ্ণ শেট	কবুলিয়ত	১২,১১,৬৬
“	১৫৯৮	কৃষ্ণকিশোর নেউগী	বেচারাম ঘোষ	ঐ	৩,১২,৬৬
“	১৮৬৬	বেঙ্গলপ্রিন্টীং কোঃ লিমিটেড	গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	পাট্টা	৩,১,৬৭
“	১৭৯৩	আর নেষ্ট হেরিশ	জি, বি, করণেলিয়স	ঐ	১৭,১২,৬৬
“	১৬৭৭	জারডিন এস্কিনার কোং	অরিএন্টেল বেঙ্ক	ঐ	৮,১২,৬৬
“	১৬৬৫	ডি, জে, এজরা	এডওয়ার্ড লেন	ঐ	৭,১২,৬৬
“	১১২৩	হরিমোহন বসু	গোপীকৃষ্ণ বসু	একরার	২৮,৮,৬৬
১৮৬৭	৫৬৭	সাগর দত্ত	ব্রজবন্ধু মল্লিক দীঃ	গ্রিমেন্ট	২৩,১০,৬৭
“	৬২৭	জন টিল এণ্ড কোং	আবদুল হাকিম	“	৫,১২,৬৭
“	৫৬৫	সম্ভুনাথ দাস	সম্ভুনাথ দাস	ব্যবশায় নিশান	৩২,১০,৬৭
“	৪৮৫	নকুড়চন্দ্র দত্ত	নকুড়চন্দ্র দত্ত	“	৩১,৮,৬৭
“	৩১৪	মহেন্দ্রনাথ পরামানিক	কেশবচন্দ্র নাগ	শেল	২,৭,৬৭
“	২৮৫	দ্বারিকানাথ মান্না	শেখ গোলাম হাইদার	“	১৭,৬,৬৭
“	১৬০	ঈশানচন্দ্র বসু	রাইচরণ দত্ত দীঃ	একরার	৮,৪,৬৭
“	১৬	ভোলানাথ ক্ষেত্রী	ভৈরো দাস	প্রমিশারি নোট	১৮,১,৬৭
“	২০১৮	মিলকান্ত দাস	কেদারনাথ ঘোষ দীঃ	কবুলিয়ত	১৫,১১,৬৭
“	১৯৩৩	গৌরকিশর কর	বেণিমাধব দে	পাট্টা	৩১,১০,৬৭
“	১৬৯৭	এ কারভি	এ, শি বাশনী এন	“	১১,৯,৬৭
“	১২৭২	কাঙ্গালী মেথর	শিঙ্গদাস রায় দীঃ	“	১২,৭,৬৭
“	১০১৫	চরলশ উড	জন মেজ	“	১০,৬,৬৭
“	৯৯৬	আর, এম, গেশপার	পতিতপাবন সেন	“	৩০,৫,৬৭
“	৮৪৯	আনন্দলাল দাস	ফৈনশিশ বিয়ার	“	২০,৬,৬৭
“	৭০৫	পীতাম্বর দাস	দয়ালচাদ শেট	“	২৪,৪,৬৭
“	৬৫৯	কৈলাসচন্দ্র ভড়	নবিনকৃষ্ণ বসু		৫,৪,৬৭
“	৩০১	বিশ্বেশ্বর পাল চৌধুরি	দিগাম্বরি দাসী একজিকিউটার অফ মৃত শিবনারায়ন ঘোষ	“	১৬,২,৬৭
“	২৬	জেড়, জে, ডি মেনজিস	জি, বি, করণেলিয়শ	“	১১,১,৬৭
১৮৬৮	৩৭০	রাধানাথ বসু	আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বিষএর একজিকিউটর	পাট্টা	৪,৩,৬৮
“	৪১৬	টমাশ ব্রাউন এণ্ড কোং	দীননাথ ধর দিঃ		১২,৩,৬৮
“	৪২৭	পিরু জমাদার	দীনবন্ধু সেন	“	১৪,৩,৬৮
“	৬৫৫	পীতাম্বর রায়	গিরিশচন্দ্র সুর	সেল	২১,৪,৬৮
“	৭০৫	জে, উইলিএমছ	পুলিন বেহারি সেন	পাট্টা	১,৬,৭৮
“	৭৬১	নিত্রলাল দাস	রতিলাল দাস	মার গেজ	৭,৫,৬৮
“	৭৯০	সিঃ ইঃ প্রাইশ	সি, বি, নিলড	পাট্টা	৮,৫,৬৮
“	১০০০	হেনরি এবট	এছঃ এঃ আপকার এণ্ড কোং		৪,৬,৬৮
“	১৩০৫	নবকৃষ্ণ নন্দী	ছলিমন খঁ	“	২৫,৭,৭৮
“	১৩৮৬	প্রিয়নাথ ঘোষ দীঃ	বেঙ্গল প্রিন্টীং কোঃ লিমিটেড		৭,৮,৬৮
“	১৫৯৩	মদন ওস্তাগর	কেদারনাথ দত্ত	মারগেজ	১৬,৯,৬৮
“	১৯৪৭	হারানন্দ সা দীঃ	গোবিন্দলাল সেন	পাট্টা	২২,১০,৬৮
“	১৮৪৪	খাঁ মহম্মদ ধরমজি	সারা আইজাক জোলেফ হাইম	“	৩,১১,৬৮
“	২১৫৭	এচ, এনঃ পি গ্রেন্ট	সারা এ্যান হন্ট	“	৭,১২,৬৮
“	২৩২৭	প্রসন্ন বেওয়া	আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	“	১৪,,৫৯
“	২৩২৮	ঐ	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন সেট	“	১৪,১,৬৯

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

" ২৩২৯	পদ্মমনি রাঁড়	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	১৪.১.৬৯
" ২৩৩০	ঐ	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন সেট	ঐ	১৪.১.৬৯
" ২৩৭৯	হরিশ্চন্দ্র চড়	ঐ	ঐ	১৪.১.৬৯
" ২৩৪১	হাফি জন খানম বিবি দীঃ	মেঃ কুক এণ্ড কোং	ঐ	৩০.১২.৬৯
" ২৩৮৪	মোহনচন্দ্র ভগু	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	১৪.১.৬৯
" ২৩৮৭	কার্ত্তিকচন্দ্র গরাই	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন শেট	ঐ	১৪.১.৬৯
" ২৪৪৮	আর. এন. বিশ	ইলাইজা ছেহারশ	ঐ	১৩.১.৬৯
" ২৪৫৫	শর্ণময়ি রাঁড়	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	১৬.১.৬৯
" ২৪৫৬	ঐ	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন শেট	ঐ	১৬.১.৬৯
" ২৪৮৩	রশ মণি রাঁড়	ঐ	ঐ	১৯.১.৬৯
" ২৪৮২	ঐ	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	১৬.১.৬৯
" ২৪৮৪	প্যারি রাঁড়	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন শেট	ঐ	২০.১.৬৯
" ২৪৮৫	ঐ	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	২০.১.৬৯
" ২৪৮৬	ঐ	ঐ	ঐ	১,৬৯০২
১৮৬৮ ২৪৮৭	প্যারি রাঁড়	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন শেট	পাট্টা	২১.১.৬৯
২৪৮৮	নিস্তারিণী রাঁড়	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	২০.১.৬৯
২৪৮৯	ঐ	পূর্ণগেন্দ্র মোহন শেট	ঐ	২০.১.৬৯
২৪৯০	নেত্র কালি	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	১৫.১.৬৯
২৪৯১	ঐ	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন শেট	ঐ	২০.১.৬৯
২৪৯২	ফুলকুমারি রাঁড়	ঐ	ঐ	২০.১.৬৯
২৪৯৩	ঐ	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	২০.১.৬৯
২৪৯৪	প্রসন্ন রাঁড়	ঐ	ঐ	২০.১.৬৯
২৪৯৫	ঐ	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন শেট	ঐ	২০.১.৬৯
২৪৯৭	লক্ষি মনি রাঁড়	ঐ	ঐ	২০.১.৬৯
২৪৯৮	ঐ	আনন্দ বন্দোপাধ্যায়	ঐ	২১.১.৬৯
২০৭	জয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	খেলচন্দ্র ঘোষ	বাণ্ড	১.১৪.৬৮
২৯১	ওয়াটশণ গ্রিণ এণ্ড হার্ট	ওয়াটশণ গ্রিণ এণ্ড হার্ট	ট্রেড মার্ক	১৪.৫.৬৮
২৯০	ব্রজনাথ পাল দীঃ	তারিণীচরণ মল্লিক দীঃ	ফারখত	৩১.৮.৬৮
২৯৭	ওয়াটশন গ্রিণ এণ্ড হার্ট	ওয়াটশণ গ্রিণ এণ্ড হার্ট	ট্রেড মার্ক	১৪.৫.৬৮
৪০৯	হোশেন আলি খাঁ	ঐ	গ্রিমেন্ট	১৪.৯.৬৮
৫৬০	সূর্য্যকুমার দাস	লচমন সিং	ফারখত	১৭.৯.৬৮
৬৩৫	কালিদাস ধর দীঃ	কালিদাস ধর দীঃ	ট্রেড মার্ক	২.১১.৬৮
৬৯৪	লক্ষিনারাণ চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণলাল চট্ট ও বেহারি লাল মুখোপাধ্যায়	গ্রিমেন্ট	১.১২.৬৮
৭০৯	এশ, এচ, ক্লার্ক	লালা মুল চাঁদ দীঃ	পাট্টা	১৪.১২.৬৮
১৮৬৯ ৫৯	শ্যামাচরণ সাধু	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন শেট	পাট্টা	২.২.৬৯
৮৮	ঐ	আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২.২.৬৯
১০৩	শুকুরুল্লা শেখ	সালিগ্রাম ভকত	ঐ	১২.২.৬৯
১৫৮	ইস্টুয়ার্ট হগ	এশ. ই. ই. এজরা	ঐ	৮.২.৬৯
২৪১	চণ্ডীচরণ সরকার	পূর্ণ গেন্দ্র মোহন শেট	ঐ	১৮.২.৬৯
২৪২	ঐ	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	১৬.২.৬৯
৬৪৫	লিয়নশ এণ্ড কোং	বডলিও এণ্ড কোং	ঐ	২৯.৪.৬৯

" ১৫৩৭	এচ. আর এডেউইন	এশ. শেপ্রিএল	ঐ	৪.৮.৬৯
" ১৮৮৮	ব্রজমোহন দাস	ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বন্দক খালাশ পত্র	২১.৯.৬৯
" ৮	হরচন্দ্র হালদার দীঃ	হরকুমার রায় মিস্ত্রী	ফারখত	২৭.১.৬৯
" ১৫৩	অটলবেহারি মল্লিক	জনার্দ্দন শাহা	বাণ্ড	১১.৩.৬৯
" ১৩৪	নিতাইচাঁদ মল্লিক	ঐ ও ভ্রাতৃগণ	রশীদ	১০.৩.৬৯
" ১১৯	এডওয়াড রেকেল শোলানো	জন ইর্‌ভিন	ফারখত	১৮.৩.৭০
১৮৬৯ ১৬০	ডেরাডুন টি কোঃ লিমিটেড	জর্জ হেণ্ডারশান এণ্ড কোং	এছাইনমেন্ট	১৭.৩.৬৯
" ২৪৫	জয়কৃষ্ণ মিত্র	ক্ষেত্রমোহন ঘোষ দীঃ	ফারখত	১৪.৪.৬৯
" ২৪৭	ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	মাধবচন্দ্র ঘোষ	প্রমিশরিনোট	১৫.৪.৬৯
" ৩১৪	এচ. ডি. অলম্যান এণ্ড দীঃ	শম্ভুনাথ রায়	ঐ	৪.৫.৬৯
" ৪১১	কিশোরিমোহন বিশ্বাস	হরলাল ঠাকুর	একরার	১৪.৬.৬৯
" ৪৫৯	সারাফদ্দীন সরকার	নএজা বিবি	কাবিল নামা	২২.৬.৬৯
" ৫৪১	শোনাতম দে দীঃ	রমানাথ মল্লিক	একরার	৩০.৭.৬৯
" ৭১৬	ডিঃ জিঃ গিল মোর এণ্ড কোঃ	টিঃ জেঃ ওঃ হেডিশ	হস্তান্তর পত্র	২৯.৯.৬৯
" ৮৯১	প্রসন্নকুমার দাস	অতুলকৃষ্ণ দেব	মারগেজ	৩০.১২.৬৯
" ৮০৩	তিনকোড়ি দত্ত	চন্দ্রমনি দাসী	একরার	১৮.১১.৬৯

অসম্পূর্ণ দলীল।

১৮৬৭ ৬৬৮	নিত্যানন্দ মণ্ডল দীঃ	মঙ্গলচন্দ্র আশ	কবালা	২ এপ্রেল	৬৭
" ১২০৪	রুক্মানন্দ ব্রিদি চাদ	ওয়ারডেন কলিকাতার গ্রিকচর্চ্চ	পাট্টা	২৫ জুন	৬৭
" ৮২৩	ছি. এম. ওব্রাএন	অনুরূপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	৪ এপ্রিল,	৬৭
" ১৭৯৭	রাখালচন্দ্র মিত্র	তারকনাথ দত্ত	মারগেজ	২০ সেপ্টেম্বর,	৬৭
১৮৬৮ ১৫৭	শিঃ এফঃ মিলাস	ইলাহী বকস	পাট্টা	২৫ জানুয়ারি,	৬৮
" ৫২৫	মহেন্দ্রবসু	রামচন্দ্র হাজরা	কবালা	১৯ মার্চ,	৬৮
" ২৮৩	সিঃ আর শ্যাণ্ডার	শাতকড়ি দত্ত	পাট্টা	১৩ ফেব্রুয়ারি,	৬৮
" ১৬১৬	আদালত	কাদম্বিনী দাসী	শেল শার্টিফিকট	৮ শেপ্টেম্বর,	৬৮
" ২৪৫৯	ভগবানচন্দ্র দাস দীঃ	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	পাট্টা	২৩ ডিশেম্বর,	৬৮
" ২৪৬০	ঐ দীঃ	ঐ	ঐ	২৩ ঐ	ঐ
" ২৪৬১	গোবিন্দচন্দ্র মাইতী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
" ২৪৫৮	ভগবানচন্দ্র দাস দীঃ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
" ২৪৬৮	গোবিন্দচন্দ্র মাইতী	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
" ২৩৪৮	কিষণ ভকত দীঃ	ঐ	ঐ	১৬ ডিসেম্বর	ঐ
" ২৩৪৯	ঐ ঐ	পূর্ণ গেন্দ্রমোহন শেট	ঐ	ঐ	ঐ
" ২৫৫৭	ভগবান দাস দীঃ	আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	ঐ	২৩, ঐ	ঐ
১৮৬৯ ২	ওশমাণগণী	জে জে বি হেন কক্‌শ কোং	গ্রিমেন্ট	৬ জানওয়ারি	৬৯
" ৫৩৬	কামিনী দাসী	রামানন্দ শেন দীঃ	ফারখত	২০ মার্চ্চ	৬৯
" ৮৭৩	দুর্গামনি দাসী দীঃ	রামজয় বশাক দীঃ	একরার	১৬ ডিসেম্বর	৬৯
" ১০৪২	বাবু শেখ দীঃ	বেণী মিস্ত্রী শেখ	মারগেজ	২১ মে	৬৯
" ৩	জে জে বি হেনকক্‌শ কোং	ওসমানগণী	গ্রিমেন্ট	৬ জানুয়ারি	৬৯
১৮৬৯ ১৮৪২	জিউমণী দাসী	বিষ্ণুরাম গরাই	শেল	৬ সেপ্টেম্বর,	৬৯
" ৩৬৩	কালিকান্ত রায়	কৃষ্ণগোপাল ঘোষ	বাণ্ড	১২ মে,	৬৯

কলিকাতা }
৩১ মেই ১৮৭৩ }

C. M. Chaterjee.
রেজিষ্টার।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়;
জ্ঞানধর্ম্ম চাও যাহা অবারিতদ্বার,
পবিত্র ধর্ম্মের সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। মূল্য ১ পয়সা।

৩ খণ্ড। কলিকাতা : মঙ্গলবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১২৮০ সাল। Registered No 28 [১৩৭ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

অনেক দিনের প্রবল গ্রীষ্মের পর গত শুক্রবার বৈকাল হইতে প্রচুর বৃষ্টি পতিত হইয়া চারিদিক শীতল করিয়া দিয়াছে। অত্যন্ত গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি হইলে লোকের মনে যে কি আহ্লাদ হয় তাহা আমরা সে দিন অনুভব করিয়াছি। শেষ তিন চারি দিনের উত্তাপে সকলের প্রাণ একবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরে বাহিরে কোথাও সুখ ছিল না। এমন অবস্থায় এরূপ সুন্দর বৃষ্টি লাভ করিয়া কাহার মনে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা উত্থিত না হইবে।

ইংরাজেরা নগরের উন্নতির জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু একটু বৃষ্টি হইলেই যে প্রকাশ্য পথ সকল নদীর মত হইয়া যায় ইহার আর কোন উপায় এপর্য্যন্ত হইল না। বৃষ্টির পর পথে ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জল জমিয়া থাকে, কোন কোন স্থানে ফুটপাথ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। পথের ধারে স্থানে স্থানে নীচের নরদামার দিকে জল নির্গত হইবার যে সকল পথ আছে তাহারই দোষে এ সকল ঘটে। চারি দিক হইতে রাশি রাশি জল [illegible] একত্রিত হয়, কিন্তু বাহির হইবার প্র[illegible] পায় না। জলের পরিমাণ অপেক্ষা [illegible] প্রণালীর মুখ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। [illegible] তর সঙ্গে আবর্জ্জনা সকল [illegible] ঐ [illegible] ও অবরোধ করে, এইজন্য [illegible]। অনেকক্ষণ ধরিয়া জল বাহি[illegible] মাদের বিবেচনায় জল বা[illegible] পথ আরও একটু কাছে কাছে [illegible] গার বাড় গুলিন আরও [illegible] জল সরিয়া গিয়া রাস্তা [illegible] পারে। নীচের নরদামা হইতে যে মুখ রাস্তার উপর উঠিয়াছে সে গুলিন আর একটু প্রশস্ত হওয়া উচিত। রাস্তার কর্ম্মচারীগণ বৃষ্টির পর রাস্তার অবস্থা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া জল বাহির হওয়ার পথ যেন খোলাসা করিয়া দিয়া যান। গত শুক্রবারে মৃজাপুর ও কলুটোলা ষ্ট্রীটে এইরূপ হইয়াছিল। চিতপুর রোডে রতো কথাই নাই। পথিকদিগের বর্ত্তমান সুখের সঙ্গে এরূপ দুরবস্থা আর দেখা যায় না।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে "ভারতসংস্কার সভার" অন্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর আরও পাঁচ বৎসরের জন্য দশ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। লঘুচিত্ত নীচ প্রকৃতির লোকেরা হয়তো মনে করিবেন আমরা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের অনেক প্রশংসা করিয়া থাকি ইহা তাহারই ফল। মেং ক্যাম্বেলের নিকট মেটী হইবার যো নাই, তিনি বড় খাঁটি মানুষ। ইনস্পেক্টর উড্রু সাহেব এজন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, আর স্কুলের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধেও এখন কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস জন্মিয়াছে সেই জন্য। ইহা যে গুণে বিনা নিমন্ত্রণে গবর্ণর জেনারেলকে আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই গুণেই লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরকে সাহায্য দিতে বাধ্য করিয়াছে। এত দিনে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় এ দেশে স্থায়ী হওয়ার পক্ষে অনেক আশা হইল। ঢাকা নগরে এইরূপ একটী বিদ্যালয় সম্প্রতি হইয়াছে, তাহাতেও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া দেশের অভাব পূর্ণ করিবেন।

এখানকার স্ত্রী বিদ্যালয়ের সঙ্গে যে একটী বালিকা বিদ্যালয় সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার অবস্থাও আশা জনক বলিতে হইবে। প্রায় বত্রিশটী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত হিন্দুবংশীয় বালিকা এ পর্য্যন্ত ইহাতে ভর্ত্তি হইয়াছে। বিবিদের অপেক্ষা দেশীয় স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী দ্বারা ইহাদের বাঙ্গালা শিক্ষা যে ভাল হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বালিকাদিগের নিমিত্ত এক খানি গাড়ী রাখা হইয়াছে। নিকটস্থ ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহাদের স্ব স্ব কন্যা ভগিনীকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইতে যেন আর অবহেলা না করেন। বেতন এক টাকা মাত্র। অবস্থা বিশেষে আট আনা চারি আনাও লওয়া হইয়া থাকে।

জেলা বীরভূমের অধীন দুবরাজপুরের মুনসেফ বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন! তিনি তিনটা বেলার পূর্ব্বে কখন কাছারি যাইতেন না, কিন্তু বহিতে ১০।১১।১২টার সময় তাঁহার উপস্থিতি ইহা লিখিয়া রাখিতেন। এমন কি যেদিন জজ সাহেব স্বয়ং সেখানে গমন করেন, সেদিনও মিথ্যা সময়ে উপস্থিত হওয়ার কথা লেখেন। তদ্ভিন্ন তাঁহা[illegible] স্বভাবে আরও অন্যান্য দোষও [illegible] পাইয়াছে। নানা কারণে হাইকোর্ট তাঁ[illegible] একবারে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। এক্ষণে বাবু[illegible] উপস্থিত হওয়ার যে কঠিন নিয়ম প্রকাশিত [illegible] ছে তদ্দ্বারা অনেক অলস কর্ত্তব্যবিমুখ হা[illegible] নিদ্রা ও সুখের ব্যাঘাত হইবে। সেকেলে হাকিমদের কর্ত্তব্য জ্ঞান বড় কম।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর মফস্বলের হাকিমদের কাছারিতে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে যেমন কঠিন আজ্ঞা প্রচার করিয়া প্রজাদিগের পক্ষে অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন তেমনি আমলাদিগের প্রতি একটু দয়া করিয়া যদি কাছারি বন্ধ হওয়ার একটী সময় নির্দ্ধারি[illegible] [illegible] দেন

তাহা হইলে বড় ভাল হয়। কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইয়া দিয়া এবং অল্প লোকের উপর অধিক কার্য্যের ভার চাপাইয়া আবার যদি ১১ টা হইতে রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে খাটান হয় তবে অত্যন্ত অবিচার হইবে।

লোকে কথায় বলে "ধান দিয়ে কি লেখাপড়া শিখিয়া ছিলে"? আমাদের কাঙ্গালের বন্ধু ছোট লাট সাহেব এই প্রবাদ বাক্যটী এবার কাজে দেখাইয়া দিয়াছেন। ঢাকা জেলার মধ্যে যে সকল নূতন পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে গরিব ছাত্রদিগকে অন্ততঃ মাসে দুই পয়সা বেতন দিতে হইবে, অথবা তাহার পরিবর্ত্তে একসের চাউল দিলেও চলে। সে যাহউক ফলে যে সকল গুরুমহাশয় ঐ সকল পাঠশালায় নিযুক্ত হইবে তাহাদিগকে যেন গুরুট্রেনিং স্কুলে দুই বৎসর বৃত্তি দিয়া কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা কিছু হইবে না ইহা আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছি। আর দুঃখী বালকদিগের নিকট যেন একবারেই বেতন লওয়া না হয়; বরং তাহাদিগকে কিছু কিছু দিতে পারিলে আরও ভাল।

হাওড়া পুলিস সংক্রান্ত মকদ্দমায় অপরাধীগণ যদিও উচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত হইয়া ঘটনাটীকে কিছু অত্যুক্তি দোষে দূষিত করিয়াছিল। বিচারালয় সকলে মিথ্যার এমনি আধিপত্য যে কোন সত্য ঘটনাকে প্রমাণ করিতে হইলেও সহস্র সহস্র অসত্য ব্যবহার করিতে হয়। অধিক কি মিথ্যা না হইলে মকদ্দমা চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে। রামকৃষ্ণপুরের কতকগুলি লোক ষড়যন্ত্র করিয়া এই অন্যায়াচরণ করিয়াছে। আমরা এই মকদ্দমার অপর একটী দিক্ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিব এরূপ ইচ্ছা করিয়াছি। ইহার মধ্যে অনেক ঘৃণিত জঘন্য ভাব আছে যাহা প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। কারণ কেবল পুলিসকে দোষী করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, উভয়দিকের দোষই সকলের জানা কর্ত্তব্য। সুতরাং এস্থলে ঈশ্বর নাপিত সাধারণের সাহায্য পাওয়ার কতদূর উপযুক্ত পাত্র তাহাতে আমাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে। ইহার ভিতরকার ব্যাপার সকল ভাল করিয়া অবগত হইবার জন্য আমার চেষ্টায় আছি।

ঢাকার "বেঙ্গল টাইমস" শুনিয়াছেন ষ্টেট সেক্রেটরী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে অনুমতি দিয়াছেন যে এক্ষণ হইতে এ দেশীয় লোকেরা সৈনিক কার্য্যে প্রবেশাধিকার পাইবে। শারীরিক বল সামাজিক সম্ভ্রম বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া জেলার হাকিমেরা যাহাকে মনোনীত করিয়া দিবেন তিনি ইহাতে ভরতি হইবেন। বয়ঃক্রম বিশ বৎসরের অধিক হইলে আর অধিকার থাকিবে না। ঘোড়সওয়ারের পদও তাঁহারা পাইতে পারিবেন যদি উপযুক্ত গুণ দেখাইতে পারেন। এত দিনে বোধ হয় বাঙ্গালীদের দুঃখ ঘুচিল। এ কথাটী যদি সত্য সত্যই কাজে পরিণত হয় তবে আমাদের সাহস বল বুদ্ধি হইবে। কিন্তু বাঙ্গালীদের পলায়ন পরায়ণতা যেরূপ প্রবল তাহাতে সৈনিক কার্য্যে যে কেহ শীঘ্র অগ্রসর হইবেন এমন বোধ হয় না। বিশেষতঃ ভদ্র সন্তানদিগের সম্বন্ধে ইহা এক প্রকার নিশ্চয়।

সেরাজগঞ্জ ও পাবনার এলাকার বহু সংখ্যক প্রজা তাহাদের নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শেষ দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর জমিদারকে যথার্থ খাজানার অতিরিক্ত কিছু দিবে না। স্থানীয় হাকিম তাহাদের সহায় হইয়া সুবিচার করিতেছেন। জমিদার মহাশয়দের ইহাতে কিছু চৈতন্যোদয় হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রাইয়ত লোকেরা চালাক এবং সাহসী হইয়া স্বাধীন ভাবে চলিলে জমিদারকে ঘোল খাওয়াইয়া দিতে পারে। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার অধিক হইলে তাহার শেষ মীমাংসা এইরূপেই হয়, ইহা মানব প্রকৃতির নিয়ম।

বড় সুযোগ চলিয়া যায়।

ভারতবর্ষের বার্ষিক আয় ব্যয় ঠিক কত তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার জন্য কয়েক বৎসর হইল বিলাতে যে এক সভা হইয়াছে তাহাতে এ দেশীয় কয়েকজন বিজ্ঞ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তথাকার কমিটির সভ্যগণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন। বাবু শ্যামাচরণ দে এজন্য গতবর্ষে আহুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বয়াধিক্য বশতঃ সেখানে যাইতে সাহস পাইলেন না। বাঙ্গালীদের ইচ্ছা বিলাত হইতে কেহ এখানে আসিয়া তাঁহাদের নিকট সাক্ষ্য গ্রহণ করেন তাহা হইলেই ভাল হয়। বোম্বাইবাসীগণ দুই জনকে এই নিমিত্ত সেখানে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে জন প্রাণিও কেহ গেল না। বাবুরা বৈঠকখানার তাকিয়া ঠেশান দিয়া গুড়ুক টানিবেন আর সাক্ষ্য দিবেন এইটী ইচ্ছা। এখানে ঘরে বসিয়া কেবল আমাদিগকে বচনে পুড়িয়ে মারিবেন কিন্তু বাহিরে গিয়া বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতে একটু সাহস নাই। সাহেবরা পথ খরচের এবং সেখানে থাকিবার প্রচুর ব্যয় পর্য্যন্ত দিতে চাহিতেছে তথাপি কেহ যাইতে সম্মত হইলেন না। এদেশ হইতে সাক্ষীদিগকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য সম্প্রতি একলক্ষ টাকা তাঁহারা মঞ্জুর করিয়াছেন। দিব্বি করে জাহাজে চড়ে সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে যাবেন, বিলাতের কত আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বচক্ষে দেখ্বেন তাহা হইল না। কপালে নাই তা হবে কোথা থেকে? কেবল এখানে বসিয়া ইংরাজেরা সর্ব্বনাশ করিল, সব লুটিয়া লইয়া গেল, বলিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি খবরের কাগজ লিখিলে আর কি হইবে? যেখানে দুইটা কথা বলিলে তাহার যথার্থ বিচার হবে, পাঁচজন বড় বড় নিরপেক্ষ লোকে শুনিবে, নির্ভয়ে এখানকার রাজকার্য্যের ভিতরকার সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারা যাবে, সেখানে না গিয়া যাহারা অন্যায় করিতেছে তাহাদেরই নিকট ক্রমাগত সুবিচারের জন্য সকলে চিৎকার করিতেছেন। ঘরে বসিয়া কেবল ডাকযোগে দরখাস্তই পাঠাইতেছেন! ব্যাটাছেলে হইয়াছ তবে কেন? ইংরাজি লেখাপড়াইবা তবে কি জন্য শিখিয়াছিলে যদি বিদেশে যাইতে পারিবে না? বুঝাগিয়াছে বুড় ঠাকরুণদিদির ভয়ে তোমরা যাইতে পার না। যাহউক, মোদা এমন সুবিধাটী কিন্তু আর কখন পাবে না। গবর্ণমেন্টের টাকায় বিলাত দেখা হইত, এতদিন যাহা কিছু টট্টা টিট্টি শিখিয়াছ তাহা কাজে আসিত, দেশের রাজকার্য্যের দোষও কিছু সংশোধন হইতে পারিত, কিন্তু তাহা এক ঠাকুরুণদিদির ভয়ে ঘটিয়া উঠিল না। কি বল্‌ব যে আমাদের সে রকম বিদ্যা বুদ্ধি নাই, তাহা না হইলে বিলাত দেখার এমন সুবিধাও কি হাত ছাড়া হয়! কি আশ্চর্য্য একটা লোকও কি এদেশে আজ পর্য্যন্ত জন্মে নাই যে এ বিষয়টার ভার গ্রহণ করে? বিলাতের লোকেরাই বা বলিবে কি? ইংলণ্ডের লোকের ন্যায় রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে ইচ্ছাটুকু বিলক্ষণ আছে অথচ এইতো দুর্দ্দশা, ছাই হবে তোমাদের উন্নতি হবে।

স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার।

যাহারা অল্প বয়সে স্বামীহীন হইয়া পিতা ভ্রাতা কিম্বা দেবর শ্বশুরের ঘরে থাকে তাহাদের প্রতি অত্যাচারের এক শেষ হয়। একে স্বামী বিহনে তাহারা চির কাঙ্গালিনী, তাহার উপর আবার অভিভাবকদিগের নানা প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার। বিশেষতঃ মাতাল ও বেশ্যাসক্ত ভাই বাপ অথবা শ্বশুর দেবরের হাতে পড়িয়া ইহাদের যে কি ভয়ানক কষ্ট হয় তাহা হিন্দু পরিবারের ভিতরকার ব্যাপার সকল যাঁহারা বিশেষ রূপে অবগত আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। মদ্যপায়ী আত্মীয় অভিভাবকগণ তাহাদিগকে কেবল খাওয়া পরার কষ্ট দিয়া ক্রীত দাসীর ন্যায় করিয়া রাখে তাহা নহে, অবস্থা বিশেষে তাহাদিগের সতীত্বের উপর আক্রমণ করে; এবং অপরের দ্বারা তাহাদিগকে ব্যভিচার দোষে ডুবাইবার কারণ হয়। দুর্ব্বল অনাথা নারীদিগের উপরেই মাতালের যত অত্যাচার। যাহা উপার্জ্জন করেন তাহা শুঁড়ির চরণে দেন, আবার যাহা ঘরে থাকে তাহাও বাহির করিয়া পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন, শেষে পরিধান বস্ত্র বাঁধা দিয়া মদ খাইয়া ডেলিনিউস পরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন। এমন সকল লোকের হাতে বিধবাদিগের দুর্গতি হইবে না তো আর কি হইবে? সুখ ভোগ করা দূরে থাকুক, কোন রূপে জীবন ধারণ করাও তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। এ প্রকার দুরবস্থায় পড়িয়া যে কেহ কেহ খৃষ্টীয়ান পাদরীদিগের আশ্রয় লইবে কিম্বা কুপথগামিনী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে উহাদের চরিত্রের উপর যদি একটু মাত্র সন্দেহ একবার হইল তবে তাহারা সমস্ত হিন্দুসমাজের দয়া স্নেহ হইতে এককালে বঞ্চিত হইবে। একবার পদ-

স্খলন হইলে আর তাহাদের উঠিবার উপায় থাকিবে না; একবারে অতলস্পর্শ কলঙ্ক সাগরে গিয়া পড়িবে। এপ্রকার নিষ্ঠুর সঙ্কীর্ণ সামাজিক শাসনপ্রণালী দ্বারা স্ত্রীলোকদের ভবিষ্যৎ উদ্ধারের আর কিছুমাত্র আশা থাকে না। হয় ইহাদিগকে চিরদিন নিষ্ঠুর আত্মীয় দৈত্যদিগের হাতে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, না হয় খৃষ্টীয়ান পাদরীদিগের আশ্রয় লইতে হইবে; কোনদিকে উপায় না থাকিলে শেষ তীর্থস্থানে গৃহস্থ বেশ্যা, না হয় বাজারে গিয়া সম্পূর্ণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। এত যে দেশের উন্নতি হইতেছে কৈ কয়জন লোক ইহাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য ভাবেন? পাদরী সাহেবেরা যে মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে আশ্রয় দেন তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিধবাবন্ধু দয়ার্দ্র হৃদয় বিদ্যাসাগর যদি একটু উদার ভাব ধারণ করিয়া অনাথাদিগের আশ্রমের জন্য কোন চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। অর্থের সংস্থান হইলে এ প্রকার ভদ্র পরিবারস্থ বিধবা অনাথা স্ত্রীদিগের বিশেষ উপকার করিতে পারা যায়। কিন্তু দেশের এমনি দুর্দ্দশা যে এরূপ প্রস্তাব শুনিলে হয়তো লোকে হাসিবে। প্রস্তাবকর্ত্তাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে। হে দেশের ধনী বিদ্বান্ লোক! তোমরা বলনা ঐ সকল দুঃখিনীদিগের উপায় কি হবে? যাহারা মদের কড়ি এবং ইন্দ্রিয় সেবনের বস্তু সকল পাইলেই আপনাদিগকে সুখী মনে করে তাহারা এ কথা শুনিয়া হাসিবে না তবে কি করিবে? একবার আমাদের কোন বন্ধু বেশ্যাদিগকে ভগ্নী সম্বোধন করিয়া কোন এক প্রকাশ্য সভাস্থলে তাহাদের উদ্ধারের জন্য কোন কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া ষণ্ডা মার্কেরা পরস্পরের নিকট বলাবলি করিতে লাগিল যে দেখ, যদি বেশ্যারা ইহাঁর ভগ্নী হইল তবে তো ইনি আমাদের সম্বন্ধী হইলেন। এই বলিয়া আমোদ!! এখন মনে করুন দেশের কি অবস্থা।

স্বামীহীন নারীদিগের এই কষ্ট, আবার কত শত সধবা স্ত্রী জীয়ন্তে মরা হইয়া পড়িয়া আছে। স্বামী উপপত্নীকে লইয়া দেশান্তরিত হইল, স্ত্রী একাকিনী চিরদিন ঘরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এইখানকার একটী সুবর্ণ বণিকের মেয়ের এইরূপ হৃদয়বিদীর্ণকর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমাদের মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে। এলাহাবাদে তাহার স্বামী চাক্‌রী করে, পাষণ্ড আপনার বিবাহিত স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়া সেখানে বদমায়েসী করিতেছে। তাহার স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবার কেহ নাই। পিতা আছেন, তিনিও তাহাকে প্রতিপালন করিতে অক্ষম। সে দুর্ভাগা নারী এখন আমাদের কোন বন্ধুর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছে। আমাদের এলাহাবাদস্থ কোন পাঠক যদি ঐ ব্যক্তির ঠিকানা করিয়া দিতে পারেন আমরা তাহা হইলে বড় বাধিত হইব। এরূপ ঘটনা যে কত আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা সমাজের চূড়ামণি তাঁহাদের মধ্যে এমন কত শত মহাপুরুষ আছেন যাঁহাদের স্ত্রীর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে। বাবু বাজারের বেশ্যাকে লইয়া সাহেবী গর্ব্বের সহিত বুড়িগাড়ী ও বগীর উপর হাওয়া খাইয়া বাগানে বাগানে পথে পথে ফেরেন, এদিকে বিবাহিত স্ত্রী পিঞ্জরের পাখীর সমান। বেশ্যার সঙ্গে স্বাধীনভাবে প্রকাশ্য রাজ পথে গাড়ী চড়িয়া বেড়ান হইবে অথচ ধর্ম্মপত্নীকে একটু সূর্যের আলোক কিম্বা বাহিরের পরিষ্কার বায়ু সেবন করাইতে লজ্জায় মরিবেন। অতি নীচ প্রকৃতির অসতী স্ত্রীলোককে স্কন্ধে বহন করিয়া গৌরবান্বিত হইবেন কিন্তু সতী লক্ষ্মী ধর্ম্ম পত্নীকে পায়ের তলায় ফেলিয়া দলন করিবেন। এমন কুলাঙ্গারও আছেন যিনি পত্নী দ্বারা উপপত্নীর সেবা করিয়া লইতে লজ্জিত হন না। কিন্তু ইহাঁদের নিকট স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোন সৎ প্রস্তাব কর অমনি বলিবেন সময় হয় নাই, ইহাতে এখন হাত দিলে কুলে কলঙ্ক হইবে। বরং মধ্যবিধ শ্রেণীর চাকুরে লোকদের স্ত্রীরা সুখী কিন্তু ধনীর সন্তানের স্ত্রীদিগের দুর্দ্দশার শেষ নাই। আমাদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর ধনী লোকদের দুর্নীতির কথা বলিতে গেলে বোমি আইসে। বর্ত্তমান সময়ের স্বদেশ সংস্কারকদিগের চরণ ধরিয়া আমরা এই ভিক্ষা চাহিতেছি তাঁহারা অনাথা ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের জন্য এবং প্রকাশ্য বেশ্যাদিগের উপকারের জন্য দুইটী আশ্রম নির্ম্মাণের উদ্‌যোগ করুন। মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং সরৎ সুন্দরী প্রভৃতি দানশীলা নারীদিগকে ভাল করিয়া বলুন যে তাঁহাদের স্বজাতীয় নিরাশ্রয়া ভগ্নীদিগের উদ্ধারের জন্য তাঁহারা কিছু উপায় করুন।

এক শ্রেণীর পাঠক।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের প্রথম পাতে গ্রাহকদিগের উদ্দেশে ক্রন্দন নাই এমন সংবাদ পত্র এ দেশে অতি বিরল। ঋণগ্রস্ত সহযোগীরা ভদ্রতা এবং সম্পাদকীয় ব্যবসায়ের অনুরোধে মনের কথা সকল খুলিয়া বলিতেও পারেন না, কেবল পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিয়া মনের দুঃখ দূর করেন। এ দিকে কাগজওয়ালা কাগজের মূল্য না পাইয়া দুই বেলা দাঁত মুখ খিচিয়া দুর্ব্বাক্য বলিতেছে, অপরদিকে মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ের জন্য যন্ত্রাধ্যক্ষ নিয়মিত সময়ে কাগজ বাহির করিয়া দেয় না, অন্য দিকে বিদেশের কাগজ পাঠানের টিকিটের পয়সা হাতে নাই, ইহার উপর আবার সম্পাদকের উদরের জ্বালা আছে, মধ্যে মধ্যে হলো গ্রাহক মহাশয়দিগের ভৎসনা ও বাক্য যন্ত্রণাও আছে। প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে গা দিয়ে কাল ঘাম ছুটিয়া যায়, বিষম গ্রীষ্মোত্তাপে প্রাণ হাঁস ফাঁস করে, তাহার উপর সোণায় সোহাগা, প্রিন্টারের বাহনেরা মুধোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া কাপির অপেক্ষা প্রথম প্রুফে এমনি ভুলিয়াছেন যে লেখককে এককালে হাজার বাঁউ জলের নীচে ফেলিয়া দিয়াছেন। হাতে একটী টাকা নাই অথচ সুন্দর কাগজে ভাল করিয়া পত্রিকা ছাপাইয়া গ্রাহকদিগকে ঠিক দিনে দিতে হইবে। আবার বিতরণের কোন গণ্ড গোল হইলে বকুনি খাইতে হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ ঐ চিহ্নিত গ্রাহক মহাশয়দিগকে ক্রমাগত পত্রই লিখিতেছেন, বারম্বার বিল সরকারই পাঠাইতেছেন, কিন্তু চিঠির উত্তর খানাও তিনি পান না। এমন সঙ্কটের অবস্থায় পড়িয়া সম্পাদক ভায়ারা যে পাগল হন না এই তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য।

দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া মশার কামড়ে অস্থির হইয়া একটী একটী করিয়া লক্ষ লক্ষ অক্ষরকে সাজাইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ কাটিয়া যোড়া দিয়া কাগজ তো বাহির হইল। যদি কোথাও একটু ভুল থাকে তবে আর অনুযোগের অবধি নাই। লেখার ভাবের সঙ্গে তাঁহার মতে মিলিল না, তিনি কেবল সম্পাদককে ধরিয়া চর্ম্মপাদুকা প্রহার করিতে বাকি রাখিলেন, কিন্তু মূল্য চাও আর উত্তর নাই। গ্রাহক মহাশয় ঘরে বসিয়া মজা করে বিজ্ঞাপন হইতে প্রকাশকের পরিচয়টী পর্য্যন্ত পড়িয়া কাগজ খানিকে খাক্ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। একবারে ছাড়িলেন না, আত্মীয় কুটুম্ব ভাই বন্ধু যে যেখানে আছে তাহাকে পড়িতে দিলেন, পড়া হইলে পুরাতন কাগজ বদলাইয়া পান তামাকের কড়ির কিছু সংস্থান করিলেন। এ দিকে কার্য্যাধ্যক্ষ পোষ্ট চিঠি ছাড়িয়া শেষ বিয়ারিং ধরিলেন, মরার উপর খাঁড়া, সে বিয়ারিং চিঠি আবার ফিরিয়া আসিয়া ডবল্ মাসুল আদায় করিয়া লইল। বিয়ারিং যখন ফিরিয়া আসিল এবং স্থানীয় গ্রাহকগণ যখন কাগজ বন্ধ করিয়া বিল সরকারকে হাঁকাইয়া দিল, তখন সম্পাদক বিছানা পাতিয়া লেপ গায়ে দিয়া শুইলেন। এবং শেষ ডাক নিদান ডাক ডাকিয়া বলিলেন এবার হইতে অমুক পত্রিকা উঠিয়া গেল। এইরূপে জলবিম্ববৎ কত কাগজ হইতেছে এবং যাইতেছে। আর কাহারও গুণে নয়, কেবল ঐ মহাত্মাদের গুণে।

বিট্‌লে বামুন (উপযুক্ত বিশেষণের অভাবে আমারা এই শব্দ ব্যবহার করিলাম) গ্রাহকগণকে জব্দ করিবার জন্য আমাদের ঢাকাস্থ সহযোগীরা নালিশ করিবার ভয় দেখান, ইহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কত দূর সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। কোন বাঙ্গালীসাহেব বন্ধু সম্প্রতি আমাদের কোন সহযোগীকে বিরক্ত হইয়া ৩।৪ বৎসরের বাকি টাকা কয়েকটী পাঠাইয়াছেন আর বলিয়াছেন আপনার এ কাগজ সভ্য লোকদিগের চক্ষু ও কর্ণকে আঘাত করে, অতএব উহা পাঠের যোগ্য নয় আর পাঠাইবেন না। টাকা দেওয়ার সময় অনেক ভাগ্য সাহেবানা চালে চলেন। বারম্বার মূল্য চাহিলে তখন ইংরাজি মেজাজে চক্ষু লাল করিয়া বিল সরকারকে মারিতে আসেন। ইংরাজদের দেনা পরিশোধ সম্বন্ধে যে গুণ আছে তাহা শিক্ষা করা হয় নাই, কেবল ঘুষো চাবুক ইংরাজি গালাগাল ব্যবহারে বড় পটু। মেয়েলী কথায় বলে যে "ভাত দিবার স্বামী নন কিল মারবার গোঁসাই।" তাই হইয়াছে ইহাঁদের। এখন বিবেচনা করুন এ সকল লোকের সঙ্গে কি রূপ ব্যবহার করা উচিত। অনেক লোক আছেন ক্ষমতা থাকিতেও টাকা দেন না; আবার এমন লোক আছেন যাঁহাদের দেনা

শোধ করা অভ্যাস নাই। যাঁহারা ব্যবসায়ের জন্য কাগজ বাহির করে তাদের এ সকল সয়; কিন্তু যাঁহারা মঙ্গল উদ্দেশ্যে করে, তাঁহারা পুঁথি বঁর জুয়াচুরি প্রতারণা দেখিয়া বড় হতাস হয়। যাঁহাদের কাগজ পড়িয়া মূল্য দিতে ইচ্ছা হয় না তাঁহাদের আর এ বিড়ম্বনাই বা কেন? কেবল প্রতারণার পুঁথি বাড়ে বৈত নয়! বড় দুঃখের বিষয় যে দেনা পাওনা সম্বন্ধে অনেক ক্ষমতাশীল শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অদ্যাপি পরিষ্কার ব্যবহার শিক্ষা করেন নাই। লোকের যথার্থ পাওনা গণ্ডা আগে ফেলিয়া দাও তার পর অন্য বাবুগিরী করিও। অবস্থা মন্দ হইয়া থাকে পরিমিত ব্যয়ী হও, হইয়া ক্রমে ক্রমে দেনা পরিশোধ কর।

সংবাদ।

এক জন সংবাদদাতা বলেন, জিরাট বলাগোড় অঞ্চলে সিঁধ চুরির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ১৫ দিনের মধ্যে নিজ জিরাট বলগোড় গ্রামে সাতটী সিঁধ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। পাহারাওয়ালারা এবং পুলিস আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া থাকে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত মহাশয়রাও এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন না। মফস্বলের পুলিসই হর্ত্তা কর্ত্তা, তাহারা যাহা মনে হয় তাই করে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

"ঢাকা প্রকাশ" বলেন একটী বিধবা স্ত্রীলোক টঙ্গির থানার নিকট দিয়া আর দুই জন লোকের সঙ্গে অপরাহ্ণ সময়ে কোন স্থানে যাইতেছিল থানার লোকেরা তাহার সঙ্গী দুই জনকে ফাঁকি দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া স্ত্রীলোকটীকে ধরিয়া রাখে। পরে রাত্রি কালে পুলিস তাহার উপর আক্রমণ করিয়াছিল। স্ত্রীলোকটী স্বীয় সতীত্ব রক্ষার জন্য অনেক প্রতিবাদ করাতেও তথাপি পুলিসের লোকেরা তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করে। ইহাতে স্ত্রীলোকটীর শরীরের স্থানে স্থানে ছাল চামড়া উঠিয়া রক্ত পাত হইয়াছে। সে ঐ অবস্থায় ঢাকার কাছারিতে আসিয়া কাঁদিতে ছিল আমাদের সহযোগী কারণ জিজ্ঞাসা করায় এই সমস্ত কথা তাঁহাকে বলে। যত দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট পুলিসের কোন নূতন বন্দোবস্ত না করেন তত দিন প্রত্যেক সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে আমরা বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, যেখানে যত পুলিসের অত্যাচার হয় বিস্তারিতরূপে তাহা যেন লেখেন। হিন্দু হিতৈষিণী বলেন উক্ত থানার হেড কনষ্টেবলকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

ইতমধ্যে কারাচী অঞ্চলে এক দিন অতিশয় শিলাবৃষ্টি হয় তাহাতে অনেক বড় বড় শিল পড়ে। একটা তাহার মধ্যে ওজনে আধ মোন হইয়াছিল।

বোম্বাই নগরে এক জন সওয়ার তাহার স্ত্রীর সহিত কোন এক চামারকে অনুচিত সময়ে কথা কহিতে দেখিয়া তাহাকে খুন করে। পরে সে মনে মনে ভাবিল যে এখনি তো পুলিসে আমাকে ধরিবে, এবং এই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইল যে পুলিস কমিসনর একবার তাহাকে জেলে দিয়াছিলেন; তখন সে পুলিসে গিয়া বলিল যে অমুক স্থানে একটা খুন হইয়াছে তদারক করিতে হইবে। তাহার কথানুসারে পুলিসের ডেপুটী কমিসনর বাহির হইলেন। তিনি আগে আর সওয়ার পাছে পাছে আসিতেছিল এমন অবস্থাতে সওয়ার তাঁহাকে গুলি করিল, গুলি খাইয়া সাহেব মৃতপ্রায় হইয়াছেন।

জিরেট বলাগোড় গ্রামে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য নামক এক জন সম্ভ্রান্ত অধ্যাপকের এক গর্ভবতী সধবা কন্যাকে কে খুন করিয়াছে। পর দিবস মৃত দেহ নদীর জলে পাওয়া যায়। পুলিস তদারক করিতেছেন। জনরব এইরূপ যে স্ত্রীলোকটী আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু আবার এরূপও শুনা যাইতেছে যে এই ঘটনার মধ্যে অতি বিশ্রী ব্যাপার লুক্কায়িত আছে। গ্রামের লোকেরা এবং পুলিস ইহার প্রকৃত অবস্থা বাহির করিতে যেন ত্রুটি না করেন।

প্রেরিত।

সময়ের সামগ্রী।

সম্পাদক মহাশয়! ছেলে বেলায় একটা গান শিখেছিলাম, তার পর বয়েস হওয়ার দরুণ সেটা ভুলে গেছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমানে একটা কাণ্ড দেখে ফের মনে পড়ে গেল। তা যখন মনে পড়্‌ল, তখন একবার আপনার নিকট না গেয়ে থাক্‌তে পারলাম না। হাজারিবাগে আপনার গ্রাহক অনেক অতএব যদি খদ্দের চটে যাবার ভয়ে এই হক্ কথাটী না লেখেন তবে আপনি মিরারের ভাই নহেন।

বাউল চাঁদের সুর।

দিনে গৌর রেতে বিস্‌থ্‌স্ট ভজা।
এ অপার নিলে যায় কি বোঝা।
কালী কালাচাঁদ, হিন্দুর মিছে ফাঁদ,
আছে এক ব্রহ্ম বলে চক্ষু বোঁজা;
এঁদের বুঝে উঠা দায়, মরি হায় হায়,
পাঁঠা মুরগী মেরে করলেন তুল পেঁজা॥
সর্ব্ব জীবে বলেন সমান কদর,
কিন্তু ভদ্র লোক গেলে করেন না আদর,
তামাক পান দেওয়া দূরে থাক গো—
(আমার মাথা খেয়ে)
ভাবেন কথা কয়ে লোককে করেন রাজা।
ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন অতি সমাদরে,
করা আছে প্রতি বৎসরে বৎসরে,
রেতে মদের ভুঁশুড়ি ভাঙ্গেন গো—
(কথা কব কায়)
বলেন কষ্ট করে করেন শরীর তাজা।
নেড়ের রান্না কাবাব রেতে রোজান করা,
আবার বারয়ারি পূজায় অধ্যক্ষ ইঁহারা,
এঁদের ধর্ম্মে ফ্যাসান ভরা গো;
আবার রজনীতে বিবিজানের মজা॥
কখন বা খ্রীষ্ট মতের উর্দ্দি পরে,
খুসি করেন জেয়ে গৌরাঙ্গ ভট্টেরে।
এঁদের আখের কি হবে গো—
(ভেবে আকুল হলাম)
এঁরা তুলেছেন পাঁচ রঙ্গের ধ্বজা॥

অহং খোদার বাঁদর

এই পত্রিকা পুটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়;
জ্ঞানধন চাও যদি অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। মূল্য ১ পয়সা

৩ খণ্ড] কলিকাতা; মঙ্গলবার, ১১ই আষাঢ়, ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৩৮ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

—◦◎◦—

বিদেশের গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে আমরা সুলভ পাঠাইব না। ঘর হইতে ডাক মাসুল দিয়া ধারে পত্রিকা পাঠাইতে হইলে আমাদের এই নূতন বন্দোবস্ত স্থির রাখা কঠিন হইবে। অতএব মূল্য নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে যেন সকলে পুনরায় মূল্য প্রেরণ করেন।

—

নাম ধাম প্রভৃতি আত্ম পরিচয় না দিয়া যাঁহারা আমাদিগকে পত্র লিখিবেন এবং যাঁহাদের পত্র সারহীন তাঁহাদের পত্র প্রকাশ করিতে আমরা বাধ্য নই।

—

গত ১লা জ্যৈষ্ঠের সুলভের প্রেরিতপত্রে বারুইপুরের কোন ব্যক্তি দ্বারা পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির আমলাগণের অত্যাচারের কথা যাহা লিখিত হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরে সে বিষয় উক্ত কোম্পানীর বোম্বাইস্থ ডাইরেক্টর জানিতে পারিয়া এখানকার কর্ম্মকর্ত্তা মেঃ কাওয়াসজী ইডালজীকে পত্র লেখেন; তিনি সেই জন্য উক্ত অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা আহ্লাদের সহিত তাঁহার বক্তব্য এই স্থানে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন ঐ সকল ঘটনা যথার্থ নহে। ক্যানিং কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ প্রজাদিগের সহিত অতিশয় সৎ ব্যবহার করেন। গত বর্ষে ডাইরেক্টরগণ ৩৫ হাজার টাকা বাকি খাজানা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত কোন প্রজা বেশী নিরিখের আপত্তি করিলে তাহা কমাইয়া দেওয়া হয়, জমিদারীর উন্নতির জন্য ৮৪ হাজার টাকা এ পর্য্যন্ত ব্যয় করা হইয়াছে, মহাজনদিগের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বিনা সুদে ধার দেওয়া হইয়া থাকে, এবং প্রজাদিগের সঙ্গে মৌরসি বন্দোবস্তের আয়োজন হইতেছে।

—

পণ্ডিতবর শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বরস্বতী কাশী নগরে সম্প্রতি হিন্দিতে এক বক্তৃতা করিয়া তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশার্থ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় যাবতীয় মত ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার উদার মত সকলই প্রায় আমরা ইতপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, সুতরাং আর তাহা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। স্বামীজীর সাধু কামনা পূর্ণ হউক এই আমাদের বাসনা।

—

হুগলি কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্রদিগের যে বিবাদ হইয়াছিল তাহাতে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অধ্যক্ষকে বলেন যে তোমার বিচারে যে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হয় তাহা দিবে। সেই অনুসারে উক্ত সাহেব চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর এক জন ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক জন ছাত্রকে একবারে কলিকাতা "ইউনিভারসিটী" হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। বাবু বিজয়কৃষ্ণ রায় যাঁহার সঙ্গে প্রথম বিরোধ আরম্ভ হয়, তিনি এ বৎসর বি এ, পরীক্ষা দিতে পাইবেন না। যাঁহারা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন তাঁহারা যে পর্য্যন্ত অধ্যক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিবেন তত দিন বৃত্তির টাকা হইতে বঞ্চিত রহিলেন। বাকি সকলকে কাহার পাঁচ কাহার দশ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যে কাহাকেও স্থানান্তরিত হইতে দেওয়া হইবে না। দণ্ডটা কিছু বেশী হইয়াছে বোধ হয় না? শেষে সকল দোষই ছাত্রদের উপর পড়িল আর অধ্যক্ষ মহাশয় একবারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইলেন। শিক্ষকদিগের সহিত ছাত্রদের বিদ্রোহ হইলে শিক্ষকদেরই জয় চিরকাল হইয়া থাকে। তাহা হউক, কিন্তু মেঃ থয়াটকে হুগলি কলেজে আর থাকা উচিত হয় না। প্রায়ই দেখা যায় তাঁহার সঙ্গে ছাত্রদের বিবাদ হয়। এরূপ অবস্থায় সাহেবকে বদলী করিলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত। মেঃ থয়াট আপনার হাতে প্রভুত্ব পাইয়া অপরাধের অতিরিক্ত দণ্ড দিয়াছেন। যদি কোন রাজবিধির অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইত, বোধ হয় তাহা হইলে এত দূর স্বাধীনতা তিনি লইতে পারিতেন না। যাহউক, কতকটা ক্ষমা করিতে পারিলে তাঁহার ইংরাজি মহত্ত্ব রক্ষা পাইত।

—

বোম্বাইবাসী মেঃ বিষ্ণুরামচন্দ্র রাণাড় অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড হইতে বিলাতি দেসলাই প্রস্তুত করার এক কল আনিয়াছেন, এবং নিজেরাই বিলাতি দেসলাই প্রস্তুত করিয়া এক আনায় চারি বাক্স বিক্রয় করিতেছেন। বঙ্গীয় সুশিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের ইহাতে শিক্ষা পাওয়া উচিত।

—

মফস্বলের সাহায্যকৃত স্কুলে এখন হইতে দুই মাস অন্তর সাহায্যের টাকা দেওয়ার অনুমতি হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষকদিগকে কেবল নানা প্রকার সাংসারিক অসুবিধায় ফেলা হইল অথচ গবর্ণমেণ্টের কোন লাভ নাই। কেবল শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীগণের পরিশ্রম লাঘবের জন্যই কি এ নিয়ম করা হইয়াছে? তদ্ভিন্ন আর তো ইহার কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। শিক্ষকদিগের গুরুতর অসুবিধা বাড়াইয়া স্কুল ইনস্পেক্টরগণের পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করা ইহা অতিশয় অবিচার। অতএব এ নিয়ম হওয়া প্রার্থনীয় নহে।

—

ডেলিনিউসে মুর্শিদাবাদ হইতে একজন একটী আশ্চর্য্য ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। এক,

জন বেদে একটা বাঁদর ও ছাগল লইয়া রামপুর হাট হইতে বহরমপুর যাইতেছিল, পথে ডাকাতেরা ধরিয়া তাহাকে মারিয়া টাকা কাড়িয়া লয় এবং ছাগলটাকে মারিয়া ফেলে। বাঁদরটা কোন গতিকে পলাইয়া গিয়া একবারে মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে উপস্থিত হয় এবং মাজিষ্ট্রেটের পায় ধরিয়া নানা প্রকার সঙ্কেত করে। তাহা দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট তাহার সঙ্গে দুই জন লোক দিলেন। শিকারী বাঁদর লোক পাইবা মাত্র যেখানে তাহার মনিবকে ডাকাতে খুন করিয়াছিল তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই থানে গেল। সেখানে গিয়া এক পুষ্করিণীর মধ্যে বাঁদরটা একবার জলে নামে আবার উঠে, এইরূপ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ঐ দুই জন লোক অনুসন্ধান করাতে জলের মধ্যে সেই মানুষ ও ছাগলের মৃত দেহ পাইল। পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই পুষ্করিণীর নিকটস্থ সমস্ত লোককে ধরিয়া লইয়া যান এবং তাহাদের সম্মুখে সেই বাঁদরকে ছাড়িয়া দেন। প্রায় হাজার লোকের ভিতর হইতে সেই বাঁদর দশ জন অপরাধীকে বাছিয়া বাহির করিল। তদনন্তর তাহাদিগকে চালান করা হইয়াছে। আসামীগণ দোষ স্বীকার করিয়াছে। বহরমপুরে মকদ্দমা হইতেছে।

তারকেশ্বরের মহন্তের বিষয় কি হইল তাহা জানিবার জন্য আমাদের পাঠকগণ অতিশয় উৎসুক হইয়া আছেন। কিন্তু আমরা নানা লোকের মুখে নানা প্রকার সংবাদ এ সম্বন্ধে যাহা পাইতেছি তাহা বিশ্বাসজনক নহে। তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের "চণ্ডী ট্রৌলেংক" স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বাঁকাইল্লা দারোগা তদারক করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তদারক ভাল হয় নাই। মহন্ত ও জমিদারদের ভয়ে কেহ সত্য কথা বলিতে সাহস পায় নাই। মহন্ত কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে কেহ জানে না। তাহার চরিত্রের বিরুদ্ধে ইঁহারা অনেক কথা লিখিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আনাইয়া পাঠকগণের কৌতুহল চরিতার্থের বিশেষ চেষ্টায় আমরা আছি দেখা যাউক কি হয়।

আমরা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ের ভাল রূপ তদন্তের জন্য অনেক সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার এই সৎ কার্য্যের জন্য আমরা ধন্যবাদ করি। এ সম্বন্ধে আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি যে হুগলির কোন হাকিম যেন সরেজমীনে গিয়া তদারক করিয়া আসেন। মকদ্দমাটীর যথার্থ বিচার হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নাম ধন্য হইবে।

দরিদ্র রোগী ও গাড়োয়ানদের প্রতি অবিচার।

মানবকুলহিতৈষী মহৎ লোকেরা জনসমাজের কল্যাণের জন্য যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়া যান তাহা স্বার্থপর লোকের হাতে পড়িয়া কলঙ্কিত হইয়া যায়। কেহ দরিদ্র অনাথ ব্যক্তিদিগের জন্য চিকিৎসালয় করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গেলেন, কেহ তাঁহার সেই স্থাপিত চিকিৎসালয়ে চাকরী করিতে গিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিলেন না, রোগীদিগের মধ্যে পক্ষপাত করিলেন, আপনার স্বজাতীয়দিগকে ভাল করিয়া দেখেন, অন্যকে পপার হাঁসপাতালে অথবা যমের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। ঐ সকল দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপকেরা কি বলিয়া গিয়াছেন যে রোগীদিগের মধ্যে ছোট বড় শাদা কাল দেখিয়া ঔষধ পথ্যের ইতর বিশেষ করিতে হইবে? কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়েরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহা করিয়া থাকেন। ফিবর হাঁসপাতাল ও নেটিভ হাঁসপাতাল হইতে পপার হাঁসপাতালে প্রায় প্রতিদিন ২।১টী রোগীকে পাঠান হয়। এইরূপে বর্ষাকালে সেখানে রোগীর সংখ্যা অনেক হইয়া পড়ে। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকের অপেক্ষা রোগীর পরিমাণ অধিক হওয়াতে ডাক্তার ও রোগীর অনেক অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়া থাকে। গোরুর গাড়িতে রোগীদিগকে না পাঠাইয়া যদি ডুলী করিয়া পাঠান হয় তাহা হইলে তাহারা অনেকটা আরামে যাইতে পারে। কিন্তু জীবন মৃত্যু যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের এ সকল বিষয়ে তত দৃষ্টি নাই। একজন্য কি ২।১ এক খান ডুলী ও জনকয়েক বেহারা চাকর রাখা যাইতে পারে না? আবার যে গাড়োয়ান দ্বারা রোগীদিগকে পাঠান হয় তাহারা ভাড়া পায় না। এ সম্বন্ধে পপার হাঁসপাতালের আমাদের কোন পরিচিত নেটিভ ডাক্তারের এক খানি পত্র আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলাম।

"মেডিকেল কলেজ, নেটিভ হাঁসপাতাল এবং অধিকাংশ পুলিস হইতে ঘোড়ার এবং গরুরগাড়িতে যত রোগীকে পপার হাঁসপাতালে পাঠান হয়, তাহার গাড়ির ভাড়া গাড়োয়ানদিগকে দেওয়া হয় না। হাঁসপাতালে আসিয়া অনেক গাড়োয়ান আমাদের নিকট ভাড়া চাহে, এ হাঁসপাতাল হইতে দেওয়ার নিয়ম নাই বলিলে অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহারা চলিয়া যায়। এই সময় অন্তঃকরণে বড় দুঃখের উদয় হয়, কি করিব কিছুই করার সাধ্য নাই।

কয়েক দিন গত হইল মেডিকেল কলেজের একজন কুলী একখানা গরুর গাড়িতে রোগী লইয়া পপার হাঁসপাতালে আসে এবং গাড়োয়ানকে বলে ভাড়া পপার হাঁসপাতালে পাবে, কিন্তু গাড়োয়ান আমাদের নিকট যথার্থ ঘটনা শুনিয়া, যাওয়ার সময় রাস্তায় কুলীকে উত্তম মধ্যম কিছু দিয়াছিল। সেই অবধি কলেজ হইতে কনষ্টেবলের দ্বারা গাড়িতে রোগী পাঠান হয়, কিন্তু গাড়ি ভারা এখনও দেওয়া হয় না।

গরিব গাড়োয়ানদিগকে এইরূপে কষ্ট দেওয়া বড় অন্যায়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কলিকাতায় এরূপ অত্যাচার অতি আশ্চর্য্যের বিষয় গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করুন।"

হ্যান্সের চাকরী করা।

হ্যান্স নামক পল্লীগ্রামবাসী এক যুবা কোন গৃহস্থের বাটীতে চাকরী করিত। সাত বৎসর কর্ম্ম করিয়া তাহার মনিবকে এক দিন বলিল মহাশয়, আমার যাহা পাওনা আছে সব হিসাব করিয়া দিন আমি মার সঙ্গে দেখা করিতে দেশে যাব। মনিব একখণ্ড রূপা তাহাকে বেতন স্বরূপ দিলেন। সেই রূপা খণ্ড তাহার মাথার মত হইবে। রূপা লইয়া সে দেশে চলিল। যাইতে যাইতে পথে বড় ক্লান্ত হইয়াছে এমন সময় এক জন লোককে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে দেখিল। তাহাকে দেখিয়া হ্যান্স বলিতে লাগিল আহা! ঘোড়ায় চড়া কি সুখ, কোন কষ্ট নাই যেন চেয়ারের উপর বসিয়া মজা করিয়া চলিয়া যাইতেছে, পায়ে ব্যথাও হয় না কিছুই না। ঘোড়সওয়ার এ কথা শুনিয়া বলিল ওহে! তুমি কি ঘোড়াটা চাও? তোমার ঐ রূপার সঙ্গে যদি বদলাইয়া লইতে পার তাহা হইলে লও। ইহাতে হ্যান্স আনন্দিত হইয়া রূপা খণ্ড তাহাকে দিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়া আস্তে আস্তে হাঁকাইয়া যাইতে লাগিল। ঘোড়সওয়ার তাহাকে বলিয়া দিল যে যখন তুমি দৌড়িতে ইচ্ছা করিবে তখন জিহ্বাতে শব্দ করিও তাহা হইলেই হইবে। হ্যান্স খানিক পরে ঘোড়াকে খুব বেগে ছাড়িয়া দিলেন, শেষ সামলাইতে না পারিয়া চিতপাত হইয়া ঘাড় মুচড়ে পড়িয়া গেলেন। ক্ষণকাল অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে একটা লোক একটী গোরু সঙ্গে সেই স্থানে আসিল এবং তাহাকে তুলিয়া দাঁড়াইল। হ্যান্স উঠিয়া গোরুওয়ালাকে বলিলেন ভাই, ঘোড়ায় চড়া কি কষ্ট, বিশেষতঃ যখন ফেলিয়া দেয় তখন আরও কষ্ট। গোরুওয়ালা বলিল তুমি আমার সঙ্গে বদলা বদলী করিবে? হ্যান্স তাহা শুনিয়া বড় খুসি হইলেন এবং ঘোড়া দিয়া গোরুটা লইলেন। গোরু লইয়া পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে কতই আশা হইতে লাগিল। ভাবিলেন আমার বড় জিত হইয়াছে। দুধ মাখন পনির খাব এই আশাতে আনন্দিত হইয়া হাতে একটী পেনি ছিল তাহা দিয়া একটু বিয়ার খাইয়া চলিতে লাগিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন যে আর আমার খাবারই বা ভাবনা কি যখন গোরু সঙ্গে আছে। তদনন্তর যাইতে যাইতে সে রৌদ্রে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখনও আর একটী বড় মাঠ পার হইতে হইবে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ঘর্ম্মাক্ত শরীরে এক স্থানে বসিয়া ভাবিল যে আমার আর ভাবনা কি? এখনি মজা করিয়া গোরুর দুধ দুইয়া খাব আর ক্ষুধা তৃষ্ণা সকল নিবারণ হইবে। এই স্থির করিয়া মাথায় একটা চামড়ার টুপি ছিল সেই টেকে ভাঁড় করিয়া দুধ দুইতে গেলেন। গরুর বাঁট ধরিয়া অনেক টানাটানি করিলেন, কিন্তু দুধ আর বাহির হয় না, শেষ গোরুটা বিরক্ত হইয়া তাহাকে এমন এক চাঁইট মারিল যে তাহাতেই হ্যান্স চক্ষে সরিষার ফুল দেখিলেন। এমন সময় সেই পথ দিয়া এক কশাই একটা শূয়ারের

বাচ্ছা লইয়া যাইতেছিল। সে হ্যান্সকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, এযে বুড় গোরু, এতে আর কি কোন পদার্থ আছে তাই দুগ্ধ হবে? আমাকে দাও আমি কাটিয়া মাংস বিক্রী করিব তুমি এই শূয়ারের বাচ্ছাটা লও। তাহাতেই হ্যান্স স্বীকৃত হইলেন। শূয়ারের ছানা বগলে করিয়া যাইতে যাইতে আর একজন লোক একটী হাঁস লইয়া যাইতেছিল তাহার সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল ঐ সম্মুখস্থ গ্রামের জমিদারের একটা শূয়ারের বাচ্ছা হারাইয়াছে অতএব তুমি যদি সেখান দিয়া যাও তবে তোমাকে সন্দেহ করিবে এবং ধরিয়া শাজা দিবে। ইহাতে হ্যান্সের বড় ভয় হওয়াতে সেই হাঁসের সঙ্গে শূয়ারের বাচ্ছাটা বদলাইয়া লইল। হাঁস পাইয়া হ্যান্সের মুখে আর হাসি ধরে না। মনে ভাবিতে লাগিল হাঁসের মাংস খাব, এবং ইহার পাখা সকল বালিসের ভিতর দিয়া মজা করিয়া সুখে ঘুমাব, এইরূপ আনন্দে ক্ষণ কাল গেল। পরে ডাল কড়াই ভাঙ্গিয়া বেড়ায় এক জন লোক একখান পাতর লইয়া যাইতেছে তাহার সঙ্গে দেখা হইল। তাহার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে সে বলিল যে আমার এ ব্যবসায় পকেটে হাত দিলেই পয়সা, যখনি পকেটে হাত দিবে তখনি পয়সা পাইবে। হ্যান্সের ইহাতে লোভ হইল এবং বলিল যে আমিও ঐ ব্যবসায় করিব। ইহাতে কি কি আবশ্যক তাহা বলতে। সে বলিল ইহাতে আর কিছুই চাই না কেবল একখান পাতর হইলেই হয়। আপাততঃ তুমি আমার এই খান লইতে পার। তোমার হাসটী আমাকে দাও আমি তোমাকে পাতর দিব। হ্যান্স তাই করিলেন, বহু পরিশ্রমের পর তাঁহার উপার্জ্জিত রূপা খণ্ডের পরিবর্ত্তে শেষটা একখানা সামান্য পাথর রহিয়া গেল। সমস্ত দিন ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া শেষ সেই পাতর খান ঘাড়ে করিয়া চলিলেন। বাড়ীর কাছে আসিয়া আর চলিতে পারেন না, পাতরের চাপনে শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এক পুস্করিণীর ধারে পাথর খানি নামাইয়া বসিলেন, এবং যাই জল খাইতে যাইতেছেন পাতর খানি অমনি গড়াতে গড়াতে ঝুপ করিয়া জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। হ্যান্স ইহা দেখিয়া অতিশয় সুখী হইলেন, ভাবিলেন যে আর সে ভারি পাতরখানা বহিতে হইবে না। বাঁচা গেল, অবশেষে শুধু হাতে নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। সংসার মোহে অন্ধ হইয়া এইরূপে অনেকেই শেষে শূন্যহস্তে শেষে স্বদেশে ফিরিয়া যায়।

ভ্রমণকারী বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

পুরুষোত্তম।

সুলভের পাঠকগণের মধ্যে এই মহাতীর্থ বোধ হয় অনেকেই দর্শন করেন নাই, এই তীর্থ দেখিবার বিষয় বটে। পূর্ব্বে লোকে জানিত যে বৈতরণী নদীর পর পারে যমালয়, এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া বলিত যে আশা বৈতরণী নদী— বৈতরণী পর্য্যন্ত আশা। ফলতঃ পথে যেরূপ ক্লেশ তাহাতে একথা অসঙ্গত নহে। এবার যাত্রীর ভিড় অত্যন্ত, কেন না এবৎসর অকাল নাই, কাল শুদ্ধি বেশ আছে, এবৎসর তীর্থ দর্শনে মহাফল।

ইহার মধ্যেই পুরীতে প্রায় ৩০।৪০ হাজার যাত্রী আসিয়াছে এখনও রথের কিছু বিলম্ব আছে। যাত্রীদের মধ্যে বাঙ্গালীই অধিক, বোধ হয় বাঙ্গালীই ২০।২৫ হাজার হইবে। পুরীতে এখন বাঙ্গালা দেশ বলিয়া ভ্রম হয়, যেখানে সেইখানেই কেবল বাঙ্গালীই দেখি। যাত্রীর অধিকাংশই স্ত্রীলোক, আবার বিধবার সংখ্যাই প্রায় অনেক। বয়োধিকা স্ত্রীলোক বড় অল্প। স্ত্রীলোকদের অবস্থা দেখিলে যৌবনাবস্থার সুখেচ্ছা যে চলিয়া গিয়াছে তাহা এখনও বোধ হয় না। হাব ভাব হাস্য পরিহাস পরস্পরের ভিতর বিলক্ষণ চলিয়া থাকে। কুলের কুলবধূরা চিরদিন গৃহে অবরুদ্ধা থাকে, সুতরাং তীর্থে আসিয়া স্বাধীনতার একশেষ ব্যবহার করে। আমরা এবার যাত্রীদের পাড়ঙ্গ দেখি-লাম। পথে যাত্রীদের অবস্থা দেখিলে বাস্তবিকই ক্লেশ হয়। এদিকে এমনি প্রখর রৌদ্র, যে দিবসে অগ্নিবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রখর তাপে ঝাঁকে ঝাঁকে স্ত্রীলোক চলিতেছে। শরীর বিবর্ণ বসন মলিন, আহার অতি কদর্য্য, চেহারা দেখিলে [illegible] মড়া বলিয়া বোধ হয়, কেবল ধর্ম্মের উৎসাহে এসকল সহ্য হইতেছে। যাহারা ভদ্রগোছের লোক তাহারা প্রায়ই প্রায় [illegible] রজনীতে চলে। সঙ্গে অভিভাবক নাই, [illegible] নাই, কেবল পাড়ার মহামূর্খ, কুষ্মাণ্ড ও [illegible] রকমের লোক ও দুই চারিজন পাণ্ডা থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইবার কারণ থাকে না। কথাতে ব্যবহারে সকলেই নির্লজ্জ হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের বাবুরা আপনাপন পরিবারদিগকে কিরূপে একা ছাড়িয়া দেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাদের ইংরাজী পড়ার মুখেও ছাই, সভ্যতার মুখেও আগুণ। এরূপ অবস্থায় বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের পবিত্রতা ও ধর্ম্ম রক্ষা ভার। আমাদের দেশের বয়স্থা বিধবারা যে বাড়ী ছাড়া হইলে কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে তাহা আর বলিতে পারা যায় না। কুৎসিত ভাবের একশেষ।

যে সকল স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে কিছু ধর্ম্ম ভাব আছে তাহারা বাস্তবিক জগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়। রাত্রিতে পথে কোন কোন দলের কতকগুলি স্ত্রীলোক মৃদু মধুরস্বরে "জগবন্ধু দেখা দেও আমারে" ভক্তির সহিত এই গান করিতে করিতে চলিয়াছে। যাহাদের হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মভাব আছে তাহারা অতি মৃদু ও লজ্জাশীলা, কিন্তু এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। কোন কোন বৈষ্ণবদল একেবারে উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। আজ দিন দুই হইল স্নানযাত্রা হইয়া গিয়াছে, এখন জগন্নাথের জ্বর হইয়াছে, সেই জন্য তাঁহার দশমূল পাঁচন সেবন হইতেছে। এই পাঁচনে প্রসাদ যার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে তার আর রোগ থাকে না। জগন্নাথের দাঁতন বড় দুর্লভ, তাহা সকলের অদৃষ্টে পাওয়া ভার; তবে বিশেষ ভক্ত অনেক খোসামোদ করিয়া দুই একটী দাঁতন কাটী পেতে পারেন। অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে আর কেহ দাঁতন প্রসাদ পায় না। পুরীতে যাত্রীদের আর কাহাকেও রাঁধিয়া খাইতে হয় না। প্রসাদেই দিন কাটে। রোজ ৫০।৬০ হাজার লোকের ভাত তরকারী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরূপ হোটেল আর পৃথিবীর কুত্রাপি দেখা যায় না। ইহার নিকট স্পেন্সস ও উইলসনের হোটেল বা কোথায় লাগে। এমন কি দশহাজার লোক খাওয়াইতে চাহিলে পাণ্ডাদিগকে কিছু পূর্ব্বে অর্ডার দিলে সকলই প্রস্তুত পাওয়া যায়। কিছু মাটনচপ ও ফাউলকারি থাকিলে ইহা নিভলিজেনেনের সঙ্গে মিশিয়া যাইত। এই প্রসাদের আবার ফাষ্ট সেকেণ্ড থার্ড ক্লাস আছে। পাণ্ডাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার সময় কোন ক্লাসের ভোগ দরকার তাহা বলিতে হয়। চারিটা তরকারী ও খুব ভাল মিহি চেলের অন্ন প্রথম শ্রেণীর, আর তিনটা তরকারী মধ্যম গোছের অন্ন মধ্যম শ্রেণীর এবং দুইটী তরকারী চলিত গোছের অন্ন তৃতীয় শ্রেণীর প্রসাদ। এই শ্রেণী অনুসারে [illegible] আছে। যিনি যেরূপ ভোগ [illegible] তাঁহাকে অগ্রে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে [illegible] হয়। আপনার উদররূপ ইষ্টদেবতার [illegible] জগন্নাথের প্রসাদ, কিন্তু জগন্নাথের [illegible]।

[illegible] দিলে জাতের দফারফা হয়। এও [illegible] সিভিলিজেসনের দ্বিতীয় লক্ষণ। বিনা [illegible] ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করিতে হয়। এমন কি [illegible] লোকেও নিজের উচ্ছিষ্ট অন্ন অতি [illegible] মুখে তুলিয়া দিতেছে। [illegible] হিন্দুস্থানী [illegible] বলিলেই হয়। কথিত [illegible] হইতেই এই জাতি নাশের [illegible] আরম্ভ [illegible]। যাহা হউক, বড় বড় [illegible] যে সকল কুসংস্কার [illegible] না এখানে আসিলে তাহা সকলের [illegible]।

[illegible] মন্দিরটী উচ্চ কম নহে ১৫০ফীট হইবে। এ সমস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত। অনঙ্গভীম দেব [illegible] একজন উৎকলবাসী হিন্দুরাজার [illegible] এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। হন্টর সাহেব [illegible] প্রায় ৬৭৫ বৎসর হইল, অর্থাৎ ১১৯৮ [illegible] এই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে আসিলে যাত্রীদিগকে একবার সমুদ্রে স্নান করিতে হয়। সেই স্নানের ঘাটকে স্বর্গদ্বার বলে।

লোকের স্বাভাবিক সরল বিশ্বাস দেখিলে হৃদয়ে বড় আনন্দ হয়। এই সকল পাঁচ কারণে হিন্দুধর্ম্ম এখনও তিষ্ঠিয়া আছে।

সংবাদ।

ইংরাজদিগের সহিত জাঞ্জিবারের সুলতানের সন্ধি হইয়াছে, আর তাঁহার সীমার মধ্যে দাসত্ব প্রথা চলিত থাকিবে না। সন্ধিপত্র

লেখার দিন হইতে একবারে উক্ত কুপ্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। সুলতান সহজে ইহাতে সম্মত না হইলে অনেক রক্তপাত হইত।

"হিন্দু হিতৈষণী" বলেন ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের শিল্প শ্রেণীর ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ৬ টাকার ৬টী, ৩ টাকায় ২০টী বৃত্তি হইয়াছে। লৌহ কর্ম্মকারের কার্য্যও আরম্ভ হইবে। এ সম্বন্ধে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু দীননাথ সেনকে লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সন্তুষ্ট চিত্তে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

বারাসতের অন্তঃপাতি বাদুরবাজারের নিকট কল্যানপুর গ্রামের মধ্য দিয়া যে রাস্তা আছে বর্ষাকালে তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। গুস্তিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পথিকদিগের দুঃখ নিবারণের জন্য নিজব্যয়ে ঐ রাস্তাটী পাকা করিয়া দিতেছেন। এই সংকার্য্যের জন্য তিনি সে দেশের লোকের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার ভাজন হইলেন। আমাদের সংবাদদাতা অনুরোধ করিয়াছেন ক্ষেত্র বাবু নিজ গ্রামে একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া যদি বালকদিগের লেখা পড়ার কিছু সুবিধা করিয়া দেন তাহা হইলে বড ভাল হয়।

কলিকাতা হইতে দুই দল থিয়েটার ঢাকায় গিয়াছিলেন। প্রথম ২।১ দিন অভিনয় ভাল হইয়াছিল, বেশী টাকাও পাইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তথাকার সংবাদপত্র সকল তাঁহাদিগকে নিন্দা তিরস্কার করিতেছেন। শুনা গেল নাটকওয়ালাদের কিছু ঋণও হইয়াছে। ইহাদের ঢাকায় যাওয়ার অর্থ কি? শেষ যেন যাত্রা পাঁচালী হাপাখড়াইয়ের মত না হয় এই আমাদের বাসনা।

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়!

চাকদহ থানার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি হাতী অনেক দিন হইতে আসিয়াছে। মাহুতগণ গ্রামে গরিব দুঃখী সকলের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে। একে তাহারা সরকারী হাতির মাহুত, তাঁহাতে পাড়াগেঁয়ে লোকের কথা তাহারা কেন গ্রাহ্য করিবে? উহাদের যাহা ইচ্ছা করুক, আমাদের সহ্য করা অভ্যাস আছে, কাজেই চুপ করিয়া সহ্য করিতেছি। তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিলে কিছু হইবেনা; বরং ইহাতে তাহারা আরও রাগ করিয়া বিস্তর অনিষ্ট করিবে এই ভয়ে আরও কেহ কিছু কহে না। আমার কোন বিশ্বাসী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে ২।৩ দিন হাতী লইয়া মাহুতগণ তাঁহার খিড়কির দ্বারে উপস্থিত হইয়া গাছ কাটে, বাটীতে কতকগুলি স্ত্রীলোক; তাহারা ভয়ে জড় সড়। বাটীর চাকর নিষেধ করিতে গেলে তাহাকে হাঁকিয়া দেয়। শেষ এক জন আত্মীয় আসিয়া তাহাদিগকে বলিয়া কহিয়া বিদায় করে। হাতির মাহুতের উপর কর্ত্তা এক জন সাহেব আছেন তিনি মধ্যে২ আসিয়া থাকেন, কিন্তু অত্যাচার নিবারণ জন্য কিছুই করেন না। গত বৎসর এই নগরে কতকগুলি হাতী এখানে আসিয়া এই মত নানা অত্যাচার করে, তখন মহকুমার ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনের যত্নে ও অনুগ্রহে অনেক দমন হয়; এবং আরও উত্তম শিক্ষা পাইতে পারিত যদি রামশঙ্কর বাবু সেই সময়ে বদলী না হইতেন। এই মাহুতগণ অতি ভয়ানক লোক। তাহারা নিজ২ হাতী সহায় করিয়া অনেক দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে তজ্জন্য গ্রামবাসীগণ ভয়ে আরও জড় সড়। গ্রামবাসীদের আর সহ্য হয় না। মাহুতগণ গ্রামে আর গাছ পালা রাখিল না। হাতীর খোরাকির জন্য সকল গাছই কাটিয়া লইল। কিছু বলিলে সরকারী হাতী না খাইয়া কি মারা যাইবে এই উত্তর করে। কোম্পানী বাহাদুর কি গরিব প্রজার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য হাতী পুষিয়াছেন? এবং হাতী পুষিয়া খোরাকী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হয় তাহা কি জানেন না? যদি খোরাকী দেন তবে সে পয়সা কি হয়? হতভাগা পাড়াগেঁয়েরে সর্ব্বনাশ করিয়া এদিকে হাতির খোরাকী চলিতেছে। এই বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিলে কত দিকে যে কত ভয়ানক ব্যাপার হইয়া যাইতেছে তাহা জানা যাইবে। অদ্য এই পর্য্যন্ত। এই লেখাতে যদি আমাদের দয়াবান্ দৃঢ়ব্রত প্রজা বন্ধু ছোটলাট সাহেব কিছু মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে পরে আরও লিখিব।

এক জন কাঁচড়াপাড়াবাসী।

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায় ;
জ্ঞানধন চাও যদি অবারিত দ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। মূল্য ১ পয়সা।

৩ খণ্ড] কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ১৮ই আষাঢ়, ১২৮০ সাল। Registered No 28 [১৩৯ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

গত রবিবারে ২ টার সময় জেনারেল হাসপাতালে মাইকেল মধুসূদন দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

গত দুই হপ্তার মধ্যে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতা বাবু অবিনাশচন্দ্র দত্ত এবং আসামদেশস্থ বাবু রাধিকারাম ফুকন সিভিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা দিতে বিলাত গমন করিয়াছেন। হাইকোর্টের উকীল বাবু ভগবতীচরণ ঘোষের এক পুত্রও এই নিমিত্তে শীঘ্র ইংলণ্ডে যাইবেন।

তারকেশ্বরের মহন্ত সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার এখন বন্ধ আছে। আগামী ১১ই জুলাই তারিখে বিচার হইবে। মহন্ত এবং কেনারাম নামক জনেক তারকেশ্বরের পুরোহিত, আর নবীনের শালী প্রসন্ন ইহাদের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। থাক নাম্নী নবীনের শ্বশুরবাড়ীর এক চাকরাণী ধৃত হইয়া হাজতে আছে। সে ভিতরকার কথা সকল প্রকাশ করিয়াছে। থাক প্রসন্ন কেনারাম এবং শ্বশুর নীলকমল এই কয়েক জনে মিলিয়া নবীনের স্ত্রীকে মন্দ করিয়াছিল। আমরা শুনিলাম নবীন কেবল মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে, উদ্বেগে তাহার রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। আহা! এ ব্যক্তির দুঃখের অবস্থা মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়। যাহউক, মহন্তকে যদি ধরা না যায় তাহা হইলেও তাহার বড় কম শাস্তি হইল না। ধৃত না হইবার প্রধান কারণ এই যে সে টাকা দিয়া পুলিসকে অনায়াসে হাত করিতে পারে। এ পর্য্যন্ত সাতজন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে।

এ বৎসর মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে প্রায় তিন শত, এবং ইংরাজি বিভাগে দুই শত আট জন ছাত্র ডাক্তারি শিখিবার জন্য ভরতি হইয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েকটী বিএ, এম, এ, উপাধী প্রাপ্ত ছাত্রও আছেন।

পাবনা ও সেরাজগঞ্জ অঞ্চলে জমিদারদিগের বিরুদ্ধে প্রজাদিগের বিদ্রোহিতার কথা যাহা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রজারা উন্মত্ত হইয়া হাল্লা করিয়া বেড়াইতেছে জমিদারের কর্ম্মচারীগণকে দেখিলেই অপমান করে। পুলিস ও ফৌজদারীতে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইতেছে না। ইহার ভিতর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় জমিদারদিগের প্রজারা আছে। গোলমাল যাহাতে এখন মিটিয়া যায় জমিদারদের তাহা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের দোষই ইহার মূল তাহার সন্দেহ নাই।

হাওড়া পুলিসের মকদ্দমার অপরাধী নিমচাঁদ ও তারাচাঁদ হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। গত শুক্রবারে ইহার বিচার হইয়া তারাচাঁদ এক বারে মুক্তি লাভ করিয়াছে, নিমচাঁদের পূর্ব্বেকার দণ্ড ছয় বৎসর কারাবাসই স্থির থাকিল।

গবর্ণমেণ্ট বটানিকেল গার্ডেনের মালীদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য উক্ত বাগানের অধ্যক্ষ সাহেব একটী স্কুল করিয়াছেন। তাহাতে ৭৫ জন অল্প বয়স্ক মালী প্রতি দিন এক ঘণ্টা বাঙ্গালা এবং আধ ঘণ্টা ইংরাজি শিক্ষা করিয়া থাকে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই স্কুলে সাহায্য দিতে চাহিয়াছেন। প্রায় তিন শত মালী এই বাগানে কর্ম্ম করে। হাজার বিঘা ভূমি ইহাতে আছে। মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা ব্যয় হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রকার বৃক্ষই এখানে আছে। অতি সুন্দর স্থান দেখিবার একটী বিষয়।

ডোমন রায় পরেশ রায় নামক মালদহের দুই জমিদার এক খুনি মকদ্দমায় ধৃত হইয়া ভাগলপুরের জজ সাহেবের নিকট প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা করিয়া জরিমানা দিয়াছেন। আর তাঁহাদের সহকারী কয়েক জনের প্রতি যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। আরএক জনের ফাঁসি হইয়াছে। অর্থশালী পরপীড়ক জমিদারদিগের অর্থ দণ্ড করাতে কেবল গবর্ণমেণ্টেরই লাভ, কিন্তু তাহাতে অপরাধীদের চরিত্র সংশোধিত হয় না। ঐ টাকা তাহারা কোন রূপে প্রজার নিকট হইতে তুলিয়া লয়।

আমরা নূতন সিভিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই বুঝি ঘটে। অর্থাৎ এ বৎসর যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা যদি ভাল চাকরী না পান তবে ভবিষ্যতে কষ্ট স্বীকার করিয়া পাঁচ টাকা করিয়া বেতন দিয়া আর কেহ ইহাতে পড়িতে চাহিবে না। হুগলি কলেজের সিভিল সার্ব্বিস বিভাগে এবার মোটে ১৩ জন ছাত্র আছেন শুনিয়া আমাদের ঐ কথা মনে পড়িতেছে। আর যদি এ বৎসর কেহ ভরতি না হন তবে উহা এক প্রকার উঠিয়া যাওয়ারই মধ্যে বলিতে হইবে। ১৩জন ছাত্রের জন্য শিক্ষকদিগকে বেতন দিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে সিভিল সার্ব্বিস ক্লাস রাখিবেন ইহা বোধ হয়না। চাকরীর যদি ভাল আশা না থাকে তবে কেনই বা লোকে বৃদ্ধ বয়সে স্কুলে পড়িতে যাবে? সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাহাদুর এ বিষয় একটু গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

কুমারখালী নিবাসী শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় পুলিসের পক্ষ সমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকটা সত্য। পুলিসের উপর অতি গুরুতর ভার সমর্পিত আছে, অনেক মন্দলোক

লইয়া তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয় একথা আমরাও কত বার লিখিয়াছি। রাজকুমার বাবুর এই প্রতিবাদ আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতাম কেবল স্থানাভাবে তাহা ঘটিল না। কিন্তু আত্মঘাতী ছুতারের চুল কাটার বিষয় যাহা তিনি লিখিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে কাহার ছেলের চুল কাটাইয়া দিবার জন্য পুলিস দায়ী নহে। অতএব আমাদের বিবেচনায় চুলকর্ত্তনকারী কনষ্টেবল ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর অন্যতর কারণ হইতে পারে।

সুয়েজ খাল যিনি কাটিয়াছেন সেই সাহেব ইয়োরোপ হইতে ভারতবর্ষ পর্যান্ত রেলরোড নির্ম্মাণ করিবার এক প্রস্তাব করিয়াছেন। পেশোয়ার হইতে রুশিয়ার অন্তর্গত ওরণবার্গ নামক স্থান পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইলে এখানকার সঙ্গে যোগ হইয়া যাইবে। আড়াই হাজার মাইল পথ রেলওয়ে হইতে বাকি আছে। আফগানেরা ইহা হইতে দিবে না বলিয়া কেহ কেহ ভয় করেন। কিন্তু উক্ত প্রস্তাবকারী সাহেব বলিয়াছেন এই রাস্তা হইলে ইংরাজদিগের সহিত রুশিয়াদের মিল হইয়া যাইবে। এ প্রস্তাবে কেহ কেহ উৎসাহ দিয়াছেন। সমুদায় স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে এক হপ্তার মধ্যে এখানে হইতে ইয়োরোপে পঁহুছান যাইবে। এই অসম্ভব ব্যাপার যে এক দিন সম্ভবপর হইবে তাহাতে আর এখন সন্দেহ হইতে পারে না। হয়তো এমনও হইতে পারে যে আমরাই আবার ইহার প্রস্তুত সংবাদ এই সুলভে লিখিয়া যাইতে পারি।

ঘোর বিপদ উপস্থিত।

আমাদের কার্য্যালয়ের সম্মুখস্থ আমওয়ালাদের নিকট মুচিপাড়া থানার যে সকল পাহারাওয়ালা ঘুষ লয়—এখনও লয়—তাহার মধ্যে এক জনের নম্বর আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই হইতে মধ্যে মধ্যে আমাদের আফিসে পুলিসের পায়ের ধূলা পড়িতেছে। এক জন লোক সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ৩।৪ বার গমনাগমন করিয়াছিল। যে কাগজে লেখা হয় সেই কাগজ খানা লইয়া অন্যের দ্বারা এক দিন পড়াইয়া শোনে, তার পর আর এক দিন আসিয়া বলে যে সে বাবু কোথায়? তাঁহাকে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব ডাকিয়াছেন। পুনরায় আসিয়া বলে কমিসনর সাহেব ডাকিয়াছেন সে বাবু কোথায়? বারম্বার তাহার এইরূপ বেয়াদবি দেখিয়া আমাদের কোন বন্ধু তাহাকে ধমক দেন এবং নাম জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে আমতা আমতা করিয়া বলে যে সে মুচিপাড়া থানার করপোরেল, নাম গুদার সিংহ। পুলিস কমিসনর মেঃ কক্রেল যেন তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করেন সে কি জন্য সুলভের সম্পাদককে ডাকিতে আসিয়াছিল। পুলিসের উপরওয়ালারা যদি একটু তেজীয়ান লোক হন তাহা হইলে কি এ সকল শাসন হইতে বাকি থাকে? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি একটু চেষ্টা করিলে শত শত ঘুষখোর পাহারাওয়ালা ও পুলিস কর্ম্মচারীকে ধরা যাইতে পারে। ডেলিনিউসের সম্পাদক মেঃ উইলসনের দ্বারা সে দিন দুই জন চৌকিদার ঘুষ লইতে যেমন ধরা পড়িল, এইরূপ অনেকের চক্ষে পড়ে; কিন্তু "জন বুল" না হইলে এ সকল ধরে কে? ধরিলেই বা তাহার উচিত বিচার কোথায় হইবে? সে যাহউক, এক্ষণে আমরা পুলিসের ভয়ে ঘরে লুকাইয়া থাকিব, না তাহাদের অত্যাচারের কথা লিখিব তাহা কর্ত্তাসাহেবরা আমাদিগকে বলিয়া দিবেন।

শিকারী পাখী।

কয়েক দিবস অতীত হইল একজন হিন্দুস্থানী দুইটী বাবুই ও দুইটী টিয়া পাখী লইয়া গবর্ণমেন্ট নর্ম্যাল স্কুলের সকলকে বড় আমোদিত করিয়াছিল। প্রথমতঃ সে এক খানি কাপড় পাতিয়া তাহার উপর সুঁচশুদ্ধ খানিক সূতা আর কতকগুলি মতি ছড়াইয়া রাখিল। একটা পাখী পায়ের নখে সেই সুঁচ ও সূতা ধরিয়া ঠোঁটের দ্বারা এক একটী করিয়া সে গুলিকে গাঁথিয়া এক গাছি সুন্দর মতিরমালা প্রস্তুত করিল তারপর কতকগুলি টুকরা কাগজে দর্শকগণ ইংরাজিতে নাম লিখিয়া তাহাতে নম্বর দিয়া গোলমাল করিয়া একস্থানে রাখিয়া দিলেন, এবং এক একজন দর্শক বলিতে লাগিলেন অমুক নম্বরের অমুক নাম বাহির কর। হিন্দুস্থানীও তাহার পাখীকে সেই নাম বাহির করিতে বলিল। পাখী ঠোঁট দিয়া বাছিয়া বাছিয়া সেই নম্বরের নাম বাহির করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে অতি আশ্চর্য্য বুদ্ধির সহিত প্রত্যেকের নাম বাহির করিয়া দিয়াছিল। পরে পারসী দেবনাগর ও বাঙ্গালা ভাষায় ঐরূপ নাম লিখিয়া রাখিয়া দেওয়া হয় তাহাও বাহির করিয়া দিল। ইহাতে এই বোধ হইতেছে যে পাখী কয়েকটার ৩।৪টা ভাষায় বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, নতুবা কখনই এরূপ হইতে পারে না। পাখীগুল কখন ঠোঁটে করিয়া এলাচের দানা লইয়া কোন দর্শকের মুখে গুঁজিয়া দেয়, কাহার নিকট চিঠি লইয়া যায়, লাঠি খেলা করে, কখন লাঠির মাথার উপর বসিয়া ডোলরসি লইয়া জল তোলার মত সেটাকে উপরে টানিয়া তোলে, কামানের রঞ্জুত ঘরে আগুন দেয়। ঘাড়ের উপর লাঠি রাখিয়া দুই পা দিয়া ধরিয়া তাহাকে এমনি বেগে ঘুরাইয়াছিল যে তাহা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। দুই টাকা পুরস্কার দিলেই এই আশ্চর্য্য খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন কৃতবিদ্য মুসলমান আমাদের নিকট সদা সর্ব্বদা আসেন এবং তিনি ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তাঁহারই মুখে শুনিয়া আমরা ইহা লিখিলাম।

বিবি এক্রয়েড ও তাঁহার বন্ধুগণ।

বিবি এক্রয়েডের কথা বোধ হয় পাঠকগণের মনে আছে। ইনি কেশব বাবুর সহিত যে অসৎ ব্যবহার করেন এবং তাহার জন্য ইংরাজি কাগজের সম্পাদকেরা তাঁহাকে যে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছেন তাহাও বোধ হয় অনেকে জানেন। এক্ষণে বহু কষ্টে এক মাস পাঁচ দিনের দিন তাঁহার এ দেশস্থ কয়েটী বন্ধু একত্রিত হইয়া কোনরূপে বিবির সদ্‌গতি করিয়া শুদ্ধ হইলেন। এক্রয়েডের একজন বিশেষ অনুগত বন্ধু অনেক পরিশ্রম করিয়া দেশদেশান্তরে পত্র লিখিয়া অতি কম তেইশটী নাম সংগ্রহ করত ডেলিনিউসে এক পত্র বাহির করিয়াছেন! পত্রের মর্ম্ম এই যে এক্রয়েড ঐ তেইশ জনের সহানুভুতি হইতে বঞ্চিত হন নাই, আর "সুলভসমাচার" বিবির সঙ্গে বড় কঠোর ও অনুপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছেন। আর এক্রয়েড কোন সাম্প্রদায়িক ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া কেশব বাবুর সঙ্গে অসৎ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন নাই। স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে অনেকে ইহার ভিতরকার ব্যাপার জানিয়া পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, আর কতকগুলি না জানিয়াই ইহাতে নাম দিয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন বন্ধু বাবু রামতনু লাহিড়ীর নাম ইহার মধ্যে কিরূপে আসিল। স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে এক্রয়েডের সঙ্গে কেশব বাবুর মনোভঙ্গের কারণ যে কযেক জন অবগত নহেন তাহার মধ্যে রামতনু বাবু একজন। এক্রয়েড সাম্প্রদায়িক ভাবে পরিচালিত হইয়া যে কেশব বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেন তাহা তাঁহার নিজের পত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে, তবে রামতনু বাবু কেমন করিয়া ইহার বিপরীত কথায় যোগ দিলেন? সুলভসমাচারে কোথায় অন্যায় লেখা হইয়াছে তাহা কি তিনি পড়িয়া দেখিয়াছেন? কেশব বাবুর সঙ্গে এক্রয়েডের মনোভঙ্গের গূঢ় কারণ এবং তজ্জন্য এক্রয়েড কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত কি তিনি জানিতেন? ভাল করিয়া এ সকল ভিতরকার কথা না জানিয়া তিনি যে উক্ত তেইশ জনের সঙ্গে যোগ দিয়া সাধারণের সম্মুখে বাহির হইবেন ইহা আমাদের কল্পনার অতীত। তাঁহার মত একজন সত্যবাদী বিবেকী সরল মনুষ্য কোন বিষয়ের দুই দিক্ না দেখিয়া যে কোন মত দিতে পারেন ইহা আমাদের বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না। আর তীক্ষ্ণ বিবেকী নামসংগ্রাহক মহাশয় কি উপায়ে নাম গুলিন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য আমাদের বড় কৌতুহলজন্মিতেছে। নেটিভম্যারেজ আইনের অনাবশ্যকতা দেখাইবার জন্য যেরূপে নাম সংগ্রহ করা হয় বোধ করি সেরূপ প্রণালী ইহাতে অবলম্বন করা হয় নাই। তেইশ জনের মধ্যে একজন ব্যক্তিও যদি প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া নাম সহি করিয়া থাকে তাহার সঙ্গে দুর্গামোহন বাবু ও রামতনু বাবুর নাম থাকা উচিত হয় না। আমরা ভরসা করি নিজ সম্ভ্রম ও সত্যপ্রিয়তার অনুরোধে রামতনু বাবু আপনার নাম উঠাইয়া লইয়া শীঘ্র প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। এক্রয়েডের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে তাঁহারা সহানুভুতি দেখাইতে পারেন, আমরাইবা কোন্ তাহাতে পরাঙ্মুখ আছি? কিন্তু এক্ষণে কথা এই হইতেছে যে

সামান্য একখানা এক পয়সা মূল্যের কাগজের উপর রাগ করিয়া বিবি কেন আর বৃথা সাধারণের সম্মুখে বার বার হাঁসভাজা হন। তাঁহার বন্ধুগণই বা কেন ইহার জন্য যার তার সঙ্গে প্রকাশ্য পত্রে বাহির হইয়া ভদ্রসমাজে হাস্যাস্পদ হন? নামের সংখ্যা বেশী হইলে দেখিতে বেশ সুন্দর হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সত্যের প্রতি কিছু সমাদর থাকা আবশ্যক। এক্ষণে বিবি পাঁচজনের মন্ত্রণায় পড়িয়া আসল কাজ ভুলিয়া না যান এই আমাদের অনুরোধ। আমরা গম্ভীরভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেছি যে তিনি এখনও স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া রীতিমত তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুন, করিয়া আপনার কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হউন। কারণ তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের ফল যদি এইমাত্র হয় তবে বড় দুঃখের বিষয় হইবে। ইয়োরোপীয় পরোপকারিণী ভদ্র লেডীদিগের প্রতি আমাদের ভক্তি যেন ইহা দ্বারা বিগলিত না হয় এখন এই আমাদের প্রার্থনা।

সংবাদ।

গত ১৫ই জুন তারিখে হুগলির অন্তর্গত সুগন্ধ্যা গ্রামের বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কনসর্ট বাজিয়াছিল, ছাত্রেরা ইংরাজিতে নাটকাভিনয় করিয়াছিল। একজন স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী সভা স্থলে কিছু গোল করিয়াছিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ও কার্য্য শেষ না হইতেই পলায়ন করেন। এরূপ হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। সকলে একত্রিত হইয়া গ্রামের উন্নতি সাধন করিলেই দেখিতে ভাল হয়। জন সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করা অতি অন্যায় কার্য্য।

বরহি আউটপোষ্টের এক জন কনষ্টেবলের এক জেলেকে খুন করার কথা আমরা যে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। সে এক জনকে মারিয়াছিল তাহা নহে, দুই জনকে খুন করে, এক জনকে অত্যন্ত জখম করে। দোষটা অন্য এক জন নির্দ্দোষী লোকের স্কন্ধে পড়িবার যোগাড় হইয়াছিল, কিন্তু সুক্ষ্ম বিচারে ধরা পড়িয়াছে।

কোন পত্রপ্রেরক বলেন হাওড়ার চারি ক্রোশ পশ্চিম কাশীর রাস্তার উপর দেবীপাড়ায় যে টোল নিরূপিত হইয়াছে তাহার কর্ম্মচারীগণ পথিকদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকে। পুলিস তাহার নিকট আছে তাহারাও কিছু বলে না, বরং আরও অত্যাচারের সহায়তা করে। টোল ঘরের এক পোয়া পথ দূরে যাহারা গাড়ী হইতে নামে তাহাদের উপরেও ইহারা ট্যাক্স লইবার জন্য দৌরাত্ম্য করে।

দারজিলিং রেলওয়ে প্রস্তুত হওয়া এক্ষণে কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকিল।

মুঙ্গের হইতে একজন তথাকার গবর্নমেন্ট স্কুলের অতিশয় হীনাবস্থার কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন হেড মাষ্টার নিতান্ত অনুপযুক্ত, কোনরূপে খোসামোদ করিয়া নিজের চাকরীটী বজায় রাখিয়াছেন। ২।৪জন যাহা পাস হয় তাহারা অন্য স্কুল হইতে আসিয়া এখানে কিছু দিন পড়ে। বালকেরা যাহা শিক্ষা পায় তাহা বুঝিতে পারে না। এক্ষণে স্কুলের চরম দশা উপস্থিত হইয়াছে। এ সকল কথা যদি সত্য হয় তবে বড় দুঃখের বিষয়। স্থানীয় কমিটী দ্বারা ইহার কোন নূতন বন্দোবস্ত হইলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "জমিদার ও প্রজা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা পাইয়াছি। ইহাতে নিরপেক্ষ ভাবে জমিদার ও প্রজার প্রতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। স্থান অল্প না হইলে ইহার কোন কোন অংশ আমাদের উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সবডিভিজন হইতে কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন সেখানকার মুনসেফী আদালতে ও সবরেজিষ্ট্রার আফিসে আমলাগণের মধ্যে ঘুষ লওয়া চলিত আছে। তিনি বলেন আমলাদের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে প্রলোভনও বৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানীয় সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটে ভগবান বাবুর এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

ভোঁপুর ও দেবানন্দপুরের বারইয়ারি পূজার অত্যাচার সম্বন্ধীয় পত্র আমরা পাইয়াছি। ইহাতে যে দুঃখী লোকের প্রতি অতিশয় অন্যায় ব্যবহার হয় তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু সংবাদপত্রে বার বার এ সকল কথা লেখাতে আর কি বিশেষ উপকার হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ সকল রাজ বিধি বহির্ভূত কাজ, ফৌজদারী আদালতের সহায়তা লইলেই নিবারণ হইতে পারে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে স্কুলে পড়িয়া একটু সভ্য ভব্য হইয়াও যুবকেরা ইহাতে উন্মত্ত হয়। অধিকন্তু তাহাদের যোগে আবার ইহার মধ্যে ব্রাণ্ডী উইলসনের বাড়ীর খানা প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশের দূষিত দেশাচার গুলিন এখন জ্ঞান সভ্যতার দ্বারা একটী নূতন রূপ ধারণ করিতেছে! স্কুলে পড়িলেই এ সকল অভদ্র ব্যবহার যে কমিবে ইহা মনে করিয়া কেহ যেন দুঃখিত না হয়েন।

"শ্রীদ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়" স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্রের অশ্লীল ভর্ৎসনা ও অভদ্রোচিত বাচালতার অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার যাহা মূল বক্তব্য তাহা প্রকাশ করার নিমিত্ত উহা কম্পোজ করা হইয়াছিল; কিন্তু লেখকের ইচ্ছা নয় যে তাহার কণামাত্রও পরিত্যক্ত হয়। পরিত্যাগ করার কারণ এই যে তিনি আমাদের সংবাদদাতাকে কুৎসিত ভাবে মা পিসীকে গালাগালী দিয়াছেন। এক জন ভদ্রসন্তানের এতদূর পর্য্যন্ত নীচ রুচি হইতে পারে তাহা আমরা জানিতাম না। অথচ এ দিকে নিজেই বলা হইতেছে যে তাঁহার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কেবল পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বদ্ধ, বাকি যাহা কিছু তাহা এ দেশের লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের বন্ধু ঘটনা স্থলে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন। গাঙ্গুলী ভায়ার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই যেখানে আজ পর্য্যন্ত জন্মে নাই সেখানে তাঁহার কিছু না লেখাই ভাল ছিল। তথাপি তাঁহার অসার দীর্ঘ বক্তব্য সুলভের দুর্ল্লভ স্থানে প্রকাশ করা হইত যদি লেখক তাঁহার মনের বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসিত ভাবগুলি পরিত্যাগ করিতে আমাদিগকে অনুমতি দিতেন।

ঢাকার অন্তর্গত মাত্রা নামক কোন এক পল্লীর এক ভদ্রবংশীয় যুবা মদ খাইয়া ঝগড়া করিয়া তাঁহার এক মাতাল বন্ধুর গালে এরূপ বজ্র কামড় মারিয়াছেন যে তাহাতে মাংস উঠিয়া গিয়াছে। বন্ধুর গণ্ডস্থল ভয়ানকরূপে ক্ষত ও স্ফীত হওয়ায় তিনি লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিতেছেন না। পক্ষী অবতারে মাতালেরা আকাশে উড্ডীয়মান হয়েন, এবং বরাহ অবতারে নরদামার ময়লা জলে ও পথের মধ্যে বিরাজ করেন, কিন্তু এটী মাতাল বাবুর কুকুরাবতার। ইঁহার স্বভাব চরিত্র পূর্ব্বে একটু ভাল ছিল। সম্প্রতি কিঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তি হাতে পাইয়াছেন আর কি, সর্ব্বদা মদেই ডুবিয়া থাকেন। এই কৃপাপাত্রদিগের পক্ষে দরিদ্রতাই মঙ্গল।

উক্ত গ্রামের ৪।৫জন গুরু ও পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ৩।৪বৎসর হইতে গোপনে মদ বিক্রয় করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি তাহারা ধরা পড়িয়া বিচারাধীনে আছে, তাহাদের অপরাধও সপ্রমাণ হইয়াছে। শুঁড়ির ব্যবসায়ে কেমন মজা এবার টের পাবেন।

গত ১৬ জুন তারিখে একটী স্ত্রীলোক তাহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যা রেলওয়ের হারদুই নামক এক ষ্টেসনে নামিয়া তাহাদের নিজ গ্রামে যাইবার জন্য এক খানা একা ভাড়া করে। ঐ স্ত্রী এবং কন্যার গায়ে প্রায় ৭।৮ শত টাকার গহনা ছিল। একাওয়ালা তাহাদিগকে লইয়া যাইতে যাইতে রাস্তা ছাড়িয়া এক নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হয় এবং গহনা কাড়িয়া লইতে চাহে, ইহাতে তাহারা আপত্তি করায় ঐ ব্যক্তি স্ত্রীলোক ও বালিকাটীকে একার সঙ্গে বাঁধিয়া গহনাগুলিন কাড়িয়া লইল। শেষ উহাদিগকে মারিবার জন্য এক খানি ছুরি বাহির করিল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ঘটনাক্রমে ছুরি খানি নিকটস্থ তিন ফিট গভীর একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায়। পরে সে যাই ছুরি তুলিতে গিয়াছে, অমনি এক কাল সাপ সেখান হইতে বাহির হইয়া তাহাকে এমনি দংশন করিল যে তাহাতেই তাহার অল্প ক্ষণ পরে মৃত্যু হইল। তদনন্তর নিকটে জন কয়েক লোক দেখিয়া স্ত্রীলোকটী চেঁচাইতে আরম্ভ করায় তাহারা আসিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার করিল এবং থানায় সংবাদ দিল। পুলিস তদারক করিয়া একাওয়ালার কোমরবন্দের মধ্যে সমস্ত গহনা পাইলেন এবং তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। সাপটাকে সেই গর্ত্তের মধ্যে এক খানা পাতর চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রেরিত।

মহাশয়!

আমাদের আফিসে একটা কি কল আনিয়া ফেলিয়াছে দেখিলে ভয় হয়, এইটার নাম

ইংরাজীতে "এরিথমমেটার"। গণক ফরাসিস্ পণ্ডিত এম, টমাস (ডিকলমার) ইহার স্থষ্টি-কর্ত্তা। আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে যাহারা বিলাতী কাগজ দেখিয়া থাকেন তাঁহারা হয়তো জানেন ১৮৫১ সালের মহা প্রদর্শনে এবং ১৮৬২ সালের "ইন্টারন্যাসেনাল" প্রদর্শন ইত্যাদিতে এই ব্যক্তি এই কলের জন্য অনেক প্রশংসা প্রাপ্ত হন। মহাশয়! কলের কথা উল্লেখ করিতেই বলিয়াছি যে দেখিলে ভয় হয়। ভয় হয় কেন আপনি বুঝিতে পারিলেনতো? বোধ হয় না। আপনার পাঠকবর্গের অনেকে হয়তো বুঝিয়াছেন কলে বুঝি কামড়ায়। আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ লোকে হয়তো তত দূর যাইবেন না, এইমাত্র অনুমান করিতে পারেন যে আকৃতিটা হয়তো দেখিতে ভয়ানক। মহাশয়! ইহার কিছুই নয়, এ কল হাতে মারিবার নয়, কিন্তু ভাতে মারিবার কল। বিবেচনা করুন আমাদের দেশে প্রতিবৎসর বিএ, এম এ, এর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু কয় জনের মনে বলেন দেখি ইহা দেখিয়া সুখোদয় হয়? অবশ্য ধনীদের হইতেছে, আপনারা কাগজ লেখেন আপনাদেরও হইতেছে, কিন্তু আমরা গবর্ণমেন্টের গোলামী করিয়া খাই আমাদের চক্ষে কেন উহা সহ্য হইবে? এই বিএ, এম, এর দৌরাত্ম্যেই বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পালাইয়াছি। মহাশয়! এই কলটীও সেইরূপ, দেখিলে যেন চক্ষে শূল বিঁধে; ইচ্ছা হয় ভাঙ্গিয়া ফেলি। আবার ভাবি ভাঙ্গিলেই বা কি হইবে, মানুষতো নয় যে মরিলেই গেল সেইরূপ আর একজন হওয়া দুষ্কর; এই কল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হইবে।

এতক্ষণ কাঁদিলাম কিন্তু কাঁদিবার কারণ কি ভাল করিয়া কেহই বুঝিতে পারিলেন না। আমরা কতকগুল নির্দ্দিষ্ট গদ আছে তদ্দ্বারা জ্যোতিষাদি বিবিধ প্রকার বিজ্ঞান বিষয়ক সত্য সকল গণনা করিয়া থাকি। ঐ যে উপরে কলের নাম লইয়াছি, আমরাও সেই শ্রেণী ভুক্ত; অতএব ইচ্ছা হইলে আমাদিগকে নীচ শ্রেণীর "এরিথমমেটার" ও বলিতে পারেন। তবে এই মাত্র বলি যে এই দোষ আমাদের সম্পূর্ণ নিজের নয়, গবর্ণমেন্টেরও আছে। কেন না ভারতবর্ষে এই একটী মাত্র বিভাগ আছে যাহাতে বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ বিষয়ক আলোচনা হয়, উপযুক্ত হইলেও গবর্ণমেন্ট কোন নেটিভকে তাহাতে নিযুক্ত করেন না। আপনারাতো এত বকিতেছেন, এই বিষয়ে কি গবর্ণমেন্টকে একটু বুঝাইয়া দিতে পারেন না? তাহা না হইলে কলেজে উন্নত শিক্ষা দ্বারা ফল কি? জাগ্রৎ ব্যক্তিকে জাগান সহজ নয়, গবর্ণমেন্ট বিলক্ষণ বুঝেন; অতএব বুঝিয়া যে বুঝেনা তাহাকে কিরূপে বুঝাইতে হইবে আমিতো কিন্তু বুঝি না।

কলটী কেমন তাহা এখন লিখিয়া আমার কাঁদুনী শেষ করি। কলটী যোগ, বিয়োগ, গুণন, বিভাগ, কোন মূলাকর্ষণ ও শক্তিতে উন্নত করণ, বর্গসমীকরণ; তদ্ভিন্ন সামতালিক এবং গৌনিক ত্রিকোণমিতির অঙ্ক কসিতে সক্ষম। তাহাতে ভুল নাই এবং কাহার বাপের সাধ্য যে তাহার সঙ্গে চলিবে। দৃষ্টান্ত বলিতেছি—আটটী সংখ্যা যথা ২৪৫৩৬৭৯৮কে ঐ রূপ আটটী সংখ্যা দ্বারা গুণন করিতে আঠার সেকেণ্ড মাত্র লাগে। ঐরূপ ষোলটীকে আটটী দ্বারা বিভাগ করিতে বিশ সেকেণ্ড এবং ষোলটী সংখ্যার প্রমাণ সহিত বর্গমূল বাহির করিতে দুই মিনিট অপেক্ষা কম সময় লাগে। এখন কে কত ক্ষণে ঐরূপ অঙ্ক কসিতে পারেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখুন। আমরা তুলনা করিয়া দেখিয়াছি, কোন প্রকারেই উহার চতুর্গুণ সময়ের মধ্যেও আমরা পারি না। এবং ইহার ভুল মাত্র নাই, আমাদের ভুল অনেক হয়। এই জন্যই বলিয়াছি মানুষ গণক অপেক্ষা এই কল এক শ্রেণী উচ্চ। এক্ষণে ভাবুক বুঝিয়া লউন, আমরা কেন ঐ কলকে এত ভয় করি। এই কল হাতে মারিতে নয়, আমাদিগকে ভাতে মারিতে আসিয়াছে।

হিমালয় মৈসুরী } শ্রীকালীমোহন ঘোষ
২১শে জুন ১৮৭৩ } মৈসুরী জি,টি,সারবে আফিস

বিজ্ঞাপন।

হাওড়াপুলিস সম্বন্ধীয় একখানি (গ্রেট বার বার সুড়ান) নামক নাটক মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রাপ্য।

সাপ্তাহিক সমাচার।

এই নামের একখানি সম্বাদপত্র, আগামী শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইবে।

এই সম্বাদপত্র কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত-প্রতিপোষক হইবে না। যাঁহারা ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজ ভুক্ত এবং হিন্দুসমাজ পর্য্যুদস্ত করিয়া ভিন্ন জাতীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণে স্পৃহা শূন্য। যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালিরা জাতিগত মহত্ব লাভ করিতে পারিবেন, শুদ্ধ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান এতৎপত্র সম্পাদকদিগের অনুমোদনীয় হইবে।

এই সম্বাদপত্র, বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাত্রেরই বোধগম্য সরল ভাষায় লিখিত হইবে। অকারণে সরলতা সম্পাদন মানসে ইতর ও গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাষার অপকর্ষ সাধন করা এতৎপত্র সম্পাদকদিগের অভিপ্রেত নহে।

এই পত্রে লেখকদিগের সহিত ভিন্ন মতাবলম্বী ভদ্রলোকদিগের গ্লানি ও কুৎসা লিখিত হইবে না। লেখকেরা ভদ্রলোক, সুতরাং ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের প্রতি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন না এই সমীচীন রীতিটী তাঁহাদের জানা আছে।

সংবাদপত্র সুসম্পাদিত ও সুলভ হইলেই সাধারণের আদরণীয় হয় এই বিশ্বাসে এই পত্র প্রকাশকগণ যেমন সুযোগ্য লেখকগণের উপর পত্রসম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তেমনি ইহার মূল্য যতদূর সুলভ হইতে পারে সে পক্ষেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। পত্রখানির অবয়ব একখানি সম্পূর্ণ রয়েল কাগজের চারি পৃষ্ঠা হইবে। মূল্য ষাণ্মাসিক অগ্রিম ১৲ এক টাকা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক অগ্রিম ৩৲ তিন টাকা মাত্র দিতে হইবে।

কলিকাতা } শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং
১১৫, আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট। } সাপ্তাহিক সমাচার
১২ই আষাঢ়। ১২৮০। } প্রকাশক।

বাঙ্গালা শব্দ ও তাহার ধাতু প্রত্যয় সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রএল ৮ পেজী আকারে সপ্তাহে ২ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনামাসুলে ৮০ ফর্ম্মা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫ ফর্ম্মা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে স্বরবর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জনবর্ণ দ চলিতেছে অতি শীঘ্র শেষ হইবে। কোন স্থানে নগদ মূল্য ব্যতীত প্রেরণ করা যাইবেক না।

কলিকাতা জানবাজার } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখো-
ইষ্ট্রিট নং ৩৯ } পাধ্যায় এণ্ড কোং

পোর্ট ব্লেয়ার ডিবিজনের শ্রীযুক্ত একজীকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ২ বৎসরের নিমিত্ত জনেক রাজমিস্ত্রীর আবশ্যক, তিনি সরকার হইতে থাকিবার বাটী প্রাপ্ত হইবেন। যে রাজমিস্ত্রী এই কর্ম্মে উত্তম পারদর্শী ও লোকদিগকে রাজমিস্ত্রীর কার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে এবং বাঙ্গাল ও মান্দ্রাজী ভাষা উত্তম রূপে কহিতে পারক হইবেন, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলে সমস্ত বিষয় বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন। ইতি সন ১৮৭৩ সাল তারিখ ২২ মে।

১৫ নং } একজীকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার
কোম্পানী বারিক } ১ম কলিকাতা ডিবিজান।

৺ কাশীধামে দশশ্বমেধ ঘাটের উপর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরি এণ্ড কোম্পানীর "নিউ মেডিকেল হল" নামক ঔষধালয়ে ইং ঔষধ, ডাক্তারি যন্ত্র, মশা, ছারপোকা, মাছি, ইন্দুরাদি নষ্ট করিবার ঔষধ, দুগ্ধ পরিক্ষক যন্ত্র, ঘড়ি, ছড়ি, টুপি, ছাতা, ব্যাগ, রাইটিং বাকস, ষ্টেসনরি ও সেবিংকেস, বন্দুক, বারুদ, কিরোসিনল্যাম্প প্রভৃতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য জানিতে ইচ্ছা হইলে মাশুল দিয়া (ও জবাব পাইবার জন্য পত্রের ভিতর টিকিট একখানি দিয়া) পত্র লিখিবেন ইতি।

ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ। ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ⁄০ আনা।
১২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

এই পত্রিকাপটলডাঙ্গাগোলদীঘির দক্ষিণ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিতহইল।

যত যাহ লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা ভার ;
জ্ঞানময় চাও যাহা অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। | মূল্য ১ পয়সা।

৩ খণ্ড] কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ২৫শে আষাঢ়, ১২৮০ সাল। Registered No 28 [১৪০ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

গত বৃহস্পতিবারে ছোট লাট সাহেব দারজিলিং হইতে রাজধানীতে উপনীত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি পর্ব্বতের শীতল বায়ু ভক্ষণ করিয়া তিনি কতকটা শারিরীক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকিবেন। এখন একবার বিশেষ মনোযোগের সহিত পুলিস বিভাগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। পুলিস সংশোধন কার্য্য অতিশয় কঠিন অতএব তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না এইরূপ মনে করিয়া যদি সে দিকে অগ্রসর না হন তবে তাঁহার পরাক্রমের মূল্য কমিয়া যাইবে। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে বলিয়াই এই গুরুতর বিষয়ে আমরা অনুরোধ করিতে বাধ্য হইতেছি।

সিরাজগঞ্জ ও পাবনা অঞ্চলের প্রজা বিদ্রোহিতা নিবারণের জন্য লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এক ঘোষণা পত্র বাহির করিয়াছেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই "যে জমিদারগণ অতিরিক্ত কর আদায়ের চেষ্টা করায়, প্রজাগণ দল বদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য হাঙ্গাম করিতেছে, অতএব সাধারণ প্রজার শান্তি রক্ষার নিমিত্ত বিরোধী প্রজাদিগকে ঐ রূপে জমাইতবস্ত হইতে দেওয়া না হয়। এবং জমিদারগণ আইনানুসারে প্রজার কাছে যাহা পাবেন তাহার সুবিচার করা হয়। বিদ্রোহী প্রজাগণ শান্ত ভাবে আপনাদের দুঃখ জানাইলে মনোযোগের সহিত তাহা শুনা যাইবে। কিন্তু তাহারা যদি জমিদারের যথার্থ প্রাপ্য না দিয়া বলে যে আমরা কেবল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা, তাহা গ্রাহ্যযোগ্য হইবে না। এ সম্বন্ধে জমিদারদিগের উপর গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। জমিদারের কৃত রাজবিধি বহির্ভূত কোন অতিরিক্ত দাওয়ার প্রতিবাদ করিবার জন্য সকলে একত্রিত হওয়ার কোন নিষেধ নাই, কিন্তু সে জন্য বহুলোক একত্রিত হইয়া দাঙ্গা করা আইন সংগত নহে। গবর্ণমেন্ট আইনানুসারে জমিদার ও প্রজার যথার্থ স্বত্ব রক্ষা করিবেন।" এই বিদ্রোহিতায় আপাতত অনেক অনিষ্ট হইলেও ইহা দ্বারা একটী বিশেষ উপকার হইবে। অনিয়মিত অবৈধ কার্য্যকে নিয়মিত করিতে হইলে প্রথমে প্রজাগণের মধ্যে শান্তি ভঙ্গ হয় ইহা স্বাভাবিক।

কয়েক মাস পূর্ব্বে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন নীলকুঠিওয়ালা জমিদারের নিকট হইতে প্রতারণাপূর্ব্বক একজন চিতুনী ও কএক জন জুয়াচোর টাকা ফাকি দিয়া লওয়ার কথা যাহা সুলভে লেখা হইয়াছিল, সম্প্রতি মৌলবি আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের নিকট তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। চিতুনীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাবাস আর এক হাজার টাকা জরিমানা, জরিমানা দিতে অক্ষম হইলে আর ছয় মাস মেয়াদ। আর তুলসী দাস দত্ত নামক একজন এই প্রতারণার সহকারী বলিয়া তাহার এক বৎসর মেয়াদ এবং পাঁচ শত টাকা জরিমানা অথবা টাকার পরিবর্ত্তে তিন মাস মেয়াদ। এবং মহিশূরের রাজপরিবারস্থ মহম্মদ ইমাউদ্দিন যাহা ও তাহার একজন চাকরকে জালকরা অপরাধে দ্বায়রা সোপরদ্দ করা হইয়াছে। কালিদাসকে ঐ জরিমানার টাকা আদায় করিয়া দেওয়া হইবে, আর দুই হাজার টাকা পূর্ব্বেই পুলিসের হাতে গচ্ছিত ছিল। চারি হাজার টাকার নোট তাঁহার নিকট হইতে উহারা ফাকি দিয়া লইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার ষোল শত গ্রাহক হইয়াছে। বার্ষিক আয় প্রায় সাড়ে চারি হাজার টাকা, ব্যয় বাদে প্রায় তিন হাজার টাকা লাভ থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষার উপর এখন যে লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহা ইহা দ্বারা কতকটা বুঝা যায়। "বেঙ্গল মেগাজিন" ও মুখুর্য্যের মেগাজিন ইহার কাছে দাঁড়াতেও পারিলেন না।

প্রসিদ্ধ কাব্য নাটক ও পদ্য লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুতে আমাদের দেশের একটী বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ইনি বাঙ্গালা পদ্যের মধ্যে নীর রসপূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়া আপনার নামকে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। মাইকেল যশোহর অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুকালেজে লেখা পড়া শিক্ষা করেন। শেষে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মান্দ্রাজে কিছু দিবস ছিলেন। সেখানে ইংরাজি ভাষায় এক খানি সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন। ইংরাজি তাঁহার খুব ভাল আসিত। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হন। কিন্তু তাহাতে বড় কিছু করিতে না পারিয়া শেষ দশায় অতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। পীড়িত হইয়া উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ বাবুর লাইব্রেরিতে কিছু দিন থাকেন। সেখানে ব্যারাম বৃদ্ধি হইলে আলিপুরের হাঁসপাতালে আসিয়াছিলেন। সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হইল। ইহার তিন দিবস পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর পরলোক হয়। দুইটী নাবালগ পুত্র এবং একটী বিবাহিত কন্যা আছে। মাইকেল নিজ বুদ্ধির দোষে শেষাবস্থায় বড় কষ্ট পাইয়াছেন। এত লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াও ভাল ভাবে মরিতে পারিলেন না। "পপার বেরিয়েল গ্রাউণ্ডে" তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম তাঁহার অসহায় পুত্র দ্বয়ের সাহায্যের জন্য উকীল বারিষ্টারগণ ১২০০ টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন।

ক্রমাগত চারিদিকে পুলিসের অত্যাচারের কথা শুনা যাইতেছে, আমরাও এ সম্বন্ধে অনেক পত্র পাইতেছি, এক্ষণে এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য। এত লেখা হইতেছে তথাপি লেপ্টনেন্ট গবর্ণর কিছুই করিতেছেন না। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কিরূপ মত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন কেহ জানিতে পারিতেছে না। এখন সকল লোকের মন এজন্য মহা বিরক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই সময় সকলে মনোযোগী হইয়া ২।৪ লক্ষ লোকের নাম সহি দিয়া বড় লাট সাহেবের নিকট যদি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহা হইলে কিছু প্রতিবিধান হইতে পারে। তদ্ভিন্ন বৃথা চিৎকার করিলে কিছু হইবে না। "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসেন" যদি অগ্রসর হইয়া নাম সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে অনায়াসে হাজার হাজার লোকের সহি হইয়া যাইতে পারে। কিম্বা কোন একটী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোক যদি এ বিষয়ে চেষ্টা করেন তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। অতএব পুলিসের উপর কমিসন নিযুক্ত করিবার জন্য সকলে কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হউন। বহু সংখ্যক লোকের সহি থাকিলে তাহা সহজে নিস্ফল হইতে পারিবে না। পুলিসের আগা গোড়া সংস্কার করিতে না পারিলে আর আমাদের মঙ্গল নাই। যাহাদের হাতে প্রজাদের ধন প্রাণ মান তাহাদের এত দূর যথেচ্ছাচারিতা আর কি সহ্য করা যায়? এস, সকলে ইহার কোন উপায় কর।

চাকদহের পঞ্চাইতগণ অন্যায়পূর্ব্বক কতকগুলি দুঃখী লোকের উপর চৌকীদারী ট্যাক্স ধার্য্য করার সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তদ্দ্বারা কিছু উপকার হইয়াছে। রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু দীননাথ আঢ্য এক শতের উপর প্রজার ট্যাক্স কমাইয়া দিয়াছেন।

যশোহরের পুলিসঅত্যাচার।

হাওড়া পুলিসের অত্যাচারের ন্যায় ঠিক আর একটী ঘটনা যশোহরে হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে ডেলিনিউসের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে এক জন গ্রাম্য কৃষক ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করে, চৌকীদার থানায় তাহার রিপোর্ট দেয়, পরে আবার অন্য প্রকারের এক রিপোর্ট দেয়। পুলিস ইন্‌স্পেক্টর তদারকে আসিয়া লেখেন যে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী প্যারী বিবি দানেশ নামক এক জনের সহায়তায় তাহার স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছে। সেই অনুসারে দ্বারবার বিচারে ঐ দুই জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল পরে স্ত্রীলোকটীকে ডাক্তার সাহেবের নিকট পরীক্ষার্থে পাঠান হয়। সিভিল সার্জ্জন মেং বাউসার পরীক্ষার সময় স্ত্রীলোকটীর দুই হাতে বন্ধনের দাগ দেখিতে পাইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সে তাহাতে বলে যে আমি আমার স্বামীকে খুন করি নাই, তাহার সঙ্গে আমি সুখে ছিলাম, তাহাকে মারিবার আমার কোন কারণ ছিল না। স্ত্রীলোকটী দেখিতে নির্ব্বোধ, কদাকার, ৪।৫ ছেলের মাতা। ওলাউঠায় তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে দুই জন লোক সঙ্গে করিয়া ইনস্পেক্টর তদারক করিতে আসিলেন। তিনি স্ত্রীলোকটীর সত্য কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে বাধ্য করিতে লাগিলেন যে তুই বল, তোর স্বামীকে তুই বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিস্। শেষ যেমন রীতি আছে, দুই জন লোক গোপনে লইয়া গিয়া হাতে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে কড়ি কাঠে ঝুলাইয়া দিল; এবং তাহার চক্ষে ও অকথ্য স্থানে লঙ্কার ঝাল দিতে লাগিল। এইরূপে অনেক কষ্ট দিয়া তাহা দ্বারা মিথ্যা কথা স্বীকার করান হয়। পুলিস তাহাকে বলেন জজ মাজিষ্ট্রেট সকলের কাছেই এই কথা তোকে বলিতে হইবে। তাহার কল্পিত সহকারী দানেশের প্রতিও ঐরূপ করা হয়। বলপূর্ব্বক তাহাদের মুখ হইতে মিথ্যা কথা বাহির করিয়া লইয়া ইনস্পেক্টর রিপোর্ট করেন।

জেলের ১৭ টী স্ত্রীলোক কয়েদীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও বলিল যে প্রথম হইতেই উহার হাতে আমরা দাগ দেখিয়াছি। পুলিসের রিপোর্টে লেখা থাকে যে "একোনাইট" নামক বিষ দ্বারা সে ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু মৃত দেহ পরিক্ষার দ্বারা তাহা প্রমাণ হয় নাই, বরং ওলাউঠায় মরা এক প্রকার প্রমাণিত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট এই সংবাদ পাইয়া জজকে বারণ করিয়া পাঠান যেন কাগজ পত্র এখন হাইকোর্টে না পাঠান হয়। পরে তিনি ডাক্তারের জবানবন্দী লইয়া এবং স্বচক্ষে হাতের দাগ দেখিয়া জজের দ্বারা কাগজ পত্র সকল হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন। জজ সাহেব অনুরোধ করিয়াছেন যে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অপরাধী দ্বয়কে যেন চির জীবনের জন্য দ্বীপান্তর বাসের অনুমতি দেওয়া হয়। এই স্থানটীতে কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। নির্দ্দোষীকে যদি দ্বীপান্তরে চিরদিনের জন্য পাঠান হয় তবে প্রাণদণ্ডের আর তাহার বাকি কি থাকিল? এরূপ অনুরোধ এবং নিরপরাধ যদি সত্য হয় তবে পুলিস এবং জজ উভয়কেই অতি আশ্চর্য্য জীব বলিতে হইবে।

কেরাণী এবং রাজপথ।

মানুষ বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়া পাগল হইয়াছিল, এত দিনের পর বৃষ্টি পড়িল। ইহা অপেক্ষা অধিক পড়িলে, আমরাও সন্তুষ্ট হই, চাষারাও সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু কলিকাতার কেরাণী বাবুরা সন্তুষ্ট হয়েন কি না তাহাতে সন্দেহ। যদি বল কেন? তাহার উত্তর দিতেছি। মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহে আমাদিগের সহরের রাস্তা গুলি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। দুই দিকে ফুট পাথ (চলিবার পথ) মধ্যস্থলে গাড়ী যাইবার রাস্তা। ফুট পাথের মধ্যে কোথাও পচা আম বিক্রয় হইতেছে, পাড়ার যত ছেলে চাকরাণী এবং দুই এক জন পথের লোক আঁম বাঁধিয়া আমওয়ালা কি আমওয়ালীকে ঘেরিয়াছে। কেহ আম টিপিতেছে, কেহ খাইতেছে, কেহ খোসা ছাড়াইতেছে, কেহ ঝগড়া করিতেছে। পাহারাওয়ালা ভায়াও দুই একটা চ্যুত ফলের লোভে পূজাবাড়ির কুকুরের ন্যায় এ দিকে ও দিকে ফিরিতেছেন। নিতান্ত চক্ষু লজ্জাটা ত্যাগ করিয়া কাড়িয়া লইতে পারেন না, কি জানি 'সুলভে' আবার যদি লিখিয়া দেয়। কেরাণী মহাশয় এ সব দেখিয়া শুনিয়া ভিড়ের মধ্য দিয়া ফুটপাথে চলিতে পারেন না। কারণ চাপকানে কেহ যদি আমের রস লাগাইয়া দেয়, কি গায়ে গা ঘসিয়া দেয়। শনিবার অবধি কুঠির শুট্‌টী চালাইতে হইবে, এত শীঘ্র ময়লা হইলে চলিবে কেন? সুতরাং তিনি ফুট পাথ হইতে গাড়ীর পথে নামেন। ফুট পাথের পার্শ্বে অনেক লোকের ঘরও আছে, ইহারা প্রায়ই হিন্দুস্থানী। কোথাও বা এই সকল আর্য্য সন্তান বন্ধু বান্ধব লইয়া ফুট পাথের উপর তমাক্ খাইতেছেন ও নানা সরস প্রেমালাপ করিতেছেন; কোথাও পঞ্চায়েতে প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দুসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন; কোথাও বা নেকড়া পাতিয়া বসিয়া সঙ্গীত লহরীতে পল্লীকে প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রেয়সীগণ কোন স্থানে পেঁয়াজ ছাড়াইতেছেন, কোথাও মোচা কুটিতেছেন, কোথাও ছেঁড়া মাদুরে ছেলে শুয়াইয়া রাখিয়াছেন। ফুট পাথের কোন স্থানে মুরগী চরিতেছে, কোন স্থানে কুকুর শয়ন করিয়া আছে, কোন স্থানে বিড়াল মেও মেও করিয়া পাহারা দিতেছে, কোন স্থানে বালক বালিকারা মলত্যাগ করিতেছে, এই প্রকার নানাবিধ পারিবারিক সুখের চিহ্নে এই সকল ফুট পাথ প্লাবিত। সুতরাং দেখিয়া শুনিয়া কেরাণী মহাশয়কে নিচে নামিয়া গাড়ীর পথ দিয়া চলিতে হয়। কি জানি পঞ্চায়েৎ কি সঙ্গীত ভঙ্গ করিলে যদি হিন্দুস্থানীগণ ধরিয়া ঠেঙ্গাইয়া দেয়, যদি তাহাদের প্রণয়িনীগণ অঙ্গে আঁস জল ছড়াইয়া দেয়, যদি কুকুর কামড়াইয়া দেয়, মুরগী গায়ে আসিয়া পড়ে? কি জানি যদি ছেলে মাড়াইয়া ফেলেন, কি অপর কিছু মাড়াইয়া সন্ধ্যার সময় স্নান করিয়া মরিতে হয়? সুতরাং তিনি গাড়ীর পথে চলেন! এতদ্ব্যতীত ফুট পাথের পার্শ্বে যাহাদিগের দোকান তাহারা স্থান বিশেষে নানা বস্তু ঐ পথে বাহির করিয়া রাখে। সে জন্যও ফুট পাথে চলা কঠিন। বাস্তবিক বাঙ্গালী টোলার মধ্যে অনেক সময় ফুট পাথ অপেক্ষা সাধারণ পথে চলা ভাল। কিন্তু এখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কেরাণী মহাশয় কি বিবেচনা করিতেছেন? পথের চেহারা কেমন? যাই এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল, যাই দুই চারি খানা গাড়ী চলিয়া গেল, অমনি সর্ব্বনাশ। ফুট পাথ দিয়া চলা দায়, আর সাধারণ পথের কথা কি বলিব? সন্ধ্যা হইয়াছে, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কেরাণী মহাশয় সমস্ত দিন সাহেবের মধুমাখা ব্যবহারে হাড় ভাজা ভাজা হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেছেন [illegible] পাতে আধ হাঁড়ি দধি ঢালিয়া দিলে যেমন

হয়, পথের অবস্থা তেমনি হইয়াছে। আবার ফুট পাথও অসমতল এবং পিছল। কেরাণী মহাশয় চাপকানের লাজ গুটাইয়া কোমর বাঁধিয়াছেন, এক ছাতির মধ্যে জন দুই তিন আসিতেছেন ধ্য এক জনের চরণে বিচিত্র চটীর আর সকলের আপাদ মস্তক কর্দ্দমে ভত হইয়াছে। মাঝে মাঝে পালকী আসিয়া "যাও যাও" করিতেছে, জন বলবান্ হিন্দুস্থানী অঙ্গে ধাক্কা ল 'হারে তু আন্ধা হো কেয়া" বলিতেছে; থান গাড়ী হঠাৎ আসিয়া এমনি কাদা করিতেছে যে চাপকানের মাথা একব ইতেছে। পথে একবারে কাদায় ঢালা কেরাণী ভায়ার দেখিয়া চক্ষে জল আসে, মনে করেন, "পৃথিবী দু ফাক্ হয় তো তার মধ্যে প্রবেশ করি" তাহাতে আবার আজ কাল ড্রেনেজের হেঙ্গাম, পথের দশা আরও চমৎকার হইয়াছে। যে রাস্তায় কোন কালে কর্দ্দম হইত না সেখানেও নন্দোৎসব, আর যে খানে কাদা হইত সেখানকার তো কথায় কাজ নাই। যেখানে ড্রেনেজ শেষ হইয়াছে, সেখানে জলের নল খারাপ হইয়াছে, সেই জন্য খুঁড়িতে হইবে। যেখানে ঐ দুই ভাল আছে, সেখানে গ্যাসের গোলযোগ হইয়াছে। গ্যাস কোম্পানীর উড়িগারা উড়িগাকৃতি ফিরিঙ্গীর সঙ্গে গদাই নস্কোরি চালে রাস্তা খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। কত দিনে যে কার্য্য শেষ হইবে ভাবিয়া উঠা যায় না। কেরাণী মহাশয়ের যে প্রাণান্ত হয় কেউ ভ্রুক্ষেপও করে না। ড্রেনেজ গ্যাস জলের কলে সহরের অনেক উপকার করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু বিধিমতে বাঙ্গালী টোলাতে পথ চলিবার যে কি দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, যাহারা পদব্রজে পথ চলে তাহারাই জানে, একটা স্থান না একটা স্থান খুঁড়িয়া রাখিয়াছে। মিউনিসিপালিটীর প্রতি আমাদের নিবেদন যে এই বর্ষাকালে সামান্য পথিক ভদ্রলোকদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া যাহাতে পথের দৌরাত্ম্য গুলা একটু কমে তার উপায় করুন। একান্ত পক্ষে ফুটপাথের প্রতিবন্ধকতা ও অত্যাচার নিবারণ করিয়া সুলভের পাঠক ও সম্পাদককে চির উপকৃত করুন।

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিয়োগে বাগ্দেবীর খেদ।

কে আজি হরিল হায়! বঙ্গ কবি কুল
শীরোমনি, সেই, কবি শ্রীমধুসূদনে,
যার কাব্য মালা (সুচারু হইতে চারু)
পরিতাম সপুলকে, আমি নিশি দিন
কণ্ঠ হতে উন্মোচিয়া, (পুরাতন বলি)
ভারত প্রদত্ত কাব্য দাম মনোহর।

কে আর আমার লাগি করিবে সঞ্চয়
সুযতনে, ইউরোপ আয়াসে ভ্রমিয়া,
দুর্ল্লভ রতন রাজি, কে আর এখন
"রচিবে সে মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"
তোমার বিয়োগে, আমি অতীব কাতর।

ওরে রে নির্দ্দয় কাল, নার কি সহিতে
অভাগিনীর, সন্তান গৌরব তুমি কভু,
হরিলি দ্বারিকানাথে, (সুধী রঞ্জন প্রণেতা।)
তুইরে অকালে কুলাধম,
পুন তুই হরিলি সুদনে!!
এ শোকে যদি না মরি পালিব হৃদয়ে,
ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনা মেঘনাথ বধে।

সত্য এ অনিত্যধাম করি পরিত্যাগ,
নিবাসিলে নিত্যধামে, জন্ম জরাহীন;
কিন্তু কি আমার স্নেহ পারিবে ভুলিতে
ক্ষণ কাল? বঙ্গবাসিগণের প্রণয়
হবে না কি মনে কভু? যদি হয় মনে,
দুঃখিত হওনা বাছা সেই সুখধামে।

যাহারা তোমার সহ কথার আলাপে
উৎফুল্ল উৎপল নিভ হাসিত আনন্দে,
অনুক্ষণ, তারা আজি, বিষন্ন বদনে
ফেলিছে আঁখির নীর, দেখিলে আমার
হৃদয় বিদীর্ণ হয় বলবতী শোকে।
তোমারে দেখিতে আর হবে না এ সব।

সকলেরি এই গতি ভাবিয়া অন্তরে,
শোক সম্বরণ করি; ভক্তি সহ ডাকি,
বিভু বিশ্বাধারে, যেন তিনি কৃপা করি, তব,
বিগত আত্মার প্রতি করেন করুণা।
কাঁদিতাম অহরহ জানিতাম যদি,
কাঁদিলে তোমারে আমি পাব পুনরায়।

প্রেরিত।

নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা।

মহাশয়! পল্লীগ্রামের গরিব ও চাষাভুষদিগের সন্তানেরা যাহাতে লেখাপড়া শিখিতে পারে এজন্য ছোট লাটসাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া গ্রামে গ্রামে গুরুট্রেনিং পাঠশালা স্থাপিত করিতেছেন তাহা অনেকেই জানেন। প্রায় সকল পল্লিতেই এইরূপ এক একটী পাঠশালা হইতেছে। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল সমুদ্রগোড় নামক একটী হতভাগ্য গ্রাম আছে,—গ্রামটীতে যে নিতান্ত ছোট লোকেরই বসতি এরূপ নহে; ইহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বৈদ্য প্রভৃতি গরিব ভদ্রলোকও আছেন—কিন্তু ইঁহাদের সন্তানদিগের সামান্যরূপ শিক্ষা হয় তথায় এরূপ একটী বিদ্যালয়ও নাই; এবং অর্থাভাবে ইহার কোন চেষ্টা করিতেও পারেন না। যদিও দুই একটী নির্ধনের এক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ ধন হইয়াছে বটে, তথাপি তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ কৃপণতা ও মূর্খতার জন্য এক পয়সাও ছাড়িতে পারেন না; এমন লোক থাকায় না থাকায় সমান। যাহা হউক, ছোট লাটসাহেবের কৃপায় যেমন অন্যান্য সকল গ্রামেই এইরূপ পাঠশালা হইতেছে, আমাদের এ হতভাগ্য সমুদ্রগোড় গ্রামের বালকদিগের জন্য যদি এইরূপ একটা পাঠশালার বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দ্বারা এই নিরুপায় বালকদিগের জীবনের কিঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ হয়। ইতি।

১০ই আষাঢ় ১২৮০
পোষ্টাফিস জাহান্নগর
সমুদ্রগোড়

একান্ত বশম্বদ
শ্রীম, না, সা, এবং
শ্রীহ, না, সা,।

সংবাদ।

কলিকাতা হইতে যাঁহারা ঢাকানগরে অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন, তথাকার সংবাদপত্র সকল তাঁহাদিগকে অতিশয় নিন্দা করিতেছেন। নাটকওয়ালারা সেখানে ৩।৪ শত টাকা ধার করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। পাওনাদারেরা তাঁহাদের ডেরাডাণ্ডা সকল আটকাইয়া রাখিয়াছে। ঢাকাপ্রকাশ বলেন এইরূপ আচরণ দেখিয়া সে দেশের লোক কলিকাতার লোকদিগকে বোম্বেটে জুয়াচোর বলে।

পিপলসফ্রেণ্ড পুরী হইতে একজন তথাকার স্ত্রীলোক যাত্রীদিগের উপর ভয়ানক একটী অত্যাচারের কথা লিখিয়াছেন। একজন ষণ্ডা একটী স্ত্রীলোকের সতীত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে এবং বাবু কেদারনাথ দত্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই মাস মেয়াদ হইয়াছে। যুবতী যাত্রীদিগকে অরক্ষিত অবস্থায় তীর্থে পাঠান উচিত নহে। পথে ঘাটে বাজারে তাহাদের ভদ্রতা রক্ষা পায় না।

ঢাকাজেলার অধীন কাছারি কাওরিয়াপাড়ার দেওয়ান সাহেবের কোন আমলা লিখিয়াছেন গত বৈশাখ মাস হইতে মহেশ্বরদী পরগণার ভিতর হইতে ১৫।১৬টী স্ত্রীলোক চুরি গিয়াছে। ইহার মধ্যে একটী ভদ্রজাতীয় স্ত্রীলোকও আছে। উক্ত দেওয়ান সাহেবের কোন প্রজার ১১।১২ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকাকে একজন চুরি করিয়া তাহাকে নটী বানানের জন্য বাজারে এক নটীর ঘরে লুকাইয়া রাখে; পুলিসের অনুসন্ধানে ঐ নটী এবং চোর ধরা পড়িয়া জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। নটীদের সংখ্যা এইরূপেই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বঙ্গদর্শনের দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন পাঠ করিয়া বাগবাজারবাসী হারাধন গঙ্গোপাধ্যায় নামক একজন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলেন এরূপ আইন প্রচলিত হইলে স্ত্রীলোকের বড় আধিপত্য হইবে। ইনি গম্ভীর ভাবে পত্র খানি লিখিয়া অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে মনোযোগ করিতে বলিয়াছেন। হারাধন তবে বুঝি সত্যযুগের লোক হইবেন। যাহউক তিনি এজন্য ভয় করিবেন না। উক্ত আইন প্রচলিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে। যদি ইহা প্রচলিত হয় তবে "পারমিসিভ" হইবে, অর্থাৎ হারাধন ইচ্ছা করিলে উক্ত আইনের অধীন নাও হইতে পারেন।

বারুইপুরের জমিদার বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী রাজপুর গ্রামে আর একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে গত জুন মাসে তিন শত রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। গবর্ণ-

মেন্টের সাহায্য পাইলে চিকিৎসালয়টী স্থায়ী হইতে পারে।

মুসলমানদিগের মধ্যে সুরাপান নিষেধ হইবার কারণ কি? একবার মহম্মদ কোথায় যাইতে ছিলেন, যাইতে পথে এক স্থানে দেখিলেন যে একটা বিবাহ উপলক্ষে কতকগুলি লোক মদ্যপান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। পর দিবস যখন তিনি ফিরিয়া আসেন, তখন দেখিলেন যে সেই স্থান রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল কল্য যাহারা বিবাহে আসিয়াছিল তাহারা অতিরিক্ত মদ্যপানে মত্ত হইয়া পরস্পরে বিবাদ করিয়া রক্তপাত করিয়াছে। সেইদিন হইতে মহম্মদ কোরাণে মদ্যপান নিষেধ লিখিয়া তাহা প্রচার করেন। মহম্মদ এই কাজটী করিয়া বড় উপকার করিয়া গিয়াছেন।

দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে কোন অত্যাচারী পুলিস একজন চৌকীদারের নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লওয়ার জন্য যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়াছে। চৌকীদার এবং তাহার যুবতী পুত্র-বধূকে বিবস্ত্র করিয়া দুই জনকে একত্রে বাঁধিয়া রাখে। মূর্খ লোকের হাতে প্রভুত্ব থাকিলে তাহার এইরূপই ব্যবহার হইয়া থাকে। কত প্রকারে যে ইহারা লোককে ক্লেশ দেয় তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। শুনা গিয়াছে হাত পা বাঁধিয়া নাভির উপর ঘুরঘুরে পোকা বসাইয়া দেয়। ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য ঐ পোকা যত চেষ্টা করে আর কষ্টে প্রাণ বিয়োগ হইতে থাকে।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বুঝিবার জন্য বিলাতে যে সভা হইয়াছে তাহাতে এ দেশীয় প্রজাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য গবর্ণমেন্ট সকলকে আহ্বান্ করিয়াছেন। বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ বাবুগণ সমাজ-চ্যুত হইবার ভয়ে কেহ ইহাতে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এরূপ অবস্থায় লাহোরবাসী আমাদের পরমবন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র রায় আপনার নাম পাঠাইয়া দিয়া এ দেশের লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি ইরিগেসেন বিভাগের ব্যয়ের সাক্ষ্য দান করিবেন।

জেলা নদীয়ার অধীন ধোঁড়াদহ নামক একটী ভদ্র পল্লিতে অগ্নি লাগিয়া প্রায় অনেক বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে বহু সংখ্যক দুঃখী প্রজা একবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম উক্ত গ্রামের জমিদার বাবু শ্রীরাম চৌধুরী গরিবদের গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। এ প্রকার সৎ কার্য্যের দ্বারা জমিদার দের পুণ্য হউক না হউক,পুরাতন পাপের অনেক প্রায়শ্চিত্ত হয়। যাহা হউক শ্রীরাম বাবু এ জন্য ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণ হইতে রবিবারের দিবস যে "মিরার" বাহির হইবে তাহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রাত্যহিক "মিরার" লইতে যাঁহারা অক্ষম তাঁহারা কেবল রবিবারের মিরারের গ্রাহক হইতে পারেন। মূল্য পাঁচ টাকা, বিদেশের গ্রাহকদিগকে ডাক মাসুল দিতে হইবে। ইহার আকার পূর্ব্বেকার সাপ্তাহিক মিরারের ন্যায়, কেবল ফরমায় তাহা অপেক্ষা কম। ইহাতে ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রস্তাব বাহুল্য রূপে থাকিবে। ধর্ম্মার্থীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা ভার ;
জ্ঞানধন চাও যাহা অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা।

মূল্য ১ পয়সা।

[৩ খণ্ড কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ১লা শ্রাবণ, ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৪১ সংখ্যা

বিগত সপ্তাহ।

—•◎•—

লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের ঘোষণা পত্র বাহির হওয়াতে এবং স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট বিবাদ স্থলে উপস্থিত থাকাতে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহিতা প্রায় কমিয়া আসিয়াছে। কতকগুলিকে ধরিয়া জেলে পাঠান হইয়াছে। লুটের মালও অনেক বাহির হইয়াছে। এক দল পুলিস সৈন্য এ জন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে। জমিদারগণ এখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শুনা গেল এই গোলযোগ শ্রবণে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিতেছেন। এবার বোধ হয় ঐ অঞ্চলের জমিদার মহাশয়দিগের কিছু বিশেষ শিক্ষা লাভ হইবে। যাহা হউক, গবর্ণমেন্ট যেন প্রজাদের দুঃখে কর্ণপাত করেন। তাহারা বিদ্রোহী হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গাম করিয়াছে এবং তজ্জন্য সাধারণ প্রজাদিগের অনেক ক্লেশ ও ক্ষতিও হইয়াছে, ইহাতে তাহারা অপরাধী সন্দেহ নাই, কিন্তু কি জন্য এরূপ হইল, প্রজার প্রতি কোন অসহ্য পীড়ন হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে যেন অনুসন্ধান করা হয়। অবশ্যই তাহাদের দৌরাত্ম্য করিবার কোন গূঢ় কারণ আছে। এ প্রকার না হইলেও কিন্তু জমিদারদিগের চৈতন্যোদয় হইবে না, এবং প্রজাসাধারণের দুঃখও ঘুচিবে না।

—

খিদিরপুর ডকইয়াডের মিস্ত্রী লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের নিকট এক দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। ক্রমে ইহারাও ইংলণ্ডের শ্রমজিবী লোকদিগের মত চতুর ও সাহসী হইয়া উঠিবে এই তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ।

—

ছোট নাগপুর অঞ্চলস্থ আমাদের কোন বন্ধু শিক্ষাবিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, নূতন পাঠশালা সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন।

"ছোট লাট সাহেবের পাঠশালা লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। এ জেলায় এই সকল পাঠশালার দ্বারা অতিশয় উপকার হইবে। পূর্ব্বে এখানে গুরুমহাশয়েরা ।০, ।√০ আনা করিয়া মাসিক প্রতি বালকের স্থানে পাইলে তবে তাহাকে পড়াইত। এক্ষণে সরকার হইতে মাসিক ৩। ৪ টাকা বেতন পাওয়ায় আধ আনা এক আনা লইয়া পড়াইতেছে। পূর্ব্বে এ দেশের পল্লিগ্রামস্থ দুঃখী লোকেরা এত অধিক পয়সা খরচ করিয়া কেহই আপনার সন্তানদিগকে পড়াইতে পারিত না, এক্ষণে বেতন সুলভ হওয়াতে সকলেই পড়িতে দিতেছে। অধিকাংশ পাঠশালাতেই ৩৫ জন হইতে ৬০ জন অবধি দরিদ্র প্রজার বালকেরা পড়িতেছে। পাঠশালার শিক্ষকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এখানে একটী ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এখানে পর্য্যায়ক্রমে কতক গুলিন করিয়া পাঠশালার শিক্ষকদিগকে আনিয়া পড়ান হয়।"

—

ইং ১৮৭২ সালের কলিকাতা পুলিসের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় এক বৎসরের মধ্যে ৯,০০৫ জন দণ্ডিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৬,৮১৯ জন ছিল। ১,১২,৪৭৩ টাকার সম্পত্তি চুরি যায়, ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ১,৪৫, ৭৭০ টাকা ছিল। ৪৪,৩৬৫ টাকার চোরামাল ধরা পড়িয়াছে, ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৩৩,৩০০ টাকার চোরামাল পাওয়া গিয়াছিল। ১৩৩ জন হাইকোর্টে সোপরদ্দ হয় তাহার মধ্যে ১০১ জন দণ্ড পাইয়াছে। অপরাধীদিগের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান দ্বিগুণ। কোন খুনি মকদ্দমা হয় নাই, কিন্তু সুবার্ব্বতে ৫ টী হইয়াছিল। টাউন ও তাহার বাহিরে ৩২ টী আত্মহত্যা হয়। ওয়াকোপ সাহেব বলিয়াছেন বাঙ্গালীদের মত চালাক সহিষ্ণু "ডিটেক্টিভ" কেহ নাই। হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল ১,০৭৬ জন, বাঙ্গালী ১৩১। পূর্ব্ব বাঙ্গালাবাসী মুসলমান কনষ্টেবলেরা বেশ কাজের লোক। ওয়াকোপ সাহেব বলেন নেটিভ পুলিসের এক দোষ এই মারপিট করিয়া বড় ঘুষ লয়। তিনি বলেন পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় নগরের তুলনায় এখানে ভয়ানক দোষযুক্ত মকদ্দমা কম। ১৮৭২ সালে খুনি মকদ্দমা হয় নাই বলা হইল, কিন্তু চিফ্ জাষ্টিস নর্ম্যান সাহেবের মৃত্যুর কথা কোথা গেল ?

—

ঢাকা নগরে একটী বাঙ্গালা মেডিকেল স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সে দেশের ভদ্র ব্যক্তিগণ অনেক দিন অবধি চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি "ঢাকা পিপলস এসোসিয়েসেনের" সভ্যগণ এজন্য লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি আবার এ বিষয়ে মেডিকেল বোর্ডের মত জানিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পরিষ্কার উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা ক্লাসে যত ছাত্র আছে তাহার মধ্যে পূর্ব্ব বাঙ্গালারই অধিকাংশ। অতএব ঢাকায় একটী মেডিকেল স্কুল হইলে ঐ সকল ছাত্রদের অনেক সুবিধা হয়। সমস্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালার ছাত্রগণ সেই স্কুলে অনায়াসে অল্প ব্যয়ে পড়িতে পারিবে। আমরা ভরসা করি লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ইহাতে সম্মতি দান করিবেন।

—

লক্ষ্নৌ নগরের কোন সংবাদপত্রে একটা নর ব্যাঘ্রের কথা লিখিত হইয়াছে। একটী বালক—এক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম বার বৎসর, যখন সে ছোট ছিল তখন নেকড়ে বাঘে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। সেই অবধি সে জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্র পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার পিতা মাতা কি রূপে তাহার দেখা পাইয়া

চিনিতে পারিয়া ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার বড় বড় চুল, প্রথমে সে চারি হাত পায়ে চলিত, এক্ষণে দুই পায়ে চলে। কেহ কাছে গেলে তাহাকে সে কামড়াইতে আসে, কাঁচা মাংস নখে চিরিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভোজন করে, শরীরে মেলা আঁচড় পাঁচড়ের দাগ, কাহারও কথা বুঝিতে পারে না, একটা কথা কহিতেও পারে না, রাত্রিকালে তাহার পিতা মাতাকে কামড়াইতে যাইত, এই জন্য তাহারা তাহাকে পাগলা গারদে ডাক্তার সাহেবের হস্তে সমর্পন করিয়াছে। কেহ তাহার অঙ্গ যদি স্পর্শ করিতে যায়, অমনি তাহাকে বাঘের মত ধরিতে আসে।

জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টরী আইন

প্রতি বৎসর কত লোক জন্মগ্রহণ করে এবং কত ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা ঠিক করিবার জন্য ইং ১৮৭৩ সালের ২৫ শে জুন হইতে গবর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এই নূতন রাজবিধি প্রচার করিয়াছেন। ইহার নাম ১৮৭৩ সালের ৪ আইন।

১। কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কোন বিশেষ স্থানে কোন্ দিবস হইতে জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টরির কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহা লেপ্টনেন্ট গবর্ণর গেজেটে বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ দ্বারা সকলকে জানাইতে পারিবেন। যে দিন এইরূপে সীমা এবং স্থান নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইবে, সেই অবধি এই আইন উক্ত সীমার সর্ব্ব স্থানে প্রচলিত হইবে।

২। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এজন্য যে বিশেষ সীমার মধ্যে যত পল্লী একত্রিত করা উচিত মনে করেন, সেই সীমায় তত পল্লী একত্রিত করিয়া এক একটী বিভাগ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এবং প্রত্যেক বিভাগে জন্ম কিম্বা মৃত্যু, অথবা উভয় কার্য্য রেজিষ্টরী করিবার জন্য এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এবং উপযুক্ত কারণ থাকিলে তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অবসর দিতে অর্থাৎ তাড়াইতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্ত স্থানের রেজিষ্ট্রারদিগের নামের, কর্ম্ম স্থানের, এবং কার্য্যের সময়ের এক নির্ঘণ্ট পত্র প্রকাশ করিবেন।

৩। প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার তাঁহার নিয়োগ পত্রানুসারে আপনার নাম, জন্ম কিম্বা মৃত্যু অথবা উভয় কার্য্য রেজিষ্টরির সময় স্বীয় স্বীয় কার্য্যালয়ের দ্বার দেশে অথবা নিকটস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে লিখিয়া রাখিবেন।

৪। এই কার্য্যের জন্য যত খানি বহির প্রয়োজন হইবে তাহা লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের আদেশ মতে মাজিষ্ট্রেট দিবেন। উক্ত বহির প্রত্যেক পাতে পত্রাঙ্ক দেওয়া থাকিবে, এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে নম্বর থাকিবে তাহার নীচে নীচে পৃথক্ রূপে জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টরী করিতে হইবে। এক একটী লিখিয়া আবার তাহার তলায় কশী টানিতে হইবে।

৫। প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার সতর্কতাপূর্ব্বক আপনাপন অধিকারস্থ জন্ম মৃত্যুর সন্ধান লইয়া পূর্ব্ব ধারার মর্ম্মানুসারে ত্বরায় রেজিষ্টরী করিবেন, কিন্তু ইহার নিমিত্ত কোন প্রকার ফিঃ কিম্বা পুরস্কার লইবেন না।

৬। এই আইন যে যে স্থানে যখন প্রচলিত হইবে তথাকার চৌকীদারগণ কিম্বা তৎ সদৃশ ব্যক্তিগণের প্রতি তখন এই আদেশ হইবে যে তাহারা আপনাপন সীমার জন্ম মৃত্যুর সংবাদ নিয়মিত সময়ে রেজিষ্ট্রারকে দেয়। যাহার বাটীতে জন্ম কি মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে তাহার দ্বারা রেজিষ্টরির প্রয়োজনীয় বিবরণ চৌকীদার কিম্বা তৎ সদৃশ ব্যক্তি লেখাইয়া লইবে, তাহা না পারিলে বাচনিক বিবরণ লইয়া রেজিষ্ট্রারকে জানাইবে। ইহার অন্যথা হইলে তাহার দুই টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে।

৭। শিশুর জন্মের পর আট দিনের মধ্যে তাহার পিতা কি মাতা নিজে গিয়া, কিম্বা পত্র লিখিয়া, অথবা চৌকীদারের দ্বারা আপনাদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে রেজিষ্ট্রারকে সংবাদ দিবে। পিতা মাতার অবর্ত্তমানে ধাইয়ের দ্বারা এ সংবাদ প্রেরিত হইতে পারিবে। এই ধারা মতে যে যে ব্যক্তির সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য তিনি তাহাতে অবহেলা করিলে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন। কিন্তু সে অপরাধে কেবল এক ব্যক্তিরই দণ্ড হইবে।

৮। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর আট দিনের মধ্যে তাহার নিকটস্থ আত্মীয়দিগকে অথবা মৃত্যু কালে যাহারা সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে তাহাদিগকে ৬ ধারার লিখিত নিয়মানুসারে রেজিষ্ট্রারকে সংবাদ দিতে হইবে। যদি মৃত ব্যক্তির আত্মীয় কেহ না থাকে তবে যে গৃহে তাহার মৃত্যু হইল সেই গৃহবাসী প্রজা কিম্বা আর যে কেহ সেখানে থাকে সেই এ সংবাদ দিবে। স্ত্রীলোক মরিলে তাহার নাম জানাইতে কেহ বাধ্য নহেন। এই ধারামতে যাহার সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য সে না দিলে তাহার পাঁচ টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু কেবল এক জনেরই হইবে।

৯। কোন রেজিষ্ট্রার স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে কিম্বা তজ্জন্য তাহার নিকট ফিঃ অথবা পারিতোষিক চাহিলে কিম্বা তাহা গ্রহণ করিলে—যতবার তিনি এ নিমিত্ত রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবেন কিম্বা তাচ্ছিল্য করিবেন, ততবার তাঁহার পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা হইবে।

১০। জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন মিথ্যা বিবরণ কেহ যদি রেজিষ্ট্রারকে অবগত করেন, তাহা হইলে তাঁহারও পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে।

১১। যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটীর আইন প্রচলিত আছে তথাকার মিউনিসিপালিটীর কমিসনরগণ ইহার জন্য বিশেষ সভা ডাকিয়া যদি ইহা স্থির করেন যে এই আইন তাঁহাদের অধিকার মধ্যে প্রচলিত হইবে তবে তাহা করিতে পারিবেন। যে দিন ইহা স্থির হইবে, সেই দিন হইতে কমিসনরগণ উপযুক্ত সংখ্যক রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিতে ও তাহার আবশ্যক ব্যয় মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে দিতে পারিবেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের এ সম্বন্ধে যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহা ঠিক থাকিবে। এই আইনই সেখানে প্রচলিত এরূপ মনে করিতে হইবে।

১২। এই আইনে জেলার মাজিষ্ট্রেটের হস্তে যে ক্ষমতা দেওয়া হইল তদনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য তিনি তাঁহার সহকারী বা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণের হাতেও সে ক্ষমতা দিতে পারেন।

সরলতার পুরস্কার।

আরল ফিট্জ্ উইলিয়ম নামে বিলাতের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বনে সর্ব্বদাই শিকার করিতে যাইতেন। বনের পাশে এক চাষার ক্ষেত ছিল তাহার উপর দিয়া সাহেবের ঘোড়া ও কুকুর সকল বারম্বার দৌড়াদৌড়ি করিয়া ক্ষেতের সম্পূর্ণ অপচয় করিত। চাষা দুঃখিত ভাবে এক দিন তাঁহার গৃহে আসিয়া পড়িল এবং সে বৎসর আর শস্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ইহা জানাইল। আরল বলিলেন, "আমি জানি যে তোমার ক্ষেতের উপর বড় দৌরাত্ম্য এবং তাহার অনেক অনিষ্ট করিয়াছি; আচ্ছা ভাই তোমার কি পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিলেই আমি তোমাকে টাকা ধরিয়া দিব।" চাষা উত্তর করিল আপনার দয়া হইবে পূর্ব্ব হইতেই তাহা মনে করিয়া আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া ক্ষতি নিরূপণ করি, তিনি অনুমান করেন ৫০০ টাকা ধরা অন্যায় নহে। সাহেব তৎক্ষণাৎ টাকা বাহির করিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই হইল যে চাষা যে শস্যের বিষয়ে একবারে নিরাশ হইয়াছিল তাহা কিছু দিনের মধ্যেই উত্তমরূপে জন্মাইতে আরম্ভ হইল, বিশেষ যাহার উপর দিয়া ঘোড়া কুকুর অতিশয় মাড়ামাড়ি করিয়াছিল সে গুলি আরও তেজের সহিত মুখ দিয়া উঠিল। চাষা তখন পুনর্ব্বার সাহেবের নিকট গেল এবং নিবেদন করিল, মহাশয়! আমি সেই ক্ষেতের জন্য আবার আসিয়াছি। আরল বলিলেন কেন হে, তোমাকে তো যথেষ্ট টাকা ধরিয়া দিয়াছি। তখন চাষা বলিল মহাশয় আমার কোন ক্ষতি হয় নাই, এবার আমার ক্ষেতে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে, বরং যেখানে যেখানে আপনার ঘোড়া কুকুর সকল দলন করিয়াছিল সেই খানেই ভাল শস্য জন্মিয়াছে, আমি আপনার ৫০০ টাকা ফেরত লইয়া আসিয়াছি। তখন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ আরল বলিলেন, "হাঁ আমি এইরূপই ভাল বাসি, মানুষের সঙ্গে মানুষের এইরূপ ব্যবহার হওয়া চাই।" পরে চাষার সঙ্গে অনেক কথা পাড়িলেন, তাহার ছেলে পিলে কিরূপ এই প্রকার অনেক প্রশ্ন করিলেন। শেষে ঘরের ভিতর গিয়া এক খানি ১০০০ টাকার চেক্ আনিয়া চাষার হাতে দিয়া বলিলেন, এই খানি আমি তোমার বড় ছেলের জন্য দিলাম, যত্ন করিয়া রাখিয়া দিবে, তাহার বয়স হইলে এই টাকা তাহার হাতে দিও এবং কি রকমে এই টাকা আসিল সব ভাঙ্গিয়া বলিও। এইরূপে সরলতার পুরস্কার হইল এবং তাহার দৃষ্টান্ত আর এক পুরুষে গিয়া পৌঁছিল।

তগাবি।

ভূমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য তগাবি অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের প্রজাকুলে ঋণ দানের নিয়ম পূর্ব্বাবধিই আছে, কিন্তু সে ঋণ গ্রহণের প্রথা এ প্রদেশে চলিত নাই, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বরাবরই আছে। এই পদ্ধতি এখানেও প্রচলিত করিবার নিমিত্ত ১৮৭১ অব্দে আইন হইয়াছে। সেই অনুসারে কার্য্য হইবার নিমিত্ত সম্প্রতি কতকগুলি নিয়ম বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন লইয়া প্রচার করিয়াছেন। নিয়মগুলি আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। অর্থের অভাবে অনেক স্থলে ভূমির উৎকর্ষ সাধক ব্যবস্থা হইয়া উঠে না, সেই ব্যবস্থা যাহাতে হয়, গবর্ণমেন্ট ঋণ দিয়া করাইবেন; এবং প্রজা লোকের সুবিধানুসারে টাকার শোধ লইবেন। অতএব ভূ-সম্পত্তির উন্নতিসাধন করিয়া লাভবান্ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা হইলে গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবিত ঋণ গ্রহণ বিষয়ে কেহ যেন অবহেলা না করেন।

এই সকল নিয়ম অনুসারে ৫০, টাকার অন্যূন অগ্রিম যে পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে, তাহা গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর সময়ে প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন।

২। ঋণ পাইবার নিমিত্ত আট আনা দামের ষ্ট্যাম্পে লিখিয়া আবেদন করিতে হইবে। ঐ আবেদন কালেক্টর বা গবর্ণমেন্টের নির্দ্দিষ্ট অন্য কর্ম্মচারীর নিকট করিতে হইবে।

৩। দরখাস্ত আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অথবা স্বপক্ষীয় লোককে পাঠাইয়া করিতে হইবে। প্রত্যেক দরখাস্তে উপস্থিতকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকিবে; এবং দুই জন সাক্ষী দরখাস্ত গ্রহণকারী হাকিমের নিকট যাইয়া উহা সমর্থন করিয়া দিবে।

৪। দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি লিখিত থাকিবে।—

১ মতঃ। আবেদনকারীর নাম, তাঁহার বিষয় কর্ম্ম, বংশ, জাতি, এবং নিবাস।

২ য়তঃ। যত টাকা প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থিত টাকার সহিত অপর টাকা যোগ করিবার আছে কি না, যদি থাকে, তাহা কত।

৩ য়তঃ। যে কার্য্যের নিমিত্ত ঋণ আবশ্যক, তাহার প্রকার এবং বর্ণনা।

৪ র্থতঃ। প্রস্তাবিত কার্য্যের আনুমানিক মোট ব্যয়, উহার সম্পাদনে সম্ভবতঃ কত সময় লাগিবে।

৫ মতঃ। যে ভূমির প্রকর্ষসাধন করা হইবে, তাহা কোন্ গ্রামে এবং মহকুমায় স্থাপিত। ঐ ভূমির আয়তন, প্রকৃতি এবং স্বামি। এবং উহা সমগ্র একটী লাট বা অংশবিশেষ; কত লাট বা কত কিতা।

৬ ষ্ঠতঃ। ঐ কার্য্যে যে ফলের প্রত্যাশা আছে, উহা অর্থগত বা অন্যপ্রকার!

৭ মতঃ। প্রস্তাবিত কর্ম্ম কিরূপে এবং কত পরিমাণে পার্শ্ববর্ত্তী অথবা অন্য ভূমির উপকারিতা বা অপকারিতা সম্পাদন করিবে।

৮ মতঃ। যে ভূমির উৎকর্ষ করা হইবে, তাহাতে আবেদনকারীর স্বত্ব এবং লাভের প্রকার এবং পরিমাণ কি, অথবা অন্য ভূমি যাহা ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বন্ধকস্বরূপ রাখা হইবে তাহাতে তাঁহার কিরূপ স্বত্ব এবং কত লাভ আছে; এবং সেই স্বত্ব ও লাভের বিষয়ে কোন গোলযোগ আছে কি না।

৯ মতঃ। কত কিস্তিতে এবং প্রত্যেক কিস্তিতে কত টাকা করিয়া সুদে আসলে ঋণ পরিশোধ করা হইবে। এবং কোন্ কিস্তি কোন্ দিনে দেওয়া হইবে।

১০ মতঃ। ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বন্ধকস্বরূপ প্রদত্ত ভূমি।

৫। ঋণের পরিমাণ ৫০০ শত টাকার অধিক হইলে আবেদনের সহিত প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের স্থূল নক্সা বিবরণ এবং আনুমানিক হিসাব দিতে হইবে। এবং যে স্থলে ৫০০০ হাজারের অধিক টাকা ঋণ করিতে হইবে, তথায় ঐ গুলি বিশেষ করিয়া দিতে হইবে।

৬। যদি আবেদনকারী ঐ প্রকার নক্সা প্রভৃতি না দিতে পারেন, তবে কালেক্টর তাঁহার হইয়া ঐ সকল প্রস্তুত করাইয়া লইবেন। প্রস্তুত করাইবার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব আবশ্যক বিবেচনা করিলে যত টাকা উহাতে ব্যয় হইবে বোধ করেন, তত টাকা আবেদনকারীকে ডিপাজিট্ রাখাইতে পারেন, অথবা পরিশোধের নিমিত্ত বন্ধক লইতে পারেন।

৭। যদি কোন লিখিত আবেদনে ৪ র্থ নিয়মের নির্দ্দিষ্ট কোন বিশেষ সমাচার দিতে ভুল হইয়া থাকে, তবে আবেদন গ্রহণকারী কালেক্টর উহা সংশোধনের নিমিত্ত ফিরাইয়া দিতে অথবা আবেদনকারীর প্রমুখাৎ শুনিয়া আপনিই সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। দরখাস্তে ঐরূপ যোগ করিবার স্থলে আবেদনকারীর নাম স্বাক্ষর এবং দুই জন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করাইয়া লইতে হইবে।

(এডুকেশন গেজেট হইতে)

খোসাপাতলা রিফর্মার।

সারহীন গুরুত্বহীন খোসাপাতলা লোকদের গায়ে একটী কথা সয় না, তাহারা বিরুদ্ধ বাক্য শুনিলে অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সে সকল লোক যদি কেবল আহার নিদ্রা সন্তান প্রতিপালন ও বৃথা গল্প প্রভৃতি নিরাপদের কার্য্য লইয়া আপনাপন ঘরে বসিয়া থাকে, এ পৃথিবীতে আছে কি পরলোকে গিয়াছে কাহাকেও তাহা জানিতে না দেয়, তাহা হইলে কোন গোলযোগ থাকে না; যদি তাহারা নিতান্ত লঘু প্রকৃতি হইয়া এই অবস্থায় আবার রিফর্মার হয়, তবেই বড় বিপদ। খোসাপাতলা রিফর্মারের সংবাদপত্রেই জীবন এবং সংবাদপত্রেই মৃত্যু। যদি কেহ তাঁহার প্রশংসা করিয়া কাগজে নাম ছাপাইয়া দিল, তবে তিনি একবারে গলিয়া গেলেন, আহ্লাদে মুখ আকর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ঝুড়ি পাঁচ ছয় দাঁত বাহির হইয়া পড়িল। যদি কোন কাগজে নিন্দা বাহির হইল অমনি তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত। বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় তখন তিনি ছট ফট্ করিতে লাগিলেন। খোসাপাতলা রিফরমার মনে করেন যেন তিনি দেশের হিত সাধনে ব্রতী হইয়া সকল লোকের মাথা একবারে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। অতি নিম্নতর শ্রেণীর লোক হইতে উচ্চতম শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত যে স্বাধীন ভাবে তাঁহার সমস্ত কার্য্যের বিচার করিবে তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকেন। সংবাদপত্র না পড়িলেও প্রাণ আকুল হয়, আবার পড়িলেও বিপদ ঘটে। কাহারও একটী কথা গায়ে সহ্য হইবে না, কিন্তু অন্যকে বলিবার সময় তিনি বিলক্ষণ পটু। কিসে তিনি দশের কাছে মান্য গণ্য হইবেন এই ভাবনাতেই তাঁহার দিন যায়। তাহার জন্য মিথ্যা প্রতারণা করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। কাজ যত করুন আর না করুন প্রশংসাটী পাওয়া চাই। এবম্বিধ খোসাপাতলা লোকের দ্বারা জগতের কোন উপকার হয় না। তুষ্টিকর তোষামোদ বাক্য শুনিতে এবং অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করিতেই যদি তাহার দিন কাটিয়া যায় তবে সে কাজ করিবে কখন? তাহার বিরুদ্ধে কে কোথায় কোন্ কথা বলিল, কি কৌশলে এক খানি অভিনন্দন কিম্বা ধন্যবাদ পত্র সে পাবে, এই তাহার চিন্তা। দাবাখেলোয়াড়ের কোন পক্ষ রাগান্বিত হইলে সে যেমন আপনার কাজ হারায়, হারিয়া হারিয়া রাগিয়া মরে কিছুই করিতে পারে না, খোসাপাতলা রিফরমারের দশাও ঠিক সেইরূপ হয়। শেষে সংসারের নানাবিধ পরীক্ষায় পড়িয়া সে পাগলের মত হইয়া যায়। এ প্রকার লোকের রিফরমার হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ অনেক পাওয়া যায়। সকলের সঙ্গে লুকাইয়া থাক কেহ তোমাকে চিনিবেও না, কেহ কিছু বলিবেও না; কিন্তু সকলের মধ্য হইতে যাই একটু মাথা তুলিবে, অমনি চারিদিক্ হইতে গোলা গুলি বাণ ইট পাটখেল পড়িতে আরম্ভ হইবে। কিন্তু তুমি যদি আপনার সঙ্কল্পিত কাজ ফেলিয়া কোমর বাঁধিয়া তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে প্রবৃত্ত হও, তবে সকলে মিলে তোমাকে আরও ফেস্তাখেউড় করিয়া মরিবে। তোমার দাড়ী ওপড়াবে, চুল ধরিয়া টানিবে, গায়ে ধূলা দিবে, এইরূপে তোমাকে পাগল বানাইয়া তুলিবে। এখন বিবেচনা কর খোসাপাতলা রিফরমার হওয়া কি যন্ত্রণার বিষয়। আশা ধৈর্য্য ও ক্ষমার অভেদ্য আবরণে আবৃত হইয়া তবে সাধারণ হিতকর কার্য্যে অগ্রসর হও। যদি দুই কথা বলিয়া দশ কথা সহিতে পার তবে অগ্রসর হও। নতুবা নাশা রন্ধ্রে সর্ষপ তৈল দান করিয়া চারপাইয়ার উপর চিত হইয়া শুইয়া গুড়ুক টান।

সংবাদ।

গত বৃহস্পতিবারে হেয়ার স্কুলের সম্মুখে ঘোড়া চাপা পড়িয়া শীলের স্কুলের দুইটী ক্ষুদ্র বালক ও একজন কেরাণী অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছে। পরে তাহাদিগকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হয়।

নিম্ন লিখিত বিষয়টী এই স্থলে গ্রহণ করা গেল।

"সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমি পাথুরিয়া গির্জার নিকট কিঞ্চিৎ মুদ্রা কুড়িয়া পাইয়াছি। যদি কেহ অসাবধানপূর্ব্বক হারাইয়া থাকেন বিশেষ প্রমাণ দিলেই পাইবেন।

আবদুল জলিল নম্বরিং দপ্তরি;
গবর্ণমেন্ট প্রিন্টিং আফিস হেষ্টিংস ষ্ট্রীট ৮নং।"

তারকেশ্বরের মহন্তের সমুদয় সম্পত্তি গবর্ণমেন্ট দ্বারা ক্রোক করা হইয়াছে। শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উক্ত সম্পত্তির কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। স্ত্রীহত্যাকারী নবীনচন্দ্রের বিচারের দিন গত শনিবারে ধার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে স্থগিত রহিল। মহন্তের বিচার নিষ্পত্তির পরে উহার বিচার হইবে, শুনা যাইতেছে, মহন্তও শীঘ্র হাজির হইবেন।

সীতাকুণ্ড তীর্থের মহন্ত কিশোরবন সম্প্রতি পলাতক হইয়াছেন। ইহার স্থানে যিনি অভিষিক্ত হইবেন, বলিয়া মকদ্দমা চলিতেছে, তাঁহার স্বভাব আরও ভয়ানক।

গত উলটা রথযাত্রা উপলক্ষে গুপ্তীপাড়া গ্রামে রথ চাপা পড়িয়া ৪।৫ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। যখন সজোরে রথ টানা হইতেছিল তখন একবারে কতকগুলি লোক পড়িয়া যায়, তাহার মধ্যে দুই জন তৎক্ষণাৎ মরে, দুই জন পরে মরিয়াছে,বাকি কএক জন অত্যন্ত জখম হইয়াছে। গ্রামের জমিদারও মরমর হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল পরে অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল একটী ছোট ছেলে রথের চাকার মধ্যে মরিয়া আছে।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের একজন নেটিভগার্ড কোন ভদ্র পরিবারকে অপমান করায় রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন।

এবার জলাভাবে এখনও অনেক স্থানের কৃষকগণ হাহাকার করিতেছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত নাকাশীপাড়া অঞ্চল হইতে কোন পত্রপ্রেরক তথাকার প্রজাদিগের অনেক দুঃখের কথা লিখিয়াছেন। এই অবস্থার উপর আবার পঙ্গপাল আসিয়া ধান্যের চারা খাইয়া ফেলিয়াছে। পত্রপ্রেরক পঙ্গপালের কিছু নমুনাও পত্রের মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল যে যাহারা ডাকষ্ট্যাম্প ক্রয় করিত পাঁচ টাকার উপর হইলে টাকা প্রতি দুই পয়সা করিয়া তাহাদিগকে কমিসন দেওয়া হইত। এক্ষণে এ নিয়ম রহিত করিয়া কয়েক জন বেতনভোগী চাকরকে এই কার্য্যে রাখা হইয়াছে। এখন সচরাচর সকল স্থানে টিকিট ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না তজ্জন্য লোকের অনেক অসুবিধা হইয়াছে। যে পরিমাণে টিকিটের প্রয়োজন সেই পরিমাণে নগরের সর্ব্বত্রে দোকান থাকা আবশ্যক।

এলাহাবাদ হইতে কোন গ্রাহক পত্র লিখিয়াছেন তথাকার ডাকহরকরা বুক্ পোষ্টে প্রেরিত সুলভসমাচারের জন্য পার্শেলের হিসাবে মাসুল চাহে তাহাতে তিনি কাগজ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। হরকরা বলিয়াছে বুক্ পোষ্টের ডাক উঠিয়া গিয়াছে এখন হইতে বাক্সির ডাকে কাগজ যাইবে। এ কথাতো আমাদের বিশ্বাস হয় না। এ সম্বন্ধে কোন নূতন নিয়ম সে দেশে হইয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না। এলাহাবাদের পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার মর্ম্ম আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলে বাধিত হইব।

সুবার্ব্বান্ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত বড়িশা গ্রাম হইতে কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের গ্রামের সাবর্ণপাড়ার ভিতরকার রাস্তার দুই পার্শ্বে জঙ্গল হওয়াতে গমনাগমনের বড় অসুবিধা হইয়াছে। গ্রামের রাস্তা পুষ্করিণী সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইল তথাপি গ্রামবাসী টাউন কমিটীর মেম্বরগণ ইহার কোন উপায় করেন না। ঐ সকল স্থানে সম্প্রতি মারিভয় হইয়া গিয়াছে, আবার বর্ষাকাল সম্মুখে, সুতরাং এ সময় জঙ্গল পরিষ্কার না হইলে লোকের স্বাস্থ্যের বিষম বিঘ্ন হইতে পারে।

প্রেরিত।

মহাশয় ১৮ই আষাঢ়ের সুলভে লিখিয়াছেন "সেখানকার (ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার) মুন্সেফী আদালতে ও সবরেজিষ্ট্রীর আফিসে আমলাগণের মধ্যে ঘুষ লওয়া চলিত আছে।" আপনি এখানকার কোন প্রেরিতপত্রের প্রতি বিশ্বাস করিয়াই তাহা লিখিয়াছেন। বাস্তবিক এখানকার সবরেজিষ্ট্রীর আফিসে আমলাগণের মধ্যে ঘুষ লওয়া চলিত আছে বলিয়া যে লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে ব্যক্তি অত্রত্য রেজিষ্টরী আফিসের অবস্থা অবগত নন্ বোধ হয় তাহা দ্বারা উক্ত পত্র লিখিত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমানে [বর্ত্তমানে যদি না থাকে তবে মঙ্গলের বিষয় কিন্তু আমাদের সংবাদদাতা যদি ভূতের কথা লিখিয়া থাকেন তবে সম্পূর্ণ মিথ্যা" এ কথা লেখা ঠিক হয় নাই। সু, স, সম্পাদক।] তাঁহাদিগের মধ্যে ঘুষ লওয়া চলিত না থাকায় প্রত্যুত প্রশংসার বিষয়ই বলিতে হবে। যাঁহারা অত্যল্প বেতনভোগী হইয়া উৎকোচের প্রশস্ত দ্বারে থাকিয়াও লোভ নিবৃত্তি করিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই প্রশংসিত। এমতাবস্থায় তাঁহারদিগকে দুর্নামগ্রস্ত করা নিতান্ত অন্যায়। আপনিও যে সাধারণ পত্রে বিশ্বাস করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক কার্য্য হইয়াছে।

ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া } শ্রীরামতনু গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

আড়া-গোলদীঘির দক্ষিণ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিতহইল।

যশ মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায় ;
জ্ঞানধন চাও যাও অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। | মূল্য ১ পয়সা।

৩খণ্ড | কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ৮ই শ্রাবণ, ১২৮০ সাল। | Registered NO 28 [১৪২ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মৌলবি আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, এবং রেভারেণ্ড জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য আপাততঃ এই তিন জন বিলাতের ফাইনান্স কমিটীতে সাক্ষ্য দিবার জন্য নাম দিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম রেভারেণ্ড জগদীশ এ দেশের সাধারণ প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন। মৌলবি আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরকে গবর্ণমেন্ট ভালরূপ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন। ইনি এ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইবেন এরূপ প্রত্যাশা আছে। আরও শ্রুত হওয়া গেল জমিদারদিগের সভার প্রধান সভ্য রাজা যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সভাপতি বাবু দীগম্বর মিত্রকে গবর্ণমেন্ট বিশেষ করিয়া এ জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা সম্মত হন নাই। যাহউক বঙ্গদেশের যে মান রক্ষা হইল এই বড় সুখের বিষয়। জগদীশ বাবু যে ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রূপে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

উক্ত কমিটীতে এ দেশীয় লোকদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য সাক্ষীদিগের নাম গ্রহণার্থে গবর্ণমেন্ট যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন তাহার এক খণ্ড বাঙ্গলা অনুবাদ বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট গত ১৯ জুলাই তারিখে আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা ২০শে জুলাই দিবসে উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে নাম পাঠানর আদেশ সুতরাং এক হপ্তা পরে এখন আর সে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে কি হইবে এই বিবেচনায় আমরা উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশে ক্ষান্ত রহিলাম। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে সারকিউলার আমরা পাইয়াছি তাহার তারিখ ৮ জুলাই, পোষ্ট মার্কেতে ১৯শে জুলাই, আমরা পাইলাম ২০শে জুলাই তারিখে; সুতরাং এত বিলম্বে পঁহুছিলে আমরা আর কি করিতে পারি। গবর্ণমেন্ট আফিসে কাজের এতদূর বিশৃঙ্খলা হইবার কারণ কি তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। এই নিন্দনীয় ব্যাপারে যেন কর্ত্তৃপক্ষের একটু দৃষ্টি পড়ে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতা নগরের সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত মিউনিসিপালিটী হইতে কিছু টাকা লওয়ার কল্পনা করিতেছেন। আমরা হৃদয়ের সহিত এ প্রস্তাবের পোষকতা করি। মিউনিসিপালিটীর টাকা যেরূপে অন্যায় অপব্যয় হইয়া থাকে তাহাতে গরিব লোকের ছেলেদের জন্য অন্তত এক লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর যদি লওয়া যায় তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। কর্ম্মচারীদিগকে অত বেশী বেতন দিয়া রাখিবার আবশ্যক কি? ইহার অর্দ্ধেক বেতনে সে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। যাহাদের দ্বারা এই সুন্দর অট্টালিকাময় নগর প্রস্তুত হইয়াছে, যাহারা প্রতি দিন ইহাকে পরিষ্কার রাখিতেছে, তাহাদের ছেলেরা চির দিন মূর্খ হইয়া থাকিবে কেন? অধিক কিছু বলা যাইতেছে না যে টাকা গুলি অপব্যয় হয় সেই গুলিন ইহাতে দেওয়া হউক। এ সম্বন্ধে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট আমাদের প্রস্তাব এই যে, যাঁহারা সামান্য লোকদিগের অজ্ঞানতা ও দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য ভাবেন, এবং তাহাতে আন্তরিক উৎসাহ প্রকাশ করেন কেবল অর্থের অভাবে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করুন এবং তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম বিনা মূল্যে গ্রহণ করিয়া সাধারণ শিক্ষার মহৎ ব্রতে ব্রতী হউন।

পাবনা অঞ্চল হইতে আমাদের কোন গ্রাহক তথাকার প্রজাবিদ্রোহিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে জমিদারদের উপর দোষ দিয়া অনেক বদমায়েস প্রজা দিনে দুই প্রহরে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে। নির্দ্দোষী ভদ্র প্রজাগণ তাহাদের উৎপীড়নে একবারে অস্থির হইয়াছেন। ঐ সকল দুষ্ট প্রজাগণের উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই। বিদ্রোহী প্রজাদিগের পক্ষপাতী হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ দুষ্টদিগকে প্রশ্রয় দিতেছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ঘোষণা পত্রে বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। অনেক ভদ্র লোকের ধন মানের সমূহ হানি হইয়াছে। প্রজাদিগের সপক্ষতা সম্বন্ধে পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপরেও কতকটা দোষ আসিতেছে। কিন্তু যেখানে জমিদারগণের অত্যাচারই ইহার মূল কারণ, সেখানে স্বভাবতই প্রজাদের প্রতি লোকের দয়া হইবে। মনুষ্যসমাজের বন্ধন এইরূপ যে এক জনের দোষ ও গুণের সহিত সমস্ত সমাজের সুখ দুঃখের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। বিশেষতঃ জমিদারদিগের কার্য্যের উপর বহু সংখ্যক অধীনস্থ লোকের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। সুতরাং বর্ত্তমান ঘটনায় যে অনেক নির্দ্দোষী প্রজারও অনিষ্ট হইবে তাহা এক প্রকার অপরিহার্য্য। সে যাহা হউক, এক্ষণে ঐ সকল "গোলমাল কর মা লুটে পুটে খাই" বদমায়েস প্রজাগণ যেন উচিত দণ্ড পায়। এইরূপ প্রকাশ যে জমিদারগণের ছোট রশি দ্বারা জমি জরিপ এবং অন্যায় করের দাবি করা এবং ভোগাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক এগ্রিমেন্ট লেখাইয়া লওয়া প্রভৃতি অত্যাচার এই গণ্ডগোলের কারণ। এক শত বিদ্রোহী প্রজা ধৃত হইয়া বিচারাধীনে আছে।

"মিরর" বলেন, তারকেশ্বরের মহন্ত এখন

ফ্রেঞ্চ অধিকার চন্দননগরে বাস করিতেছে। ফরাসিরা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না,কারণ তাহাদের দেশের আইনানুসারে ব্যভিচার দোষের জন্য কেহ রাজদ্বারে দণ্ডনীয় নহে। জমিদার জয়কৃষ্ণ বাবু মহন্তকে ধরিবার জন্য অনেক সাহায্য করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট মহন্তের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আর একজন মহন্ত নিযুক্ত করিবার জন্য বর্দ্ধমানের রাজাকে সংবাদ দিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা। চল্লিশ হাজার টাকা কেবল জমিদারীর আয় হইতে ইন্‌কম ট্যাক্স আদায় হইত। প্রণামী দক্ষিণা প্রভৃতিতে প্রতি বৎসর আশি হাজার টাকা আয়। যাহাহউক, মহন্ত আর বেশী শাস্তি পাউক আর না পাউক তাহাকে যে তাড়ান হইল ইহাই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে আবার যে মহাপুরুষ আসিবেন তিনিও যাহাতে আবার ঐরূপ না হন তাহার কোন উপায় করা উচিত।

নগরবাসীদিগের দুঃখ আর কিছুতেই ঘুচিল না। মনে করা গিয়াছিল মিউনিসিপালিটীর কল্যাণে বর্ষাকালে পথের কষ্ট আর থাকিবে না; কিন্তু বাঙ্গালীদের যে কপাল মন্দ তাহা হবে কেন? যে যে রাস্তায় সম্প্রতি ড্রেনেজ শেষ হইয়াছে সে গুলির এমনি অবস্থা যে জুতা না খুলিয়া তাহার উপর দিয়া যাইবার যো নাই। আলগা মাটি দিয়া পথ পুনরায় বোঁজান হইয়াছে, বর্ষার বৃষ্টিতে সুতরাং এখন সে রাস্তা কাদার হ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। ঊনিশ শতাব্দীর জীব হইয়া কি এখন জুতা হাতে করিয়া আর যাতায়াত করা যায়? আবার গলির ভিতরকার বড় বড় নরদামার কোন কোন স্থান বোঁজান হইতেছে ইহাতে স্রোতঃ বন্ধ হইয়া জলের পচা গন্ধে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে। ড্রেনেজের কাজও শেষ হয় নাই,অথচ পুরাতন নরদামার স্রোতও বন্ধ, গতিকেই জল বাহির হইবার আর পথ নাই। ইহাতে লোকের বাটী ঘরও পড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের নূতন ভাইস চেয়ার ম্যান দত্তজ মহাশয় স্বদেশবাসীদিগের আশায় ছাই দিয়া শেষটা ইন্দুর প্রসব করিবেন না কি? নগরবাসীদিগের আশাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার উপর আছে ইহা যেন তিনি সম্পদের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া না যান।

চন্দননগর "থিইষ্টিক্‌সভা" হইতে দেশের হিতসাধনের জন্য "হিতকরী" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। ইহার লেখার ভাব ও বিষয় সকল সমাজের নৈতিক উন্নতির প্রতিপোষক হইতেছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। "মদ না গরল" পত্রিকার ন্যায় ইহারও অতি সাধু উদ্দেশ্য। উক্ত সভার সভ্যগণ ইহার জন্য সকলের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি ইহা চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকার সাধন করিবে। এই পত্রিকা হইতে সুরাবিষয়ক একটী সঙ্গীত আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

সুরাসংগীত।

(দাসু রায়ের সুর)

করি সুরেশ্বরী তব পদে নমস্কার।
তোমার যে প্রকার, লীলা চমৎকার, সে সব লিখিতে লেখনী হারে, মুখে বলে সাধ্য কার।
কার সাধ্য তোমার গুণ বর্ণে, নানাদেশে নানা বর্ণে বিরাজিছ নানা বর্ণের উপরে; ইউরোপ আমেরিকা এসিয়া আফ্‌রিকা, যখন যে দিকে নিরখী দেখি সবই তোমার অধিকার।
যারা তোমার প্রিয় দাস, পূজে তোমায় বার মাস, তাদের অগ্রে অগ্রমাস হয় উদরে; কিছু দিনান্তে, ধরে কৃতান্তে, তাদের হাড়ে মাটি হাড়ে দূর্ব্বা, ভিটে কর অন্ধকার।
ওগো সুরাদেবী! তব বলে, অকালে কাল কবলে, কত যুবা হতেছে কবলিত; তাদের পরিবার, খেদে অনিবার, পতিপুত্র ভ্রাতৃশোকে করিতেছে হাহাকার।
যখন বোতল ত্যজে চাটের সনে, ভক্তের উদর সিংহাসনে, হর্ষ মনে হও তুমি অধিষ্ঠান; হরে বাহ্যজ্ঞান, কর খোলাপ্রাণ, তখন কেউবা উড়ে ছাতে হোতে, কেউ করে নরদামা সার।
সত্যদাস বাবাজী বলে, বিদ্যা-চর্চ্চা-বৃদ্ধি হলে, আশা ছিল উঠে যাবে সুরাপান: কিন্তু একি দায়,সভ্য সম্প্রদায়, দিয়ে বুদ্ধি বিদ্যায় জলাঞ্জলী সাধিছে পঞ্চমকার।

অবলাবান্ধব মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু কালের দুরবস্থার কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহা যেমন দুঃখজনক তেমনি শিক্ষণীয়। সুরাতেই মাইকেলের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। তিনি জয়কৃষ্ণ বাবুর লাইব্রেরিতে যখন ছিলেন তখন এক দিকে রক্ত বমন করিতেন অপর দিকে আবার মদ্য পান করিতেন। কোন এক জন ভদ্র লোক ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করাতে মধুসূদন তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন তাহাতে সে ব্যক্তির হাতে রক্তের দাগ লাগিল। তিনি মরিবার পূর্ব্বে কোন বন্ধুকে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে ভাই গোরু খাও শোর খাও কিন্তু মদ কখন খাইও না। দুঃখের বিষয় এই যে এ প্রকার সাবধান বাক্য অনেক প্রধান প্রধান সুরাপায়ী মরিবার কালে বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ইহাতে কাহারও চেতনা হয় না। যে সকল সুশিক্ষিত প্রধান লোক মদ্যপানে দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন তাঁহারা এখন এ উপদেশ শুনিবেন না, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় আপনাপন জীবনের পরীক্ষার দ্বারা উহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন; এবং মধুসূদনের মত মরিবার সময় বলিয়া যাবেন যে "আমার বংশে কেহ যেন কখন মদ না খায়।" আর একটী আশ্চর্য্য কথা শুনা গেল যে এত লেখা পড়া শিখিয়াও নাকি মাইকেল ভূতকে বড় ভয় করিতেন। হায়! মদেতে বড় বড় পণ্ডিতকেও মহা মূর্খ অপদার্থ কুসংস্কারী করিয়া ফেলে। মদ্যপানোন্মত্ত যুবকগণ মাইকেলের শেষাবস্থাটী স্মরণ রাখিবেন। বিদ্যা বুদ্ধিতে অতিমাত্র ক্ষমতাবান্ হইয়াও সুরার প্রভাবে মানুষ কতদূর দুর্দশাগ্রস্ত হয় তাহা ইহা দ্বারা বুঝিয়া লইবেন।

তগাবি।

(গত প্রকাশিতের পর)

৮। পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা মতে আগাম দাদন দেওয়া উচিত বোধ হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ আবেদনপত্র রেজিষ্টরী বহিতে লেখাইয়া রাখিবেন। ২৫০ টাকা কিম্বা তদধিক টাকার প্রার্থনা হইলে তিনি সরেজমীন তদারক করিবেন। ২৫০ টাকার কম হইলে কালেক্টর যদি তাহা দেওয়া উচিত বোধ করেন এবং তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করেন, এবং আবেদনপত্রের ৮ ও ৯ ঘরের লিখিত নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছে এরূপ বুঝিতে পারেন, তবে সরেজমীন তদারক করিবার প্রয়োজন হইবে না। ঐ প্রার্থনা মতে টাকা দেওয়া উচিত নয় এরূপ বোধ হইলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

৯। তদারকের জন্য কালেক্টর নিজে যাইবেন কিম্বা তাঁহার অধীনস্থ তহশীলদার অথবা সবডেপুটী প্রভৃতি কর্ম্মচারীকে পাঠাইবেন। যে সকল ভূমি কর্ষণের জন্য ৫০০ টাকার অধিক দেওয়া হইবে, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, তদরকের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার যাইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নোটিস লাগাইয়া দিবেন। যে কার্য্যের জন্য আগাম পাইবার প্রার্থনা হইয়াছে তাহা ঐ নোটিসে সংক্ষেপে লেখা থাকিবে। এবং আবেদনপত্রের লিখিত বিষয় যে তারিখে তিনি তদারক করিতে যাবেন সেই তারিখও উহাতে লেখা থাকিবে। যাঁহার উপর নোটিস লাগাইবার ভার দেওয়া হইবে তিনি সেই গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদের নিকট প্রকাশ্য রূপে উহা পাঠ করিবেন কিম্বা করাইবেন। এবং তাঁহাকে উহার জারির প্রমাণের জন্য ঐ নোটিসের অপর এক খণ্ডে জন কতক সাক্ষীর স্বাক্ষর লইয়া তাঁহার নিয়োগ কারীকে দিতে হইবে।

১০। ৫০০ টাকার অনধিক হইলে উক্ত নোটিস জারি করিতে কোন ফিঃ লাগিবে না। ৫০০০ টাকার অধিক হইলে দেওয়ানী পরওয়ানা জারির হিসাব অনুসারে ফিঃ লাগিবে। কিন্তু ৫০০ টাকার অধিক এবং ৫০০০ টাকার কম হইলে উহার অর্দ্ধেক ফিঃ দিতে হইবে।

১১। আবেদনপত্রের লিখিত বিষয় কালেক্টর সাহেবের আফিসের কোন কাগজপত্রের সঙ্গে যদি মিল কি অমিল হয়, তদারক করিবার পূর্ব্বে কালেক্টর তাহা লিখিয়া রাখিবেন। যাহা না মিলিবে তদারকের সময় তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লইতে হইবে। যদি তদারক করা না হয় তবে যে রূপে উহার নিষ্পত্তি হয় কালেক্টর তাহা করিবেন। আবেদনপত্রের ৮ ঘরের কথা সপ্রমাণ করিবার কোন কাগজপত্র না থাকিলে কালেক্টর সেই মর্ম্মের সার্টিফিকট লিখিবেন।

১২। তদারকের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নোটিসের লিখিত তারিখে সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া টাকা প্রার্থী কিম্বা তাহার নিকট সম্পর্কীয় লোকের এবং সেই স্থানের কোন সরকারী ও কৃষক লোকদিগের সম্মুখে ভূমি তদারক করিবেন। এবং প্রার্থনা পত্রের লিখিত বিষয় গুলিন পরীক্ষা করিয়া আবশ্যক বিবরণ সকল লিখিবেন।

১৩। এজন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক হইলে আবেদনকারীর ব্যয়ে তাহার

নামে উক্ত কর্ম্মচারী সমন করাইতে পারিবেন। প্রস্তাবিত কর্ম্মের এবং টাকা দাদন করার কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে প্রমাণ সহ তাহা তিনি লিখিয়া রাখিবেন।

১৪। আবেদনকারী প্রজা হইলে, ১৮৭১ সালের ২৬ আইনের ৭ অবধি ১৩ ধারা পর্য্যন্ত সকল ধারার আর আর যে কার্য্য করিবার আদেশ হইল তাহাও তাঁহাকে করিতে হইবে।

১৫। তদারক সমাপ্ত হইলে তাহাতে নিজের মন্তব্য লিখিয়া উক্ত কর্ম্মচারীকে সমস্ত কাগজপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

১৬। তদারকের কাগজপত্র হস্তগত হইলে কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে কালেক্টর সাহেব পাবলিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের কোন উপযুক্ত কর্ম্মকারকের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিমত লইবেন। বিশেষতঃ ৫০০০ টাকার অধিক আগাম প্রার্থনার স্থলে তাঁহাকে এই অভিমত লইতেই হইবে। ২০০০ টাকার স্থলে কালেক্টরের আদেশ ব্যতীত উক্ত কর্ম্মকারক প্রস্তাবিত স্থানে যাইতে নাও পারেন।

১৭। সরেজমীন তদারকের ফল ও তাহার বৈজ্ঞানিক মত পাইয়া যদি কালেক্টরে টাকা দেওয়া উচিত বোধ করেন তবে দিবেন, যদি না দেওয়া হয় তবে তাহার কারণ লিখিয়া রাখিবেন।

১৮। টাকা দেওয়া উচিত বোধ হইলে পশ্চাৎ লিখিত ধারার বিধানানুসারে কালেক্টর যদি এমন বুঝিতে পারেন যে প্রার্থিত টাকার কম দিলেও প্রার্থনাপত্রের লিখিত কার্য্য চলিবে, তাহা হইলে তিনি ইহার নিমিত্ত সার্টফিকট দিবেন কিম্বা উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য রিপোর্ট করিবেন।

১৯। উক্ত কার্য্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে দিলে তিনি স্থানীয় কমিসনরের অনুমতি ক্রমে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত আগাম পাইবার সার্টফিকট দিতে পারিবেন। কমিসনর ও রেভিনিউবোর্ডের সাহেবেরাও সেই নিয়মানুসারে ৫০০০ টাকা আগাম পাইবার সার্টফিকট দিতে পারিবেন। পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার পর্য্যন্ত দিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। দশ হাজারের বেশী হইলে গবর্ণর জেনারেল ইনকাউন্সেলের নিকট অনুমতি লইতে হইবে।

২০। ঐ সার্টফিকটের পৃষ্ঠে আবেদনকারী দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে এইরূপ লিখিবেন যে ইহার সমস্ত নিয়ম বুঝিয়া আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। এইরূপ লিখিয়া তাহাতে আপনার ও সাক্ষীদ্বয়ের নাম দস্তখত করিবেন। যদি তাঁহার নিজের সম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি ধার শোধ দেওয়ার জন্য বন্ধক স্বরূপ দেওয়া হয়, তবে জামীনের ও সাক্ষীরা ঐরূপ লিখিবে। ঐ টাকায় যে ভূমিতে চাষ হইবে, প্রজার যদি কাহাকেও তাহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে ঐ ভূমির জমিদার এবং আর দুইজন সাক্ষীর নাম তাহাতে সহি থাকিবে।

অন্য সম্পত্তি যদি এজন্য বন্ধক দেওয়া হয় তবে বন্ধকীপত্রের হিসাবানুসারে ঐ সার্টফিকটের ষ্ট্যাম্প লাগিবে, এবং উহা রেজিষ্টরীও করিতে হইবে।

২১। সার্টফিকট কালেক্টরের আফিসে থাকিবে, এবং তাহার নকল এক খণ্ড আবেদনকারীকে দেওয়া যাইবে। এবং যে তহশীল বা বিভাগের মধ্যে তগাবি দেওয়া হইবে তথাকার ট্রেজারিতেও এক খণ্ড পাঠাইতে হইবে।

২২। কোন ভূমি আবাদ করিতে গেলে যদি অন্য কাহার ভূমির হানি হইবে এরূপ প্রমাণ হয়, তবে তাহার সম্মতি ব্যতীত উক্ত কার্য্যের জন্য টাকা দেওয়া যাইবে না।

২৩। ভাগ করিয়া কোন কার্য্য করিতে হইবে না। প্রথম বারের সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া গেলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি ভিন্ন দ্বিতীয় বার টাকা দেওয়া যাইবে না।

২৪। যত টাকা ধার দেওয়া যাইবে তাহার চতুর্থাংশের অধিক মূল্যের সম্পত্তি জামিন থাকিবে।

২৫। যে কার্য্যের জন্য টাকা দেওয়া হইবে তাহার কার্য্যকালে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে কালেক্টর সাহেব তদারকের বিধান করিবেন। এবং বিহিত মতে ঐ টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিবেন। (ক্রমশঃ)

গরিব কেরাণী ও শিল্প শিক্ষা।

যে পরিমাণে দেশের উন্নতি হইবে সেই পরিমাণে গরিব কেরাণীদের অন্ন উঠিবে। আবার স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে ঘরে বসিয়া থাকার যে সকল কাজ, যথা—কেরাণীগিরি, টেলিগ্রাফের সংবাদ চালান প্রভৃতি ইহা তাহারাই করিবে। বিশেষতঃ ড্রেনেজ ওয়ার্ক হওয়াতে যেমন মেথরদিগের ব্যবসায় উঠিয়া যাইতেছে, তেমনি নানা প্রকার যন্ত্র—এখন যাহা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রস্তুত হইতেছে, সে সকল এ দেশে আসিলে কেরাণীর কাজ অনেক কমিয়া যাইবে। অনেক গুরুতর পরিশ্রমের কাজ যাহা এখন মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হয়, ভবিষ্যতে তাহা কলের দ্বারা হইবে। কলে ঠিক দেওয়া ও অঙ্ককশার কথা সে দিনে আমরা বলিয়াছি, আবার ইহা দ্বারা লেখাও আরম্ভ হইয়াছে। এখন বিবেচনা কর, যখন ঐ সকল কার্য্য একবার অতি সামান্যরূপেও কলের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে তখন ক্রমেই উহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। তাহা হইলে সুতরাং নকল নবিশ ও সামান্য গণক কেরাণীদিগকে অন্য পথ দেখিতে হইবে। “আমরা এইরূপেই দিন কাটাইয়া যাইব” ইহা বলিয়া যেন কেহ মনকে প্রবোধ না দেন। হয়তো শীঘ্রই তাহা সকলে চক্ষে দেখিতে পাবেন।

আমাদের দেশে জীবিকা নির্ব্বাহের শত শত দ্বার বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু কোন একটী ব্যবসায় বিশেষেই কেবল লোকের যত্ন ইচ্ছা উৎসাহ দেখা যায়। যখন সেই কার্য্যে আর বহু লোকের প্রয়োজন হইবে না তখন উপায় কি হইবে? এখনি প্রায় অনেকটা সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানী যে সকল কেরাণীকে বিদায় দিয়াছেন তাঁহাদের সংসার চলা এখন ভার হইয়াছে। এই রূপে কেরাণী কার্য্যের ভবিষ্যৎ আশার দিক ক্রমেই অন্ধকারময় হইয়া আসিল ইহা কি কেরাণী মহাশয়েরা দেখিতেছেন না? অথবা দেখিলেই বা এখন কি করিতে পারেন এই বলিয়া বসিয়া আছেন। যাহা হউক মোদ্দা বড় বিপদ উপস্থিত। এক্ষণে বাচ্চা কেরাণীগণ যদি দিন থাকিতে ইহার কোন উপায় করেন তবেই মঙ্গল। তাঁহাদের হিতার্থে কেহ কোন সদনুষ্ঠান করিলেও তো কিছু হবে না। “ভারতসংস্কার সভা” শিল্প বিদ্যালয় এই জন্য করিলেন যে ভদ্র লোকেরা সেখানে অবসর কালে শিক্ষা করিবেন. কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের তাহাতে মন লাগিল না। কত চেষ্টা করা গেল, কত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হইল তথাপি কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিল না। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে বলা বৃথা, কিন্তু যুবদিগের এ বিষয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। উপরে চাপ না পড়িলে শুধু আমাদের লেখায় যে কিছু হইবে না তাহা আমরা জানি, কিন্তু সে দিনও ক্রমে নিকটে আসিল। অঙ্ককশা ও লেখার কল গোটাকতক আসিয়া পড়িলে তখন সকলের চৈতন্য উদয় হইবে।

গুরুদেবের পরমান্ন ভোজন।

পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় অবগত আছেন শুদ্ধাচারী ধর্ম্মপরায়ণ স্ত্রী পুরুষগণ তীর্থ বিশেষে গমন করিয়া ভক্তির নিদর্শনার্থ কোন একটী খাদ্য দ্রব্য তথাকার দেবতাদিগকে জন্মের মত উৎসর্গ করিয়া দেন এবং চির জীবনে সে দ্রব্য আর তাঁহারা কখন আহার করেন না। যাঁহারা একটু সাত্ত্বিক গোচের মানুষ তাঁহারা দেশের কোন ভাল উপাদেয় ফল কিম্বা অন্য কোন ভাল দ্রব্য দিয়া আসেন, যাঁহারা চালাক লোক অথচ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রশংসার ভিখারী, তাঁহারা সেই সকল ফল ও দ্রব্য দিয়া আসেন যাহা দেশে সচরাচর মিলে না কিম্বা বেশী মূল্য লাগে। কিন্তু যে দ্রব্য একবার দেবতাকে দেন তাহা আর কখন খাইতে নাই এই বলিয়া তাহার ক্ষতি পূরণের জন্য ইহাঁরা অনেক জিনিষের উপর দাবি করেন। যেমন মনে কর কোন কেশো রোগী পেটুক ফলারে বামুন দধি খাইব না বলিয়া পাতা হইতে পান পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষের উপর অধিক দাবি করে, তেমনি যাঁহারা কোন দেবতা বিশেষকে কিছু দিয়া আসেন তাঁহাদের আর দাওয়া কিছুতেই মিটে না।

এক প্রশস্তোদর ভোজন বিলাসী গুরুদেব কোন এক স্পষ্টবক্তা শিষ্যের বাটীতে গিয়াছিলেন। গুরুদেব ভোজনে বসিয়াছেন, শিষ্য পরিচর্য্যা করিতেছেন। ঠাকুর মহাশয় জগন্নাথ দেবকে পরমান্ন দিয়া আসিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তাহা আর ভোজন করিবেন না, পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। ডাল তরকারী দিয়া ভোজন শেষ করিয়া শেষ দুধের বাটী ধরিলেন। শিষ্যকে বলিলেন বাপু দুধে একটু চিনি দিতে হবে। শিষ্য দুধে চিনি দিয়া নিকটে বসিয়া

আছেন ; গুরুদেব দুধে আতপ তণ্ডুলের ভাত চাপাইয়া তাহাতে চিনি দিয়া আচ্ছা করিয়া মাখিয়া হাপুস হুপুস করিয়া খাইতে লাগিলেন। শিষ্য ভাবিলেন ঠাকুর মহাশয়তো দেখ্‌চি দুধ চিনি ভাত সকলি একত্রে আহার করিলেন, তবে আর পরমান্ন খাওয়ার বাকিটে কি রহিল ? তখন সেই স্পষ্টবক্তা শিষ্য গলায় বস্ত্র দিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে উঠিয়া বলিল "ভাল ঠাকুর মহাশয়! আপনি কি তবে জগন্নাথের মুখে কেবল নুড়ো গাছটা গুঁজে দিয়ে এসেছেন ?" গুরু বলিলেন কেন বাপু কেন কেন কি হয়েছে কি ? হবে আর কি, চিনি দুধ ভাত সকলি খেলেন কেবল একগাছ নুড়ো জ্বেলে একটু গরম করিয়া লওয়াটা বাকি রহিল তাই বল্‌ছি ! !

সংবাদ।

মধ্য ভারতবর্ষের এক জন বনিয়াদী রাজা নিজের দোষে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া উৎসন্ন যাইতেছিলেন এবং দেনার দায়ে তাঁহার বহু মূল্যের সম্পাত্তি বিক্রয় হইয়া যাইতেছিল ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক করিয়া বলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সকল বিষয় সম্পাত্তি কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডের অধীনে রাখিবার জন্য লর্ড নর্থব্রুকের মত চাহিয়া পাঠান। তিনি ইহার তদন্ত করিয়া জানিলেন যে ঐ সম্পাত্তি পূর্ব্বে নিষ্কর ছিল পরে ১৩০০০ হাজার টাকা খাজানা বন্দোবস্ত করা হয়। রাজার দুরবস্থা দেখিয়া গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর উহার অর্দ্ধেক খাজানা কমাইয়া দিয়াছেন এবং যে অবধি বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই হইতে হিসাব করিয়া ঐ অর্দ্ধেক টাকা ফেরত দিতে বলিয়াছেন। আর রাজার সমস্ত দেনা শোদ দিবার জন্য গবর্ণমেন্টের ধনাগার হইতে টাকা ঋণ দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুকের এই সৎ ব্যবহার স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

আমেরিকায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিবিদের বিবাহ আর জুটিয়া উঠে না। এই অভাব দূর করিবার জন্য মেসেচুসেট নগরের দুই শত সম্ভ্রান্ত অবিবাহিত মহিলা গবর্ণমেন্টে এক দরখাস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ করিতে নাই ইহা অতি অন্যায় ও কুসংস্কার মূলক কথা। প্রথম স্ত্রী যদি আপত্তি না করে এবং অন্নের যদি সংস্থান থাকে, তবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে সকলকে অনুমতি দেওয়া হয় ; এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রীর সন্তানগণ প্রথম স্ত্রীর সন্তানের ন্যায় যেন তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ নিয়ম প্রচলিত হইলে দরিদ্রতা ব্যভিচার প্রভৃতি নানা প্রকার সামাজিক অকুশল তিরোহিত হইবে। ইহাঁরা বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন। এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ প্রথা সে দেশে চলিত না থাকাতে ইহাঁদের বড় বিপদ হইয়াছে। আমরা এখানে যে বহু বিবাহের জ্বালায় মরিতেছি, সভ্য দেশে তাহা আবার প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল ! ইহাঁদেরই নীতির আদর্শ কি আমাদের অনুকরণীয় হইবে ?

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক যত্ন করিতেছেন শুনিয়া নেপালের রাজা তাঁহাকে একটী মেডেল্‌ দিতে চাহিয়াছেন। "ন্যাশেনাল পেপার" প্রস্তাব করিয়াছেন বাবু রাজনারায়ণ বসুর উচিত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" নামক তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতার এক খণ্ড নেপালের রাজার নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রস্তাবটী মন্দ হয় নাই ! কারণ এখনকার বাজারে গিল্‌টী করা হিন্দুয়ানীর কিছু মান বেশী। আমাদের প্রস্তাব যে সেই সঙ্গে "রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা" নামক পুস্তকের এক খণ্ডও যেন পাঠান হয়।

হাইকোর্টের উকীল বাবু ভগবতীচরণ ঘোষের এক পুত্র বিলাত গমন করিবেন ইহাতে "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা" ব্যবস্থা দিয়াছেন যে শিক্ষার জন্য বিলাতে গেলে জাতি বিনষ্ট হইবে না। এইরূপে ঐ সভার দ্বারাই ক্রমে জাতির দফা নিকাশ হইবে। এক্ষণে উইলসনের হটেলে গিয়া প্রকাশ্য রূপে খানা খাইলে জাতি থাকিবে কি না এ বিষয়ে একটা মত দিলে ভাল হয়।

শ্রীরামপুরে গঙ্গায় বড় কুমীরের ভয় হইয়াছে। এক ব্যক্তি জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিক করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার কাছে এক কুমীর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কুমীরের মাথার উপর দিয়া লাফাইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন।

কোন পথিক লিখিয়াছেন মাতলা রেলওয়ের গড়িয়াষ্টেসন হইতে নামিয়া পশ্চিম দিকে যে রাস্তা গিয়াছে তাহা দিয়া গমনাগমন করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। রাস্তাটী জল কাদায় পরিপূর্ণ। নারিকেল গাছের পুল পার হওয়া আরও ভয়ানক। উক্ত ষ্টেসনে আরোহীদিগের জন্য বসিবার স্থান নাই, বৃষ্টি আসিলে তাহাদিগকে ভিজিয়া মরিতে হয়।

সম্প্রতি এক দল বাবু মদ ও তাহার উপকরণ সামগ্রী সঙ্গে লইয়া বাগানে গিয়াছিলেন রাত্রিকালে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে মাতলামী করেন এবং পাহারাওয়ালাকে গালী দেন সেই জন্য তাঁহাদিগকে সে রাত্রিতে চিৎপুরের থানার কাঠগড়ার মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। পর দিন শেয়ালদহ মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তাঁহাদের বিচার হইয়া কিছু জরিমানাও হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর সুলভ সমাচার সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয় !

আপনার বিগত বারের 'সুলভ সমাচার' পাঠে দেখিলাম আপনি লিখিয়াছেন যে, যে কলিকাতা হইতে যে থিয়েটর ঢাকায় অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা ঢাকায় 'বোম্বেটিয়া' 'জুয়াচোর' ইত্যাদি নানাবিধ উপাধী গ্রহণান্তর ২।৩ শত টাকা বাজার দেনা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা সত্য, কিন্তু ঢাকায় অভিনয়ার্থ দুই দল কলিকাতা হইতে যাইয়াছিল,—১ম হিন্দু নেশেনাল থিয়েটার,—২য় নেশানেল থিয়েটার। মহাশয় ! আপনি কলিকাতার থিয়েটার উল্লেখ করিয়া এই সমস্ত লিখিয়াছেন, কিন্তু ঢাকার সকল পত্রিকা পাঠেই অবগত হইতে পারিবেন "হিন্দু নেশেনাল থিয়েটর" অভিনয় করিয়া ঢাকাবাসীগণের মনোরঞ্জন করিয়া সগৌরবে কলিকাতায় আসিয়াছে। মহাশয় আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক "হিন্দু নেশেনাল থিয়েটারের কথা আপনার সুলভ সমাচারে লিখিয়া চির বাধিত করিবেন। আপনি যেরূপ লিখিয়াছেন ইহাতে আমাদেরও জনসমাজে মুখ দেখান ভার হইয়াছে। আমরা কোন দোষের দোষী নই তবে আমরা কেন বদ নামের ভাগী হই ? আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, করিবেন।

কলিকাতা
১ লা শ্রাবণ ১২৮০

একান্ত বিনয়াবনত
হিন্দু নেঃথিয়েটারের সভ্যগণ

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালী।

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত—গোয়ালন্দ হইতে প্রায় ৯।১০ ক্রোশ উত্তরে—সন্তোষ জাহ্নবীস্কুলের কতিপয় শিক্ষক সব্‌ ডিপুটী পরীক্ষা প্রদান জন্য এবং ওকালতী কার্য্যে গমন করায় অত্রত্য দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষকের পদ শূন্য হইতেছে। পদত্রয়ের বেতন ক্রমান্বয়ে ৩৫।২৫ ও ২০ টাকা। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন অতি সত্বর প্রেরণ করিবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু গুহ।
৮০, বিডন্‌ ষ্ট্রীট

সুবারবান মেডিকাল হল, ভবানীপুর।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে বেনারসের ডাক্তার লেজার্‌স সাহেবের "এসেনস্‌ অফ চিরেতা" নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ এবং পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পুরাতন এবং নুতন আম ও রক্তাতিসার অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অম্লশূল এবং পাচড়া এ সকল রোগের উত্তম উত্তম ঔষধ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। পুনশ্চ ডাক্তার লেজারস সাহেবের "এসেনস্‌ অফ চিরেতার" গুণ অনেকে অবগত আছেন, অবশিষ্ট ঔষধের গুণের উপর আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, এমন কি উহার দ্বারা অধিংকাশ পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে সন্দেহ নাই ; বরং রোগী দেখিতে পাইলে নিশ্চয় আরোগ্য পক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি। যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞাকৃত রোগীগণ ঘটনা ক্রমে রোগ হইতে মুক্ত না হয়, তাহা হইলে উহাদিগের প্রদত্ত মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। বিহারীলাল এণ্ড কোং ঘোষ।

মানস কুসুম প্রথম ভাগ, কলেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং কে এন্‌ চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ৶০

ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ। ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য /০ আনা।

১২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত হইল

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা ভার ;
জ্ঞানধন চাও পাও অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। মূল্য ১ পয়সা।

৩য় খণ্ড — কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ১৫ই শ্রাবণ, ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৪৩ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

মৃত মধুসূদন দত্তের নাবালক সন্তানদিগের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য একটী চাঁদা সংগ্রাহক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক বারিষ্টার শ্রীযুক্তবাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত কমিটীর সভ্যগণের নাম প্রকাশ জন্য আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদেরও বিশেষ অনুরোধ যে এ বিষয়ে যেন বঙ্গবাসীগণ মুক্ত হস্ত হন। কমিটীর সভা রাজা জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বশাক, মনোমোহন ঘোষ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শিশিরকুমার ঘোষ। ৩ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট যাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা প্রেরণ করিবেন।

চাকদহের নিকট কাঁচিপাড়া নিবাসিনী আন্দরমন্নেচ্ছা বিবি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে কোন কোন সৎকার্য্যের জন্য অল্প ভূমি সম্পত্তি দান করিয়া যান এবং তাহার তত্ত্বাবধারণের জন্য গবর্ণমেন্টকে ট্রষ্টী করেন। উক্ত দান পত্র তাঁহার মৃত্যুর পরে রেজষ্টরি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি বিবির জ্ঞাতিবর্গ দান পত্র নামঞ্জুর করার চেষ্টায় আছে। ঐ সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে অধিকাংশ গোঁড়পাড়ার সাহায্যকৃত ইংরাজী স্কুলে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। স্কুলের কার্য্যাধ্যক্ষ সভা বিবির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ট্রষ্টী অধিকার স্থাপনের জন্য জেলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবকে অনুরোধ করেন, তিনি আবার কমিসনরের দ্বারা ইহা রেভিনিউ বোর্ডে জানান, কিন্তু বিষয়ের জন্য মকদ্দমা হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোর্ড ট্রষ্টীর ভার গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ পুনরায় লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যদি কোন মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ সভা প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে আমাদের বিশেষ অনুরোধ বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট যেন বিবির প্রদত্ত ভার গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র কার্য্য পালন করেন, তাহা না হইলে অনেক টাকার সম্পত্তি পাঁচ জনে ফাঁকি দিয়া লইবে এবং বিবির ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।

মেডিকেল কলেজের দাঙ্গা।

সোমবার হইতে বুধবার পর্য্যন্ত গত তিন দিবস আমাদের কার্য্যালয়ের সম্মুখভাগ একটী প্রকাণ্ড সমর ভূমির ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিল। দলে দলে লাল পাগড়ীধারী পাহারাওয়ালা, ইউরোপীয় চৌকিদার, পুলিস ইনস্পেক্টর, ৪।৫ টা স্কুল ও কলেজের ছেলেতে একেবারে চারিদিক পরিপূর্ণ। কত লোক দিনে দুপ্রহরে বিনা দোষে রাজপথে অপমানিত ও প্রহারিত হইল। কাহার মাথা কাহার কপাল ফুটিয়া রক্ত বাহির হইল, ফলতঃ ইহাকে একটা ছোট খাট যুদ্ধের ন্যায় বলিতে হইবে। এই প্রকাণ্ড দাঙ্গার গোড়াগুড়ি সমস্ত কথা আমরা পাঠকবর্গের গোচর করিব।

মেডিকেল কলেজের মধ্যে মিলিটরি ক্লাস বলিয়া একটা বিভাগ আছে, তাহাতে পল্টনের গোরার বংশেরা ও ফিরিঙ্গীরা ডাক্তারি শিক্ষা করে। তাহারা কি প্রকার স্বভাবের লোক তাহা সকলেই জানেন। সংখ্যায় তাহারা ৬০ জন আন্দাজ হইবে। উক্ত কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সঙ্গে তাহাদের বড় সদ্ভাব ছিল না। একে রাজবংশ তাহাতে মিলিটরি বিভাগের লোক, সুতরাং কাহাকেও তাহারা গ্রাহ্য করিত না; দুঃখিনী বঙ্গমাতার দুর্ব্বল সন্তানদিগের উপর প্রায়ই উৎপাত করিত। লেকচারের সময় বাঙ্গালীদিগকে ঠেলে ফেলিয়া দিয়া আগে গিয়া দাঁড়াইত। ইহাতে বাঙ্গালীরাও অপমানিত হইয়া উত্তর স্বরূপ ঠেলা ঠেলি দেয়। এই রূপে ক্রমে উভয় পক্ষই গরম হইয়া পরস্পরকে প্রহারের কল্পনা করে। তদনন্তর গত ৭ই সোমবার বৈকালে লেকচার শুনিবার সময় ঐ ফিরিঙ্গীদের মধ্যে জন কতক ছাত্র সকলের আগেকার আসনে বসিয়া পা ছড়াইয়া রাখে এবং কোন বাঙ্গালীকে সেখানে বসিতে দিবে না এই রূপ চেষ্টা করে। কেহ তাহাদের কাছে ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে না দেখিয়া ২।৪ জন সাহসী বাঙ্গালী ছাত্র ফিরিঙ্গীদের পা সরাইয়া দিয়া জোর করিয়া সেখানে বসিল। বসিলেই আর আর ছেলেরা হো হো! করিয়া হাত তালী দিয়া উঠিল। এই আর কি, মিলিটরি ক্লাসের ফিরিঙ্গীগণ অগ্নি অবতার হইয়া বাঙ্গালীদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল। তিন চারি শত ছেলে ৫০।৬০ জন ফিরিঙ্গীর ভয়ে পলাইতে লাগিল। ফিরিঙ্গীরাও যাহা হাতের কাছে পাইল—টুল বেঞ্চ মড়ার হাড় ফেলিয়া মারিতে লাগিল। শেষে ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া উঠনে আসিয়া যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই মারে। জন কয়েক ছাত্র এক খান গাড়ীতে যাইতেছিল তাহাদিগকে পথে ধরিয়া প্রহার করিল এবং গাড়ী ভাঙ্গিয়া দিল। দুই চারি জনকে এমনি আঘাত করিয়াছিল যে তাহাদের জ্ঞান ছিল না। কাহারও মাথা ফাটিয়া গিয়া দর দর করিয়া রক্তের ধারাণী পড়িতেছে, কাহার কপালে ঘুষো লাগিয়া চক্ষু দিয়া যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে, কেহ মার খাইয়া পাল্‌কী করিয়া বাড়ী গেল, কেহ বা হাঁস্পাতালে গিয়া মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিল। এই সকলই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এবং পুলিস পাহারাওয়ালাদের সম্মুখে হইতেছে। দুর্ব্বল বাঙ্গালী কি করিবে? একে গায়ে বল

নাই, মনে সাহসও নাই, এক জন সাহসপূর্ব্বক আগিয়া গেলে কেহ যে তাহার পাছে গিয়া সহায়তা করিবে এরূপ প্রত্যাশা নাই, কেহ কাহার উপর বিশ্বাস করে না, সুতরাং কেমন করিয়া আগে পলায়ন করিবে, তাহারই চেষ্টা দেখে। তাহার উপর আবার সাহেবদের ভয়। তাঁহারা প্রায়ই স্বজাতি পক্ষপাতে অন্ধ। ফিরিঙ্গীদিগকে মারিতে গেলে তখন পুলিস কি তাহাদিগের উপর হস্তক্ষেপ করিতে ক্রটি করিত? তাহারা জানে বিচার হবে না, উলটো আবার জেলে যাইতে হইবে, পুলিসের হাতে মার খাইতে হইবে, অতএব কোন দিকেই বাঙ্গালীদের আশা ভরসা নাই। এদিকে এই, আবার ওদিকে হয়তো বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র মাতা পিতা ক্রন্দন করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া যে যেরূপে পারিল পলাইয়া গেল। সে দিন প্রায় ৪০ জন ছাত্র অল্প অধিক মার খাইয়াছে। কলেজের অধ্যক্ষ স্মিথ্ সাহেব এ সকল শুনিলেন, কিন্তু কিছু করিলেন না।

পরদিন মঙ্গলবার প্রাতে ছাত্রেরা প্রাণভয়ে কলেজের ভিতর প্রবেশ করিয়া লেকচার শুনিবে কি রোগী দেখিবে তাহা পারিল না; সকলেই দলবদ্ধ হইয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। অধ্যক্ষ সাহেব তাহাদিগকে সাহস দিয়া ভিতরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। সে দিন কোন ছেলে আর কলেজে যাইতে পারিল না। তাহারা ভয়ে দুঃখে অপমানে বিষণ্ণ হইয়া কি করিবে কিছুই জানে না। একবার গোলদিঘীর ধারে একত্রিত হইয়া মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া কি বলিল এবং হাত নাড়িল। তখন উপযুক্ত পুলিস তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। বৈকালে কতক ছাত্র সাতু বাবুর মাঠে সভা করিল, বক্তৃতা করিল; বাক্যে যত দূর হইতে পারে তাহা করিল এবং কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার স্মিথকেও দরখাস্ত দ্বারা সকল দুঃখ জানাইল। তিনি এক নোটিস দিলেন যে কল্য বিচার হইবে। ঐ দিবস বৈকালে আবার পথে লোকারণ্য হইল, এমন সময় ঐ ফিরিঙ্গী দলের কয়েকজন পথে আসিয়া কোন কোন নিরপরাধী পথিক ও বাজারের দোকানদারকে মারিল, কেহই প্রতিরোধ করিবার নাই। চাই কি এক জনকে খুন করিলেই কেহ বলিবার লোক নাই। পুলিস লোক জন সমেত ২।১ বার আসিয়াছিলেন মাত্র।

বুধবার প্রাতঃকালে পুলিসের অনেক লোক জন আসিয়া ওদিকে তদারক করিতেছে, কিন্তু এ দিকে আবার দশ বার জন ফিরিঙ্গী সগর্ব্বে গোলদিঘীর ধারে প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া বেড়াইয়া গেল, পুলিস তাহাদের পশ্চাতে আরদালীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৈকালে আবার লোকারণ্য হইল। সমস্ত কলেজ স্কুলের ছেলেতে পথ পূরিয়া গেল। হিন্দু স্কুলও অন্যান্য স্কুলের সাহসী ছেলেরা লাঠি সোটা লইয়া গোলদিঘীর ধারে একত্রিত হইল। ইহারা কেবল দেশীয় লোকদিগের অপমানে আপনারা অপমানিত বোধ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এদিকে মেডিকেল কলেজের উঠনে এক দিকে বাঙ্গালী অন্য দিকে ফিরিঙ্গী ছাত্র দাঁড়াইয়া কলেজের বড় বড় সাহেবদের কাছে যাহার যাহা বক্তব্য ছিল বলিল। কেল্লার ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল আসিয়া মিলিটরি ক্লাসের ঐ সকল ছাত্রদিগকে কতকটা শাসন করেন তবে সব ঠাণ্ডা হয়। সাহেবেরা উভয় পক্ষের জবানবন্দী লইতেছেন এ দিকে বালক সৈন্য দল লাঠি হাতে করিয়া হুঙ্কার ধ্বনি করিতে লাগিল। ফিরিঙ্গীদিগকে নিমন্ত্রণ করিল যে তোমরা পারতো আজ একবার এসো আমরা যুদ্ধ করিব। ফিরিঙ্গীগণ তাহাদের বাস-ভবনের উপর মড়ার মাথার সহিত এক জয় পতাকা উড়াইয়া দিয়া তাহাতে লিখিয়া দিয়াছিল যে "ভিক্টরি ওভর দি ভাংকুইসড ব্রুটস" হিন্দুস্কুলের ছেলেরাও একটা ছাতার গায়ে এক খানা চাদর বাঁধিয়া কলেজের ছাদে উড়াইয়া দিল। ক্ষণকাল পরে এক জন ফিরিঙ্গী পুলিস ইনস্পেক্টর ২০।২৫ জন পাহারাওয়ালাকে লইয়া ঐ দলবদ্ধ ছেলেদিগকে অহংকারের সহিত তাড়াইয়া দিতে গেলেন। ছেলেরা কেহ নড়িল না, বরং পুলিসকে আক্রমণ করিতে আসিল। দেখে শুনে পুলিস পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। আর হো হো করিয়া ছেলেরা হাততালী দিতে লাগিল। পুলিসের সাহেব অপমানে মুখ লাল করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আরও সৈন্য আনিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। ১৫ মিনিটের মধ্যে দলে দলে পাহারাওয়ালা আসিল, এবং ওদিক হইতে ঘোড় সওয়ার এবং পুলিসের ডেপুটি কমিসনর, ১০। ১২ জন ইয়োরোপীয় কনষ্টেবলের সহিত কয়েদী ধরিয়া লইয়া যাওয়ার "অমনিবাস" শুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন এই রূপে পুলিস দলবদ্ধ হইয়া ছেলেদিগকে তাড়া দিতে ধাবিত হইল তখন তাহারা সুতরাং পলাইতে বাধ্য হইল। অনেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘরে প্রবেশ করিল, পুলিসের লোকও ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, তাহাতে কিছু মার খাইল। ইহাদের গণ্ডগোলে কলেজের সারসী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক জন পাহারাওয়ালার মাথা দিয়া রক্ত পাত হইয়াছে এবং এক জন ইয়োরোপীয় পুলিসও মার খাইয়াছেন। অদ্যকার ব্যাপার এই খানেই শেষ হইল, পাহারাওয়ালা গুলা চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে লোক তাড়িয়ে হাঁপিয়ে মরিল, কত ভদ্র লোক ঘুষো খাইল। পরে বৃষ্টি আসিয়া সকল পরিষ্কার করিয়া দিল। যে গাড়ী অপরাধীদি কে লইয়া যাইবার জন্য আনিয়াছিলেন [illegible] হার ভিতর [illegible] যে আপনারাই চড়িয়া চলিয়া গেলেন।

যে কএক দিন ফিরিঙ্গীগণ সদর্পে বাঙ্গালীদিগকে অপমান করিল মারিল, সে কএক দিন পুলিস কিছুই বলিলেন না। তাহারা রাস্তায় আসিয়া কত লোককে মারিয়া গেল কিছুই হইল না। কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলেরা যাই একত্র হইল অমনি পুলিস আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিলেন।

বৃহস্পতিবার হইতে আর কোন গোল যোগ হয় নাই। কিন্তু দর্শকের আমদানী কমে নাই। পুলিসের অতিরিক্ত পাহারাও প্রতি দিন বসিতেছে। খেলনা পুতুল পর্য্যন্ত বিক্রী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পুলিসের লোক জন সতর্কতার সহিত এদিক্ ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, পথিকদিগকে ঘুষোটা আশটা মারিতেছে। মিলিটরি ক্লাসের ফিরিঙ্গীদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দরজায় সার্জ্জন পাহারা বসান হইয়াছে। কলেজের কাউনসিল প্রতিদিন বিচার করিতেছেন। কবে শেষ হবে এবং কি বিচার হবে তাহা কেহ জানে না, কিন্তু স্মিথ্ সাহেবের ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহার দোষেই এতটা হইল। তিনি কেন যে কলেজের মধ্যে মস্ত একটা বাটীতে বিনা ভাড়ায় বাস করেন, আর কেনই বা অধ্যক্ষ হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এমন অপদার্থ লোককে শীঘ্র স্থানান্তর করিয়া দেওয়া উচিত। তাঁহার বাস ভবনের সম্মুখে এই ব্যাপারটা হইল তথাপি তাঁহার কি কোন ক্ষমতা ছিল না যে তাহা নিবারণ করেন? মিলিটরি ক্লাস এখান হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক, নতুবা কাহার নিস্তার নাই। উহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র অন্য স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে "ইংলিসম্যান" "ডেলিনিউসের" ব্যবহার দেখিয়াও আমরা অবাক্ হইয়াছি। বাঙ্গালীরা দুধ কলা দিয়া উহাদিগকে পোষেন কেন? এরূপ ঘটনায় প্রায়ই ইংরাজী কাগজওয়ালারা পক্ষপাত করে।

এই ঘটনার দ্বারা নৈতিক ফল কিছু উৎপন্ন হইবে এরূপ আশা করা যায়। প্রথমতঃ আমরা হিন্দু কলেজ প্রভৃতির সাহসী ছাত্রদিগের স্বজাতির প্রতি ভালবাসার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করি। তাহারা যে দুর্ব্বল হইয়াও স্বদেশীয়দিগের মান রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এজন্য তাহারা ধন্যবাদের পাত্র। অবলাবান্ধব সম্পাদককেও এজন্য প্রশংসা করিতে হয়। তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের হইয়া স্বয়ং লাঠি ধরিয়া বাহির হইয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মার খাইয়া [illegible] র মধ্যে কেহ কেহ এক্ষণে মুগুর ভাঁজিতে এবং শুকনা ছোলা খাইতে কেহ বা মাহস [illegible] বন্দোবস্ত করিতে কল্পনা করিতেছেন। [illegible] প্রস্তাব শুনিতে ভাল লাগে কিন্তু [illegible] তাহাতে কোন আশা হয় না। তাঁহারা মুগুরই ভাঁজুন আর ছোলা খাইয়া ডাঁড় বসিয়া বসিয়া রামাকৃষ্ণই বলুন, বাল্য বিবাহ না উঠিলে কিছু হইবে না। বর্ত্তমান বঙ্গ সন্তানদিগকে কেবল ভাল করিয়া ধোপ কাপড় চোপড় পরাইয়া সাজাইয়া, তেল হলুদ সিন্দুর চন্দন মাখাইয়া কপালে একটী খয়েরের টিপ লাগাইয়া টেপায়ার উপর কাঁচ ঢাকা দিয়া বৈঠকখানার ঘরে রাখিলেই দেখিতে বেশ মানায়। যদি বলবান্ হইতে কেহ চাও তবে ২৫ বৎসরের কম কেহ বিবাহ করিও না, কিন্তু শরীর মনের উন্নতির জন্য ঈশ্বরের আদেশ পালন কর। এই ঘটনায় পড়িয়া তোমরা দেশের লোকদিগকে ভাল বাসিতে শিক্ষা কর। স্বার্থপর হইয়া কেহ থাকিও না। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণাতেই বঙ্গ সমাজ উৎসন্ন যাইতেছে। এখন সকলে স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হয় প্রচুর বল পাইবে।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

পুরী।

স্নান যাত্রা অপেক্ষা রথেই অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। "রথেতু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এই জন্যই রথের সময় জগন্নাথ দর্শনে বহু ফল। সুলভের পাঠকগণ [illegible] যাত্রার বিষয় কিছু অবগত হইয়াছেন এবার আরও কিছু নূতন শুনুন। রথের সময় প্রায় দেড় লক্ষ লোক আসিয়াছিল। যাত্রীরা যে স্থান দিয়া চলিয়া যায় সে স্থানের বায়ু দূষিত ও জল পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া যায়, এমনি তাহাদের গায়ে দুর্গন্ধ। যাত্রীদের দ্বারাই এ দেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। বৎসরে বৎসরে প্রায় দুচার হাজার মরিয়া থাকে। এবার তত মরে নাই। পথে দেখি দুই তিন জন একেবারে চির নিদ্রিত। এমনি স্থানে স্থানে মরিতেছে। বালেশ্বর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে যাত্রীরা বেশ ওলাউঠা দিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা ক্ষান্ত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে বড় নিষ্ঠুরতা, দেখিয়া মনে বড় ক্লেশ হয়। বৃদ্ধাদিগের কষ্টের আর পরিসীমা নাই। আমরা পথে এক স্থানে দেখি যে একটী সত্তর আশী বৎসরের বুড়ীকে ফেলিয়া সঙ্গী লোকেরা চলিয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে যাহা ছিল তাহা সঙ্গী লোকদের কাছেই রাখিয়াছিল, সুতরাং তাহার কি কষ্ট। আমাদের আহারের কিঞ্চিৎ অংশ দিয়া তাহাকে সুস্থ করা গেল। কিন্তু বোধ হইল আর দুই এক দিন পরে সে মরিয়া যাইবে। একে নিরাশ্রয়, তাহাতে অনাহার, আবার প্রখর রৌদ্রে হাঁটিয়া যাইতেছে। কেবল সে আস্তে আস্তে চলিতেছিল বলিয়া সঙ্গীরা নিষ্ঠুর ভাবে ফেলিয়া যায়। এমন পথের মাঝে কত রোগীও বুড়ীদের যার পর নাই কষ্ট হইতেছে।

পুরী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নগর, কেবল জগন্নাথের জন্যই ইহার নানাবিধ জাঁকজমক। যাত্রীদের থাকিবার ঘর গুলি এক একটী সিন্ধুক বলিলেই হয়, তাহাতে আবার লোকের ময়লাতে এত দুর্গন্ধ হয় যে সেখানে ক্ষণকাল থাকিলে শরীর অস্থির হইয়া যায়। এখানে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা রামরাজ্য ভোগ করেন। তাঁহাদের মনে যাহা আসে তাহাই করেন, তাহাতে কিছু মাত্র সংকোচ নাই। সন্ধ্যার সময় কত স্ত্রীলোককে দেখা গেল যে তাঁহারা প্রকাশ্য রাজপথে গলা ধরা ধরি করিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছেন, এরূপ দৃশ্য আর আমরা কখন দেখি নাই। কোথায় দেখি এক জন স্ত্রীলোক কোন দোকানদারের সহিত বিলক্ষণ মারামারি লাগিয়া দিয়াছে, স্ত্রীলোকটীও পুরুষটীর গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, পুরুষটী আবার ততোধিক। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা পুরীতে আসিয়া কিরূপ ব্যবহার করে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তবে সকলেই যে ঐরূপ করিয়া থাকে তাহাও নহে, অন্যদিকে অনেক প্রকার ধর্ম্মভাব দেখিয়া আবার আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্নান যাত্রার পর জগন্নাথ জ্বর রোগে আক্রান্ত হন, পরে নব যৌবন পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় [illegible] বিরাজ করেন। অর্থাৎ স্নান যাত্রার সময় জল লাগিয়া রঙ্গ উঠিয়া যাওয়াতে তাহার পুনঃ সংস্কার করা হয়, ইহার নাম নব যৌবন। যে কয়েক দিন জগন্নাথ এই রূপ অবস্থায় থাকেন, সে কয়েক দিন যাত্রীদের খাইবার অত্যন্ত ক্লেশ হয়, কেবল পচা টক পাঁকাল ভাত খাইয়া কোন রূপে তাহারা জীবন ধারণ করে। এই কারণেই অনেক লোকের পীড়া উপস্থিত হয়। জগন্নাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি সকল চিত্রিত আছে, পাণ্ডা ভায়ারা স্ত্রীলোকদিগকে আবার ব্যাখ্যার সহিত তাহা বুঝাইয়া দেন। ধর্ম্মের নামে কত দুর না দুষ্কর্ম্ম হইতে পারে। এই সকল অপবিত্র জঘন্য ভাব যাহাতে মনে উদয় হয় তাহাই আবার দেব মন্দিরে চিত্রিত! যাহা হউক বিবিধ প্রকারে স্ত্রীলোকদিগের লাঞ্ছনা হইয়া থাকে। পুণ্য সঞ্চিত হওয়া দূরে থাকুক বরং পাপেরই প্রশ্রয় হইয়া থাকে। ফলতঃ যাত্রীদের থাকিবার বন্দোবস্ত অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়াই আরও পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে তাদৃশ দৃষ্টি নাই বলিয়াও অনেকে সামান্য রোগে পঞ্চত্ব পায়। গবর্ণমেণ্টের সুবিধা দেখিলেই অর্থের দিকে পড়ে, কোন রূপ কায় ক্লেশে লোকে তীর্থ করিতে যায়, তাহার মধ্যে প্রতি যাত্রীর নিকট হইতেই ।৷০ আট আনা করিয়া ট্যাক্স লওয়া হয়। এই উপায়ে ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি বৎসরে কম টাকা লাভ হয় না। ইহাতে ৬০।৭০ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টের উসুল হইয়া থাকে। খরচের মধ্যে বৎসরে বৎসরে দুই তিনটী নেটিভ্ ডাক্তার কেবল মাস কয়েকের জন্য নিযুক্ত হয়। অর্থের লোভে গবর্ণমেণ্ট না করিতে পারেন এমন কার্য্যই নাই, তখন কাণ্ডাকাণ্ড বোধ থাকে না। জগন্নাথের বাৎসরিক আয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা হইবে। উদার খৃষ্টীয়ান গবর্ণমেণ্ট কি এমন লোভ সম্বরণ করিতে পারেন? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট নিজেই জগন্নাথের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন যাত্রীর প্রতি ৫ টাকা করিয়া কর ধার্য্য ছিল। সরকার হইতে পুরোহিত প্রভৃতি সকলে বেতন পাইত, আর অবশিষ্ট টাকা সরকারিতে জমা হইত। কিন্তু মিসনরিরা কি ছাড়িবার পাত্র? খৃষ্টীয়ান গবর্ণমেণ্ট অর্থের লোভে পৌত্তলিকতার উৎসাহ দেন এই বলিয়া তাঁহারা তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ রূপ লিখিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট অগত্যা পাদরি সাহেবদের ভয়েতে তাহা ছাড়িয়া দেন। সুলভের পাঠকেরা বোধ হয় এই রহস্য ব্যাপার কখন শোনেন নাই।

প্রচলিত রথ যাত্রার উৎসব প্রণালীটী হিন্দু শাস্ত্রোক্ত তত নহে। এইটী বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে নেয়া হইয়াছে। যখন বেহার দেশের অন্তর্গত কাপিলী নগরস্থ বুদ্ধের মৃত্যু হয়, তখন ব্রহ্মদত্ত নামক এক উড়িষ্যা-রাজ বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত থাকায় তাহার কোন শিষ্যকে ঐ মৃত মহাত্মার পবিত্র দন্ত পুরী আনিতে আদেশ করেন। এই ঘটনাটী খৃষ্টশকের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তখন উৎকল দেশের সর্ব্বত্র প্রায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। উৎকল দেশের সকল লোকই প্রায় ঐ দন্তের পূজা করিত এবং বৎসরে বৎসরে ঐ দন্তের বিশেষ উৎসব হইত। ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে যখন ফাহীয়ান নামক এক জন চীন দেশীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসেন তখনও ঐ উৎসব প্রচলিত ছিল। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া ইহার আশ্চর্য্য বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন "যে ঐ দন্তটী একটী মন্দির হইতে অপর মন্দিরে আনিবার সময় বিশেষ সমারোহ হইত এবং সেই মন্দিরে দন্তটী কয়েক দিন রাখিয়া পুনরায় অতি সমারোহ পূর্ব্বক পূর্ব্ব মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইত।" সে সময় বর্ত্তমান রথ যাত্রা প্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। সুতরাং রথের উৎসব যে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে অনুকরণ করা হইয়াছে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আর একটী বিশেষ প্রমাণ এই যে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম এই দেবতা ত্রয় বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই তিন ব্যক্তির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জন্ম ধারণ করিয়াছেন এই সাধারণ বিশ্বাস। জগন্নাথ যে বুদ্ধের অবতার তাহাতে আর সংশয় নাই। বাহুল্য প্রযুক্ত ইহার অন্যতর প্রমাণ আর লেখা হইল না।

সংবাদ।

অবগত হওয়া গেল, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ঈদ [illegible] পিত সম্বন্ধে হাবড়া পুলিষের কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ে রিপোর্ট নিমিত্ত বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনরকে লিখিয়াছেন।

আগামী ১ লা ডিসেম্বর সোমবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা [illegible] আর্ট পরীক্ষা বসিবে। বি, এ পরীক্ষা ২৯ ডিসেম্বর আরম্ভ হইবে।

যাঁহারা [illegible] ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা দিবেন তাঁহ [illegible] ১ লা নবেম্বরের পূর্ব্বে, যাঁহারা [illegible] ক্ষা দিবেন তাঁহাদিগকে ২রা ডিসেম্ব [illegible] রেজিষ্টার সাহেবের নিকট আবেদন

লেপ্টে [illegible] বলিয়াছেন, আগামী ১লা [illegible] কৃষ্ণনগর, পূর্ণিয়া এবং ফরিদপুরে রথ [illegible] আরম্ভ হবে।

যশোপোল বন্ধুর "[illegible] সাপ্তাহিক সমাচার" বাহির হইয়াছে। যে [illegible] বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল [illegible] নাই। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে হউক বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আড়ম্বর পূর্ণ সুদীর্ঘ অঙ্গীকার করা যত সহজ, পালন করা তত সহজ নহে। যাহা হউক লেখা মন্দ হইতেছে না। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যেন সমান ভাবে দৃষ্টি থাকে এই আমাদের অনুরোধ।

প্রেরিত।

মান্যবর সুলভ সমাচার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ৮ই শ্রাবণ মঙ্গলবার মুরসিদাবাদস্থ মহি-

মাপুর নিবাসী * * ১ বৎসর দশ মাস মধ্যে ২ লক্ষ টাকা বেশ্যা, মদ ও অন্যান্য অসৎ ব্যয়ে নিঃশেষ করিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র পূর্ণ হইয়াছিল। মৃত্যুর দুই দিবস পরে একটী স্বতন্ত্র গৃহে ওল্‌ড টমের বোতল ৯১০ টী, সেম্পেনের বোতল ৩১৪ টী, ব্রাণ্ডির বোতল ১১১ টী, গাঁজার কলিকা ৩৩টী, গাঁজা কাটিবার কাষ্ঠ ১৪ খানি, অস্ত্র ৫ খানি, ৩টী লোহা ও পিতলের হামামদিস্তা, যাহাতে গাঁজা ভিজান হইত। ভগ্ন কাচও কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে। মরণের ৫ মাস পূর্ব্বে তাঁহার ভয়ানক পীড়া জন্মে, এমন কি জল পর্য্যন্ত পেটে থাকিত না। মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাবুজীর গাঁজা খাইতে ইচ্ছা হয় ও একবার দম লাগাইয়াই বাবুর হাতের ছিলিম হাতেই রহিল। বাবুজীর দুই বোতল ওল্‌ড টম, অর্দ্ধ সের যশোহরের গাঁজা, ৩ ভরি বিশুদ্ধ অহিফেন, ১ ভরি গুলী ও জলযোগের সহিত ১৩।১৪ খানি মাজুমের কত্‌লি বরাদ্দ ছিল।

দুই দিবস মাত্র স্ত্রীর সহিত দেখা হয়, এবং মুখাগ্নি করিতে স্ত্রীও জানিলেন যে এ দেবতা তাঁহার স্বামী ছিল। একান্ত বশম্বদ

উক্ত বাবুর প্রধান কর্ম্মচারী।

বিজ্ঞাপন।

এক উদাসীনের মহৌষধ।

অধুনা আমি সহর অম্বালা পঞ্জাব হইতে সরকারিকর্ম্মে অবকাশ পাইয়া ৺কাশীধাম বাঙ্গালীটোলা গণেশ মহল্লায় অবস্থিতি করিতেছি। যাঁহার এই মহৌষধির প্রয়োজন হইবে তিনিউক্ত ঠিকানায় আমার নিকট মূল্য ৩।০ টাকা পাঠাইলেই ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পূর্ব্বে যেসকল আরোগ্য সমাচারের প্যাম্‌প্লেট ছাপান হইয়াছে। পাঠান যাইবে।

জড়িবটির ঔষধ। হাঁপানি, কাশি, রক্তপিত্ত, অর্শ, প্রমেহ, উপদংশ, দৌর্ব্বল্য এবং ওলাউঠা।

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন দ্বারা হরিতালভস্মের বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল হরিতালভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। আমার নিকট হইতে ৩।০ টাকা মূল্য প্রদানে লইয়া ন্যূনাধিক ১০০০ লোকের অতিরিক্ত উক্ত ভস্মের দ্বার নানা প্রকার রোগে আরোগ্যলাভ করিয়া সকলেই হরিতালভস্মের চমৎকার গুণ বলিয়া প্রশংসাপত্রে লিখিয়াছেন তাহার কয়েকখানি পত্রের চুম্বক নকল নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নমস্কারান্ত নিবেদনমিদং আমি যে ১৮ দফা আপনার নিকট হইতে হরিতালভস্ম আনাইয়াছি এই সমস্ত ঔষধে কাশ, বাত, পুরাতন জ্বর, অম্লপিত্ত ইত্যাদি রোগে সেবন করান হইয়াছিল ২ জনের কোন উপকার হয় নাই। মৃত্যু হইয়াছে সে কাশ যক্ষা, বক্রি সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং আমার পরিবারের পীড়া ঔষধ সেবন করানে খুব উপশম হইয়াছে জানিবেন। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোং কলিকাতা ভবানীপুর।

নমস্কারান্তর নিবেদনঞ্চ।

অনেক দিন হইল মহাশয়হইতে প্রাপ্ত হরিতাল, ভস্ম সেবনে আমার আত্মীয় কয়েকটী ব্যক্তি অনেক প্রকারের রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ইদানী এবম্ভূত ঔষধী প্রায় পাওয়া কঠিন এবং আপনার দ্বারা এই ঔষধ পাওয়া যাইবে যে তাহারও কোন সম্বাদ পাওয়া গিয়াছিল না, ইতাগ্রে সম্বাদপত্র পাঠে ঐ ঔষধ আপনার নিকট পাওয়া যাইবে জানিয়া এই পত্রসঙ্গে টাকা পাঠাইলাম।

শ্রীনন্দিনাথ বড়ুয়া। মোংনগা আসাম।

পূজনীয়েষু।

আপনার নিকট হইতে ৩।৪ দফা ঔষধ আনাইয়াছিলাম ঐ ঔষধ (হরিতালভস্ম) সেবন করাতে সকলে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামচরণ বিশ্বাস।

মোংগোয়াড়ি কৃষ্ণনগর।

শ্রীচরণেষু।

মহাশয়! আপনার সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত হরিতালভস্ম নামক মহৌষধি আমি কলিকাতা হইতে ৪ বার আনাইয়াছিলাম। তাহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে তজ্জন্য লইতে ইচ্ছা করিতেছি। যে ৪দফা ঔষধ লইয়া ছিলাম তাহাও এক প্রকার কুষ্ঠ রোগের জন্য সংপ্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঔষধ পাঠাইলে বাধিত থাকিব।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মহারাজার স্কুল কালনা জেলা বর্দ্ধমান।

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

ইতিপূর্ব্বে আমি কয়েক ব্যক্তির উৎকট পীড়ার ঔষধ আনয়ন করিয়া ছিলাম তাহার মধ্যে সকলে উত্তমরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এক্ষণে ২ ব্যক্তির পীড়ার বিষয় লিখিতেছি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উত্তম ঔষধি যাহা নিকট পাওয়া যায় তাহা অত্রস্থানে লিখিলে টাকা কিম্বা নোট পাঠাইব। শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়।

মোংঅমরখানা জেলা পূর্ণিয়া।

শ্রীচরণেষু।

মহাশয়ের নিকট হইতে পূর্ব্বে২ আনীত ঔষধিতে লোকের উপকার দর্শিয়াছে, কিন্তু সকলের হয় নাই, কাহার২ সম্পূর্ণ উপকার হইয়াছে। এইক্ষণ ২ প্রস্ত হরিতালভস্মের জন্য মনি আর্ডর যোগে ৭ টাকা প্রেরণ করিতেছি।

শ্রীহারাধন দেব।

মোংগোমানিগঞ্জ জেলা বগুড়া।

মহাশয়! আপনার মহৌষধি হরিতালভস্ম যে রোগীর জন্য আমি আনাইয়া ছিলাম, তিনি উহা সেবন করায় অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন কিন্তু শিতকাল উপস্থিত, যদি পুনরায় আক্রমণ করে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আপনকার মহৌষধীর জন্য ৩।০ টাকা পাঠাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নবদ্বীপ স্কুল জেলা নদিয়া।

শ্রীচরণ কমলেষু।

আমি মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধি সেবন করিয়া আমার হাঁপ কাশি প্রায় আরোগ্য হইয়াছে বোধ করি সমুদয় নিয়ম পালন করিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি হইতে পারিতাম দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা ঘটে নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র।

ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার। মোল্লাহাট।

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদঞ্চ বিশেষ।

অপনি পূর্ব্বে যত উপদংশ রোগের ঔষধি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে আমার অধিকাংশ উপকার হইয়াছে জানিবেন। যদ্যপি ঐ ঔষধি আপনকার নিকট থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একখানি লিপি মোং রামকৃষ্ণপুর জেলা হওড়া শ্রীনবীনচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়,ডাক্তারখানার ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন। পরে ঐ পত্র পাইলে আমি উক্ত ঔষধির মূল্য পাঠাইব।

নিবেদন পত্র

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশয়েষু।

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। পরে মহাশয় যে ঔষধি আমাকে প্রমেহ রোগের নিমিত্ত দিয়াছিলেন, তাহা আমার একজন বন্ধু সেবন করাতে উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছেন. এইক্ষণ মহাশয়কে লিখিতেছি যে হাপানিকাশীর ঔষধি ত্বরায় পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীদিননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালেক্টরি আফিস হামিরপুর।

শ্রীচরণাম্বুজেষু

সেবকস্য সংখ্যাতিরিক্ত প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,মহাশয়ের বটীকা হরিতালভস্ম অতিদুর্ল্লভ মহৌষধি আনাইয়া যে সকল মহতী পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাঁহারা মনে এমত ধারণ করিয়া ছিলেন যে ঐ পীড়াতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। এইক্ষণ পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দিব্যশ্রী ধারণ করিয়া মহাশয়ের ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিতেছেন, জ্ঞাত কারণ নিবেদন।

সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেট।

মোং কাসিমগঞ্জ।

প্রণামা নিবেদন মিদং।

মহাশয়ের পূর্ব্ব প্রেরিত তিনটী ঔষধের মধ্যে দুইটী ব্যবহারকরিয়া দুইজন লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে। একটা আত্মীয় লোকের জন্য অম্লপীত্ত রোগের ঔষধ পাঠাইবেন।

নিবেদন শ্রীমথুরানাথ বসু।

মোকাম আলমডেঙ্গা।

এই পত্রিকাপটলডাঙ্গাগোলদীঘির দক্ষিণ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিতহইল।

যত যার লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায় ;
জ্ঞানধন চাও যাহা অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার.

মূল্য ১ পয়সা।

মূল্য ১ পয়সা।

৩খণ্ড কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ২২ শে শ্রাবণ, ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৪৪ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

মেডিকেল কলেজেরসভা ফিরিঙ্গী দাঙ্গাবাজ ছেলেদের বেকসুর খালাস দিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা আগামী বারে লিখিতে চেষ্টা করিব।

তারকেশ্বরের মোহন্ত এক জন ইংরাজ বারিষ্টারকে সঙ্গে করিয়া গত শুক্রবারে আদালতে হাজির হইয়াছিল। আদালত তাঁহার নিকট হইতে ১৫ হাজার টাকার কোম্পানির কাগচ জামিন স্বরূপ লইয়াছেন। মোহন্ত বলিতেছে সে এত দিন তীর্থে ভ্রমণ করিতেছিল।

অবিচার।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি যে অনেক অনেক ভদ্র বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পর্য্যন্ত আমাদের লেখার দোষ গুণ সব বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ঘাড়ে ফেলিয়া দেন। আমরা হাঁসিলে তাঁহারা মনে করেন কেশব বাবু হাঁসিয়াছেন, আমাদের চোখে জল পড়িলে তাঁহার চোখে জল পড়িয়াছে, আমরা রাগিলে তিনি রাগ করিয়াছেন, আমরা চিম্‌টি কাটিলে সে কাজটী অবশ্য তাঁহার না হইয়া যায় না। কেশব বাবু আর আমাদের যে স্বতন্ত্র চোখ মুখ নাক কাণ ও আলাদা দুটো আত্মা আছে ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। তাঁহারা আবার এ প্রকারও আপত্তি করেন, না হয় আমরা স্বতন্ত্র মানুষ হইলাম তাহাতেই বা কি, তিনি আমাদের বড়, তিনি কেন আমাদের ঘাড়ে রসড়ি দিয়া তাঁহার মনের মত করিয়া লিখিয়া লন না? আমাদের সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ঠিক সম্বন্ধ না জানাতেই যে তাঁহারা এ প্রকার ভ্রমে পড়েন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "সুলভ সমাচার" "ভারত সংস্কার সভার" কাগজ, দেশের সাধারণ লোকে অল্প মূল্যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া মানুষ হয় ইহার উদ্দেশ্য এই, এবং কেশবচন্দ্র সেন "ভারত সংস্কার সভার" সভাপতি। সম্পাদকও কাহারো বেতনভোগী চাকর নহে, দেশের দুঃখী লোকদিগের দুঃখে সময়ে সময়ে তাঁহার অশ্রু জল আসে বলিয়াই তিনি সম্পাদকের গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুলভ সমাচারের সম্পাদক তাঁহার ব্রত ঘাড়ে করিয়া অবধি ইহা দ্বারা সকলের উপকার সাধন করিতে যে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের পাঠক কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুলভ সমাচার অপক্ষপাতীরূপে লিখিতে চান, সুলভ সমাচার গরিবের দুঃখ দূর করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করেন, তাঁহার সময়ে সময়ে রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কেহ ক্ষোভ করেন, কিন্তু সে কেবল তাঁহার পাষণ্ডতার প্রতি অভিমান ও তাহাকে শাসন করিবার জন্য। যাহা হউক আমরা আমাদের কার্য্যের গৌরব করিতে চাই না এবং আমরা এ কথাও বলিতে চাই না আমাদের কখন ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু আমাদের দোষ গুণের ভাগী যে কেশবচন্দ্র সেন হইতে পারেন না, আমরা এইটী সকলকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দিতে চাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সাধারণের জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতি সাধনে দৃঢ়ব্রত থাকিব, ততক্ষণ কাহারও সাধ্য নাই যে আমাদের কলম ধরিয়া টানাটানি করে। সুলভ সমাচারের প্রথম ইতিহাস অদ্য পাঠকগণকে কিছু বলিতে চাই। "ভারত সংস্কার সভা" সুলভ সমাচার প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইলেন, সম্পাদক মনোমত কাজ পাইয়া গুরুতর ভার গ্রহণ করিলেন। তখন এই প্রশ্ন উঠিল যদি কখন 'লাইবেল কেশ' আসে, তাহার জন্য দায়ী কে? 'সুলভ সাহিত্য বিভাগের' যাঁহারা যাঁহারা লিখিবার ভার গ্রহণ করিলেন তাঁহারা মন খুলিয়া উত্তর দিতে সাহস না করাতে যিনি সুলভ সমাচার সম্পাদন কাজটী আপনার মনে করেন, তিনিই আহ্লাদিত মনে সে দায় আপনার কাঁদে লইলেন। তখন কথা উঠিল যদি সুলভ সমাচারে নোকসান হয় তবে সে টাকা কে দিবে! ভারত সংস্কার সভা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে অরাজি হইলেন, তখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন সে ভার ঘাড় পাতিয়া লইলেন। সুতরাং এই স্থির হইল যে টাকার অনাটন হইলে কেশব বাবু তাহা যোগাইবেন, সভা কেবল পত্রিকার উদ্দেশ্য রক্ষিত হইতেছে কি না দেখিবেন, এবং সম্পাদক সেই উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়া মনের সাধে কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া অম্লান বদনে লিখিয়া যাইবেন। সেই অবধি সুলভ সমাচারের সম্মুখে যখন গরিবদের দুঃখ আসিয়া পড়িতেছে তখন তাঁহার লেখনী কাঁদিতেছে, কেহ কোন সৎকার্য্য করিলে আহ্লাদ ও উৎসাহের সহিত তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিতেছে, রাজা যদি অত্যাচার করেন নির্ভয়ে তন্নিবারণের চেষ্টা করিতেছে, কপটীর কপট ও ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিতেছে, এইরূপে এক পয়সার মূল্যের কাগজ হইয়া সিংহের ন্যায় বিক্রমে আপনার স্বকার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছে।

এক্ষণে পাঠকগণ বলুন যে এমন স্বাধীন সম্পাদকের দোষ কেহ পক্ষপাতবিহীন হইয়া বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ঘাড়ে চাপাইতে পারেন, কি না? একটী প্রশ্ন অনেকের মনে হয় যে তিনি কাগজের মালিক, তবে বাহিরের লোকেরা কেন তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিবেন না? তিনি কাগজের মালিক হইতে পারেন, কিন্তু সম্পাদকের মালিক এ কথা কে বলিবেন? ভারত সংস্কার সভা এই পর্য্যন্ত সুলভের স্বাধীনতায় হাত দিতে পারেন, যে সম্পাদক লক্ষ্য ভুলিবেন না। আমরা সে অপরাধ করিলে ভারত সংস্কার সভার নিকট সহস্র দণ্ড লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সে বিষয়ে

খাটি থাকিলে আমাদের রাজার হাল কেহই ঘুচাইতে পারে না।

পীড়া বশতঃ আমরা অনেকবার কাগজ হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছি, সে সময়ে আমরা জানি সুলভ সমাচার সকলের যথা সাধ্য মনোরঞ্জন ও উপকার সাধন করিতে পারে নাই, কিন্তু সে ত্রুটির উপরে আমাদের কোন হস্ত ছিল না এবং সে জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনাও করিতে প্রস্তুত আছি। যাহা হউক আমরা পুনর্ব্বার পত্রিকাতে হস্তক্ষেপ করিলাম, যত দূর পারি দেশের দাসত্ব সাধন করিতে আমরা ত্রুটি করিব না।

মফঃস্বলের পুলিস।

এই বার ছোট লাট সাহেব ফের ঘুরে ফিরে কলিকাতায় শুভাগমন করেছেন, দেশের অনেক অবস্থা দেখে শুনে এলেন, হাবড়ার ঈশ্বর নাপিতের মোকদ্দমাটীও তাঁহার উৎসাহপূর্ণ কর্ণে বিশেষ শুনিয়াছেন, এক্ষণে আর পুলীসের সংস্কার না করিলে তাঁহার সকল ভাল কার্য্যের নামে কলঙ্ক হইবে।

মফঃস্বলের পুলিস যে কি প্রণালীতে চলিতেছে ও তাহাতে যে প্রজার কি উপকার হইতেছে তাহা দেখিবার যথেষ্ট সময় হইয়াছে। প্রায় ১২ বৎসর হইল পূর্ব্বের দারগা ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হস্তে যে পুলিস ছিল তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া পুলিস নানা আকার ধারণ করিল, অর্থাৎ থানার দারগার নাম সব ইন্‌স্পেক্টর হইয়া পর্য্যায় ক্রমে তাহার উপরিস্থ ইন্‌স্পেক্টর এসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়েরা নিযুক্ত হইলেন, আর ধূমধামের গোটে মাটী কাটিতে লাগিল। কিন্তু এই ধুমধামের বন্দোবস্তে এই ১২ বৎসর যাবৎ কি কার্য্য সুবিধা হইল, দেশের কি মঙ্গল হইল তাহাতো আমরা দেখিতে পাই না। গবর্ণমেন্ট কেবল পুলিসের থানার লোকেরা অত্যাচার না করিতে পারে এই জন্যই এত টাকা ব্যয়ে উপরোক্ত তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলি বৃথা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বাঙ্গলার অধিকাংশ জেলার গ্রাম হইতে যে সংবাদ পাই, তাহাতে মফঃস্বলের কার্য্যে সেই দারগা মহাশয় গরিবের মা বাপ যাহা ছিলেন তাহাই আছেন দেখিতে ও শুনিতে পাই। যেখানে ভাল সুশিক্ষিত ভদ্র দারগা থানায় আছেন তথাকার প্রজার প্রতি জমিদার কি বদমায়েসের উপদ্রব কম, যথায় পেটমোটা বখেয়া মহাশয়েরা আছেন তথায় গরিব প্রজারা কাঁদে; এই অবস্থা ১২ বৎসর অগ্রে যেমত ছিল ঠিক তেমনিই আছে। ইন্‌স্পেক্টর বাবুরা মধ্যে মধ্যে গোলে হরিবোল দেন, বড় বড় কারখানা হলে গ্রামেও কখন কখন তাঁহাদিগকে দেখা যায়, কিন্তু এসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে আছেন তাহা তো আমরা কিছুই জানিতে পারি না। তাঁহারা কেবল চকিতের ন্যায় পক্ষী হইতেও অধিক বেগগামী হইয়া, মফঃস্বলের থানা ইন্‌স্পেকট অর্থাৎ দৃষ্টি করেন, তাহাতে কেবল কাগজপত্র ভিন্ন আর তো কিছুই কখন দেখেন না। কাগজ দেখিয়া মফঃস্বলের অবস্থা যে কি জানা যায় তাহাতো আমাদের কৃষ্ণচর্ম্মের বুদ্ধিতে আইসে না। সাহেবদের জেলার আফিসের ঘাড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় আরদালী, কেহ যে কিছু কথা গিয়া জানাইবেন তাহার যো নাই; সেই সাবেক মত দারগা মহাশয় যা করেন তাই হবে।

এই সকল সুপরিচ্ছদ বিশিষ্ট শ্বেতমূর্ত্তিদের যদি কিছু গুণ থাকে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু কাযেতো কেবল রঙ্গ মাত্র সার বলিয়া বোধ হয়, তবে বৃথা কেন এত টাকা অনর্থক ব্যয় করিয়া ইহাঁদের রাখা?

পুলিসের উচ্চপদ বিশিষ্ট সাহেবেরা যে কোন কাযেরই নয় তাহা আমাদের অধিক বলা বাহুল্য, কারণ তাহা না হইলে ছোট লাট সাহেব পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদের সমস্ত ক্ষমতাই কাড়িয়া লইতেন না ও জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে ক্ষুদ্র বিষয় পর্য্যন্ত অর্পণ করিতেন না। অতএব আমাদের এই বক্তব্য যে পুলিস ভাল মন্দতে প্রজার সুখের যখন অনেক তারতম্য হয়, তখন যাহাতে থানার সাবেক বদমায়েসী সকল উঠিয়া যায় এমত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার নাম চির স্মরণীয় করুন। সুশিক্ষিত সভ্য লোক থানার কার্য্যে উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত করিলে আর কোন গোলযোগ থাকিবেক না। সম্প্রতি থানার প্রধান কর্ম্মকারকদের বেতন ৫০ হইতে ৮০ টাকা পর্য্যন্ত সংখ্যা, তাহাতে ৫০।৬০ টাকা বেতনের আমলাই অধিক; সম্প্রতি দেশের অবস্থায় কখনই ঐ বেতনে ভদ্র ও সুশিক্ষিত লোক পাওয়া যাইতে পারে না, কারণ এক একটা থানার এলাকা চারিদিকে ৬।৭ ক্রোশ ও ততোধিক আছে, তাহার সর্ব্ব স্থানে ভ্রমণ করা ও ঘটনাদি হইলে তদন্ত করা যখন দারগার কর্ম্ম, তখন তাঁহার নিজ ব্যয় ভিন্ন ১৫।২০ টাকা মাসিক কি আরও অধিক ভ্রমণে ব্যয় হয়, ইহাতে কিরূপে থানার লোকেরা নির্লোভী হইবে? কাযে কাযেই তাহারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গে ও তাহাতে গরিবের সর্ব্বনাশ হয়। থানার হেড কনেষ্টবল অর্থাৎ জমাদারদের বেতন ১০ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত ইহাতে এক জন লোকের আহারাচ্ছদন ও "জমাদার মহাশয়" হওয়া চলে না সুতরাং তাহাদের 'দক্ষিণ হস্ত কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিতে হয়। গবর্ণমেন্ট বোধ করি এ সকল বিষয় উত্তম অবগত নন। পুলিস সুপরিন্টেণ্ড, এসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ড যাঁহারা ৩০০ হইতে ১০০০ টাকা বেতন পান, তাঁহারা ভ্রমণের খরচা পান আর যাহাদের অল্প বেতন তাহাদের কিছুই নাই, এই কারণেই পুলিস স্বয়ং চরিয়া খায় আর তাহা দেখিবার যাহাদের ভার তাঁহারা নাকে তৈল প্রদানে নিদ্রা যান, তবে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের অবসর করিয়া যাহারা যথার্থ কার্য্য করিবেক তাহাদের অভাব পূরণ করিলে পুলিসের কার্য্য অতি সুচারু হইতে পারে ও অনেক টাকা বাঁচিতে পারে।

তত্ত্বাবধারক সাহেবেরা যত বদমায়েসী নিবারণ করিবেন তাহা হাবড়া মোকদ্দমায় জানা গিয়াছে আর কতশত যে এইরূপ হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে? পুলিসের বড় সাহেবেরা হয় রিটারণ অর্থাৎ মাস্কাবার দুরস্ত হইবেক বলিয়া মোকদ্দমায় যে সকল পেঁচ পোঁচ থাকে চক্ষু মিলিয়া দেখেন না, নয়তো কিছুই বুঝিতে পারেন না, অধীনস্থ বখেয়া বাবুরা যাহা করেন তাহাতেই হাঁতে হাঁ, পাঁচে হাঁ দিয়া যান। আমরা তো কুত্রাপিই কোন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে কোন বিশেষ মোকদ্দমায় কিছু করিতে দেখি না, মফঃস্বলের আমলারা যাহা করেন তাহাই হয়, তবে কাগজ পত্র মাজিষ্ট্রেটের নিকট দাখিল করা, তাহাতো পেষকার উত্তম করিতে পারে, এত টাকার শ্রাদ্ধে কি প্রয়োজন?

নূতন নিয়মে ফৌজদারীর সাক্ষীদিগকে যে খোরাকী দিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে গরিব প্রজার কি পর্য্যন্ত উপকার তাহা যাঁহারা পল্লিগ্রামে সর্ব্বদা যান তাঁহারাই জানেন। এমত গরিব প্রজা অনেক আছে যে তাহারা দিন আনে দিন খায়, পুলিস মহাত্মারা তাহাদের ধরিয়া মুচলকা লইয়া সাক্ষীমাদ্দায় কোর্টে চালান দিতেন; গরিব কি খায় তাহার কথাই ছিল না, তাহার পরিবারতো দূরে থাকুক। এক্ষণে গরিব সাক্ষীদের খোরাকী ও পাথেয় দিবার যে গবর্ণমেন্টের আদেশ হইয়াছে, এইরূপ অনেক কার্য্য পুলিসের অপব্যয় হওয়া টাকা হইতে হইতে পারে। আমরা প্রার্থনা করি ছোট লাট সাহেব একবার পুলিসের বন্দোবস্তে দৃষ্টি করুন, তাহা হইলে গরিব প্রজার অনেক দুঃখ মোচন হয়, এক্ষণে অজ্ঞ সামান্য লোকের হস্তে পুলিসের গুরুতর ভার অর্পিত থাকায় গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে।

তগাবি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

২৬। কালেক্টর সাহেব কিম্বা তাঁহা হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সর্ব্বদাই গিয়া সেই কর্ম্ম দেখিতে ও সেই কর্ম্ম হইবার স্থানে যে হিসাব রাখা যায় তাহাও দেখিতে পাইবেন।

২৭। ৫০০০ টাকার অধিক আগাম দেওয়া গেলে, কালেক্টর সাহেব উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সময়ে সময়ে হিসাব রাখিবার যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে ঐ আগাম প্রাপ্ত ব্যক্তির ঐ টাকার হিসাব রাখিতে হইবে।

২৮। আগাম টাকা যে নিয়মানুসারে দেওয়া গেল কোন ব্যক্তি টাকা আগাম পাইয়া তাহার অন্যতর নিয়ম পালন করেন নাই কালেক্টর সাহেব কোন বিষয়ে ইহা জানিলে তাঁহার তদ্রূপ জ্ঞান করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করণান্তর ঐ আগাম দেওয়া টাকার মধ্যে যত টাকা পাওনা থাকে ও তাহার উপর যত সুদ পাওনা হয় তিনি রেবিনিউ বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে সেই ব্যক্তির স্থানে কিম্বা আইনের বিধানমত তাঁহার কোন জামিনের স্থানে, সুদশুদ্ধ ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

২৯। কর্জ্জদার যে কর্ম্মের নিমিত্ত ঐ টাকা

কর্জ্জ করিয়া লন ইচ্ছাপূর্ব্বক ও উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও তিনি সেই কর্ম্মে ঐ টাকা খাটাইতে ত্রুটি করিয়াছেন ইহার প্রমাণ হইলে যত টাকা তদ্রূপে ব্যয় করিতে ত্রুটি করিলেন সুদশুদ্ধ ভূত টাকা ও দণ্ড স্বরূপ শতকরা ৫০ টাকা তাহার স্থানে আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

৩০। কোন কর্ম্মের নিমিত্ত আগাম কিছু দেওয়া গেলে সার্টিফিকেটে সেই কর্ম্ম সমাপ্ত হইবার যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহার পর এক মাসের মধ্যে সেই কর্ম্ম দেখিয়া লওয়া যাইবে। কোন কর্ম্মের নিমিত্ত ঐ আগাম টাকা কিস্তি করিয়া দেওয়া গেলে প্রথম কিস্তির পর আর আর কিস্তি দিবার পূর্ব্বে ঐ কর্ম্ম দেখিয়া লওয়ার ও তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করা যাইবে। ঐ ঐ কিস্তি যে তারিখে দেনা হয় তাহার ন্যূন কল্পে এক মাস থাকিতে ঐ কর্ম্ম দেখিয়া লইতে হইবে।

৩১। কোন কর্ম্মের নিমিত্ত ৫০০ টাকার অনধিক প্রার্থনা হইলে ঐ কর্ম্ম সমাপ্ত হইবার যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই তারিখ অবধি সাত বৎসরের মধ্যে যদি সুদশুদ্ধ ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইতে না পারে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুমতি না থাকিলে আগাম দেওয়া যাইবে না। এবং ৫০০ টাকার অধিক প্রার্থনা হইলে যদি বারো বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে না পারে, তবে উক্ত অনুমতি বিনা ঐ টাকা আগাম দেওয়া যাইবে না। কোন স্থলে যদি বিশ বৎসরের অধিক সময়ান্তরে ঐ টাকা ফিরিয়া দিবার প্রস্তাব হয়, তবে সেই টাকা আগাম দিবার জন্য ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইতে হইবে।

৩২। যে ভূমিতে টাকা খরচ করিতে হইবে সেই ভূমি যে মহকুমার অন্তর্গত থাকে আগাম পাইবার প্রার্থনাপত্র সেই মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দেওয়া যাইতে পারিবে ও তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই বিধির ১ অবধি ১৬ ধারা পর্য্যন্ত সমস্ত ধারায় যে যে উপদেশ আছে মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত প্রার্থনা পত্র লইয়া সাধারণ্যে সেই সেই উপদেশ মতে কার্য্য করিবেন।

৩৩। মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের তদারকের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর তিনি কালেক্‌টর সাহেবের নিকট নিম্নলিখিত টেবিলের পাঠে * ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন।

(১) প্রার্থকের নাম ও তিনি যে স্বত্ব ভোগ করেন। (২) তাঁহার বাসস্থান (৩) যে কর্ম্মের নিমিত্ত আগাম প্রার্থনা হইল তাহা কি প্রকারের কর্ম্ম ও কোন্ স্থানে করা যাইবে। (৪) যত টাকা আগাম পাইবার প্রার্থনা হইল। (৫) যত দিনের মধ্যে ঐ কর্ম্ম সমাপ্ত করা যাইবে। (৬) যে যে কিস্তিমতে ঐ আগাম টাকা সুদশুদ্ধ ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। (৭) ফিরিয়া দিবার যদ্রূপ জামিন দিবার প্রস্তাব হইল। (৮) মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের যে অভিমত হইল সরেজমীনে তদারক করিবার যে ফলে কিম্বা অন্য যেহেতুতে সেই অভিমত হইল ইহা দর্শাইবার মন্তব্য কথা।

৩৪। ২৫০ টাকার কম আগাম পাইবার প্রার্থনা হইলে কালেক্‌টর সাহেব চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন। ২৫০ টাকার অধিক প্রার্থনা হইলে, তিনি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপনার * এই বিধির ১৯ ধারা মতে আজ্ঞা দিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৩৫। এই ঋণদার নিমিত্ত আগাম দেওয়া টাকার উপর টাকা প্রতি বৎসর /০ এক আনা সুদ অর্থাৎ বৎসর শতকরা ৬।০ টাকা সুদ লওয়া যাইবে।

৩৬। অনেক ব্যক্তি একত্র হইয়া সাধারণের উপকারার্থে কোন কর্ম্ম করিবার কল্পনায় প্রার্থনা করিলে পূর্ব্বোক্ত বিধির কথা প্রয়োজনমতে যদি পরিবর্ত্তন করা হয় তবে ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতিও সেই বিধি খাটিবে। এমত স্থলে যে ব্যক্তিরা প্রার্থনা পত্রে স্বাক্ষর করেন তাঁহারা সেই আগাম টাকা ফিরিয়া দিবার জন্যে যেমন একত্র তেমনি স্বতন্ত্র রূপে আপনাদিগকে দায়ী করিয়া রাখিবেন।

৩৭। কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা আইনমতে আগাম টাকা দিবার অনুমতিসূচক যে আজ্ঞা করেন তাহা আকৌন্টেন্ট জেনরল সাহেবকে অযোগে জানাইতে হইবে। তাহা হইলে টাকা দিবার সময়ে তিনি তাহা স্বীকার করিতে পারিবেন।

(গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৭৩। ১৫ জুলাই।)

৩৮। খাজানাখানার রিটর্ণের যে স্থানে ঐ টাকা দেওয়ার কথা লেখা যায় সেই স্থানে কালেক্টর সাহেব স্পষ্ট করিয়া ঐ আজ্ঞার নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করিবেন এবং আকৌন্টেন্ট জেনরল সাহেবের নিকট ঐ খরচের প্রতিপোষক প্রমাণস্বরূপ ঐ টাকা প্রাপ্ত ব্যক্তির রসীদ পাঠাইবেন।

৩৯। আইনমতে যত টাকা আগাম দেওয়া যায় আকৌন্টেন্ট জেনেরল সাহেবের আফিসে তাহার স্বতন্ত্র রিকার্ড রাখিতে হইবে। এবং আগাম দেওয়া আসল টাকার উপর সুদ পাওনা হইলে কালেক্টর সাহেব আকৌন্টেন্ট জেনরল সাহেবের নিকট তাহার বিশেষ জানাইবেন।

৪০। তাহা হইলে আকৌন্টেন্ট জেনেরল সাহেবের আফিসে প্রয়োজন মতে তাহা ঠিক দেওয়া যাইবে এবং আকৌন্টেন্ট জেনেরল সাহেবের খাতায় আগাম প্রাপ্ত ব্যক্তির নামে আর যত টাকা লেখা গেল কালেক্টর সাহেবকে তাহা জ্ঞাত করা যাইবে।

আশ্চর্য্য কৃপণ!

ডেনিয়াল ডান্সার নামে এক জন অতিশয় কৃপণ সাহেব ছিলেন, তাঁহার বাৎসরিক আয় ৩০ হাজার টাকার ন্যূন ছিল না, এ ভিন্ন অনেক ধন সম্পত্তি ছিল। তিনি এক টুপিতে তের বৎসর কাটিয়াছিলেন, শেষে তাহার জীর্ণাবস্থা আর দেখিতে না পারিয়া কোন ভদ্র বিবি জোর করিয়া একটী নূতন টুপি আধ টাকা মূল্যে তাঁহাকে ক্রয় করান। পরদিন বিবি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে সাহেব ফের পুরাতন টুপিটে মাথায় দিয়া বসিয়া আছেন। অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে তিনি তাঁহার বুড় চাকরকে অনেক জেদ করিয়া নূতন টুপিটী ৮০ আনায় বিক্রয় করিয়াছেন। বিলাতে শীতকালে হাড়কাঁপনী শীত, যে দিন তাহার উপরে ঝড় বৃষ্টি হইত সে দিন শয্যা হইতে উঠিতেন না, ঘরে আগুন জ্বালিয়া সম্ভোগ করা খরচান্ত মনে করিতেন বলিয়া সমস্ত দিন বিছানায় পড়িয়া থাকিতেন। নস্য নেওয়াটাও খরচের ব্যাপার বলিয়া তাহা হইতে বিরত ছিলেন, কিন্তু নস্যের বাক্‌স একটা সর্ব্বদাই পকেটে রাখিতেন। এক টিপ করিয়া নস্য ভিক্ষা করিয়া এক মাসে ডিপাটী ভরাট করিতেন, পরে নিকটের একটী বেনের দোকান থেকে তাহা বদলিয়ে এক পয়সার একটী বাতি কিনিতেন, এবং মাস ভোর সেই বাতির দ্বারা আলোর কাজ সারিতেন। বাটীতে আলোর মধ্যে কেবল বিছানায় যাবার সময় সেই বাতি হাতে করিয়া যাইতেন। বিলাতে সূর্য্য অতি অল্প দিনই দেখা দেন মেঘ কুয়াশায় প্রায় আকাশ আচ্ছন্ন থাকে, রৌদ্র না হইলে আর সাহেব হাত পা ধুইতেন না। যে দিন রৌদ্র হইত সেই দিন কোন নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে গিয়া পরিষ্কার হইতেন, এবং সাবানের কাজ বালী দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেন। গামছা ছিঁড়িয়া যায় এবং মাঝে মাঝে ধোপার বাড়ী দিতে অনেক ব্যয়, সুতরাং পুষ্করিণী থেকে উঠিয়া সূর্য্যের তাপে আপনার শরীরটা শুকিয়া লইতেন। এ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে জালা জালা ডালর ও ইংরাজী আধুলি তাঁহার আস্তাবলে পাওয়া গিয়াছিল।

সংবাদ।

ভবানী দত্তের গলি ৩৪ নং ভবনে সাধারণের উপকারের জন্য একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছে। লাইব্রেরিয়ান সকল সময় উপস্থিত থাকেন না বলিয়া এক জন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় হালিসহর, কাঁচরাপাড়া জাগুলী প্রভৃতি স্থানের স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, তাঁহার শীঘ্র সেই সকল স্থান হইতে কলিকাতায় বদলী হইবার জন্য এক জন আক্ষেপ করিয়াছেন।

বরাহনগরে হরিশ্চন্দ্র দাস নামে এক যুবা তথাকার শিশু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্নেহে ও যত্নে মদ ছাড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন।

এক জন লিখিয়াছেন যে " কলিকাতা এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসন হইতে যে রাস্তাটী রাজপুর গ্রামের মধ্য স্থান দিয়া বাজারে মিলিত হইয়াছে, সেই খানকার নর্দ্দমা সকল অতি অপরিষ্কার অবস্থায় আছে এবং তাহার জল নির্গত হয় না। পার্শ্বস্থিত গরিবদের মাটির ঘর সকল পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, মিউনিসিপ্যালিটী তাহার প্রতি কিছু দৃষ্টি করেন না।

নৈহাটী গ্রামে, বাঁধা ঘাট ষ্ট্রীটের ধারে, মিত্র পাড়ার বাগান বাটীর রাস্তাটী অতিশয়

কদর্য্য অবস্থায় আছে, ও তাহার দুই ধার জঙ্গলে পরিপূর্ণ; মিউনিসিপালিটীর সভ্যেরা সে বিষয়ে দৃষ্টি করেন। ইহাই এক পত্রপ্রেরকের প্রার্থনা।

একজন পত্র লিখিয়াছেন যে, হালিশহরের বলিদা ঘাটার বারওয়ারীর পাণ্ডাগণ অনেকে বলপূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিয়া গরিব লোকের নিকট টাকা বাহির করেন। দুঃখের বিষয়!

একজন এই প্রহেলিকাটী পাঠাইয়াছেন,—"খাব বলে খেতে গেলাম, খেতে পাল্লাম না; মলাম্ তাইতে, বাঁচ্লাম, বাঁচলে বাঁচ্তাম না।

আমরা ছুটির সুলভে পাঠকগণকে হাঁসির গ্যাসের বিষয় জানাইয়াছিলাম। পালগ্রেভ নামে একজন বিখ্যাত সাহেব আরব দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া হাঁসির গাছ দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন কাসিম ও ওমান প্রদেশে এই গাছ জন্মে, পূর্ব্ব স্থানে আধ ফুট, পর স্থানে ৩৪ ফুট করিয়া গাছ গুল বড় হয়। তাহার ফলে দুইটা তিনটী কাল বীচি হয়, খেতে অল্প মিষ্ট লাগে, অল্প অল্প অহিংএর গন্ধ এবং ঘ্রাণ কষ্টকর। এই বীচি গুঁড়াইয়া খাইলে সেই ব্যক্তি বিটকেল হাসিতে আরম্ভ করে, নৃত্য করে, গান করে, এবং নানা রকম মস্কারা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত মানুষ এইরূপ বেএক্তার হইয়া যায়, পরে ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। নিদ্রা হইতে উঠিলে তাহার পূর্ব্বকার ব্যাপার কিছুই স্মরণ হয় না।

বিজ্ঞাপন।

এক উদাসীনের মহৌষধ।

অধুনা আমি সহর অম্বালা পঞ্জাব হইতে সরকারিকর্ম্মে অবকাশ পাইয়া ৺কাশীধাম বাঙ্গালীটোলা গণেশ মহল্লায় অবস্থিতি করিতেছি। যাঁহার এই মহৌষধির প্রয়োজন হইবে তিনিউক্ত ঠিকানায় আমার নিকট মূল্য ৩।।০ টাকা পাঠাইলেই ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন।

এক আনার টিকীট পাঠাইলে পূর্ব্বে যেসকল আরোগ্য সমাচারের প্যাম্প্লেট ছাপান হইয়াছে। পাঠান যাইবে।

জড়িবটির ঔষধ। হাঁপানি, কাশি, রক্তপিত্ত, অর্শ, প্রমেহ, উপদংশ, দৌর্ব্বল্য এবং ওলাউঠা।

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন দ্বারা হরিতালভস্মের বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল হরিতালভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। আমার নিকট হইতে ৩।।০ টাকা মূল্য প্রদানে লইয়া ন্যূন্যাধিক ১০০০ লোকের অতিরিক্ত উক্ত ভস্মের দ্বার নানা প্রকার রোগে আরোগ্যলাভ করিয়া সকলেই হরিতালভস্মের চমৎকার গুণ বলিয়া প্রশংসাপত্রে লিখিয়াছেন তাহার কয়েকখানি পত্রের চুম্বক নকল নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

নমস্কারান্ত নিবেদনমিদং আমি যে ১৮ দফা আপনার নিকট হইতে হরিতালভস্ম আনাইয়াছি এই সমস্ত ঔষধে কাশ, বাত, পুরাতন জ্বর, অম্লপিত্ত ইত্যাদি রোগে সেবন করান হইয়াছিল। ২ জনের কোন উপকার হয় নাই। মৃত্যু হইয়াছে সে কাশ যক্ষা, বক্রি সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং আমার পরিবারের পীড়া ঔষধ সেবন করানে খুব উপশম হইয়াছে জানিবেন। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়।
মোং কলিকাতা ভবানীপুর।

নমস্কারান্তর নিবেদনঞ্চ।
অনেক দিন হইল মহাশয়হইতে প্রাপ্ত হরিতাল, ভস্ম সেবনে আমার আত্মীয় কয়েকটী ব্যক্তি অনেক প্রকারের রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ইদানী এবম্ভূত ঔষধী প্রায় পাওয়া কঠিন এবং আপনার দ্বারা এই ঔষধ পাওয়া যাইবে যে তাহারও কোন সম্বাদ পাওয়া গিয়াছিল না, ইত্যগ্রে সম্বাদপত্র পাঠে ঐ ঔষধ আপনার নিকট পাওয়া যাইবে জানিয়া এই পত্রসঙ্গে টাকা পাঠাইলাম।
শ্রীনন্দিনাথ বড়ুয়া। মোং নগা আসাম।

পূজনীয়েষু।
আপনার নিকট হইতে ৩।৪ দফা ঔষধ আনাইয়াছিলাম ঐ ঔষধ (হরিতালভস্ম) সেবন করাতে সকলে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।
শ্রীরামচরণ বিশ্বাস।
মোং গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর।

শ্রীচরণেষু।
মহাশয়! আপনার সন্নাসী হইতে প্রাপ্ত হরিতালভস্ম নামক মহৌষধি আমি কলিকাতা হইতে ৪ বার আনাইয়াছিলাম। তাহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে তজ্জন্য লইতে ইচ্ছা করিতেছি। যে ৪দফা ঔষধ লইয়া ছিলাম তাহাও এক প্রকার কুষ্ঠ রোগের জন্য সংপ্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঔষধ পাঠাইলে বাধিত থাকিব।
শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
মহারাজার স্কুল কালনা জেলা বর্দ্ধমান।

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ।
ইতিপূর্ব্বে আমি কয়েক ব্যক্তির উৎকট পীড়ার ঔষধ আনয়ন করিয়া ছিলাম তাহার মধ্যে সকলে উত্তমরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এক্ষণে ২ ব্যক্তির পীড়ার বিষয় লিখিতেছি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উত্তম ঔষধি যাহা নিকট পাওয়া যায় তাহা অত্রস্থানে লিখিলে টাকা কিম্বা নোট পাঠাইব। শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়।
মোং অমরখানা জেলা পূর্ণিয়া।

শ্রীচরণেষু।
মহাশয়ের নিকট হইতে পূর্ব্বে২ আনীত ঔষধিতে লোকের উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু সকলের হয় নাই, কাহার২ সম্পূর্ণ উপকার হইয়াছে। এইক্ষণ ২ প্রস্ত হরিতালভস্মের জন্য মনি অর্ডর যোগে ৭ টাকা প্রেরণ করিতেছি।
শ্রীহারাধন দেব।
মোং গোমানিগঞ্জ জেলা বগুড়া।

মহাশয়! আপনার মহৌষধি হরিতালভস্ম যে রোগীর জন্য আমি আনাইয়া ছিলাম, তিনি উহা সেবন করায় অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন কিন্তু শিতকাল উপস্থিত, যদি পুনরায় আক্রমণ করে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আপনকার মহৌষধীর জন্য ৩।।০ টাকা পাঠাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।
শ্রীনবকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
নবদ্বীপ স্কুল জেলা নদিয়া।

শ্রীচরণ কমলেষু।
আমি মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধি সেবন করিয়া আমার হাঁপ কাশি প্রায় আরোগ্য হইয়াছে বোধ করি সমুদয় নিয়ম পালন করিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি হইতে পারিতাম দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা ঘটে নাই।
শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র।
ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার। মোল্লাহাট।

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদঞ্চ বিশেষ।
অপনি পূর্ব্বে যত উপদংশ রোগের ঔষধি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে আমার অধিকাংশ উপকার হইয়াছে জানিবেন। যদ্যপি ঐ আপনকার নিকট থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একখানি লিপি মোং রামকৃষ্ণপুর জেলা হওড়া শ্রীনবীনচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়,ডাক্তারখানার ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন। পরে ঐ পত্র পাইলে আমি উক্ত ঔষধির মূল্য পাঠাইব।
নিবেদন পত্র
শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশয়েষু।
প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। পরে মহাশয় যে ঔষধি আমাকে প্রমেহ রোগের নিমিত্ত দিয়াছিলেন, তাহা আমার একজন বন্ধু সেবন করাতে উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছেন, এইক্ষণ মহাশয়কে লিখিতেছি যে হাপানিকাশীর ঔষধি ত্বরায় পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীদিননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কালেক্টরি আফিস হামিরপুর।

শ্রীচরণাম্বুজেষু।
সেবকস্য সংখ্যাতিরিক্ত প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,মহাশয়ের বটীকা হরিতালভস্ম অতিদুর্ল্লভ মহৌষধি আনাইয়া যে সকল মহতী পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাঁহারা মনে এমত ধারণ করিয়া ছিলেন যে ঐ পীড়াতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। এইক্ষণ পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দিবাশ্রী ধারণ করিয়া মহাশয়ের ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিতেছেন, জ্ঞাত কারণ নিবেদন।
সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেট।
মোং কাসিমগঞ্জ।

প্রণামা নিবেদন মিদং।
মহাশয়ের পূর্ব্ব প্রেরিত তিনটী ঔষধের মধ্যে দুইটী ব্যবহারকরিয়া দুইজন লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে। একটা আত্মীয় লোকের জন্য অম্লপীত্ত রোগের ঔষধ পাঠাইবেন।
নিবেদন শ্রীমথুরানাথ বসু।
মোকাম আলমডেঙ্গা।

মানস কুসুম প্রথম ভাগ, কলেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং কে এম্ চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ৵০

হাওড়া পুলিস সম্বন্ধীয় একখানি (গ্রেট্‌বার্-বার্ সভ্রামা) নামক নাটক মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ।।০ আনা ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রাপ্য।

এই পত্রিকাপটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিতহইল।

যত যায় লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়;
জ্ঞানধন চাও যাহা অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা।

মূল্য ১ পয়সা।

৩খণ্ড। কলিকাতা; মঙ্গলবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১২৮০ সাল। Registered No 28 [১৪৫ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

এবারে আউস ধান্য অনেক স্থানে ।।০ আনা হওয়া দুষ্কর; আমনের প্রতি আকাশ সদয় হইয়াছেন, চাষারা আনন্দিত মনে ধান্য রোপণ করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান বাঙ্গালী হইলেন, কিন্তু আমাদের দুঃখ ঘুচিল না। বাড়ীর পাশের নরদ্দমার জন্য আমরা ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া রহিয়াছি।

অদ্য মহন্তের মকদ্দমা হইবে।

আমরা লিখিয়াছিলাম যে দুরন্ত লোকের চক্রে পড়িয়া ঈশ্বর নাপিত নীমচাঁদের ঘাড়ে অনর্থক অনেক দোষ চাপায়। যাহা হউক ছোট লাট সাহেবের রাজ্যে বড় অবিচার হইবার যো নাই। তিনি কমিসনরকে ঈশ্বর নাপিতের মকদ্দমার সকল তত্ত্ব লইতে বলেন, নীমচাঁদ সম্পূর্ণ দোষী নহে ইহা তাঁহার কাছে সংবাদ পাইয়া বড় আদালত হইতে মকদ্দমার সকল কাগজ পত্র আপনি আনান, এবং জজেদেরও নিকট জানিয়া পাঠান তাঁহদের অভিপ্রায় কি। জজেরা উত্তর দেন যে মকদ্দমার কাগজ পত্রে তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন নীমচাঁদ দোষী নহে, তবে জুরিরা যখন দোষী করিয়াছেন তখন তাঁহাদের আর কোন হাত নাই। ছোট লাট সাহেব নীমচাঁদের নির্দ্দোষিতা বুঝিয়া আপনি লোক পাঠাইয়া তাহাকে খালাস দিয়াছেন। কাম্পবেল সাহেব গরিবের মা বাপ হইয়াছেন। আমরা গৌরব করি যে তিনি আমাদের ছোট লাট সাহেব হইয়াছেন।

ইংরাজেরা আমাদের হারাইয়া দিয়া আমাদের দেশকে কাড়িয়া লইয়াছেন। তাঁহারা জেতা, আমরা বিজিত। এ প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে যে দুই জাতিতে বিনা চেষ্টায় মিল হইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। এক জাতি আপনার অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, আর এক জাতির অহঙ্কারের গোড়ায় মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিয়াছে। এই জন্যই অনেক অনেক ভদ্র ইংরাজ পর্য্যন্ত এদেশের লোককে "নিগর" বলিয়া আনন্দিত হয়েন, তাহাদের উপরে মনের সাধে কিল, ঘুসি, লাথি, চাবুক, বন্দুক চালাইয়া থাকেন। আবার কোন সাহেব জব্দ হইয়াছে, কিম্বা কেহ সাহেবের মুখমুখী হইয়া তাঁহাকে দুই কথা শুনিয়া দিয়াছে, কিম্বা পাঁচটা ঘুস খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ঘুস লাগাইয়া দিয়াছে, ইহা শুনিলে এ দেশের অনেকের মন খানিকটা ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু যাঁহারা জানেন যে উভয়ের মঙ্গলের জন্য এই দুই জাতিকে ঈশ্বর একত্র করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পরের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করিতে পারেন না। যাহাতে দুই জাতির মনের বিষ চলিয়া গিয়া তাহারা পরস্পরে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করিতে পারে, তাঁহাদের কায়মনোবাক্যে এ প্রকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মেডিকেল কলেজের প্রিন্‌সিপাল স্মিথ সাহেব যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি। আশ্চর্য্য যে যখন ছেলেদের লড়াই হইতেছিল, তখন বাঙ্গালী ছেলেরা তাঁহার শরণাপন্ন হইলেও তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে আমি "কনষ্টেবল" নহি যে বিবাদ থামাইব। তাঁহার আচরণে কি ইংরাজ বালক, কি বাঙ্গালীর ছেলে, উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি শত্রুভাব শাসন হইবে, না তাঁহার চক্ষের সম্মুখে অনায়াসে তাহা জ্বলিয়া উঠিতে দেখিলেন। পরে তিনি যে প্রকার বিচার করিয়াছেন তাহাতে আমরা আরও দুঃখিত হইয়াছি। তিনি ছোট লাট সাহেবকে ছেলেদের দাঙ্গার যে বিবরণ পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ বালকগণের বিদ্রোহী আচরণ কেবল উল্লেখ করিয়াছেন; এবং এক জন বাঙ্গালী ছোকরাকে একবারে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা সুখী হইলাম যে ছোট লাট সাহেব তাঁহার কাগজ পাইয়া সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার ভাল করিয়া বৃত্তান্ত লিখিতে বলিয়াছেন। তিনি বিশেষ করিয়া তাঁহার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন যে তিনি সম্মুখে থাকিতে কেন এত গোলযোগ হইল। ছোট লাট সাহেবের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ আশা ভরসা আছে, আমরা বিশ্বাস করি মেডিকেল কলেজের ঘটনার যথার্থ মীমাংসা হইবে। এই সকল সামান্য ঘটনার যদি অন্যায় রূপে মীমাংসা হয়, তাহা হইলে উভয় জাতির মধ্যে অসদ্ভাব কত দূর বৃদ্ধি হয় আমরা বলিতে পারি না। যাহাতে দুই জাতি পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি দিন দিন বাড়ে ছোট লাট সাহেব এ প্রকার বিধিমতে চেষ্টা করুন।

মুসলমানদিগের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা।

মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছোট লাট সাহেব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা মাদ্রাসা এবং তাহার অনুসঙ্গী স্কুল সমূহে গবর্ণমেন্ট ৩৮ হাজার টাকা দান করেন। হুগলির মহম্মদ মোসিনের টাকা হইতে বৎসরে ৫৫ হাজার টাকা সুদ আসে। এই দুয়ে ৯৩ হাজার টাকা হইল। ইহা ভিন্ন মোসিনের ট্রষ্টীদের হাতে থোক ৯০ হাজার টাকা আছে। ছোট সাহেব বার্ষিক ৯৩ হাজার টাকা আয় হইতে হুগলি মাদ্রাসা ও তাহার ছাত্রশালার জন্য ৭ হাজার টাকা স্থির করিয়া দিয়াছেন, এবং

ধ্যক্ষ (প্রোভস্তপাল) এক হাজার টাকা বেতনে থাকিবেন। ঢাকা, চাটগাঁ এবং রাজসাহিতে তিনটী নূতন মাদ্রাসা খুলিবে, তাহার জন্য ৫১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সেই সকল স্থানে কলেজ কি বড় ইংরাজি স্কুল যাহা আছে তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া ঐ সকল মাদ্রাসা হইবে। নূতন মাদ্রাসার মধ্যে ছাত্রশালা (বোর্ডিংহউস) থাকিবে, পাঠাভ্যাসের জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ঘর থাকিবে এবং মুসলমান মৌলুবীরা আরবী পারসী প্রভৃতি বিদ্যা শিখাইবেন। স্কুলে যে ইংরাজী পড়া হইবে তাহার চর্চ্চার জন্য ছাত্রালয়ের মধ্যেও একজন ইংরাজী মাষ্টার থাকিবে। মাদ্রাসার যে সকল ছাত্রেরা ইংরাজী, আইন, সার্ভে, এবং বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে, তাহাদের এক ভাগ বেতন আপনাদের দিতে হইবে, দুই ভাগ বেতন মোসিন ফণ্ড হইতে তাহাদের জন্য দেওয়া হইবে। যশোহর, রঙ্গপুর, পাবনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, এবং শ্রীহট্টে যে সকল বড় ইংরাজী স্কুল আছে তাহার সঙ্গে সঙ্গেও ছোট ছোট রকমের মাদ্রাসা খুলিবে। তাহার প্রত্যেক স্থানে ৮০০ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে। সাড়ে এগার হাজার টাকা ছাত্রবৃত্তির জন্য থাকিবে, ৪৫ টাকা জিলা স্কুলের জন্য ছাত্রবৃত্তি হইবে, ১৫।২০।২৫ টাকা কলেজ ও সিভিল-সার্ভিস ক্লাসের ছাত্রবৃত্তি হইবে। বৎসরে ১০০০ টাকার একটী ছাত্রবৃত্তি রাখিবার চেষ্টা হইবে, যদি কেহ বিলাতে যায় তাহার জন্য। ছোট লাট সাহেব এই রূপে কোন জাতির প্রতি আর কর্ত্তব্যের ত্রুটি রাখিলেন না, আমরা তাঁহাকে মুসলমানদিগের প্রতি সুব্যবস্থার জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করি।

চাষার পুরস্কার।

রুসিয়ার বাদসা ইভান তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে প্রজাদের ভাবভক্তি জানিবার জন্য সর্ব্বদাই ছদ্মবেশে বাহির হইতেন। এক দিন যেন বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন এই ভাবে মস্কউ নগরের নিকট একটী ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামে গৃহস্থদের বাটীতে বাটীতে রাত্রিবাসের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলেন। ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, চেহারা অতি হীন, লোকের দয়া হওয়া দূরে থাকুক সকলেই দূর করিয়া দিতে লাগিল। রাজা লোকের নিষ্ঠুর ব্যবহারে কুপিত হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একখানি সকল অপেক্ষা গরিব কুটীর দেখিতে পাইলেন, মনে ভাবিলেন ইহার ভিতর প্রবেশ করিতে একবার চেষ্টা করা যাক্। বাহির থেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি ক্ষুধা ও শ্রান্তিতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি, তোমরা কি একটা রাত্রি আমাকে একটু জায়গা দিবে।" এক চাষা কুটীর হইতে বাহির হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল "তুমি বড় অদিনে আসিয়াছ, তোমার আজ রাত কাটান বড় কষ্টকর হইবে, আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা হইয়াছে, তাঁহার চীৎকারে তোমার নিদ্রা হওয়া ত হইতে বাঁচিবে," এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া চাষা তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেল।

বাদসা এক ক্ষুদ্র ঘরে গিয়া দেখেন একটী দোলনার উপরে দুইটী ক্ষুদ্র শিশু অচেতনে ঘুমাইতেছে, তাহার নিকটে এক খানি কাঁতার একটী তিন বৎসরের বালিকা নিদ্রিত; একটী পাঁচ বৎসরের আর একটী সাত বৎসরের মেয়ে হাঁটু গাড়িয়া মার দুঃখের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। মার আর্ত্তনাদ পাশের ঘর হইতে শুনা যাইতেছে। চাষা তাড়াতাড়ি করিয়া পোড়া রুটি, মধু এবং ডিম সেদ্ধ লইয়া উপস্থিত হইল, এবং রাজাকে বলিল আমার ঘরে আর কিছু নাই, ছেলেদের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাও, আমি আমার স্ত্রীকে গিয়া দেখি।* বাদসা বলিলেন "তোমার আতিথ্যে তোমার পরিবারে অশেষ মঙ্গল বর্দ্ধন হইবে, ঈশ্বর তোমার দয়ার নিশ্চয়ই পুরস্কার করিবেন।" চাষা বলিল "তুমি এই প্রার্থনা কর যে আমার স্ত্রী নিরাপদে সন্তান প্রসব করেন, আমি আর অধিক কিছু চাই না।" বাদসা বলিলেন, "তা হলেই কি সকল সুখ হইল মনে কর?" চাষা বলিল "আমার সুখের বাকি কি, দেখ আমার পাঁচটী এমন ছেলে মেয়ে, মা বাপ দুই্ই বর্ত্তমান, স্ত্রীও আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, এবং যে রূপ পরিশ্রম করিতে পারি তাহাতে আমার সংসারের কোন অভাবই নাই।" বাদসা বলিলেন "তোমার মা বাপ কি তোমার সঙ্গে থাকেন?" ইউরোপে বিবাহ হইলে পুত্র মা বাপের সহিত ভিন্ন হয় বলিয়াই বাদসা ওরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। চাষা "বলিল মা বাপ আমার সঙ্গে আছেন বৈ কি, তাঁহারা এখন আমার স্ত্রীর কাছে আছেন।" বাদসা—"তোমার ঘর দোর এত অল্প, কেমন করে কুলয়?" চাষা—"ইহা আমাদের সকলকেই বিলক্ষণ ধরে।"

চাষা স্ত্রীর সেবার জন্য বিদায় লইল এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই একটী নবকুমার জন্মিল। তখন সে মহা আহ্লাদিত মনে ছেলেটীকে হাতে লইয়া অতিথিকে দেখাইতে আসিল, এবং বলিল দেখ আমার এটী ষষ্ঠ সন্তান, ঈশ্বর যেমন অন্য গুলিকে বাঁচিয়া রাখিয়াছেন এখন ইহাকেও সেইরূপ বাঁচিয়া রাখুন!" বাদসা চাষার ভাবে ভিতরে ভিতরে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং বলিলেন "আমি তোমার ছেলের চেহারা লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, যে এ বড় সৌভাগ্যবান্ হইবে।" চাষা তাঁহার গণনার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, এই অবসরে তাহার বড় মেয়ে দুটী নূতন ভাইকে আসিয়া চুম্বন করিল, তাহাদের ঠাকুর মাও পাশের ঘর থেকে আসিয়া শিশুটী ও মেয়ে দুটীকে লইয়া গেল। চাষা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত তাহার খড়ের বিছানায় শুইয়া পড়িল, এবং অতিথিকে তাহার পাশে ডাকিয়া লইল। দেখিতে না দেখিতে চাষা অগাধ নিদ্রা দিক্ দেখিতে লাগিলেন, যাহা দেখেন তাহাতেই মন উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, শিশু গুলি এবং তাহাদের পিতা নিদ্রায় অচেতন, পুরীর মধ্যে সব নিশুতি। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি সুখের বিরাম, কি অপূর্ব্ব শান্তি! ধনের আশা, পদের লালসা, অবিশ্বাস, দুষ্কর্ম্মের জন্য গ্লানি এ স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। নিরপরাধীর নিদ্রা কি মধুর!—এই রূপে চিন্তাতে এবং খড়ের শয্যার উপরে রাজা রাত্রি শেষ করিলেন। প্রত্যূষে চাষা গাত্রোত্থান করিল, বাদসা এই বলিয়া বিদায় লইলেন, 'বন্ধু, আমি মস্কউ নগরে এখন যাব, সেখানে আমার এক বড় দয়ালু ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আছে, তাঁহার নিকটে তোমার অতিথি সেবার কথা আমি সব বলিব। আমি তাঁহাকে তোমার ছেলের ধর্ম্মবাপ করিয়া দিব, আমি তিন ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিব। যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি ততক্ষণ তোমার ছেলের নামকরণ করিতে পারিবে না।* চাষা অতিথের কথা ভদ্রতা মনে করিয়া সে দিকে বড় কাণ দিল না। বাদসা চলিয়া গেলেন।

তিন ঘণ্টা হইয়া গেল, চাষা ছেলের নাম করণের জন্য সকল আয়োজন শেষ করিয়া সপরিবারে ধর্ম্মালয়ে যাইবার জন্য বাহির হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ অসংখ্য ঘোড়া ও গাড়ীর শব্দ কাণে আসিতে লাগিল। তুরুকসোয়ার সকল সবেগে আসিতেছে, চাষা বুঝিতে পারিল বাদসা যাইতেছেন, তখন সকলে দেখিবার জন্য মহা ব্যস্ত হইয়া দরজায় আসিয়া খাড়া হইল। লোকের মহা ভিড় হইল, তুরুক সোয়ার সকল তাহাদিগকে দূরে রাখিতে লাগিল, বাদসা তখন নামিয়া একবারে চাষার নিকটে গিয়া বলিলেন "আমি তোমার ছেলের ধর্ম্মবাপ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি, তোমার ছেলেকে লইয়া আইস, আমার সঙ্গে ধর্ম্মালয়ে চল।" চাষা একবারে স্থির পুতুলটীর মত হইয়া গেল, একবার রাজার পোষাকের দিকে দৃষ্টি করে, মণি মাণিক্যে ঝলমল করিতেছে, পরক্ষণে তাঁহার পার্শ্বস্থ ওমরাওদিগের দিকে তাকায়, তাঁহারা স্থানটী পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাদসা যে তাঁহার কুটীরে গত রাত্রি কাটাইয়া গিয়াছেন, সে চেহারা দেখিয়া চাষা কিছুতেই মনে করিতে পারিল না।

রাজা চাষার অবস্থা দেখিয়া কিছু না খুলিয়া মনে মনে হাঁসিতে লাগিলেন, শেষে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি গত কল্য মানুষের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ, আমি আজ তোমার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি, আমি তোমার গুণের পুরস্কার করিব। আমি ইচ্ছা করি না যে তুমি চাষবাস ছাড়িয়া দেও, কেন না তোমার অবস্থার নির্দ্দোষিতা ও আরাম দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। তোমার অবস্থায় যাহা প্রয়োজন আমি তাহাই তোমাকে দিব। আমি তোমাকে অসংখ্য মেষ মহিষাদি দিব, বহু

---

* ইউরোপের চাল চলন আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সে দেশে লজ্জা সরমও আর এক রকমের।

* ইউরোপের লোকেরা ছেলে যে দিন জন্মে সেই দিনই তাহার নামকরণ করে।

পারমাণে ক্ষেত্র দিব, এবং তোমার জন্য বৃহৎ অতিথিশালা করিয়া দিব, তুমি সেইখানে মনের সহিত অতিথি সেবা করিবে। পরে হাস্য করিয়া বলিলেন, তোমার নব কুমারের ভার আমার রহিল, কেন না আমি পূর্ব্বেই গণনা করিয়া বলিয়াছি সে সৌভাগ্যবান হইবে।"

চাষা কথা কহিবে কি, রাজার দয়াতে তাহার কণ্ঠ বন্ধ হইয়া গেল। তখন সকলে মিলিয়া ছেলেটীকে লইয়া ধর্ম্মালয়ে গেল, মহা সমারোহ ও আহ্লাদে নামকরণ হইল। রাজা তাঁহার সমস্ত কথা পালন করিলেন, চাষার সৌভাগ্যের অবধি রহিল না, সরলান্তঃকরণের পূর্ণ পুরস্কার হইল।

বিজ্ঞান।

পৃথিবীর ভিতর।

কেনারাম এবং ভজহরির কথোপকথন।

ভজহরি। কেনা দাদা সে দিন বাড়ীতে একটা পাতকুয়া খুঁড়িয়াছিলাম। খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভাবিলাম, যে যত কেন খুঁড়ি না, বোধ হয় মাটির শেষ হইবে না। আচ্ছা, তুমি বলিয়াছিলে যে পৃথিবী গোলাকার। তাহা যদি হয় তবে ত আমরা খুঁড়িতে খুঁড়িতে পৃথিবীর ওধারে গিয়া পড়িব? কৈ তাহা ত পড়ি না? দেখ কত খুড়িলাম, তবু শেষ পাইলাম না।

কেনারাম। ভজহরি, তুমি পাগলের মত কথা কহিতেছ। পৃথিবী কি একটী ছোট খাট গোলার মত। ইহার এদিক্ হইতে ওদিক্ প্রায় ৪,০০০ ক্রোশ। তা তোমার জোর ৪০ হাত খুঁড়িলে কি হইবে।

ভ। আচ্ছা আমি যদি বরাবর খুঁড়ি, তাহা হইলে ত এক সময়ে পৃথিবীর ওদিকে গিয়া পড়িব? মানুষ এত বিদ্যা খাটাইতেছে, রেলগাড়ী তারে খবর তৈয়ার করিতেছে, অনায়াসে ত পৃথিবীর ভিতর দিয়া ও পারে যাইতে পারে?

কে। তাহা যে যাইতে পারে সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। ভজহরি, এখনও পৃথিবীর ভিতর কি আছে ঠিক হয় নাই।

ভ। ঠিক আবার হবে কি? সহজ বুদ্ধিতে ত বুঝা যায় যে এই মাটি বরাবর আছে, খুঁড়িয়া গেলেই হইল।

কে। সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। বড় বড় পণ্ডিতেরা এ বিষয় এখন নিশ্চয় রূপে স্থির করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে পৃথিবী একটী আস্ত নিরেট পদার্থ, কেহ কেহ বলেন যে ইহা একটী নারিকেলের মত— ভিতরে জলের মত তরল পদার্থ এবং চারিদিকে খোলের মত নিরেট পদার্থ। ভজহরি, এ দুই মতের মধ্যে কোন মত ঠিক তাহা স্থির হয় নাই।

ভ। কেনা দাদা, তুমি যে আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিলে। যাহারা বলেন যে আমাদের তলায় জলের মত তরল পদার্থ আছে তাঁহারা বেহুঁস হইয়া যাদ বলিয়া থাকেন। নতুবা বুদ্ধি সম্পন্ন থাকিয়া কেহ যে এমন গাঁজা খুরিতে সায় দিতে পারে তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় না। আমাদের তলায় যদি জল রহিল তাহা হইলেত আমাদিগের সকলকে ডুবিয়া যাইতে হয়।

কে। বা! তা কেন? নারিকেলে জল থাকিলেও কি তাহার ছোবড়া ও খোল জলে ডুবিয়া যায়? হংসের ডিম্বের ভিতর জলময় পদার্থ আছে, তাহার মানে কি যে উপরকার খোলাটি তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যাইবে?

ভ। কিন্তু ডিম্ব এবং নারিকেল যে হাল্‌কা জিনিষ, আর পৃথিবীর উপরকার আচ্ছাদনটী যে প্রকাণ্ড ভার বহন করে। দেখ ভূমণ্ডলের উপর কত ঘর, বাড়ী, প্রাচীর, পর্ব্বত আছে। তাহার ভরে নিদেনত পৃথিবীর আচ্ছাদনটী নিম্নস্থ জলময় পদার্থে ডুবিয়া যাওয়া উচিত?

কে। না, না, সে কোন কার্য্যের কথা নহে। একটী হংসের ডিম্বের উপর লম্বাভাগে দাঁড়াও দেখি। কাহার সাধ্য যে সে ডিম্ব ভাঙ্গে। যদি সামান্য ডিম্ব এমন ভার বহন করিতে পারে, কি ছার পর্ব্বতের ভার এমন সুদীর্ঘ মেদিনীর পৃষ্ঠে?

ভ। আচ্ছা, তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু এত দেশ থাকিতে জল কোথা হইতে আসিল? চারিদিকে উপরিভাগে নিরেট পদার্থ দেখিতে পাই। সমুদ্র থাকিলেও তাহার তলা নিরেট। তবে পৃথিবীর সমস্ত মধ্যভাগটী যে জলময় তাহার প্রমাণ কোথায়?

কে। ভজহরি এখন পথে এস। পণ্ডিতেরা কি প্রমাণ বিনা কোন মত স্থির করেন? এখন এই কথাটী বুঝ দেখি। একটি পাতকুয়ার যত নীচে যাইবে তত দেখিবে যে উপরকার অপেক্ষা গরম বৃদ্ধি। পাতকুয়ার জল গরম হয় বলিতেছি না। জল ভেদ করিয়া মাটির ভিতর যত যাও দেখিবে এক প্রকার গরম বাষ্প তোমাকে স্পর্শ করিবে।

ভ। তাতে কিছু এসে যায় কি?

কে। শুন না আরও বলি। এইরূপ যত মাটি কাটিতে কাটিতে যাইবে তত দেখিতে পাইবে যে গরম বৃদ্ধি হইতেছে। তাপ যন্ত্র কাহাকে বলে জান? তাপ যন্ত্র দ্বারা কোন্ সময় গ্রীষ্ম কোন্ সময় শীত এবং কত গ্রীষ্ম কত শীত তাহা পরিমাণ করা যায়। তাপ যন্ত্রে অনেক গুলি দাগ আছে, এবং তাহার নিম্ন স্থানে পারা আছে। গরমি যত বাড়ে তত সেই পারা দাগ দাগ উঠে। এই দেখ এবারে যে কয়েক দিন অতিশয় গরম হইয়াছিল তখন তাপ যন্ত্রে পারা ১০০ দাগ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এমন একটী দাগ আছে যাহার উপর পারা উঠিলে মানুষ কোন রূপে বাঁচিতে পারে না। এখন এই রকম একটী তাপ যন্ত্র লইয়া যদি পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে যে ৬০ হাত কিম্বা ৭০ হাত নিম্নে যাইবা মাত্রেই তাপ যন্ত্রের পারা এক দাগ কি দেড় দাগ কিম্বা দুই দাগ উঠিল। এইরূপ অর্দ্ধক্রোশ যাইতে না যাইতে দেখিবে যে তাপযন্ত্র ১২১ দাগে আসিয়াছে। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ১২ ক্রোশ নিম্নে বোধ হয় ৩,০০০ দাগ উঠিবে। ভজহরি, এখন মনে কর যে ১২০ দাগ উঠিলে মানুষেরা ছট ফট করিয়া মরে। ৩,০০০ দাগ উঠিলে মানুষেরা ত গলিয়া দগ্ধ হইয়া যাইবে।

ভ। ঐ খানে বুঝিতে পারিলাম না।

কে। আচ্ছা, এই রকম বলিলে বুঝিতে পারিবে বোধ হয়। পৃথিবীতে যে পরিমাণ গরম পাওয়া যায়, অর্থাৎ অগ্নির গরম, তাহাতে জোর একখানি লোহা পুড়িয়া লাল দেখায়। কিন্তু ভজহরি, পৃথিবীর ভিতরের কথা যাহা বলিলাম তাহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে লোহা কেবল যে রক্ত বর্ণ হয় তাহা নহে, কিন্তু গলিয়া জলবৎ হইয়া যায়। ৩,০০০ দাগে যাহা কিছু পদার্থ গলিয়া তরলময় হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহাই কি নিষ্পত্তি হইল না যে, পৃথিবীর ভিতর যে সকল জিনিষ আছে, যথা লৌহ, শীশা, মাটি প্রভৃতি সকলে গলিয়া থাকে? অর্থাৎ পৃথিবীর ভিতরটী নারিকেলের মত জলবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ আর উপরটী খোলার ন্যায় শক্ত।

ভ। কেনা দাদা, বুঝিলাম, কিন্তু আরও জানিবার রহিল।

আমোদ।

কোন বাপ ছেলেকে পাখা টানিবার জন্য আদর করিয়া বলিলেন—"পাঙ্খা!" ছেলে বাপের টেবিলের উপর ডিপেয় যে পানটী ছিল মুখে দিয়া বসিল।

একজন বাবু তাঁহার বেহারাকে দুই পায়সার গজা আনিতে বলিলেন, সে গাঁজা লইয়া উপস্থিত।

পাড়ায় একটা বাঁদড়া ছেলে ছিল, সে এক দিন গায়ে চাদর দিয়া এক স্থানে আসিয়াছে। কোন ভদ্র লোক বলিলেন, এর গায়ে যখন চাদর রহিয়াছে তখন অবশ্যই কোন মানে আছে, গা খুলিয়া দেখেন তাহার বগলে একটা পায়রা ধড়ফড় করিতেছে।

একজন ফলারপটু ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার মাথাটুকু যাহা নিরেট দেখিতেছ, তা না হলে আর সমস্ত শরীরটে কেবল খোল।

সংবাদ।

৮ শ্রাবণ মঙ্গলবার জেলা রাজমহলের অন্তঃপাতী বেগমগঞ্জ নামক স্থানে কতক গুলি লোক গঙ্গা পার হইতেছিল, গঙ্গার মধ্যস্থানে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হওয়ায় ৩০ জনের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

ছিড়ামোড়, চাপসরা ও রাজাধরপুর গ্রামের নিকট রাস্তায় গ্রামের লোকেরা তিন তাষের এক প্রকার জুয়াখেলা আরম্ভ করিয়া পথিক লোকের নিকট টাকা, কাপড়, ছাতা আদি কাড়িয়া মারপিট করিয়া থাকে। পুলিসের লোক তাহা শাসন করিতে যাওয়াতে তাহাদের উপরেও দৌরাত্ম্য করিয়াছিল। তাহাতে ৪'৫ জনের ২ মাস করিয়া কয়েদের হুকুম হইয়াছে। তথাপি তাহাদের দৌরাত্ম্য কমে নাই।

মিস এক্রেয়ডের অভিনন্দন পত্র সম্বন্ধে "বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার" বাহুল্য বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া এক খানি পত্র আসিয়াছে, আমরা তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলাম না।

মাদারীপুর, ফরিদপুর জেলার অধীন হইবে। "বালারঞ্জিকা" বলেন তাহা হইলে আট আনা খাজনা দাখিলের জন্য আট টাকা নৌকা ভাড়া দিতে হইবে। মহকুমা পরিবর্ত্তনের সময় সেই দেশীয় লোকের আপত্তিতে কাণ দেওয়া উচিত।

দক্ষিণ বহড়ু গ্রামের মধ্যে সদর রাস্তায় একটা সাপ আশ্রয় লইয়াছে। তাহার দংশনে ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ঢাকা প্রকাশ বলেন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কোন কোন স্থানে প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

সেরপুর হইতে ময়মনসিংহ যাইতে প্যারপুর গুদারা ঘাটে বর্ষাকালে /০ এক আনা করিয়া ও অন্যান্য সময়ে ১০ করিয়া পারাণী লয়। ইহা অত্যাচার বলিতে হইবে।

জামালপুরে অত্যন্ত সাপের ভয় হওয়াতে মিউনিসিপাল কমিসনর ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে বিষাক্ত সর্প মারিলে প্রত্যেক সর্পে ।০ করিয়া পুরস্কার মিলিবে। প্রতিদিন ৪০।৫০টী সর্প আহৃত হইতেছে। সর্পগুলি বড় ছোট বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত; একটীর বর্ণ সমুদায় লাল এবং তাহা একহস্ত দীর্ঘ। ডাক্তার সাহেবের মতে তাহা আঘাত করিবা মাত্র মনুষ্যের প্রাণ সংহার করে।

প্রেরিত।

কলিকাতা পুলিসের দৌরাত্ম্য।

পুলিসের একটা কাজ দেখলেই বোধ হয় সুখের ইংরাজ রাজ্য ছেড়ে ভয়ের বর্গী মুল্লুকে রয়েছি। মহাশয়, একটা চোখে দেখা বিষয় লিখিতেছি। ১৯শে শ্রাবণ শনিবার বৈকালে আমি "লোয়ার সারকিউলার রাস্তা দিয়া" যাইতে যাইতে দেখিলাম মলঙ্গালিদরগার কাছে বড় ভিড়, রাস্তার এধারে কতকগুলো মুসলমান ওধারে কতকগুলো মুসলমান লাটি হাতে, পরস্পর আস্ফালন করতেছে। ৪।৫ জন পাহারা ওয়ালা বেড়াচ্ছে ও অন্যমনস্ক হইয়া গুণ গুণ করে গান গাইছে। দেখি এর মধ্যে তালতলার দিক হইতে একখানা ৩ নং ছক্কড়ে জমাদার পাহারাদার এসে পোড়্‌লো, মনে করলেম এবার সব গোল ঘুচ্‌লো, না উল্‌টা শ্রী, জমাদার সাহেবকে দেখে ও তার "মারো শ্যালালোককে হুকুম পেয়ে তালতলাওয়ালারা খেপে এসে রাইপালের বাজারের মুসলমানদের দোকান লুট ও মারপিট আরম্ভ কল্লে। ইহারাও লাঠি সোটা বাহির করে দাঙ্গা করতে এগুলো, কিন্তু কিছু করতে না পেরে পালাতে লাগ্‌লো। পাহারাওয়ালারা এতক্ষণ মজা বাদিয়ে ও দেখে শেষে ঘাড় থেকে বোঝা নামাবার জন্যে থানার দিকে ছুটলো। দুই একজন হল্লায় আগবাড়ান, গাংখোলা চাপরাস কাঁদে পাহারাদার দেখা দিতে লাগলো। দুদিক থেকে দুদল পাহারাওয়ালা জমাদার ইনস্পেক্টর দূরে দেখা দিল। দুই দলের নরম নরম গোছ লোক ও রাস্তার দুই একজন দর্শক ধরে মোকদ্দমা সাজানার যোগাড় হোতে লাগলো। এ দিকে দাঙ্গায় যে দুই এক জন ধরা পড়েছিল কেহ আপনি কেহবা দু চার জনের সহায়তায় পাহারাওয়ালাদের হাত ছিনিয়ে পালিয়ে গেল। একজন ভদ্র দর্শকের দুর্দ্দশা দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলেম। মনে কল্লেম পুলিস সব কত্তে পারে। দর্শকটীর বয়েস আন্দাজ ৭০।৭৫, সঙ্গে একটী পেণ্টালুনপরা যুবা ও একজন সরকার গোছ বামুন, শেষে শুনিলাম, তাঁর নাম কেদারনাথ পালিত ও তিনি একজন ধনী ও মানী লোক, তিনি আগা গোড়া এই সব ঘটনা দেখে জমাদার ও পাহারাওয়ালাদের ধমকে বল্লেন যে, "তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে আর এমন দাঙ্গা হোল, কাহাকেও কিছু বল্লে না, এখন একে তাকে ধোচ্চ, আর মিছে গোল করে বেড়াচ্চ, তোমাদের ভারি অন্যায়।" প্রথমে ২।৪ জন কাঁচাগোচ পাহারাওয়ালা ধম্‌কানি খেয়ে থতমত হয়ে গেল, কিন্তু তিনি ফের ঐ কথা বলাতে ১০।১২ জন পাহারাওয়ালা ও জমাদার তাঁকে ঘেরে দাঁড়িয়ে—"তোমরা" সাজন হ্যায়, চল থানাপর, বলে চারিদিক থেকে ধাক্কা ও গুঁতো দিতে লাগ্‌লো। তাঁর যুবা সঙ্গী তাঁকে ছাড়াইতে গিয়া গুঁতো ও ধাক্কা খাইতে লাগিলেন। পাহারাওলাদের রোক দেখে কে, যেন যথার্থ দোষে ধরিয়াছে। এমন সময় দুই দিক্ হইতে হল্লা পৌঁছিল। এ সেই তাঁদের প্রহার, আমি দেখে শুনে দৌড় মাল্লেম, শুনিলাম কেদার বাবুকে থানায় লয়ে যাওয়া হইয়াছে ও থানার ভদ্র ব্যবহারে তাঁর একটী হাত জখম হইয়া গিয়াছে। কেদার বাবুর টাকা ও মান আছে। কি করেন বলিতে পারি না। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয়। আমরা টেক্স দিয়া আমাদের রক্ষক না যম পুষিতেছি।

আশুতোষ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন।

অল্প মূল্যে বিদ্যা লাভ!

সিমুলিয়া হিন্দু বিদ্যালয়।

সিমুলিয়া—মাণিকতলা ষ্ট্রীট, নং ৩০।

উক্ত বিদ্যালয়টী প্রায় ১৩ বৎসর সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পল্লীর নিম্ন লিখিত কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ভদ্রলোক ইহার অধ্যক্ষ; এখানে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পঠিত হইয়া থাকে, সম্প্রতি কতকগুলি সুনিপুণ ও সুযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এক টাকা বেতন দিয়া শিশু সন্তান গুলিকে পড়াইতে হইলে অনেকের পক্ষে কষ্টকর হয় বলিয়া সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত এই বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা-বিভাগের বেতন (৷৷০) আট আনা অবধারিত করা হইল।

প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের ৯ টীর অধিক ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিবার নিয়ম নাই, এ কারণ যদ্যপি এ বিদ্যালয়ের কোন কোন বালক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অবৈতনিক বৃত্তি লাভে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে অধ্যক্ষ-সমাজকর্ত্তৃক সেই সেই বালককে এই বিদ্যালয়ের মূলধন হইতে কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৫ বৎসর পড়ান হইবে।

অধ্যক্ষগণ ছাত্রবৃন্দের বিদ্যোন্নতি দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে এই বিদ্যামন্দির এক এক রবিবার খুলিয়া পাঠ্য বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বালকগণের পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রীঅনুপচাঁদ মিত্র।
অবৈতনিক সম্পাদক।

লোহারডাগা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের অফিসে ছয় মাসের জন্য এক জন কেরাণীর প্রয়োজন হইয়াছে, হিসাব জানিবে, কসা মাজা সত্বর করিতে পারিবে এবং পরিষ্কার হাতের লেখা হইবে। ছোট নাগপুর রাঞ্চির ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

ডবলিউ. এম, কনান, সি, ই,
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র,
লোহারডাগা ডিষ্ট্রিক্ট।

ডাক্তার নন্দলাল দে এম, বি, নং ৩৫ ফকিরচাঁদ বক্রবর্ত্তীর লেন, গরাণহাটা। প্রাতে বিনা ব্যয়ে ৬ টা হইতে ৭৷৷ টা পর্য্যন্ত রোগী সকলকে দেখিবেন।

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টরি এজলাষ শ্রীযুক্ত মেং উইলিয়ম হেশ্যাম সাহেব একটিং রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টরি।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেন লাইনের উভয় পার্শ্বের ইস্তক বর্দ্ধমান নাং রাণীগঞ্জের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত বিঃ ক্লাসের ন্যূনাধিক ৬৪০/০ বিঘা জমি যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ পরিত্যক্ত জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মোং বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার এবং তৎপরে মোকাম সিস্থীয়ার অস্মদের কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

ঐ জমির তিন অংশের দুই অংশ অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার সামিল মূল্যবান জমি আছে। অবশিষ্টাংশ সামান্য ব্যয়ে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ জমি সকল রেলওয়ের ধারের জমি, কৃষকগণ তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় জোত করে এবং ঐ জমি নিষ্করে নিলাম হইবেক। যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

আর আর বিষয় অস্মদের নিকট এ আপীষে জানিতে পারিবেন, ইতি সন ১৮৭৩ সাল তারিখ ৯ আগষ্ট।

সুলভ সমাচারের বিজ্ঞাপনের হার,—
এক মাসের জন্য দিলে প্রতি ছত্রে ——— ।০
তিন মাসের ঐ ——— ৵০
তিন মাসের অধিক কালের জন্য দিলে
প্রতি ছত্রে। ০/০

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়;
জ্ঞানধন চাও যাহা অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা।　　　　মূল্য ১ পয়সা।

৩খণ্ড।　　কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১২৮০ সাল।　　Registered NO 28 [১৪৬ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

পূর্ব্বাঞ্চলের সম্পাদকগণ কি "অ্যাটুর" পরিবর্ত্তে "হাঁটু," এবং "এগাড় মাস" ইহার পরিবর্ত্তে "এগার মাস" এইরূপলিখিবেন ? তাহাতে তাঁহাদের মান বৃদ্ধিই হইবে।

মলওয়ালিদরগার কাছে কলিকাতা পুলীস মহা দাঙ্গা বাদাইয়া শেষে বাবু কেদারনাথ পালিতের অকারণে হাত ভাঙ্গিয়া দেয়, শুনা গেল বিচারে পুলীস নির্দ্দোষী হইয়াছে। পুলীস কতক গুলি লোককে বধ করিবার যোগাড় করিয়াছিল, সে সময়ে কেদার বাবু তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে ব্যাঘাত দিয়াছিলেন, এই জন্যই কেদার বাবুর উপর অপমান ধর্ত্তব্য হয় নাই। আমরা কলিকাতা পুলীসকে বিলক্ষণ চিনি, যদি তাহারা দুষ্কর্ম্মের শাস্তি না পায়, তবে নিশ্চয়ই কলিকাতা অরাজক হইবে।

ছোট লাট সাহেব নর্ম্মাল স্কুল সম্বন্ধে এই রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিন শ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুল হইবে, প্রথম শ্রেণীর নয়টী, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২২টী এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১৫টী। প্রথম শ্রেণীর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ১০০ হইতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত ; অপরাপর শিক্ষক এবং বাজে খরচ ১২০ টাকা এবং ছাত্রবৃত্তি ৩০০ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ৭০ টাকা, দ্বিতীয় শিক্ষকের ৩০ টাকা, ১২০ টাকা ছাত্রবৃত্তি, এবং বাজেখরচ ২০ টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ৫০ টাকা, দ্বিতীয় শিক্ষকের ২০ টাকা, ছাত্রবৃত্তি ৮০ টাকা, এবং বাজেখরচ ১৫ টাকা। কলিকাতা এবং ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বাড়ী ভাড়ার দরুণ অত্যন্ত অধিক ব্যয় পড়ে। স্কুল গৃহ প্রস্তুত করিলে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর স্কুলের জন্যে ঊর্দ্ধ্ব ১,০০০ হাজার এবং প্রথম শ্রেণীর স্কুল গৃহের জন্যে ঊর্দ্ধ্ব ৩,০০০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত লেপ্টনেন্ট গবর্ণর দিতে পারেন। এই সকল বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা কদাচ শিক্ষা দেওয়া হইবে না। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষা, বেহারে হিন্দী, উড়িষ্যাতে উড়িয়া এবং আসামে আসামী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর নয়টী বিদ্যালয় হুগলি, কলিকাতা, রামপুর বোয়ালিয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাটনা, ভাগলপুর, কটক এবং গৌহাটীতে হইবে।

---

* নবীনের আত্মবিবরণ।

মাঘ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত মহন্ত আমার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত থাকে। আমার স্ত্রীর নাম এলকেশী, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের বিবাহ হয়। আমার শ্বশুরের নাম নীলকমল মুখুয্যে, নিবাস কুমরুল। শম্ভুচন্দ্র বাঁড়ুয্যে এবং মহেশচন্দ্র মুখুয্যে আমার বিবাহ দেন। মহেশচন্দ্র আমার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের ভিতর ছিল, শম্ভুচন্দ্র আমার মামা। নীলকমল মহন্তের কাছে চাকরীর ওমেদার ছিল। তেলী বউ (থাক তেলিনী) আমার শ্বশুরদের চাকরাণী ছিল। এবার আমার শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে এই স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ীতে এক হাঁড়ী তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিল, তাহার সঙ্গে এক খান কাপড় ছিল, সেখানি ব্যবহার করা বুঝিতে পারিলাম। ইহাতে আমার স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ জন্মিল। আমি তেলিনীকে বলিলাম আমি কুমরুল যাব, সে আমাকে নিষেধ করিল যে বড় রৌদ্র, এখন যাওয়া ভাল নয়। আমি আমার স্ত্রীকে বাড়ী আনিবার কথা বলিলাম। তাহাতে সে জবাব দিল, "না তুমি এখন তাহাকে এখানে নিয়ে এস না।" গত ১৪ জ্যৈষ্ঠ শনিবারে শ্বশুরবাড়ী যাইলাম। আমি হাত পা ধুইয়া বসিলে শ্বশুর বলিলেন "বাড়ীর বাহির হইও না, প্রতিবাসী সকলেই আমার শত্রু হইয়াছে, আমি কেবল জন কত স্ত্রীলোক লইয়া এই বাড়ীতে রহিয়াছি।" আমি জানিতাম যে প্রতিবাসীদের সঙ্গে তাঁহার কোন মনান্তর ছিল না। আমি সে দিন আমার ঠাকুরুণ-দিদির বাড়ী ভিন্ন আর কাহার বাড়ী যাই নাই, তাঁর বাড়ী শ্বশুরের বাড়ী হইতে ১০০ হাত দূরে। আমি যখন সেখানে যাই, আমার ছোট শালী মুক্তকেশী আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল, বোধ হয় এই অভিপ্রায়ে যে পাছে আমার কাছে কেহ আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে গোপনীয় কথা সকল বলিয়া দেয়। সেখানে গিয়া জানিলাম আমার ঠাকুরুণ-দিদি সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর ব্রত সারিবেন। আমি শ্বশুর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পর দিন যখন আমি দামোদরের ঘাটে স্নান করিতে গেলাম, মুক্তকেশী ফের আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল ; পথে তার সঙ্গে কোন কথা বার্ত্তা হয় নাই, সে স্নান করে নাই। ঘরে আসিয়া দেখিলাম ভাত প্রস্তুত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহার অর্থ কি যে আমার ঠাকুরুণদিদির বাড়ীতে এত ঘটা হইতেছে, অনেক ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ, আমাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই কেন?" আমার স্ত্রী জবাব দিল "তাইত, বড় আশ্চর্য্য যে ঠাকুরুণ-দিদি ষষ্ঠী মাখালপূজা ছুত নাতায় নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু এবার করিলেন না!" পরে এই কথা বলিল যে তোমাদের সকালে খাওয়া অভ্যাস, সেই জন্য খাবার তয়েরী হইয়াছে। আমি

* নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরিয়াদী, তাড়কেশ্বরের মহন্ত আসামী, নবীন আপনার স্ত্রীকে খুন করিয়াছে।

আহার করিলাম, এবং অল্পক্ষণ নিদ্রা গেলাম। নবকুমার তাঁতী, চিন্তামণি নাপিত এবং অপূর্ণ দেবীর নিকটে আমার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের কথা আমি প্রথম শুনিলাম, তাহারা সকলে আমাকে বলিল যে "তাড়কেশ্বরের মহন্ত তোমার শ্বশুর বাড়ীতে এলকেশীর কাছে যায় এবং এলকেশী মহন্তের কাছে যায়, তুমি তোমার স্ত্রীকে বাড়ী লইয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া আমি শ্বশুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম এবং শ্বশুরকে শক্ত কথা শুনাইয়া ঝকড়া করিলাম, আমার শ্বশুরও আমাকে ভয় দেখাইল। তখন থেকে আমার স্ত্রীকে বাড়ী আনিবার জন্য উপায় খুঁজিতে লাগিলাম। পালকী মেলা ভার। ঈশ্বর বাগদী বলিয়া এক জনকে এক খানি ভাল উড়ানি দিয়া এক খান পালকীর সুবিধা করিলাম। কি ফিকিরে স্ত্রীকে বাহির করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে ঘরের ভিতর চুপি চুপি কথা শুনিতে পাইলাম, দোরের কাছে গিয়া তাহার ফাক দিয়া উকি মারিয়া দেখিলাম আমার স্বশুর এবং তেলী বউ। তাহারা এই রূপে বলাবলি করিতেছিল ;—

"নীলকমল,—আমি যা দিলাম মহন্তরাজ তাহা পাইয়া কি বলিল।

"তেলিনী,—মহন্তরাজ বলিলেন আমি তাকে দেখ্‌ব, এবং দেখ্‌ব সে কেমন করে এলকেশীকে নিয়ে যায়। আমি রাস্তার জায়গায় জায়গায় পাহারা বসাইয়া দিব, তাহারা পালকী ছিনিয়া লইয়া আসিবে।"

এই কথা শুনে আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম, আমি একটা ছোট বাঁশ লইলাম এবং তাহা দিয়া দরজা ভাঙ্গিতে গেলাম। আমার শ্বশুর ভয় পাইয়া ভিতর থেকে ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিবাসী অনেকে এসে উপস্থিত হল এবং আমার হাত ধরে ঠাকুরুণদিদির বাড়ী লইয়া গেল। আমার স্ত্রীর চরিত্র সকল টের পাওয়াতে আমি তাহাকে বলিলাম "তোকে খুন করিব।" সে উত্তর করিল, "তুমি আমাকে খুন করবে না মহন্ত করবে। তোমাকে একগুঁয়ে মেজাজের লোক জানিয়া আমি বাবাকে এ কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, যাহা হউক যদি আমাকে খুন কর, মহন্তকেও খুন কর, এবং কেনারামকেও খুন কর।"

নবীনের কথায় মহন্ত এবং সাক্ষীগণ কি রূপ জবাব দেয় আগামী সুলভে পাঠকগণকে জানাইতে চেষ্টা করিব। উকীলেরা নবীনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তুমি কি তোমার স্ত্রীর দুশ্চত্রে মত দেখিয়াছিলে। নবীন এই কথা শুনিয়া অতিশয় রাগিয়া উত্তর দেয় "কি আমি মত দিয়াছিলাম! কোন মতেই না।'

জঘন্য ভাষা।

কিছু দিন হইল "গালাগালী" বিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ আন্দোলন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন পথে ও পুস্তকে যজন্য ভাষা নিবারণ হওয়া উচিত। আমরা বলি কেবল উচিত নহে, কিন্তু ইহা না হইলে ভদ্র লোকের সহরে বাস করা দায়। ইহা কোথায় কমিবে, না ক্রমশঃ বাড়িতেছে ইতর লোকদিগের কথা ও ব্যবহার ভদ্র লোকদের মুখে উঠিতেছে। যাঁহারা "কি মজার শনিবার" ইত্যাদি কতক গুলি পাজী পুস্তক লিখিয়া বাহাদুরী প্রকাশ করিতে চাহেন, বটতলা যাঁহাদের বিদ্যা প্রচারের স্থান, স্কুলের বালকগণের সর্ব্বনাশ করা যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য, এবং আপনাদের মনের দুর্গন্ধ পঙ্ক যাঁহারা ঘরে বাহিরে ছড়াইতে ভাল বাসেন, সেই অসাধারণ "ভদ্রলোকদিগের" চরিত্র আর আমরা লুকাইয়া রাখিতে পারি না। বিচারপতি ও কারা রক্ষকদিগের সঙ্গে যাইতে তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ অধিক ঘনিষ্টতা জন্মে এই আমাদিগের সরল কামনা। শ্রুত হওয়া গেল কতক গুলি সুধার্ম্মিক লোক-হিতেচ্ছু ব্যক্তি এ বিষয়ের বন্দবস্ত করিতেছেন। ছোট লোকদিগের মুখে খারাপ কথা বন্ধ করা অতিশয় কঠিন নহে। দুই এক জনকে ধরিয়া পুলিসে দিলে, ও দুই এক বার ঢেডরা পিটাইয়া পথে পথে সংবাদ দিলেই অনেকটা নিবারণ হওয়ার সম্ভাবনা। হোলী ইত্যাদি পর্ব্বের সময় কিছু বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক; কিন্তু সে সমুদয় চেষ্টাই সিদ্ধ হইতে পারে, যদি পুলিষ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সহায়তা করেন। ইহার মধ্যে কঠিন কার্য্য কেবল ভদ্র লোকদের ভিতর অপবিত্র ভাষা নিবারণ করা। যেখানে দাসু রায়ের পাঁচালী গমন করিবে, যেখানে বিদ্যাসুন্দর গমন করিবে, তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর পাপ গমন করিবে। আমরা বলিতেছি না যে বিদ্যাসুন্দরের সমুদায় ভাগই অপবিত্র, আমরা বলিতেছি না যে দাসু রায় পাপ পূর্ণ শব্দ ভিন্ন আর কোন ভাষাতেই আপনার বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন নাই। কিন্তু এই দুই পুস্তকই সংশোধন আবশ্যক, সংশোধন না করিয়া কোন ভদ্র নগরে, কোন ভদ্র পরিবারে ইহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। এমন কি কাশীরাম দাসের মহাভারত অবধি স্থানে স্থানে অতি জঘন্য ভাষায় পরিপূর্ণ, ইহারও সংশোধন আবশ্যক। আজ কাল ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলেরা পুস্তক পাঠ করিতে শিখিতেছে। যদি তাহাদের চক্ষে এই সমস্ত অশ্লীলতা পতিত হয় তাহাদিগের ইহকাল পরকালের মাথা খাওয়া হইল। আমরা জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেন্ট ট্রানশ্লেটার মহাশয় কি এ বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে একমত নহেন? যদি হন তবে ত্বরায় এই ব্যাপার ছোট লাট সাহেবের নিকট অবগত না করেন কেন? এমন অনেক অশ্লীল পুস্তক আছে যাহা লেখকেরা আইনের ভয়ে রেজষ্টরি করে না, গবর্ণমেন্ট অনুবাদক মহাশয়, কিম্বা রেজিষ্ট্রার সাহেব কি ইহা জানেন না? যদি জানেন তবে চুপ করিয়া থাকেন কেন? আমরা শুনিয়াছি বিশপ সাহেব মধ্যে মধ্যে নগরের কোন কোন পুস্তক বিক্রেতাদিগের দোকানে গমন করেন, এবং খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী পুস্তক দেখিতে পাইলে তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করেন। রিপোর্টের বলে পুস্তক বিক্রেতার কার্য্যের ক্ষতি হয়। খারাপ পুস্তক তো ভাল দোকানে বিক্রয় হইবার যো নাই। আমরা প্রস্তাব করি ট্রাণশ্লেটরি মহাশয়ের আফিস হইতে মধ্যে মধ্যে কোন উপযুক্ত কর্ম্মচারী সমুদয় বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রেতাদের দোকানে গমন করেন এবং সমুদয় পুস্তক পরীক্ষা করিয়া যে গুলি মন্দ তাহার বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে রিপোর্ট করেন। এই রিপোর্ট অনুসারে লেখক ও বিক্রেতা উভয়েরই শাস্তি হওয়া উচিত।

কাসিমবাজার রাজ

প্রথম সংখ্যা।

আমাদের দেশের বড় মানুষদের ইতিহাস পাঠ করিলে অনেক প্রকার উপদেশ পাওয়া যায়। পাঠকগণ একবার আমাদের সঙ্গে কাসিমবাজারে আসুন। সেখানকার মাহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম কাহার না হৃদয়পটে অঙ্কিত আছে। দয়াতে বল, বুদ্ধিতে বল, বিনয়ে বল, মাহরাণী স্বর্ণময়ীর নাম বঙ্গময় বিখ্যাত। তাঁহার বংশের কথা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলে অনেক উপকার হইবে। মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ কান্ত বাবু। কান্ত বাবু জাতিতে তন্তুবায়, রেসমের ব্যবসায় করিতেন। লেখা পড়ার বড় চর্চ্চা ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা চলনসহি এবং ইংরাজী মোটামুটি কিছু কিছু জানিতেন। যদিও মা সরস্বতীর সঙ্গে তত ঘনিষ্টতা ছিল না বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে আসাধারণ বুদ্ধি সম্পান্ন লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারিতেন এবং চট্‌করে কে কেমন লোক বুঝিতে পারিতেন। তখন ইংরাজেরা সম্প্রতি বঙ্গদেশে আসিয়া রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা এবং তৎ পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল। সিরাজউদ্দৌলা—যাঁহার নাম শুনিলে এখনও অনেকের মন ভয়ে কাঁপে তখনকার মুর্সিদাবাদের নবাব ছিলেন। ইংরাজদের ক্ষমতা সে সময়েও যথেষ্ট প্রচার ছিল। সুতরাং ইংরাজী জানা সে সময়ে সামান্য বিদ্যার কার্য্য বলিয়া বোধ হইত না। কান্ত বাবু শীঘ্র বিষয় কার্য্যে পটু হইলেন এবং পরে পরে মুহুরি এবং কেরাণী পর্য্যন্ত হইলেন। ইংরাজদের কাসিমবাজারে রেসমের কারবার ছিল, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে কান্ত বাবুকে সদা সর্ব্বদা মিশিতে হইত। ইংরাজদের গমস্তা তখন ওয়ারেন হেষ্টিং সছিলেন। এই হেষ্টিংস সাহেব পরে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারাল হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার তেমন ভাব ছিল না। এমন কি সিরাজউদ্দৌলার এমন প্রকৃতি ছিল যে ইংরাজদের সম্পদ দেখিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন ইংরাজেরা কাসিমবাজারে টাকা করিতেছেন ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না এবং এক সময় তিনি হেষ্টিংস সাহেবকে কয়েদ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা কাড়িয়া লইবেন মানস করিয়াছিলেন। নবাব যখন ১৭৫৭ সালে

কলিকাতা লুট করিতে আসেন, তিনি আগে কাসিমবাজার হইয়া যান। সেখানে ইংরাজদের কারবার ছাঁরখার করিয়া এবং হেষ্টিংসকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। হেষ্টিংস কিন্তু ইংরাজ বাচ্ছা। আস্তে আস্তে মুর্সিদাবাদ হইতে চম্পট দিয়া কান্ত বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। কি করেন তাঁহার পিছনে ঘোড়সোয়ার এবং বার জন খাসবরদার আসিতেছে। কান্ত বাবু তাঁহাকে অন্য কোথাও যাইতে পরামর্শ দিতে পারিলেন না। সুতরাং নিজের বাটীতে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিতে হইল। কিন্তু বাড়ীতে রাখা বড় দায়, এবং তাঁহাকে লইয়া কোন স্থানে পলায়ন করাও তাহা অপেক্ষা দায়। নবাবত সেরকম লোক ছিলেন না। কান্ত বাবুকে যদি ধরিতে পারিতেন ত বোধ হয় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া লুনের ছিটা দিয়া মারিতেন। কান্ত বাবু কিন্তু বড় সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তিনি জানিতেন যে তাঁহার মস্তক ফাঁসি কাঠে চড়াইলেই হয়, তথাপি তিনি হেষ্টিংসকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দুই জনে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আস্তে আস্তে গোপনে গোপনে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। হেষ্টিংস সাহেব কিরূপে কান্ত বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, কান্ত বাবু তাঁহাকে জীবন দান করিয়াছেন বলিলেও হয়, কিরূপে তাহা পরিশোধ করা যায়? অবশেষে কান্ত বাবু বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় তিনি বলিলেন যে এই তোমাকে একখানি খৎ লিখিয়া দিলাম। এখানি তোমার কাছে রাখিও। ভবিষ্যতে যদি কখন বিধাতা আমার উপর সবকর্ণ নয়নে দেখেন এবং আমার কোন বড় কার্য্য হয়, তাহা হইলে তুমি আমাকে ঐ খৎ খানি দেখাইও এবং দেখালেই আমার তোমাকে মনে পড়িবে এবং তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহাই করিব।

সওদাগরের জীবন রক্ষা।

এক সওদাগর বাবসায় স্থান হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সঙ্গে এক বাক্স টাকা। কিছু দূর যাইলে মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, এবং সমস্ত শরীর ভিজিয়া গিয়া মহা ক্লেশে পতিত হইলেন। বিধাতা তাঁহার প্রতিবাদ সাধিয়াছেন বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইতে যাইতে একটী বৃহৎ বনের সম্মুখে পড়িলেন, রাস্তার ধারে এক দস্যু হাতে বন্দুক লইয়া দণ্ডায়মান, দেখিবামাত্র সওদাগরের প্রাণ উড়িয়া গেল। বদমায়েস দেখিতে না দেখিতে তাঁহার দিকে বন্দুক সন্ধান করিয়া ছুড়িল, আশ্চর্য্য বিধাতার নির্ব্বন্ধ, বন্দুকে কোন শব্দ হইল না, গোলা গুলি বন্দুকের ভিতরই রহিয়া গেল, তাহার কারণ এই যে জল লাগিয়া বারুদ সব ভিজিয়া গিয়াছে। সওদাগর এই অবসরে ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক লাগাইয়া বেগে পলায়ন করিলেন।

তখন তাঁহার চৈতন্য উপস্থিত হইল। ভাবিতে লাগিলেন "যে আমার কি ভ্রম যে ঈশ্বর আমার জন্য বৃষ্টি পাঠাইলেন, আমি তাহাতে অধীর হইয়া পড়িলাম। আজ আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এতক্ষণ আমাকে আর জীবিত থাকিতে হইত না, আমার সন্তানগণের আমার মুখ পানে তাকাইয়া থাকা সব বিফল হইত। ঈশ্বর আমার জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্যই উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি পাঠাইয়াছেন।" ফলে আমাদের সকল দুঃখই এই অভিপ্রায়ে আসে, প্রথমে বিলক্ষণ অসহ্য হয় বটে, কিন্তু সেই সকল দুঃখ না আসিলে হয় তো আমরা আরও মহা বিপদ ও দুঃখ সাগরে পতিত হই। ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে?

আমোদ

পাদরী সাহেবের উপযুক্ত শিষ্য তাঁহার কাছে বিধান লইতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাহেব আমি খৃষ্টান, আমি কি কার্ত্তিক পূজা করিতে পারি?

গোপাল শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা শ্যাম যদি পরকালে বিধাতা পুরুষ বলেন যে হাতি, মানুষ, ছাগল, চিল আর গোরু ইহার মধ্যে কি হইয়া পুনর্জ্জন্ম লইবি বল্—তুমি কি বলিবে বল দেখি? শ্যাম বলিল আমি গোরু হইব বলিব। গোপাল—কেন এত দেশ থাকিতে গোরু কেন? শ্যাম—তাহা হইলে আমি "অনাহারী" মাজিষ্ট্রেট হইতে পারিব।

কোন এক জন স্কুলের ছোঁড়া এক দিন স্কুলে আসিবা মাত্র মহা আস্ফালন করিয়া তাহার সঙ্গীদের কাছে গিয়া বলিল—কাল ভাই আমার স্ত্রীর সঙ্গে বড্ড ঠাট্টা করিয়াছি। সে আমায় বল্লে তুমি হনুমান। আমি অমনি ফশ করে বলিলাম- তোমার শ্বশুর হনুমান!

তিব্বৎ দেশে লোকদের কবিরাজের উপর বড় ভক্তি। ডাক্তর একটী কাগচে ঔষধ লিখিয়া দিলে রোগী চারিদিগে ঔষধের জন্য অনুসন্ধান করে। যদি কোথাও না পায়, অবশেষে সেই কাগচখানি জলে গুলিয়া খাইয়া ফেলে। তাহারা জানে যে যে কাগচে ঔষধ লেখা থাকে তাহার যাহা গুণ ঔষধেরও সেই গুণ।

সংবাদ।

বিলাতে পশুশালায় একটী গণ্ডার আছে, তাহার অতিশয় দাঁতের শূলুনি হয়। সাহেবেরা না ছাড়িবার পাত্র, একটা বৃহৎ সাঁড়াসী গড়িয়া মহা টানাটানি করিয়া তাহার দাঁতটা উপড়াইয়া তাহাকে শান্ত করিয়াছেন।

সমুদ্রের জলের ভিতর থেকে লুন বাহির হয় সকলেই জানেন, সাহেবেরা তাহার ভিতর থেকে সম্প্রতি সোণা বাহির করিয়াছেন।

গত শুক্রবারে সালিকার তুলার কলের একটী ছাদ পড়িয়া গিয়া অনেক গুলি লোক মরিয়া গিয়াছে ও জকম হইয়াছে। হাবড়ার হাস্পাতালে প্রায় ৩০টী মৃত দেহ আনা হইয়াছিল।

চাকদহের অন্তর্গত মৌজে শিমুড়ালিনিবাসী এসদল্ কজকোর্টের উকীল বাবু কালীমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা এক খানি পত্র পাইয়াছি। কোন কোন ভদ্র লোকের মুখেও তাঁহার নামে গ্লানি শুনা যায়।

হাবড়া গ্রেট ট্রঙ্ক রোডের যে ব্রাঞ্চটী হাবড়া পঞ্চাননতলা গলি নাম ধারণ করিয়া পশ্চিম দিকে গিয়াছে, তাহার অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর, মিউনিসিপালিটির মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা লিখিয়াছিলাম "সীতাকুণ্ড তীর্থের মহন্ত কিশোরবন পলাতক হইয়াছেন।" বাবু আনন্দ চন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন "প্রায় প্রত্যহ মহন্ত বাবাজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আরও বলেন "তিনি এক জন উৎকৃষ্ট লোক, লেখা পড়া সুন্দর জানেন, চরিত্র সম্বন্ধেও সাধারণে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

"দেশহিতৈষিণী" বলেন, রাজসাহী বিভাগের কমিশনর সাহেবের আদেশানুসারে পাবনার যাবতীয় জমিদার নিজ পাবনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শালগাড়িয়ার বাবু কৃষ্ণ গোপাল সান্যাল চৌধুরীর বাটীতে তাঁহারা একটী সভা করেন। বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের প্রস্তাবানুসারে সর্ব্ব সম্মতিতে স্থির হয় যে সমস্ত জমিদার একত্র হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে কমিশনর সাহেবের নিকট গিয়া প্রজাবিদ্রোহিতা নিবারণের উপায় ও তাহার যুক্তি পরামর্শ এবং মফস্বলের অবস্থা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবেন ও জানাইবেন। আমরা আশা করি কমিশনর সাহেব এই অবসরে জমিদার ও প্রজা উভয়েরই যাহাতে ভাল হয় এরূপ সৎপরামর্শ দিবেন।

নৈহাটী হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে এখানে "এক জন দুঃখী গোবর কুড়াইয়া নেদী দেয় ও তাহা বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করে তাহার উপর (মিউনিসিপাল) টেক্স হইয়াছে, আর এক ব্যক্তি চাকরী করেন তাঁহার উপর টেক্স হয় নাই। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে মিউনিসিপালিটীর সভ্যেরা এ বিষয়ে কোন তদারক করেন না।"

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত মহকুমা চুয়াডাঙ্গার অধীনে তরফ গড়গড়ির জমিদারের নায়েবের বিরুদ্ধে আমরা কথা শুনিতে পাই।

গ্রামবার্ত্তা বলেন জেলা ত্রিহুতের অন্তর্গত রোষড়া পুলিস ষ্টেসনের অধীন নাগরবস্তী আউটপোষ্টের এলাকায় কোন গৃহস্থের বাটীতে চুরী হয়। সব ইনস্পেক্টর মহাদেব লাল এক জন পুরাতন চৌকিদারকে সন্দেহ করিয়া তাহার উপর এবং তাহার পুত্রবধূর উপর বিষম অত্যাচার করে। জেলার প্রধান রাজপুরুষদিগের কাণে এই সংবাদ গেলে তাঁহারা আসিষ্টান্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু গদাধর খাঁকে তদারক করিতে পাঠান। মহাদেব লাল এবং তাহার সঙ্গী দুই জন কনষ্টেবলের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। মহাদেবের তিন বৎসরের জন্য এবং কনষ্টেবলদের দেড় বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের হুকুম হইয়াছে।

বারাসতের অন্তঃপাতি মধ্যম গ্রামে একটী পাঠশালা আছে তাহাতে সপ্তাহে দুই দিবস মাত্র এক জন সার্কেল পণ্ডিত আসিয়া থাকেন। এই পাঠাশালটী গরিবদের জন্য, এক জন পত্র-প্রেরক বলেন পণ্ডিত প্রতি দিন আসিলে গরিবেরা একটু ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারে।

কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুরে "চক্রবেড় শিশু বিদ্যালয়ের" অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়াছিল, বর্ত্তমান সম্পাদকের যত্নে ক্রমে ধুঁইয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদ্যালয়ের চালা দুই খানির অতিশয় জীর্ণাবস্থা এবং মানচিত্র প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যের বিশেষ অভাব। আমরা আশা করি স্থানীয় লোকেরা স্কুলটীর প্রতি একটু দৃষ্টি করিবেন।

"উড়িষ্যা পেট্রিয়ট" আড়াই বৎসরের পর পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি কাগচ খানি এবার দীর্ঘজীবী হইবে।

উদ্ধৃত।

*পাবনা ও সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহর মূল কারণ।

"মহাশয়! অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রজা বিদ্রোহের কয়েকটী কারণ স্থির করিয়াছি, সুতরাং তাহা সাধারণকে জানাইতে বাধ্য হইলাম।

১ম। জমিদার প্রজার নামে কবুলিয়ত রেজেষ্টরি করিতে আসিলে সিরাজগঞ্জের প্রধান শান্তিরক্ষক শ্রীযুত নোলেন সাহেব "প্রজাগণ পাট্টা পাইয়াছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কবুলিয়ত পাট্টা ব্যতীত বাঙ্গালা কাগজে লওয়া যায় না" বলিয়া ফেরত দেন। এবং কেন তোমরা কবুলিয়ত দেও এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া প্রজাদিগকে উৎসাহ দেন।

২য়। বন্দোপাধ্যায় জমিদারগণকে তাহাদের প্রজারা কবুলিয়ত রেজেষ্টরি করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কবুলিয়ত ফেরৎ দিবার কারণ রসিদ লিখিয়া দেয়। তৎপর এক গ্রামের প্রজা তাহাদের দেওয়া উক্ত রেজেষ্টরি করা কবুলিয়ত ফেরৎ পাওয়ার প্রার্থনা করায় জমিদারগণ রসিদ দাখিল করিয়া আইন অনুসারে ফেরৎ পাওয়ার দরখাস্ত করেন। তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পৃথক্ কাগজে বেআইন মতে প্রজার নিকট রসিদ লইয়া প্রজাদিগকে ফেরৎ দেওয়াতে প্রজাগণকে উৎসাহ দেওয়া হয়, সেই উৎসাহই পরিণামে তাহাদিগকে বিদ্রোহিমত আশ্রয় করাইয়াছে; এই মূল হইতেই জমিদার কেহ না, তাহাদের শক্তি কিছুই নাই এই ভাব প্রজায় মনে দৃঢ়তর হয়।

৩য়। ইসপসাহী পরগণায় ১৮ ইঞ্চ হাতের ১৪।১৪ নল প্রচলিত আছে। এতৎ সম্বন্ধে দৌলতপুরনিবাসী কালী মজুমদারের এলাকা লইয়া হাতকাঠির এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। যদিও ১৮ ইঞ্চ হাতের মোকদ্দমা হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তথাপি নোলেন সাহেব পূর্ব্ব নিষ্পত্তি ও প্রমাণের প্রতি নির্ভর না করিয়া ২৪ ইঞ্চ হাতে এক হাতকাঠি নিজে মাপিয়া সেই হাতে জরীপ করিবার হুকুম দিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন

কেহ কেহ বলেন ঐ ভূমি সরকারের রেহাই। রেহাই লওয়ার কালে যে স্থানের নলের মাপ হইয়াছে সেই হাতের মাপে বিলি হইবেক। ইহা সঙ্গত; কিন্তু গবর্ণমেন্ট যখন থাক ও সারভে কালে সমুদয় ভূমি জমিদারদিগের ১৮ ইঞ্চি চেইনে মাপিয়াছেন, তখন গবর্ণমেন্টের মাপের সহিত মিল রাখার কারণ জমিদারগণের ১৮ ইঞ্চ মাপ প্রচলিত রাখা কি অন্যায়? বিশেষ যখন গবর্ণমেন্ট হইতে সময়ে সময়ে জমিদারগণের নিকট ভূমির রিটার্ণ তলব হয়, তখন জমিদারগণের মধ্যে ১৮ ইঞ্চ মাপ প্রচলিত থাকা নিতান্ত উচিত। সে যাহা হউক সাহেব বাহাদুরের ২৪ ইঞ্চ মাপ অতীব কৌতুকাবহ ও সৃষ্টিছাড়া। বক্ষঃস্থলের মধ্য হইতে অঙ্গুলির শেষ পর্য্যন্ত একহস্ত পরিমাণ। ইঞ্চ অঙ্গুলির পরিমাণ তর্জ্জনীর মূল হইতে শেষ পর্য্যন্ত। এই প্রকার ইঞ্চ, ২৪ ইঞ্চি পরিমাণ হাত। সাহেব প্রকাশ্য কাছারিতে এই হাতের ব্যাখ্যা করেন। প্রজাগণ সেই হস্ত পরিমাণ লইয়া মফস্বলে যাইয়া ইহাই প্রকৃত পরিমাণ,এরূপ প্রকাশ করে। পরে তাহারা ঐ হস্ত দ্বারা আপন আপন জমি জরীপ করিয়া জমাবন্দি করে এবং সেই অনুসারে জমিদারকে খাজনা দিতে চায়, কিন্তু জমিদার তাহা না নিয়া পূর্ব্বহারে খাজনা তলব করে। এই হইতেই উভয়ের মধ্যে অপ্রণয় হয় এবং প্রজাগণও বিদ্রোহিমত আশ্রয় করিতে চলে।

প্রজাগণ কি জন্য "মহারাণীর প্রজা" নাম ধারণ করিয়াছে তাহা যদি জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে শুনুন। পূর্ব্বে যে হাতকাঠির মোকদ্দমার বিষয় লিখিত হইয়াছে, সেই মোকদ্দমায় দৌলতপুর মাপ করিবার জন্য কালেক্টরি হইতে এক জন "খাস আমীন" নিযুক্ত হইয়া নির্দ্দেশিত হাতে মাপ করিলে মহারাণীর প্রজা হওয়ার রব উঠে। ঐ হাতকাঠীর চিহ্ন অদ্যাপি সিরাজগঞ্জের মোক্তার মধুসূদন দাসের কাছারী ঘরের কুটীতে অঙ্কিত আছে। উক্ত মোক্তার উহা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঘোষণা করার কারণ এই যে তাঁহার একজন আত্মীয় গঙ্গাচরণ পাল বিদ্রোহীদিগের সরদার, ইনি তাহাদিগের উৎসাহদাতা।

জমিদারগণের অত্যাচারে অর্থাৎ হার নিরিখের মতভেদ লইয়া এই বিদ্রোহ হইয়াছে এরূপ জনরব নিতান্ত অলীক। সিরাজগঞ্জ মহকুমার হার নিরিখ নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলার হার নিরিখ হইতে অধিক নহে। এখানে অতি উত্তম জমির দার ১—১৷০ ঊর্দ্ধ হইলে ২৵—২৶০ কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিরল।"

*"দেশহিতৈষিণীতে" "প্রাপ্ত" বলিয়া প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

বেলুড়নিবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একটী ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক বালক উল্টো রথের দিন বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছে, ইহাকে দেখিতে গৌর বর্ণ, নাকের উপর কালশিরার দাগ আছে, মাথার ঠিক কপালের উপর ও চুলের ভিতর তরবারির চোটের ন্যায় ২।৩ দাগ আছে, গলার নিম্নে, বুকে আরোগ্য ক্ষতের তিন চারিটী চিহ্ন আছে, ও কপালের মধ্যে পড়িয়া যাওয়ার একটী চিহ্ন, কর্ণ দ্বয় যোড়া ও গজ দন্ত আছে। যদি কেহ কোথায় দেখিতে পান বা জানেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া বেলুড়ে শ্রীযুত সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে সংবাদ দিলে চির বাধিত হইব।

কলিকাতা নেড়া গীড়জার সুরকির কলে উত্তম সুরকি, কড়িকাষ্ঠ, কপাট, জানালা, দরজা, বরগা, প্রভৃতি অল্প মূল্যে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

রায়বল্লভ এণ্ড কোং।

ডাক্তার নন্দলাল দে এম, বি, নং ৩৫ ফকিরচাঁদ বক্রবর্ত্তীর লেন, গরাণহাটা। প্রাতে বিপ্রা ব্যয়ে ৬ টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত রোগী সকলকে দেখিবেন।

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টরি এজলাষ শ্রীযুক্ত মেং উইলিয়ম হেশ্যাম সাহেব একটিং রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টরি।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেন লাইনের উভয় পার্শ্বের ইস্তক বর্দ্ধমান নাং রাণীগঞ্জের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত বিঃ ক্লাসের ন্যূনাধিক ৬৪০/০ বিঘা জমি যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ পরিত্যক্ত জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মোং বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার এবং তৎপরে মোকাম সিন্থীয়ার অম্মদের কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

ঐ জমির তিন অংশের দুই অংশ অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার সামিল মূল্যবান জমি আছে। অবশিষ্টাংশ সামান্য ব্যয়ে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ জমি সকল রেলওয়ের ধারের জমি, কৃষকগণ তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় জোত করে এবং ঐ জমি নিষ্করে নিলাম হইবেক। যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

আর আর বিষয় অম্মদের নিকট এ আপীষে জানিতে পারিবেন, ইতি সন ১৮৭৩ সাল তারিখ ৯ আগষ্ট।

সুলভ সমাচারের বিজ্ঞাপনের হার,—

এক মাসের জন্য দিলে প্রতি ছত্রে ——— ।০
তিন মাসের ঐ ——— ৶০
তিন মাসের অধিক কালের জন্য দিলে প্রতি ছত্রে ৵০

এই পত্রিকাপটলডাঙ্গাগোলদীঘির দক্ষিণ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিতহইল।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায় ;
জ্ঞানধন চাও যাহা অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা।

মূল্য ১ পয়সা।

৩খণ্ড। কলিকাতা : মঙ্গলবার, ১১ই ভাদ্র, ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৪৭ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

নবীন এবং নবীনের সাক্ষীদিগের জবানবন্দী শুনিয়া হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহন্তকে সেসনে সমর্পণ করিয়াছেন। মহন্ত এখনও নিজে কিছু জবাব দেয় নাই। প্রায় সকল সাক্ষীই তাহার বিরুদ্ধে বলিয়াছে। মহন্ত আদালতে গেরুয়া বস্ত্র ও কটকী জুতা পায়ে দিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, মাথাটী সমস্ত নেড়া ; কিন্তু পূর্ব্বে তাহার যে ফটোগ্রাফ সকলে দেখিয়াছেন তাহাতে তাহার পেনটালুন চাপকান পরা ও বুটজুতা পায়ে বাবুর বেশ ছিল।

আমরা স্ত্রী স্বাধীনতার সম্বন্ধে সুলভে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছি এবং সে সম্বন্ধে "ইংলিসমান" কাগজে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, সে বিষয়ে বঙ্গের প্রসিদ্ধ "টাইম্‌স্" সম্পাদক এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। "এমন 'আঁসল' বিবি মিস এক্রয়ড এ দেশের অন্তঃপুর যেরূপ উল্‌টাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে সুলভের পূর্ব্বতন সম্পাদক কেন যে আপত্তি করিয়াছেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। মনে কর বঙ্গদেশের অন্তঃপুরবাসী স্ত্রীগণ হঠাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া ঠিক আমেরিকার মেয়েদের ন্যায় একবারে রাস্তার এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন, কাপড় ও অলঙ্কারের জন্য নিজে দোকানে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, পুরুষ বাড়ীতে উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, পুরুষের সঙ্গে একত্রে নাচিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন ইচ্ছা সম্পূর্ণ রূপে সেই মত কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন ;— এ প্রকার মনে করা কি কষ্টের ব্যাপার নহে? একটী অন্দরকেও যদি এই রূপে খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কতদূর বাড়াবাড়ি সম্ভব কে বলিতে পারে? পারস্যের রাজা সে দিন তাঁহার রাণীদের সম্বন্ধে একটু খোল দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সামলান এত দূর শক্ত হইয়া উঠিল যে তিনি তাঁহাদিগকে দেশে ফিরিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। একটা আমাদের ভিতর থেকেই দৃষ্টান্ত লওয়া যাক,— মনে কর আমাদের বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদের স্কুলে শাসন করিবার জন্য কোন বিধি নাই, তাহা হইলে তাহার কি দশাই হয়! তবু দেখ তাহারা অল্প অধিক লেখা পড়া জানে, এবং স্বাভাবিক একটা ধর্ম্মের শাসনও তাহাদের মধ্যে আছে। আমাদের ভয় হয় এই সকল 'জড়বাদিনী' বিবিরা ভারতবর্ষের ক্ষতি করিতে পারেন। তাঁহারা বড় সত্বর যান। কি পশ্চিম কি পূর্ব্ব তাঁহারা উভয় দেশেরই আচার পদ্ধতির বিপক্ষ। ইউরোপে আমরা তাঁহাদিগকে বড় ভয় করি, ভারতবর্ষেও তাঁহারা লোকের মনে ভয়ের উদয় করিতে পারেন। এ দেশের বালকদের মধ্যে যেরূপ, মেয়েদের মধ্যেও সেইরূপ লেখা পড়া আরম্ভ হইয়াছে। ভুপালের বেগমের মত সম্ভ্রান্ত নারী সকলও পুরাতন কুসংস্কার ত্যাগের বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। বঙ্গদেশের মেয়েরা গভীর ধর্ম্মভাব সম্পন্ন কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের শাসনও আছে। এইরূপ মেয়েদের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং যতই বিদ্যার উন্নতি হইবে ততই তাহা বৃদ্ধি হইবে। ইহা হইলেই কাজে কাজেই স্বাধীনতা আপনাপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। অন্তঃপুরের স্ত্রীদের উপযোগী শিক্ষা না দিয়া এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাসকে নড়াইয়া জড়বাদিনীরা যে তাঁহাদিগকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দিবেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহারা যেমন আছেন তাঁহাদের সেইরূপ থাকাই ভাল।"

জমিদার এবং প্রজা।

"সুলভ" প্রজাকে ভাগ্যবন্ত এবং সুখী দেখিতে ভাল বাসেন, কিন্তু যদি সে জমিদারের ন্যায্য গণ্ডা না দিয়া আপনার গোলা পরিপূর্ণ করে এবং বিদ্রোহী হইয়া গৃহস্থদের অপমান ও তাহার সর্ব্বস্ব লুট করিবার জন্য দলে দলে পশুর ন্যায় বেড়িয়া বেড়ায়, তাহাতে সুলভের কোন সুখ আছে কি না? এ কথা বলা বাহুল্য যে প্রজারা এ প্রকার আচরণ করিলে সুলভের কেবল মাথা হেঁট হয়। সুলভ কখন সহ্য করিতে পারেন না যে যতক্ষণ প্রজার পেটে দুট অন্ন পড়ে তত ক্ষণ সে জমিদারকে এক পয়সাও বঞ্চিত করে। কিন্তু আমাদের দুঃখ এই, জমিদার এত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও প্রজাকে প্রাণপণে দোহন করিবার জন্য চেষ্টা করেন। প্রজাকে জমির যে খাজনা দিতে হয়, অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ টাকা জমিদার ও তাঁহার দস্যু তুল্য আমলাগণকে দিয়া ভিটের মাথা পাতিতে হয়। আশ্চর্য্য জমিদারের বাজে আদায়ের ফর্দ্দ আর শেষ হয় না। প্রজারা যখন বাজারে তরিতরকারী বিক্রয় করিতে আসিবে, তখন "তোলা" দিবে। আপনার জায়গায় গাছ তয়েরি করিবে, তাহার "চৌথ" জমিদার পাইবে। আক থেকে গুড় করিবে, "ইক্ষুগাছ" কর জমিদারকে দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে। ঘাটে নৌকা লাগাইবে, জমিদার "খোটাগাড়ি" লইবেন। নৌকার মাল তুলিবে কি তাহা হইতে মাল

নামাইবে, "কয়ালী" খাতায় কিছু জমা করিয়া দিতে হইবে। গরুর গাড়ী করিয়া বাজারে মাল পাঠাইতে হইবে, "ধুলট" দিতে হইবে। ভাগাড়ে গরু ফেলিবে, "ভাগাড়" জমা দিবে। প্রত্যেক জেলেকে "জেলে জমা" দিতে হইবে। জমিদার জমিদারীতে তোষদান লইয়া উপস্থিত, সকলের "নজর" দিয়া সেলাম করিতে হইবে। জমিদারীতে কোন কাজে আসিয়াছেন, "শাসন জমা" দিতে হইবে। কিছু দিন জমিদারীতে থাকিবেন, "আগমনী" দিতে হইবে। জমিদার কোন কুকার্য্য করিয়া কয়েদ হইলেন, "গারদ সেলামী" দিয়া তাঁহাকে বাটী ফিরিয়া আনিতে হইবে। জমিদার কাছারীতে পদার্পণ করিলেন, "খরচা" দিতে হইবে। প্রজা খাজনা লইয়া উপস্থিত, তার সঙ্গে সঙ্গে "বাটা" দিতে হইবে। কাছারীর কাগজ কলম খরচের জন্য "সাদাজালানী" দিতে হইবে। প্রজা তাহার হিসাব বুঝিয়া লইতে চায়, "হিসাবানা" দিলেই মিলিবে। প্রজা দু-টাকা যোত্র করিয়া আপনার ভিটের ইট গাড়িবে, "ইটগাড়া" বলিয়া প্রণামী দিতে হইবে। প্রজারা কিছু গোলযোগ বাদাইলে জমিদারকে তাহা থামাইবার জন্য "গ্রাম খরচা" দিতে হইবে। জমিদারের বাড়ী দুর্গোৎসব, পার্ব্বণী দিতে হইবে। জমিদারের ছেলে মেয়ের বিবাহ উপস্থিত, সে ভার ঘাড় পাতিয়া লইয়া "বিবাহের খর্চ্চা" দিতে হইবে, জমিদারের পিতা মাতা মরিয়াছেন, "ভিক্ষা" দিয়া তাঁহার মান বাঁচাইতে হইবে। এখন জমিদারেরাই বলুন গরিবদের কি এইরূপ করিয়া মুড়িয়া লওয়া উচিত? ইহার উপরে আবার আমালাদের দৌরাত্ম্য। তাহারা ২।৩।৪ টাকা করিয়া বেতন পাইবে, কিন্তু কাহার ১০, কাহার ১৫, কাহার ২৫ টাকা, এইরূপ সংসারের ব্যয়। যাঁহারা একটু মোটা বেতন পান, তাঁহাদের তেমনি আবার মোটা ব্যয়। এই সমুদায় টাকা কি তাহারা প্রজার ঘাড় ভাঙ্গিয়া লয়, না মাটিতে ঘা মারিয়া রোজকার করে? আমরা জমিদার এবং প্রজার মঙ্গলের জন্য অনুরোধ করি, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া একটা কিছু মীমাংসা করিয়া লউন। জমিদার প্রজার রক্ষক এবং তাহার মা বাপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রজারও সন্তানের ন্যায় জমিদারকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দুই সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া শীঘ্র একটা কিছু নিষ্পত্তি হয় ইহাই আমাদের কামনা। আমাদের এ বিষয়ে অভিপ্রায় আমরা আগামী বারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রাপ্ত।

হাজারিবাগের সুরাপান বৃদ্ধি।

আমাদের দয়াবান্ গবর্ণমেন্ট যেমন এক দিকে বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া দীন দুঃখী প্রজাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিতেছেন, তেমনি যদি অন্য দিকে সুরাপান প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার যাহাতে জনসমাজে কমিয়া যায় এমন চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কত সুখের বিষয় হইত। কিন্তু আবকারীর বন্দোবস্ত দেখিলে বোধ হয় যে, তদ্বিভাগীয় রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতি গবর্ণমেন্টের যাদৃশ দৃষ্টি, প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি নাই। উদাহরণ স্বরূপ হাজারীবাগ জেলার সুরাপান ও আবকারী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কএকটী বিষয় লিখিতেছি।

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে এ অঞ্চলে মউল ফুলে মদ প্রস্তুত হয়। শুষ্ক মউল ফুল যেমন টাকায় ৩। ৪ মণ বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহার সুরাও তেমনি অল্প মূল্যে পাইতে পারা যায়, সেই জন্যই বুঝি এখানকার জন সমাজে সুরাপান এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অন্য অন্য জেলার ন্যায় এখানেও পূর্ব্বে খোলাভাটীর বন্দোবস্ত ছিল। শুনিতে পাই তখন জেলার মধ্যে নাকি ৪০০। ৫০০ মদের দোকান ছিল! এক পয়সা দুই পয়সায় এক বোতল সুরা আপনাপন গৃহদ্বারে পাইয়া এখানকার লোক সকল অবাদে পিপাসা শান্তি করিত, এই রূপে দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছিল। এমন সময়ে (বোধ করি ১৮৬৪। ৬৫ সালে হইবে) সরকারী ডিষ্টিলরি জারি হইল। ইহাতে ১২। ১৩টী ডিষ্টিলরি ও তাহার অধীনে অনেক দোকান স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু মদের দাম চড়িয়া গেল। আর পূর্ব্বের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে সুরা পাইবার উপায় রহিল না। গড়ে ৵০ আনা করিয়া জল মিশ্রিত (দোকানী) মদ, এক বোতল বিক্রীত হইতে লাগিল। ভাল মদের দাম ।৶০ সাত আনা ৷৷০ আনা। ইহাতে দুঃখী লোকদিগের বড় বিপদ হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই দেড় আনার অধিক এক দিনে উপার্জ্জন করিতে পারে না। তিন আনায় এক বোতল মদ! তাহাও এমনি জল মিশান যে দুই বোতলের কম এক জন সামান্য মাতালের নেশা হয় না। ক্রমে ক্রমে অনেক লোকে সুরাপান এক প্রকার ত্যাগ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ যখন ডিষ্টিলরির প্রথা প্রচলিত ছিল তখন সুরাপান যদিও এক কালে উঠে নাই, তথাপি অনেক কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে খোলাভাটীর বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার এ জেলায় প্রচলিত হইয়া আবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে। এক্ষণও দুইটী ডিষ্টিলরি এবং তাহার অধীনে ৩০ খানি দোকান আছে, কিন্তু তাহার উপরে বিনা আপত্তিতে যেখানে সেখানে ভাটীর বন্দোবস্ত হইতেছে। ১৮৬ খানি এই রূপ দোকান পুনর্ব্বার খোলা হইয়াছে। দুঃখের কথা আর কি কহিব যে গ্রামে এক ব্যক্তির আহারোপযোগী চাউল পাওয়া যায় না, সেখানেও মদের দোকান দেখিতে পাইবেন। ১৮৬৭। ৬৮ সালে ডিষ্টিলরি প্রথা প্রচলিত ছিল। সে বৎসর সুরার মাশুল ২১,৮৪১ টাকা আদায় হয়। উপস্থিত বৎসরে খোলাভাটী পুনর্ব্বার জারী হওয়ায় ১,০৬,৩৭৭ টাকার বন্দোবস্ত হইয়াছে! মদের মাশুল অধিক হইয়াছে ভালই, মদ মহার্ঘ হইবে, এরূপ হঠাৎ বিবেচনা করিবেন না। ভিতরে একটু প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে। ১৮৬৭। ৬৮ সালে ৵০ আনা হইতে ।৶০ আনা বোতল, সুরা বিক্রয় হইয়া গভর্ণমেন্টের ২১,৮৪১ টাকা লাভ, আর বর্ত্তমান বৎসরে দুই পয়সা, তিন পয়সা করিয়া বোতল বিক্রয় হইয়া ১,০৬,৩৭৭ টাকা লাভ! দুই পয়সা করিয়া বোতল বেচিয়া ১,০৬,৩৭৭ টাকা তুলিতে কত মদ চাই, আর চারি আনা করিয়া বোতল বেচিয়া ২১,৮৪১ টাকা তুলিতে কত মদ খরচ হইতে পারে? শুঁড়ীদের লাভ বরং এক্ষণে অধিক হইবে, তাহা না হইলে ভাটীর প্রচলন হওয়ায় তাহারা এত আনন্দিত হইবে কেন? মদের দাম সস্তা হওয়ায় দুঃখী প্রজার আর আনন্দের সীমা নাই! এক্ষণে যাহা পাইতেছে, শুঁড়ীর চরণে দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে। স্ত্রী পুত্র খাইতে চাহিলেই, প্রহার! মহাশয়, এ জেলার দুঃখী লোকদের বিষয় বোধ করি আপনি সমস্ত না জানিতে পারেন। "অদ্য ভাত খাইব" বলিয়া ইহারা আনন্দে অবসন্ন হইয়া পড়ে! চাষাদিগের প্রায় সকলের ২। ১ বিঘা ধানের ক্ষেত থাকে, কিন্তু ইহার উৎপন্ন বিক্রয় করিয়া অনেককেই মালগুজারী দিতে হয়। মকাই (ভুট্টা) মড়ুয়া (এক প্রকার ঘাসের বিচি) শাক এবং মৌল ফুল, ইহাদের প্রধান আহার। আহা! এই সকল দুর্ভাগা লোকে যে দুঃখে জীবন কর্ত্তন করে, তাহা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়! অধিকন্তু যদি এই সকল লোকে যাহা উপার্জ্জন করে, সমস্তই শুঁড়ীর দোকানে দিয়া আসে, তবে তাহাদের পরিবারের কি দশা হয় তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সহস্র সহস্র পরিবারের দুঃখ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আকুল হইয়াছি। গবর্ণমেন্ট কি কিছু টাকার নিমিত্ত এই দুরবস্থা হইতে দুঃখী প্রজাদিগকে উদ্ধার করিবেন না? গবর্ণমেন্টের কোষাগার সমুদ্র বিশেষ। দশ বিশ হাজার টাকার নিমিত্ত খোলাভাটী রাখিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে বিরত হউন। মদ খাওয়া এককালে উঠাইয়া দেওয়া গবর্ণমেন্টের সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু পুনর্ব্বার ডিষ্টিলরি প্রথা এ জেলায় প্রচলিত করিয়া দিয়া সুরার দোকানের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে সুরাপায়ীর সংখ্যা অনেক কম হইয়া যাইবে। আমাদের বিবেচনায় তিন তিনটী থানায় এক একটী ডিষ্টিলরি এবং প্রতি থানার এলাকায় মদের দোকান, ৪টী করিয়া দিলে যথেষ্ট হইতে পারে।

কয়েক বৎসরের এ জেলায় মদ এবং তাড়ি হইতে গবর্ণমেন্টের আয় নিম্নে লিখিলাম।

বৎসর	মদ	তাড়ি
১৮৬৭। ৬৮—	২১,৮৪১	৩,৭৩৯
৬৮। ৬৯—	৩৪,২১২	২,৬৬৬
৬৯। ৭০—	৩১,৭৪৯	৩,৬৮৮
৭০। ৭১—	৩৭,৮৭৪	৩,৮৫৭
৭১। ৭২—	৫৬,১৮৭*	৩,৮০৭
৭২। ৭৩—	১,০৬,৩৭৭†	৩,৩৪১

* কয়েকখান খোলাভাটী।

† খোলাভাটী।

অভদ্র ভাষা নিবারণ।

বটতলার বিষম বিপদ, বদ্‌মায়েসদিগের রচনা ও পুস্তক পাঠের সমূহ বিঘ্ন উপস্থিত। রথ যাত্রা, কালীঘাট, শ্বশুরবাড়ী, শনিবার প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল জঘন্য পুস্তক লেখা হইয়াছে বোধ হয় এইবার সেইগুলি নিঃশেষিত হইবে। কতক গুলি ভদ্র লোক মিলিয়া গত বৃহস্পতিবারে এ বিষয়ের জন্য একটী সভা করিয়াছেন। সভা করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় যেন সকলই ফাকী, কারণ এখনকার দিনে লোকে ফাকী দিবার জন্যই সভা করিয়া থাকে। কিন্তু সভা ফাকী দিবার জন্য নহে। গবর্ণমেন্ট ট্রানশ্লেটর রবিন্সন সাহেব ইহার সভাপতি এবং কতকগুলি ইংরাজ, বাঙ্গালী ও একটী মুসলমান ইহার সভ্য। সকল জাতি মিলিয়া যে বঙ্গদেশ হইতে অশ্লীল ভাষা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয়, এবং গবর্ণমেন্টের সাহায্যে নিশ্চয়ই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমাদিগের এই দীন সুলভ সমাচারের দ্বারা যে এই গুরুতর বিষয়ের কিঞ্চিৎমাত্রও সহায়তা হইয়াছে ইহাতে আমরা আপনাদিগের যত্নকে সফল মনে করি। আমাদিগের যেন এমন সুমতি হয় যে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া আমরা দেশীয় সকল প্রকার সামাজিক অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করি।

গত বৃহস্পতিবারে ট্রানশ্লেটর মহাশয়ের আফিসে উক্ত সভা সম্বন্ধে যে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, সে বিষয়ে আমরা দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সভার উদ্দেশ্য বিষয় শ্রবণ করিয়া বাবু কৃষ্ণদাস পাল বলিলেন যে এরূপ সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। তাঁহার মতে বিদ্যাসুন্দর ও তদ্রূপ অন্যান্য পুস্তক কখন অশ্লীল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না, এমন কি তদপেক্ষা যে সকল পুস্তক জঘন্য বলিয়া পরিচিত তাহাও কোন সভা দ্বারা নিবারণ হওয়া উচিত নহে, কারণ আমরা যাহা অশ্লীল বলিয়া মনে করি, অন্যের তাহা অশ্লীল না বোধ হইতে পারে। কৃষ্ণদাস বাবু যে বিদ্যাসুন্দর পুস্তকের রসজ্ঞ হইবেন তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই, আমারা অবগত আছি যে তাঁহার নিকট কাঁশারীদিগের সংও বিশেষ রসময় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি কি রূপে অবগত হইলেন এ দেশের সকল ভদ্র লোক তাঁহার ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের মধুময় আস্বাদন সুম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন? কি প্রমাণেই বা তিনি বলিলেন যে এ দেশের সকল লোক বিদ্যাসুন্দরকে বঙ্গীয় সাহিত্যের শিরোভূষণ বলিয়া মনে করেন? কৃষ্ণদাস বাবু বোধ করি ভারতবর্ষের সকল রচনা নিজে পাঠ করেন নাই, কেবল সেকেলে লোকের মুখে শুনিয়াছেন যে ভারতচন্দ্র মহাকবি, তিনি যাহা লিখেন তাহাই সুন্দর। যাঁহারা বাঙ্গালা জানেন ও এখানকার বিশুদ্ধ রুচি যাঁহাদিগের মনে কিছু পরিমাণ প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাইবেন যে বিদ্যার রূপ বর্ণন ও গোপালে উড়ের যাত্রা এখন আর ভদ্র পরিবার ও ভদ্রলোকের নিকট তত চমৎকার বলিয়া বোধ হয় না; তাহা শুনিতে ও পাঠ করিতে বমি আইসে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতচন্দ্রের পুস্তক সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিলে ক্ষতি নাই। কৃষ্ণদাস বাবুর মতে অপবিত্র ভাষা নিবারণ লোকের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ধর্ম্ম জ্ঞানের উপর নির্ভর করা উচিত। অর্থাৎ আমাদিগের কিছুই করা উচিত নহে। লোকের ধর্ম্ম জ্ঞানের উপর যদি সকল পাপ নিবারণের নির্ভর করিলে চলিত, তাহা হইলে ত দেশে পিনাল কোডেরও আবশ্যক হইত না, বিচারপতিদিগেরও মোটা মোটা তলপ দেওয়া আবশ্যক হইত না। অধার্ম্মিক লোকে যাহাতে অধর্ম্ম বিস্তার ও ব্যবহার করিয়া জনসমাজের ক্ষতি করিতে না পারে সেই জন্যই আইনের ও বিচারালয়ের প্রয়োজন। অধর্ম্ম কথাতেও হয়, কার্য্যেতেও হয়, লেখাতেও হয়। যাহারা এই শেষোক্ত প্রকার অধর্ম্ম আচরণ করে ও গবর্ণমেন্টের নিকট এবং দেশের লোকের নিকট অপরাধী হয়; তাঁহাদের শাসনের জন্য এই সভা। রাজপুরুষদিগকে প্রজা বর্গ যদি সাহায্য না করে তাহা হইলে কখনই রাজকার্য্য ভাল করিয়া চলে না। সভা অভদ্র ভাষা নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিতে চাহেন এবং আমরা যদি ক্যাম্বেল সাহেবের চরিত্র বিষয়ে নিতান্ত ভ্রান্ত না হইয়া থাকি, তবে উহাও অবগত আছি যে তিনি আদরের সহিত এই সাহায্য গ্রহণ করিবেন। কৃষ্ণদাস বাবু ও অন্যান্য সভ্যগণ যাহাতে পরিশ্রম করিয়া সভার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে যত্ন করুন। আর একটী বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে পুনর্ব্বার যে দিন সভা হইবে সম্পাদক যেন একটু প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দেন। কলিকাতা নগরে এ প্রকার অনেক লোক আছেন যাঁহারা সভার কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগ দিবেন। সাধারণ্যে যত প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে লোকে অপবিত্র পুস্তকের উপর বিরক্ত, এবং ঐ সকল পুস্তক বিক্রেতাদিগের শাস্তি হইবে, ততই ভাল। আমার এ বিষয়ে কোন নূতন সংবাদ পাইলেই প্রকাশ করিব।

*কাসিমবাজার রাজ

২য় সংখ্যা।

এ দিকে সিরাজউদ্দৌলার মহা বিপদ। ইংরাজরূপ মৌমাচি ঘাঁটিতে গিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। কলিকাতা হইতে ইংরাজদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল বটে। কিন্তু অতি অল্প কাল মধ্যে মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইব সাহেব সৈন্য সামন্ত লইয়া অনতিবিলম্বে কলিকাতা দখল করিলেন, এবং নবাবেরও সেই সময় হইতে মৃত্যু আরম্ভ হইল। পলাশির যুদ্ধে তিনি পরাভূত হইয়া পলাতকের বেশে প্রাণ রক্ষা করিলেন। মির জাফর মুর্শিদাবাদের নবাব বলিয়া সম্ভাষিত হইলেন, এবং হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার রাজসভার ইংরাজদের মোক্তার নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ সালে তিনি বঙ্গদেশে গবর্ণর হয়েন। কান্ত বাবুর সৌভাগ্যের সূর্য্য এই সময়ে বিকশিত হইল। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে ভুলেন নাই। গবর্ণর হইবামাত্র কাসিমবাজারে কান্ত বাবুর জন্য এক লোক পাঠান হয়। এই সম্বন্ধে একটী হাস্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়। কান্ত বাবু হেষ্টিংস সাহেবকে জীবন দান করেন ইহা সকলে জানিত এবং হেষ্টিংস সাহেব যে কান্ত বাবুকে একটী স্মরণার্থ পত্র দেন তাহাও দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং হেষ্টিংস যখন কাসিম বাজারে লোক পাঠান, দেশশুদ্ধ লোক তাহার কাছে আসিয়া বলে আমি কান্ত বাবু। হেষ্টিংস সাহেব প্রত্যেককে ডাকাইয়া মুখভঙ্গী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে কান্ত বাবুর কি কি কথা বর্ত্তা হইয়া গিয়াছিল এ বিষয় সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহই তাহা বলিতে পারিল না। অবশেষে সত্যকার কান্ত বাবু সত্য সত্যই আবির্ভূত হইলেন। তিনি হেষ্টিংস সাহেবের দস্তখত বলিবা মাত্র দেখাইতে পারিলেন, এবং অন্যান্য নকল কান্ত বাবুরা মুখ চূণ করিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল। কান্ত বাবুর সৌভাগ্যের আর সীমা রহিল না। তিনি প্রথমে দাওয়ান অবশেষে গবর্ণরের কৃপায় একজন ক্ষমতাপন্ন জমিদার হইয়া পড়িলেন। প্রথমে দাওয়ান হইলেন বটে, কিন্তু জমিদার কর্ম্মে ত পারদর্শী নহেন বলিয়া তিনি গঙ্গাগোবিন্দ সিংকে সহযোগী করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ বাবু কার্য্য ভালরূপে চলিবে বলিয়া পাথুরিয়াঘাটা চড়কডাঙ্গায় একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। সেই বাটীকে এখনও লোকে লালা বাবুর বাড়ী বলিয়া জানে। হেষ্টিংস এত দিন কেবল বঙ্গদেশের গবর্ণর ছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি সমুদয় ভারতবর্ষের লাট সাহেব হন। ইনি, এ দেশের প্রথম লাট সাহেব। সুতরাং তাঁহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কান্ত বাবুর শ্রী বাড়িতে লাগিল। তখনকার বঙ্গ দেশের রাজস্ব আদায়ের বিষয় অতিশয় বিশৃঙ্খলা ছিল। হেষ্টিংস সাহেব যে নূতন বন্দবস্ত করেন, তদনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের একটী গুরুতর ভার কান্ত বাবুকে প্রদত্ত হয়। এ কাজটীতে লাভ বিলক্ষণ হইত। হেষ্টিংসের চেষ্টা যাহাতে কান্ত বাবুর বিশেষ উপকার করিতে পারেন, এবং কান্ত বাবু যাহা বলিতেন তাহাও তিনি আদরের সহিত শুনিতেন। এ বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আমরা পাঠ করিয়াছি। হেষ্টিংসের অন্য গুণ সত্ত্বেও তিনি এ দেশীয় রাজা এবং লোকের প্রতি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নামে একটী ভয়নক কলঙ্ক আছে। চোরেরা অপহরণ করিলে তাহাকে ডাকাইতি বলা যায়। কিন্তু যখন দেশের শাসন কর্ত্তা টাকার লোভে কিম্বা যশঃপ্রয়াসী হইয়া কোন প্রজার সর্ব্বনাশ করেন, তখন তাহাকে ডাকাত না বলিয়া কিরূপে থাকা যায়।

* কান্ত বাবুকে আমারা ভুল ক্রমে গতবারে তন্তুবায় বলিয়াছিলাম, তিনি তেলী।

তিনি বিনা অপরাধে কাশীর রাজা চৈৎ সিংহের সমস্ত বিষয় এবং অর্থ অপহরণ করেন। সৈন্য লইয়া বল করিয়া রাজার বাড়ী প্রবেশ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব লইয়া রাজাকে বিদায় করিয়া দেন। যখন হেষ্টিংসের সৈন্য রাজার বাড়ী আক্রমণ করিল, কতকগুলি দুরাচার লোকে বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীলোকদিগের গহনা সকল কাড়িয়া লইবে মানস করিল। কান্ত বাবু তাহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া একেবারে ক্রুদ্ধ হইলেন। নির্দ্দোষী অবলা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে দেখিয়া তিনি দরজা আটকাইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা কেহ শুনে না দেখিয়া তিনি হেষ্টিংস সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন যে এদেশের স্ত্রীলোকেরা এ প্রকার অপমানিত হইলে কেহ সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব কোন প্রকার অত্যাচার যেন না হয়। লাট সাহেব বুঝিলেন এবং ডাকাতীরূপ মহা দোষের উপর আর একটী যে মহত্তর দোষ হইতে ছিল তাহার নিবারণ হইল। সৈন্যদিগকে নিরস্ত করিলেন এবং তৎপর কান্ত বাবু পাল্কী আনাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া অবতীর্ণ করিলেন। রাণীরা কান্ত বাবুর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলেন এবং কৃতজ্ঞতা সূচক তাঁহাদের অঙ্গ হইতে গহনা খুলিয়া কান্ত বাবুকে দান করিলেন। এবং তাহাদের গৃহ দেবতা যেগুলি ছিল—যথা লক্ষ্মী নারায়ণ, শীলা, একমুখ, রুদ্রাক্ষী, দক্ষিণব্রত, শঙ্খ তাহা সকল কান্ত বাবুকে দিলেন। কাসিমবাজার রাজ বাড়ীতে এখনও ঐ ঠাকুরগুলি দেখা যায়।

লণ্ডন টাউয়র।

লণ্ডন টাউয়র এটী কি পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? কলিকাতা আমাদের দেশের যেমন প্রধান সহর, বিলাতের প্রধান সহর তেমনি লণ্ডন। কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যেমন একটী কেল্লা আছে, লণ্ডনের পূর্ব্ব ভাগে এই প্রকার একটী কেল্লা আছে তাহারই নাম "লণ্ডন টাউয়র।" ইহার চতুর্দ্দিকে খাল কাটা, টেমশ নদীর সঙ্গে তাহার সংযোগ। ইহার ভিতর ১২টী উচ্চ উচ্চ বাড়ী আছে, কোন কোন বাড়ী প্রায় ৭০০ সাত শ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংরাজেরা পূর্ব্বে যে সকল রাজাদের পরাজয় করিতেন তাঁহাদিগকে এই স্থানে কয়েদ করিয়া রাখিতেন এবং যে সকল দ্রব্য লুট করিয়াছেন তাহাও এই টাউয়রের মধ্যে নানা স্থানে অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়। লণ্ডন টাউয়র সর্ব্ব সাধারণের একটী প্রকাশ্য দেখিবার স্থল। দর্শকেরা প্রবেশ করিবার সময় ।০ এবং ।।০ আনা দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া একটী ঘরে অপেক্ষা করে, পরে ১০।১২ জন জমিলে এক জন লোক আসিয়া লইয়া যায়, ক্রমে সকল স্থান দেখায় এবং আমাদের দেশের পাণ্ডাদের মত সকল বিষয় বর্ণনা করে। কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া কোন রাজা আপনার মনের ভাব সেই কয়েদ ঘরে লিখিয়া রাখিয়াছেন, কেহবা একটী গাছ, কেহবা একখানি জাহাজ, কেহবা একটী পক্ষী আঁকিয়া রাখিয়াছেন, এই সকল দেখিলে মনে কত প্রকার ভাবেরই উদয় হয়। যুদ্ধে যত প্রকার অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োজন, তাহা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ জয় করিয়া ইংরাজেরা যে সকল দ্রব্য পাইয়াছেন তাহার মধ্যে নানা প্রকার কামান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পূর্ব্বে যে ১২টী বাড়ীর কথা উল্লেখ হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী বাড়ীর নাম "রত্নগৃহ"। এই গৃহের সর্ব্বোচ্চ তলায় একটী ঘরের মধ্যে লোহার রেল দেওয়া একটী স্থানের ভিতরে অধিবাসের শ্রীর মত বড় একটী মখমলের চূড়া আছে, তাহার গায়ে থাক থাক, তাহার উপরে বিলাতের যত রাজাদের মুকুট ও নানা প্রকার মণি মাণিক্য। রণজিৎ সিংহের গলার বহুমূল্য মণি "কহিনুর" এই স্থানে আপন গরিমা প্রকাশ করিতেছে। সেই রত্ন রাশির মধ্যস্থলে সর্ব্বোপরি আমাদিগের মহারাণী ভিক্টরিয়ার মুকুট বিরাজ করিতেছে। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন মহারাণী বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার মুকুট তাঁহার শিরঃ দেশকে উজ্জ্বল না করিয়া এমন গুপ্ত স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে কেন? ইউরোপের রাজারা এদেশের রাজাদের মত অলঙ্কার প্রিয় নহেন। মহারাণী কখন কদাচ কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কেবল মুকুট মস্তকে ধারণ করেন, কার্য্য শেষ হইলে আবার তাহা টাউয়রে রক্ষিত হয়।

আমোদ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চাকর বলিল যদিও আমি শাস্ত্র জানি না, কিন্তু কর্ত্তারা যখন শাস্ত্র নিয়া বাগড়া করেন তখন বলিতে পারি কে হারিয়া যাইতেছেন। এক জন উত্তর করিল কেমন করিয়া? সে বলিল যিনি রাগিয়া উঠিবেন জানিবে তিনিই হারিয়া যাইতেছেন।

পাদরী সাহেব বর কন্যার বিবাহ দিতেছেন, তাঁহাদিগকে হঠাৎ বলিলেন "তোমারা আমার পশ্চাতে আইস।" তাঁহারা তাঁহার পেছনে দাঁড়াইবা মাত্র তিনি রাগিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিকে আমার পশ্চাতে আসিতে বলিতেছি না, আমি যে মন্ত্র গুলি বলিব তোমরা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চল।

কেহ একটী স্কুল দেখিতে গিয়া কোন ছাত্রকে বলিলেন যদি তুমি বলিতে পার ঈশ্বর কোথায় আছেন, তাহা হইলে আমি তোমাকে একটী কমলা লেবু দিব। বালক বলিল যদি আপনি বলিতে পারেন তিনি কোথায় নাই, আমি আপনাকে দুট কমলা লেবু দিব।

সংবাদ।

কোন ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু পাড়াগাঁয়ের জল কাদা রাস্তায় ৮জন পাল্কী বেহারাকে ৯ ঘণ্টা খাটাইয়া ১টাকা মূল্য দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

বোয়ালিয়ার রাস্তা সকলে গ্রীষ্মকালে যেমন ধূলায় চলা দুষ্কর হইয়া উঠে, বর্ষাকালে তেমনি তাহা কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হয়। "হিন্দুরঞ্জিকা" এজন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও রাস্তা গুলির অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি!

মাণিকতলায় হাজিজাকুরিয়াজ লেনের অবস্থা অতিশয় মন্দ, সুবার্ব্বাণ মিউনিসিপালিটি সে বিষয়ে দৃষ্টি করিবেন।

কলিকাতা সেন্‌ট্রাল প্রেসে কোন ভদ্র সাহেব একজন ছাপাওয়ালার নাকে ঘুসি মারিয়া রক্ত বাহির করেন। অনেক গুলি মুসলমান সে জন্য ক্ষেপিয়া উঠে, এবং সাহেব মাথায় এক ঘা যষ্টিও খাইয়াছেন। এরূপ ঘটনা শুনিলে আমাদের দুঃখই হয়।

উত্তরপাড়া নিবাসী আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় একটী ছোট ছেলের অঙ্গ হইতে এক ছড়া সোণার মাদুলী ও সোণার কোমরপাটা কাটিয়া লয়। নিকটস্থ লোকেরা দেখিতে পাইয়া তাড়া করে, তাহাতে সে গহনাগুলি পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়া যাহারা ধরে তাহাদের উপর মহা আস্ফালন করে। পুলিস গহনা এবং কাঁচি শুদ্ধ তাহাকে আদালতে হাজির করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ছয়মাস পরিশ্রমের সহিত কয়েদ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ভুকৈলাসের রাজাদিগের তকিকৎস মহলের প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া জমিদারের খাজনা এককালীন বন্ধ করিয়াছে।

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ১৩ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধন মান লাভ করা ...
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা ভা
জ্ঞানধন চাও যদি অবারিতদ্বার,
তাহে ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা।

মূল্য ১ পয়সা।

৩খণ্ড। কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ১৮ই ভাদ্র. ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৪৮ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে নবীনের মকদ্দমার সাহায্য জন্য কোন কোন ভদ্র লোকে চাঁদা তুলিতেছেন। মহান্ত ধনী লোক, সে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া দুই হাতে অর্থ ঢালিতেছে। দুই জন প্রধান বারিষ্টর তাহার পক্ষ হইয়াছে, নবীন সহায় সম্পত্তি হীন, আপনই আপনার রক্ষক। বারিষ্টরদের সম্মুখে নবীন এবং তাহার সাক্ষিগণের সত্য কথা সকল অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে। নবীনের উপর মহান্ত যদি বাস্তবিক অত্যাচার করিয়া থাকে, তবে এ কথনই সহ্য হয় না যে এমন জঘন্য পশুবৎ আচরণ করিয়া সে সহজে নিষ্কৃতি পাইবে। ভদ্র লোকেরা যদি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া নবীনের পক্ষে দুই এক জন উপযুক্ত বারিষ্টর নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহাদিগের প্রতি বাধিত হইবে। ধর্ম্মের নামে এ প্রকার অসদাচারের গুরুদণ্ড না হইলে দেশের নীতি কখনই রক্ষিত হইবে না। এ পর্য্যন্ত প্রায় ২৫০ শত টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে।

বিলাতের ভদ্র ঘরের বিবিরা ভাল রন্ধন শিখিবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন। মহারাণীর কন্যা লুইস তাহাতে যোগ দিয়াছেন। দেশের অনেক মেয়ে রান্না ছাড়িয়া দিতেছেন।

ঢাকা ও পাটনা নগরে দুইটী নেটিভ ডাক্তারদিগের শিক্ষার নিমিত্ত মেডিকেল কলেজ খুলিবে। শিয়ালদহের পাপর হাস্পাতালে কলিকাতা মেডিকেল ক... র বাঙ্গালা বিভাগ উঠিয়া যাইবে। ছে... ...হব বাঙ্গালা ও হিন্দি বিভাগে ৫ টাকা হারে মাসিক বেতন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। বাঙ্গালা বিভাগের গরিব ছাত্রদের উপর ইহা বিশেষ ক্লেশকর হইবে। তাহাদের অবস্থা সাধারণতঃ হীন, এমন কি অনেকে দাতব্যের উপর নির্ভর করে।

হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন এক অন্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে যদি কেহ আপনার নিজের উপার্জ্জিত টাকাতে বিষয় খরিদ করে, তাহাতে তাহারই স্বত্ব হইবে। কিন্তু সাধারণ টাকা দিয়া যদি কেহ বেনামীতে আপনার পুত্রের নামে বিষয় ক্রয় করেন তাহা সমুদয় পরিবারের সম্পত্তি হইবে।

জমিদার এবং প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

(১ম সংখ্যা)

গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন তাহা আমরা আলোচনা করিতে চাহি না; কিন্তু তাহার একটী সুফল প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে নিত্য নূতন বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা এক প্রকার চিরদিনের মত রহিত হইয়াছে। জমিদার গবর্ণমেণ্টকে ন্যায্য গণ্ডা দিলেই সুখে থাকিতে পারেন, এবং গবর্ণমেণ্টও জমিদারের ধনের উপর অন্যায় দৃষ্টি করিতে সাহস করেন না। কিন্তু জমিদারগণ এবং প্রজাদের সম্বন্ধ অদ্যাপি পরিষ্কার হইল না। প্রজা অদ্যাপি বুঝিতে পারিল না তাহার পরিশ্রমের ধন কতদূর বিভাগ করিয়া দিতে হইবে; জমিদারের মনে বিশ্বাস ও আনন্দ যে প্রজার রক্ত শোষণে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। আমরা গতবারের সুলভে দেখাইয়া দিয়াছি যে জমিদার খাজনা ব্যতীত আরও কত অসংখ্য প্রকারে প্রজাকে দোহন করিয়া থাকেন। আজ কাল অনেক জমিদার গ্রামের মধ্যে ডাকঘর, স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি করিতেছেন, সে সকল ব্যয় তাঁহারা কোথা হইতে নির্ব্বাহ করেন? অনেক স্থলেই প্রজার নিকটে নূতন কর সংগ্রহ করিয়া। যে সকল জমিদার সুচতুর তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজে আদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট নহেন, তাহার হিসাব রাখিতেও কিছু ব্যয় আছে, তাঁহারা একবারে মূলে টান দিতে চান, নিরিখ বৃদ্ধি করাই তাঁহাদের কায়মনোবাক্যে চেষ্টা হয়। প্রথমে ভয় মৈত্র প্রদর্শন করিয়া দুই একজন প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিয়া লয়েন, পরে একবারে সকল প্রজার নামে খাজনা বৃদ্ধির নালিশ করিয়া বসেন এবং অর্থ ও বুদ্ধি বলে অনায়াসে আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া লয়েন। এইরূপে প্রজারা দিন দিন হতাস হইয়া পড়িতেছে।

আমরা প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট আর একবার প্রজা এবং জমিদারের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের সম্বন্ধ ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিন। প্রজার উপরে এক্ষণে এই গুলি অত্যাচার হইয়া থাকে। ১ম, অসংখ্য বাজে আদায়; ২য়, প্রজার বিচারের ভার আপনার হাতে লইয়া জরিমানা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ; ৩য়, ২।৩।৪ টাকার বেতনে আমলাগণের চলে না, সুতরাং তাহাদিগের পরিবারের ভার প্রজার স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া; এবং ৪র্থ, খাজনা বৃদ্ধি। যদি গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া জমিদারের এবং প্রজার সঙ্গে একটী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের একটী চির দুঃখের কারণ নিবারণ করিবেন, এবং দুঃখী প্রজার হৃদয় চিরকালের মত হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন।

উৎকলবাসী।

উড়িষ্যা দেশ জগন্নাথের জন্যই বিখ্যাত বলিতে হইবে। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহাকেই কলিঙ্গ দেশ বলিত। এই দেশ যে অতি প্রাচীন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎকলবাসীরা যে পূর্ব্বতন হিন্দু জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কারণ কোন উৎকলবাসী সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে পরিচিত নহেন। এ দেশ এখনও ভারতবর্ষের অপরাপর দেশ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অসভ্য ও জ্ঞানহীন। এখানকার কতক আচার ব্যবহার বৈদিক আচার ব্যবহারের অনুরূপ দেখা যায়, কিন্তু কতকগুলি এমন আচার ব্যবহার আছে যাহা আবার কোন হিন্দু জাতির সহিত মিলে না। উৎকলীয়দের শরীর মন সবল বলিয়া বোধ হয় না। আলস্যই ইহাদের অবনতির প্রধান কারণ। উৎসাহ, তেজস্বিতা, উদ্যম ও বলবীর্য্য এ দেশীয় লোকেদের বড় অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। নরনারীর বাহ্য সৌন্দর্য্য বড় কম। এখানকার অধিকাংশ লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ তত নাই। পনের শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মই এ দেশের সাধারণ ধর্ম্ম ছিল। ধর্ম্মের নিত্য ক্রিয়া অতি সংক্ষেপ, স্নানের পর তিলক ধারণ ও ধূলা ভক্ষণেই উপাসনা শেষ হয়। ব্রাহ্মণ জাতির অধিকাংশই অযোধ্যাবাসী লোক। ৫০০খৃষ্টাব্দে যখন রাজা ললাটেন্দ্র কেশরী যাজপুরে এক প্রকাণ্ড যজ্ঞ করেন তখন অযোধ্যা হইতে দশ হাজার ব্রাহ্মণ আনা হয়। ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে যে এখানে পূর্ব্বে বড় ভাল ব্রাহ্মণ অধিক ছিল না। মাইতি জাতিই এ দেশের বিশেষ ভদ্র লোক, তাঁহাদের অবস্থা আমাদের দেশের কায়স্থের ন্যায় উন্নত। ইহাঁদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই, প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের সময় স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়া থাকে। পুরুষদিগের মধ্যে যেরূপ লেখা পড়ার চর্চা আছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও সেইরূপ লেখা পড়া করিবার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ব্যভিচার অতিশয় প্রবল। বিবাহের প্রথা বড় কদর্য্য। কোন পুরুষ যখন বিবাহ করিয়া আসেন তখন কন্যার দাসী স্বরূপ দুই তিনটী কুমারী বরের উপরি লাভ হইয়া থাকে। অবস্থা ক্রমে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেও পুরুষের পক্ষে আপত্তি নাই।

এখানকার সামান্য স্ত্রীলোকেরা চুরট খায় ও কাছা দিয়া কাপড় পরে, কিন্তু কাছাটী অদৃশ্য, বড় কেহ দেখিতে পায় না। কাপড় খানির এত ওসার ছোট যে স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জা রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠে। কথিত আছে যে যখন আকবরের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা মানসিং উড়িষ্যা দেশ জয় করিতে যান তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আকবরকে পত্র লেখেন যে "যে দেশের স্ত্রীলোকেরা কাছা দিয়া কাপড় পরে এবং মালার ভিতর কড়ি রাখিয়া নাড়িলে যেরূপ শব্দ হয় সেই রূপ কড় কড় করিয়া বকে, সে দেশ লইয়া আপনি কি করিবেন?"

এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের শিল্প বিষয়ে নিপুণতা দেখা যায়। বিদ্যা চর্চ্চা এখানে বড় অল্প। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন নাগপুরে ইংরাজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা হারিয়া গেলেই উড়িষ্যাও ইংরাজদের হস্তগত হয়। সেই অবধিই এখানকার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, এখন স্থানে স্থানে বিদ্যালয় হইয়াছে। অল্প অল্প লেখা পড়া আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যা অত্যন্ত গরিব দেশ, তাহার অনেকটা কারণ লোক গুলি অলস ও উচ্চ আশাবিহীন। উৎকলবাসীদের আবাল বৃদ্ধ বণিতা আফিনখোর। কিন্তু মদ সকলই ঘৃণা করিয়া থাকে। তবে আজ কাল ইংরাজী সভ্যতার অনুগ্রহে ও বাঙ্গালী বাবুদের কল্যাণে মদের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী বাবুরা যেখানে যান সেখানকার লোকের ভিটেয় ঘুঘু না চরাইয়া আর ছাড়েন না। এই সকল বিবিধ কারণে বাঙ্গালা ও উড়িয়াদের মধ্যে একটী অসদ্ভাবের অনল প্রজ্বলিত হইয়াছে। এজন্য উড়িয়াদিগের ভিতরে একটী অন্যায় দেশানুরাগের ভাব বাড়িয়াছে। আপনাদের কুৎসিত আচার ব্যবহার রীতি নীতির পরিবর্ত্তনে যত্নবান্ দেখিতে পাওয়া যায় বরং তাহার বিরুদ্ধ কথা শুনিলে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। যাহা হউক উৎকলবাসীদিগকে আমরা এই বলিতে চাই যে তাঁহারা যেন আপনাদের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া তাহার প্রতিবিধানে চেষ্টা করেন। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, সভ্যতা, সদাচার ও বিশুদ্ধ নীতিতে উন্নত হন। আর যেন দুশ্চরিত্র বাঙ্গালী বাবুদের অনুকরণ না করেন।

দুষ্টের দমন।

রোমের বাদসা আগস্টসের নাম অনেকেই জানেন। সিনা নামে একটী যুবা পাঁচ জনে মিলিত হইয়া তাঁহার প্রাণ বধের চেষ্টা করে। বাদসা এই কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন এবং যত দূর নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন তাহার উপরে তাহাই করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সিনা এক জন বড় ঘরের ছেলে এবং মহামান্য পম্পের আত্মীয় মনে মনে ইহা স্মরণ করাতে তাঁহার হৃদয়ের সকল বেগ উথলিয়া উঠিল এবং এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন যে—"হায় কেন আমি বাঁচিতে চাই, যদি দয়াময় ঈশ্বরের ইচ্ছা যে আমি মরি। আমার নিষ্ঠুর আচরণের কি শেষ হইবে না? আমার জীবনের কি এমনি মূল্য যে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি রক্তের সমুদ্র করিব?" তাঁহার রাণী তাঁহার মনের অস্থিরতা দেখিয়া কহিলেন, "তুমি কি এক জন অবলার পরামর্শ গ্রহণ করিবে? আমি বলি ডাক্তারেরা যে ভাবে চলেন তুমি সেই ভাবে চল; যখন সামান্য ঔষধ আর খাটে না, তখন তাঁহারা শক্ত ঔষধ ব্যবহার করেন। তুমি এত কঠিন হইলে, দেখ তাহাতে কিছুই করিতে পারিলে না এক জন না এক জন তোমার প্রাণ লইবার জন্য বরাবর চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এক বার দয়া এবং মিষ্ট ব্যবহারে কি হয় দেখ। সিনা ধরা পড়িয়াছে, তাহাকে তুমি ক্ষমা কর; ইহা গৌরবের কার্য্য হইবে, এবং তোমাকে আঘাত করিতে আর কখনই তাহার হৃদয়ে ইচ্ছা হইবে না।" আগস্টস বিচক্ষণ রাজা ছিলেন, তিনি সিনাকে শীঘ্রই ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাহাকে গোপনে লইয়া গিয়া বলিলেন "সিনা, তুমি জান, তুমি আমার শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিলেও আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, তোমার সকল ভূমি সম্পত্তির তোমাকে পুনর্ব্বার অধিকারী করিয়াছি, এবং যাহারা আমার চির দিন বন্ধু তাহাদিগের সঙ্গে তোমাকে সমান সৌভাগ্যবান্ করিয়াছি। যাহারা আমার হইয়া অস্ত্র ধরিয়াছিল তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তোমাকে পুরোহিতের পদ প্রদান করিয়াছি; কিন্তু দেখ তুমি সে সমস্ত বাধ্য বাধ্যকতা ভুলিয়া গিয়া আমার জীবন লইতে পণ করিয়াছ।" সিনাকে অপ্রস্তুত এবং আপনার অপরাধের জন্য চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বাদসা এই বলিয়া কথা শেষ করিলেন, "আচ্ছা সিনা, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি, আমি সেবার তোমাকে শত্রু জানিয়া তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম, এবার তোমাকে বিশ্বাসঘাতক জানিয়া জীবন দান করিলাম। এস এখন থেকে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আরম্ভ হউক, এবং আমরা এই দেখাই যে তুমি আপনি জীবন পাইয়াছ, কিম্বা আমি তোমাকে দিয়াছি।" কিছু দিন পরে বাদসা সিনাকে মন্ত্রীর পদ প্রদান করিলেন এবং অনুযোগ করিলেন যে তোমার সেই পদ চাহিতে সাহস হইল না। তাঁহাদের বন্ধুত্ব মরণ পর্য্যন্ত রহিল; সিনার বিষয়ের অধিকারী কেহ না থাকাতে তিনি মৃত্যু কালে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বাদসার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য, আগস্টসের এই উদার দৃষ্টান্তের ফল এত দূর ফলিল যে সেই অবধি তাঁহার প্রাণের উপরে সকল চেষ্টা এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

মাছের বাসা।

ছেলে বেলায় বনের ভিতর খুঁজিতে খুঁজিতে একটা পাখীর বাসা দেখিলে কতই আহ্লাদ হইত। ডিম,দেখিলেই হাত দিয়া কাঁচিয়া দিতাম, ছানা দেখিলে আনন্দের আর সীমা থাকিত না কত দুষ্ট ছেলের চক্ষু পুস্তকের উপর থাকে, কিন্তু মন পাখীর বাসার দিকে পড়িয়া থাকে, অবকাশ পাইলেই ছানা গুলকে কোঁচড়ের ভিতর পুরিয়া কেবল তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য বাড়ীতে লইয়া উপস্থিত হয়। যদি মাছের বাসা থাকিত, তবে যে অনেক বুড় পর্য্যন্ত সংসারের সকল কাজ ফেলিয়া তাহার দিকে টাক করিত, তাহা অসম্ভব নহে। এ দেশে মাছের বাসা আমরা কখন দেখি নাই, কিন্তু আমেরিকাতে হাসার নামে এক প্রকার মাছ খাল বিলে থাকে, তাহারা বসন্ত কাল আসিলে বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসা গুলি ফাঁপা বলের মত উপরটী চেপটা। জলাশয়ের ভিতর যে সকল

নল খাকড়া জন্মে তাহা লইয়া এই বাসা প্রস্তুত করে। একটী গর্ত্ত থাকে তাহার ভিতর দিয়া

মাছ প্রবেশ করে। লোকেরা ইহাদের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। তাহারা সন্ধান করিয়া বাসা বাহির করে, পরে মুখে একটী ঝুড়ি ধরিয়া বাসার উপরে প্রহার করিতে থাকে, ধাড়ী ইহাতে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া গাবের কাঁটা খাড়া করিয়া লাফ দিবা মাত্র ঝুড়ির মধ্যে পতিত হয়। বিলাতে সমুদ্রের ধারে "কন্টকপৃষ্ঠ" নামে এক জাতীয় মৎস্য আছে তাহারাও বাসা করে। পুরুষ মৎস্য স্ত্রীর হইয়া সকল পরিশ্রম আপনার ঘাড়ে লয়। সমুদ্রের নল খাঁকড়া লইয়া, ঈশ্বর তাঁহার গা হইতে যে এক প্রকার চটচটে সুতা বাহির করেন তাহা দিয়া সে বহু যত্নে বাসা প্রস্তুত করে। যতক্ষণ তাহার মনের মত না হয় ততক্ষণ সে বার বার তাহা পরিবর্ত্তন করে। বাসার দুই মুখে দুটী দ্বার রাখে। স্ত্রী ডিম পাড়িলে সে ডিম গুলিকে রক্ষা করে। যদি কোন শত্রু ডিম খাইতে আছে, সে তাড়িয়া গিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়। মুরগী যেমন তাহার ছানা গুলির উপর যত্ন করে, পুরুষ "কন্টক পৃষ্ট" তাহাদের ছানা গুলিকে ঠিক সেই মত রক্ষা করে। যদি একটা ছানা সাঁতার দিতে সাহস করিয়া বাসা হইতে একটু দূরে গিয়া পড়ে, বাপ অমনি তাহার পেছনে ছোটে; মুখে করিয়া ধরে, এবং পুনরায় তাহাকে বাসার মধ্যে লইয়া উপস্থিত হয়।

আমরা মাছের বাসার একটী ছবি উপরে প্রকাশ করিলাম, বোধ করি এমন পাঠক কেহই নাই যাঁর ছবি দেখিয়া লোভ জন্মিবে।

সংবাদ।

ভাল করিয়া বৃষ্টি হইল না বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই এখনও এই কথা। আজও লোকে ধান্য রোপণ করিতেছে।

" কলিকাতার সুযোগ্য ডাক্তার বাবু নীলমাধব হালদারের পুত্র নন্দলাল হালদার এবং কাশ্মীরের প্রধান জজ বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ঋষিবর মুখোপাধ্যায় বিলাতে গমন করিয়াছেন।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বাঙ্গালী বাবুদের প্রবেশ নিষেধ হইয়াছে। ইহার অর্থ কি?

বাবু শ্যামাচরণ সরকার "ঠাকুর ল প্রফেসরের" পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌতে একটী বালক আসিয়াছিল তাহাকে নেকড়িয়া বাঘে লইয়া যায়। তাহার স্বভাব নেকড়িয়া বাঘের মত হইয়া যায়, কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে, কামড়াইতে যায়, এবং কথা কহিতে শিখে নাই। এখন তাহাকে এলাহাবাদে আনা হইয়াছে। শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। বয়স ১৩।১৪ বৎসর হইবে।

গত ২০শে আগস্ট তারিখে একের নম্বর ডাউন ট্রেন আসিবার সময় একজন আরোহীকে কে গুলি মারিয়াছে। লোকটীর চিকিৎসা হইতেছে। দুই জন আরোহীর হাতে বন্দুক দেখিয়া রেলওয়ে পুলীস তাহাদিগকে চালান দিয়াছে। যে কেহ পাষণ্ডকে ধরিতে পারিবে, মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন।

গোসাঁই দুর্গাপুরের ডাক ঘরে বিস্তর চিটি পত্র আসে, কিন্তু এক জন বই পেয়াদা না থাকাতে চিটিবিলির অত্যন্ত গোলযোগ হয়, অনেক সময়ে পত্র যথা স্থানে পৌঁছে না। কর্ত্তৃ পক্ষ এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

রঙ্গপুর হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে "বিগত ২৪ শে শ্রাবণের 'দিক প্রকাশ' শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর খাঁ মহাশয়ের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ ও তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। গদাধর খাঁ মহাশয় শ্রীপতি মিশ্রের বাটীতে পদার্পণও করেন নাই। শ্রীপতি মিশ্রের পত্নীকে হস্তে ধরিয়া কাছারি পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়াও যান নাই। কেবল তিনি হুকুম দিয়া তাঁহাকে কাছারিতে হাজির করিয়াছেন সত্য।"

উক্ত পত্রিকা বলেন তুষভাণ্ডারের জমিদার বাবু রমণীমোহন চৌধুরীর সম্প্রতি পীড়া হইয়াছিল। ডাক্তারেরা একটা খাইবার এবং একটা পায়ে মালিশ করিবার ঔষধ দেয়। চাকর তাঁহাকে পায়ের মালিশের বিষাক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া বসে। ডাক্তারেরা সময়ে সংবাদ পাইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

বারুইপুরে বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী একটা রজনী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। অনেক গুলি চাষা উৎসাহের সহিত শিক্ষা করিতেছে।

একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন সীতাকুণ্ড এলাকায় বাড়বাকুণ্ডের মহান্তের একটী চাকর তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় তাঁহার দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার না কি আর কোন মহান্তের সহিত স্ত্রীলোক লইয়া বিবাদ হয়, সেই ব্যক্তি চাকরদিগকে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে।

গত ৫ই ভাদ্র বুধবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় কোননগরে এক তেওয়ের বাটীতে ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা ডাকাইতী করিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে জেলে মাজিরা এবং পুলিষের কয় জন লোকে একত্র হইয়া ৫ জনকে ধরিয়া ফেলে। ক্রমে সকলেই ধরা পড়িয়াছে। এক জন পাহারাওয়ালা তেওয়ের বাটীর একটী স্ত্রীলোককে ধর্ম্মমাতা বলিয়া সেই বাটীতে যাতায়াত করিত, সেই উপদেবতাই গইন্দার কার্য্য করিয়াছেন।

একজন পত্র প্রেরক বলেন সবডিভিজন বারাসত, থানা দে গঙ্গার অন্তঃপাতী ভাসালিয়া গ্রামে কতকগুলি মুচি দলবদ্ধ হইয়া কিছুদিন হইতে চামড়ার লোভে গোরু বাছুর সকল বিষ খাওয়াইয়া মারিতেছে। সম্প্রতি বারাসতের মাজেষ্টরীতে এবিষয়ে একটী মকর্দ্দমাও উপস্থিত হইয়াছিল, মাজিষ্ট্রেট সাহেব মুচিদিগের জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি এবিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান হয়।

আমোদ।

অনেক গুলি ভদ্র লোক এক জায়গায় উপস্থিত। এক জন আসিয়া বলিলেন "নরক গুলজার" দেখিতে পাই। এক জন ভদ্র লোক উত্তর দিলেন, হাঁ, গুলজার হল।

বাপ চিরকাল পাঁটা খাইতে মজবুত, ছেলেও তয়েরি হইতেছে, সে এক দিন পাঁটা খাইতে খাইতে বাপকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা লোকে বলে পাঁটার হাড় আছে তাহা কি সত্যি। বাপ বলিলেন, বাবা আমার এত বয়স হইয়াছে, কৈ আমি তো কখন হাড় পাই নাই।

সুবুদ্ধি ভাগিনেকে মামা জিজ্ঞাসা করিতেছে, চারি কড়া? সে উত্তর দিতেছে দু গণ্ডা তিন কড়া। ৯ কড়া? সে উত্তর দিতেছে আট গণ্ডা দুকুড়। ছেলে সকল কথারই উত্তর দেয়। দিদি ছেলের সুবুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভজ হরি, আমার ছেলের এত বুদ্ধি, তবে বাঁচিবে ত? ভজ হরি বলিলেন গোঁয়ারের হাতে পড়িলে বাঁচা মুস্কিল।

হজুরের কাছে নালিশ করিতেছে সাহেব আমাকে লাথি মেরেছে। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ হাত্সে মারা?

প্রেরিত।

গরিব প্রজাদের ক্ষতি।

মহাশয়! গত শ্রাবণ মাসে অজয় নদীর বন্যাতে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বান্দ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটন্দ্রজার সামিল পালগ্রাম, শ্রীকৃষ্ণবাটী, নবগ্রাম, তালডাঙ্গা, বার গ্রাম, নাথরিয়া, কোটালঘোষ, সিলেড়া, মানীখড়া, কল্যানপুর, চাকদহ, শীউর, কেশীবারা, কোগ্রাম, আমডোর, জোঙ্গল ইত্যাদি কতকগুলি গ্রামের প্রজাগণের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। যাহা হউক সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ জানাইতেছি। মাঠে ধান্য, ইক্ষু, নীল, শোণ ইত্যাদি যে সমস্ত ফসল জন্মাইতেছিল তাহা প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা ব্যতীত ভূমি সমস্ত এত খারাপ হইয়াছে যে অনেক স্থানেই ভবি-

ষাৎ শস্য জম্মাইবার প্রত্যাশা নাই, কতক অংশ ভূমির মাটি খাল হইয়াছে ও কতক ভূমিতে বালী পড়িয়া ডাঙ্গা হইয়াছে; তন্নিমিত্ত কতক ভূমি চিরকালের জন্য আমাদের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ও কতক জমি অনেক টাকা খরচ করিয়া ভরাট করিলে ও কতক জমির বালী স্থানান্তরিত করিয়া উত্তমরূপে সার দিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শস্য জম্মিতে পারে। ইহা ব্যতীত অনেক লোকের বাসগৃহ পর্য্যন্তও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

যে সকল দুঃখী প্রজারা প্রতি সন আবাদের সময় ধার করিয়া খায় ও ফসল হইলে শোধ দেয়, এ বৎসর মাঠের ফসল না হওয়াতে - র দিগকে কেহ ধার দেয় না, ও যে সকল লোক কৃষকের ক্ষেত্রে মজুরি করিয়া দিনপাত করিত তাহাদের আর মজুরি চলে না, সুতরাং অধিকাংশ লোকেরই ইহার মধ্যে অন্নাভাব হইয়া পড়িয়াছে ও তজ্জন্য কেহ কেহ অগত্যা বহু পুরুষের গ্রাম ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরিত হইতেছে ও অনেকে এ পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে তাহাদের কোন উপায় হইতে পারে এই ভরসায় কোন দিন অর্দ্ধাহারে ও কোন দিন অনাহারে কালাতিপাত করিতেছে। কিন্তু শীঘ্র যদি তাহারা ভবিষ্যতের কোন উপায় না দেখে তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই গ্রাম ত্যাগী হইবে ও অনেকে খাদ্য অভাবে মরিয়া যাইবে।

সম্পাদক মহাশয়! উক্ত নদীর বাঁধ ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের খরচে তৈয়ার ও মেরামত হইত। এখন তাহা বন্ধ হওয়াতেই প্রজাগণের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। যদ্যপি গবর্ণমেন্ট গরিব প্রজাদিগকে বজায় রাখিবার জন্য পুর্ব্ববৎ বাঁধ তৈয়ার ও মেরামত করিয়া দেন তবেই মঙ্গল নতুবা উপায়ান্তর নাই। দেশে এমন কোন ধনী ও দয়ালু জমিদার কি তালুকদার নাই যে প্রজার দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহাদের মঙ্গল কামনা করেন, বরং তাঁহারা আপনাদের প্রাপ্য খাজানার জন্য পীড়ন আরম্ভ করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়। শুনিয়াছি আমাদের ছোট লাট সাহেব গরিবের মা বাপ, যাহাতে প্রজার দুঃখ দূর হয় তিনি তাহারাই প্রতিকার চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই জন্যই ভরসা করি যে অবশ্যই এ সকল দুঃখী প্রজাগণের উপর তাঁহার করুণা কটাক্ষপাত হইবেই হইবে।

৬ই ভাদ্র, ১২৮০ সাল — একজন প্রজা যাহার অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

দস্যু ভয়।

মহাশয়! গত শুক্রবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় আমি এবং আমার সমভিব্যাহারী আর দুই জন শ্রীরামপুর হইতে রিষ্‌ড়া যাইবার উদ্দেশে গবর্ণমেন্ট সাধারণ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম। যখন উক্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ উদ্যানের, যাহাকে একটী নিবিড় বন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, (মধ্য দিয়া যাইতে ছিলাম;) হঠাৎ আমাদিগের সম্মুখে সাঁকোর নিকটে তিন জন যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর লোক ভয়ানক লাঠী হাতে দণ্ডায়মান দেখিলাম, ঈশ্বর জানেন তাহাদের কি অভিসন্ধি ছিল। যাহাই হউক আমরা যার পর নাই ভয় পাইয়াছিলাম। যখন জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেও' তাহারা কোন কথা না কহিয়া বন মধ্যে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিল, বোধ হয় তাহার কারণ আমরা তিন জন ছিলাম এবং ভয়ে তত্রস্থ দারগার বিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিতে ছিলাম। যাহাই হউক এই স্থানটী রাত্রিতে অতি ভয়ানক ভাব ধারণ করে। আলো নাই তাহাতে আবার দুই পার্শ্বে নিবিড় বন, এই স্থানে যে ঈদৃশ ভয়ঙ্কর দস্যুগণ স্বকার্য্য সাধনোপযোগী মনে করিয়া বাস করিবে ইহা বিশেষ অসম্ভব নহে। শুনিলাম এই ঘটনার পুর্ব্বে এক জন ইন্‌স্পেক্টার এই স্থানে ষ্টেসন হইতে আসিবার সময় এই সকল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন কিন্তু ঘোটকের অতিশয় বেগ প্রযুক্ত নিস্তার পাইয়া ছিলেন। পরে তিন দিন তাঁহার মনঃস্থৈর্য্য হয় নাই। এ বিষয়ে আমরা অনুরোধ করি যে গবর্ণমেন্ট বিশেষ তত্ত্বাবধারণ করেন। বোধ হয় তত্রস্থ পুলিস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী নহে। গবর্ণমেন্ট যদি ঐ স্থানে গুটি তিনেক আলোক এবং পুলিসকে ইহার তত্ত্বাবধারণে অনুমতি করেন তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব; ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন হইবেক সন্দেহ নাই।

কস্যচিৎ তৎপথ পথিকস্য।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দুর্গা পূজার ছুটিতে "রিটরণ" অর্থাৎ যাওয়া আসার টিকিট সস্তা দরে বিক্রয়।

যাঁহারা পূজার ছুটিতে ১ম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী অথবা ইনটারমিডিয়েট ক্লাশের "রিটরণ" অর্থাৎ যাওয়া আসার টিকিট ক্রয় করিয়া রেলে বেড়াইতে যাইবেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে সেই টিকিট যাওয়া আসার দরে বিক্রয় না হইয়া কেবল এক গুণ এবং তৃতীয় ভাগ এক ভাগ দরে বিক্রয় হইবে। যাঁহারা যে কোন ষ্টেসন হইতে এই প্রকার টিকিট কিনিবেন, তাঁহাদিগকে ১২ অক্টবর রবিবার দুই প্রহর রাত্রির মধ্যে সেই ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং তাঁহারা পথের মধ্যে নামিয়া কোন স্থানে আড্ডা লইতে পারিবেন না।

সিসিল ষ্টিফিন্সন।

কলিকাতা, ২৩ আগষ্ট, ১৮৭৩।

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টরি এজলাষ শ্রীযুক্ত মেং উইলিয়ম হেশ্যাম সাহেব একটিং রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টরি।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেন লাইনের উভয় পার্শ্বের ইস্তক বর্দ্ধমান নাং রাণীগঞ্জের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত বি ক্লাসের ন্যূনাধিক ৬৪০/০ বিঘা জমি যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ পরিত্যক্ত জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মোং বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার এবং তৎপরে মোকাম সিন্থায়ার অস্মদের কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

ঐ জমির তিন অংশের দুই অংশ অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার সামিল মুল্যবান জমি আছে। অবশিষ্টাংশ সামান্য ব্যয়ে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ জমি সকল রেলওয়ের ধারের জমি, কৃষকগণ তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় জোত করে এবং ঐ জমি নিষ্করে নিলাম হইবেক। যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

আর আর বিষয় অস্মদের নিকট এ আপীষে জানিতে পারিবেন, ইতি সন ১৮৭৩ সাল তারিখ ৯ আগষ্ট।

টাকের মহৌষধ।

আমাদের নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গিরজার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্‌পেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৫নং সংস্কৃতকলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } মহলানবীশ এবং কোং

---

৮ কাশীধামে দশশ্বমেধ ঘাটের উপর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরি এণ্ড কোম্পানীর "নিউ মেডিকেল হল" নামক ঔষধালয়ে ইং ঔষধ, ডাক্তারি যন্ত্র, মশা, ছারপোকা, মাছি, ইন্দুরাদি নষ্ট করিবার ঔষধ, দুগ্ধ পরিক্ষক যন্ত্র, ঘড়ি, ছড়ি, টুপি, ছাতা, ব্যাগ, রাইটিংবাক্স, ষ্টেসনরি ও সেবিংকেস, বন্দুক, বারুদ, কিরোসিনল্যাম্প প্রভৃতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য জানিতে ইচ্ছা হইলে মাশুল দিয়া (ও জবাব পাইবার জন্য পত্রের ভিতর টিকিট একখানি দিয়া) পত্র ইতি।

সুলভ সমাচারের বিজ্ঞাপনের হার,——

এক মাসের জন্য দিলে প্রতি ছত্রে ——	।০
তিন মাসের ঐ ——	৵০
তিন মাসের অধিক কালের জন্য দিলে প্রতি ছত্রে	৴০

ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ। ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য /০ আনা।

১২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ২ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায় ;
জ্ঞানধন চাও যাহা অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। মূল্য ১ পয়সা।

৩খণ্ড। কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ২৫শে ভাদ্র, ১২৮০ সাল। Registered NO 28 [১৪৯ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

আগামী ১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার কুঠী করিয়া অফিস সকল বন্ধ হইবে, ২৩এ আশ্বিন বুধবার অফিস খুলিবে। এবার দুর্গাপূজার ছুটী সমুদয়ে বার দিন। ২৬এ আশ্বিন শনিবার পর্য্যন্ত ছুটী থাকে ত.হার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

মেডিকেল কলেজের যে সকল ফিরিঙ্গী ছাত্রেরা দাঙ্গা করে, তাহাদের মধ্যে দুই জনকে ছোট লাট সাহেব একবারে কলেজ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছেন এবং ২৪ জনের এক বৎসরের নিমিত্ত পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে কেবল দুই জন এক বৎসর পড়িতে পাইবে না। স্মিথ সাহেব ছোট লাট সাহেব হইলে উল্টা বিচার হইত।

অদ্য মহান্তের মকদ্দমা হুগলির সেসনে উঠিবে। উড্রোফ সাহেব তাঁহার পক্ষে এক জন বারিষ্টার হইবার কথা। নবীনের মকদ্দমার জন্য প্রায় ৭০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে।

অদ্য রাত্রিতে একটী ছোট খাট রকমের ঝড় হইবার কথা আছে।

সম্প্রতি সাহায্যকৃত স্কুল সম্বন্ধে যে নিয়ম বাহির হইয়াছে যে,গবর্ণমেণ্ট দুই মাসের সাহায্য একবারে দিবেন, তাহাতে অনেক গরিব মাস গেলে অকূল সাগরে পড়িতেছেন। অধিকাংশ শিক্ষকই কোন রূপে দিন যাপন করেন, সুতরাং দুই মাস কাল টাকার জন্য হা প্রত্যাশা করিয়া থাকিতে তাঁহাদের সমূহ ক্লেশই ভোগ করিতে হয়। এ বার আবার দুর্গা পূজার ছুটী সেপ্টেম্বর মাসের শেষে পড়িয়াছে, তাঁহাদের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে টাকা পাইবার কথা ; সুতরাং দুই মাস কাল হাত গুটিয়া বসিয়া থাকিয়া এমন পর্ব্বের সময়ও তাঁহারা রজতের মুখ দেখিতে পাইবেন না। ভদ্র লোকদিগকে এ প্রকার দায়গ্রস্ত করা কোন মতেই উচিত নহে। আমরা ছোট লাট সাহেবের নিকট বিশেষ অনুরোধ করি যে যাহাতে এই গরিবগণ ছুটির পূর্ব্বে তাঁহাদের বেতন সমস্ত পান, তিনি এ প্রকার বিশেষ আজ্ঞা করুন। এ সময়ে অর্থ না পাইলে গরিবদিগের বাস্তবিক কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না।

ডানকুনি জলার মধ্য দিয়া যে খাল খনন হইতেছিল তাহা প্রায় শেষ হইয়াছে। এই খাল কাটাতে ডানকুনি মাঠের অনেক পতিত এবং হাজা জমি আবাদ হইয়া জমিদারদিগের বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা। বৈদ্যবাটী হইতে বালী খালের মহানা পর্য্যন্ত আমদানি রপ্তানিও বিলক্ষণ হইতে পারিত, কিন্তু বন্দের বিলে তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাঁকো হওয়াতে তাহার মধ্যে ছোট ছোট নৌকাও প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইবে, কারণ খালে পূর্ণমাত্রায় জল হইলে সাঁকোর মুখ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া যায়। যদি গবর্ণমেণ্টের এই খাল দিয়া আমদানি রপ্তানি করাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই সাঁকো কয়টীর প্রতি এই বেলা দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

বর্দ্ধমানের ভুতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মেট্ কাফ সাহেব, সহরের লোকে ভাল জল পান করিয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইবে বলিয়া, দামোদর নদ হইতে নির্ম্মল জল আনাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু টাকার কুলান করিতে না পারায় সম্প্রতি কাজ বন্ধ হইয়াছিল। কলঘর প্রায় প্রস্তুত হইয়াছিল, পাইপ পর্য্যন্ত আনা হইয়াছিল। সাহেব কোন রকমে কাজ শেষ করিতেন, কিন্তু তিনি বদলী হইয়া যাওয়াতে দেশের লোকের কিছু দিনের মত আশা রহিত হইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি রাজা এমন মঙ্গল কার্য্য ফেলিয়া রাখিতে দিবেন না। তিনি এই কার্য্যে ১০০০ টাকা দান করি- করিয়াছিলেন, এবং ৫০০০ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। তাঁহার মত লোকের এরূপ কার্য্যের সমুদায় ব্যয় নিজে স্কন্ধ পাতিয়া লওয়া উচিত। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা বড় বড় পুষ্করিণী কাটিয়া লোকের জল কষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন, সভ্য সময়ে সভ্য রকমে জল কষ্ট নিবারণ করিয়া রাজা একটী কীর্ত্তি স্থাপন করুন।

জমিদার এবং প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

(২য় সংখ্যা)

আমরা গত বারে প্রজার উপরে চারিটী অত্যাচারের কথা লিখি। ১ম, অসংখ্য বাজে আদায় ; ২য় প্রজার বিচারের ভার জমিদারের আপনার হাতে লইয়া জরিমানা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ; ৩য়, ২।৩।৪ টাকার বেতনে আমলাগণের চলে না, সুতরাং তাহাদিগের পরিবারের ভার প্রজার স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া ; এবং ৪র্থ, খাজনা বৃদ্ধি। আমরা জমিদার এবং প্রজা উভয়েরই মঙ্গল প্রার্থনা করি, কিন্তু আমাদের মুখ হইতে সকলেরই উচিত কথা শুনিতে হইবে। যখন গবর্ণমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁহাদের খাজনা পাইতে বিলম্ব এবং অসুবিধা না হয়, জমিদার নিশ্চিন্ত মনে জমিদারীর উন্নতি সাধন করেন, এবং প্রজারা সকলে সুখে থাকে। তাঁহারা যদি বার বার জমিদারের খাজনা বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে হয়ত বার বার জমিদারী হস্তান্তর করিতে হইবে, কেন না তাঁহারা অধিক

টাকা দিতে প্রস্তুত না হইলে যে কেহ অধিক টাকা দিতে অঙ্গীকার করিবে, তাঁহারা তাঁহারই হস্তে জমিদারী সমর্পণ করিবেন। ইহাতে কোন জমিদারের জমিদারীতে মায়া বসিবে না, কেহ অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া জমিদারের উন্নতি সাধনে সাহস করিবেন না, বার বার নূতন নূতন লোকের হাতে জমিদারী পড়াতে খাজনা আদায়ের সমূহ ব্যাঘাত জন্মিবে, নূতন নূতন জমিদারেরা বর্দ্ধিত খাজনা আদায়ের জন্য এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাদিগর উপরে বাঘের মত পড়িবে। এই আশঙ্কা দুর করিবার জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি। কিন্তু তাহার কেবল একটী ফল ভাল করিয়া ফলিয়াছে, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট নিয়মিত রূপে বরাবর খাজনা পাইয়া আসিতেছেন। যদি কখন অন্যথা হয়, তবে জমিদারী লাটে তুলিবামাত্র সকল গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু জমিদারেরা এত সুবিধা সম্ভোগ করিয়াও আলস্য, সুখভোগলালসা এবং মূর্খতার জন্য জমিদারীর উন্নতি সাধনে এ পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন কিছুই করেন নাই, এবং প্রজার সুখের দিকে অদ্যাপি কাহারও দৃষ্টি পড়িল না, বরং দিন দিন তাহাদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

জমিদারীর উন্নতি সাধন সম্বন্ধে আমরা বহুদিন পূর্ব্বে এক নূতন প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু এমন বোধ হয় না সে বিষয়ে কাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমরা বলিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় জমিদারদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগকে জমিদারীর উন্নতি সাধন করিতে হইবে, তখন রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে তাঁহাদের অভিপ্রায় কত দুর সম্পন্ন হইল তাহার বিশেষ তত্ত্ব লওয়া। এই জন্য আমরা প্রস্তাব করি যে গবর্ণমেণ্ট, প্রত্যেক জমিদারের নিকট প্রতি বৎসর তাঁহার জমিদারিতে কোন্ কোন্ ফসল কত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি জমিদারির উন্নতি সম্বন্ধে কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার এক তালিকা গ্রহণ করেন। তদ্দ্বারা জমিদারীর উন্নতি আপনাপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; পরে রাজা উপযুক্ত জমিদারকে অনায়াসে পুরস্কার দিতে পারেন এবং অলস, অকর্ম্মণ্য, স্বার্থপর জমিদারকে উচিত তিরস্কার করিতে পারেন। এ প্রকার কোন শাসন আসিয়া না পড়িলে তাঁহারা যে সহজে তাঁহাদের অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবেন এ প্রকার বোধ হয় না।

প্রজার সুখ তবেই সম্ভব হইতে পারে যদি জমিদারেরা বুঝেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের ঘাড়ে শত সহস্র প্রকারে ট্যাক্স বসাইতেন, সুযোগ দেখিলেই তাঁহাদের খাজনা বৃদ্ধি করিতেন, গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারীদিগকে অল্প বেতন দিয়া তাহাদের অন্নহীন পরিবার সবলকে জমিদারদের গৃহে ছাড়িয়া দিতেন এবং ছুতা নাতায় তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া জরিমানা আদায় করিয়া লইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহজে প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন কি না। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাদিগকে এ প্রকার রাজার অধীন করেন নাই, এবং আমরা এ প্রকার চিন্তা করিতে বিশেষ সুখী যে জমিদারগণের অবস্থা এরূপ শোচনীয় নহে।

সিমহাটের জমিদার এবং পুলিসের ব্যবহার।

বড় জাগুলী থানার অধীন সিমহাট গ্রামের জমিদার বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় সেই গ্রামের কুঁচীল ঘোষের বিধবা কন্যাকে ভ্রূণহত্যার অপবাদ দিয়া তাঁহার বাটীতে ধরিয়া আনান। সব ডেপুটি বাবু হীরালাল মিত্র, এবং ষ্টেসনের পুলীস জমাদার তৎকালে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহারাও নাকি সেই স্ত্রী লোকটীকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দেন। জমিদার বাবু প্রথমে সেই স্ত্রীলোকটীকে দুষ্কর্ম্ম স্বীকার করাইতে পারেন নাই, তখন তাহাকে তাঁহারা তিন জনে একটা ঘরে পুরিয়া তাহার স্তনে দুগ্ধ হইয়াছে কি না পরীক্ষা করেন। এই রূপে স্ত্রীলোকটীকে অনেক যন্ত্রণা ও ভয় দেখাইলে সে দোষ স্বীকার করে। স্ত্রীলোকটীকে তখন বাবুরা কয়েদ করিয়া সেই রাত্রি নফর চৌকীদারকে পাহারা দিতে হুকুম দেন। পর দিন তাহাকে পুলীসে চালান দেওয়া হয়, এবং সেখান হইতে সে রাণাঘাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু দীননাথ আঢ্যের সমীপে চালান হয়। তথায় তিনি ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান, ডাক্তারের পরীক্ষার ফল এই হইল যে অন্তঃসত্ত্বা হওয়া ও ভ্রূণহত্যা করা সমস্ত মিথ্যা, কেবল স্ত্রীলোকটীর দুই মাস মাসিক বন্ধ ছিল, পরে মাসিকও হইয়াছে। সুতরাং জমিদার জমাদারের বিধবাপীড়ন এইখানে ক্ষান্ত হইল।

স্ত্রীলোকটী তাহার অপমানের প্রতিবিধানের জন্য তাহাকে অন্যায়রূপে কয়েদ ও তাহার লজ্জার উপর হস্তক্ষেপ করিবার দাবী দিয়া দীনবাবুর নিকটে নালিশ করে। ২৭এ আগষ্ট বুধবার মকদ্দমা হয়। দীনবাবুর বিচারে ধনীর সন্তান সকলেই খালাশ পাইয়াছেন। যে সাক্ষী এই ব্যাপারের আগাগোড়া সমুদয় ভাল করিয়া জানিত সে উপস্থিত ছিল না; বিধবা তাহার নামে ওয়ারাণ্ট বাহির করিতে কহে, কিন্তু বিচারপতি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এক জন মাত্র সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল, তাহাও ভাল করিয়া লওয়া হয় নাই। আর তার যে সমস্ত সাক্ষী উপস্থিত ছিল তাহাদের নাম মাত্র করা হয় নাই। যে সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল তাহার কথাতেও কয়েদ রাখা প্রভৃতি প্রমাণ হইয়াছে, জমাদারের রিপোর্টেও বেশ জানা যায় যে স্ত্রীলোকটীকে কয়েদ করা হইয়াছিল এবং তাহার স্তনের দুগ্ধ পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

আমরা যেরূপ বিবরণ পাইয়াছি তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম। যখন দীন বাবু স্ত্রীলোকটীকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান, তখন যে সেই স্ত্রীলোকটীর উপরে মিথ্যা দোষ দেওয়া হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। একথাও স্বীকার করা যাইতে পারে না, যে স্ত্রীলোক পাঁচ হাতে অপমান হইবার জন্য আপনার চরিত্রের কলঙ্ক আপনি গাইয়াছিল, অবশ্যই সে পীড়নের ভয়েই আপনার রসনায় মহাপাপের কথা আনিতেও বাধ্য হইয়াছিল। বিহারী বাবু এবং জমাদার তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির করিয়া লন, সুতরাং দীনবাবু যে কি কারণে তাঁহাদিগকে সহজে নিষ্কৃতি দিলেন আমরা বুঝিতে অক্ষম হইলাম। ভদ্র লোক বলিয়া যদি ডেপুটি বাবু তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া থাকেন, তবে আমরা বলি তাঁহারা যদি ওপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা "ভদ্র" নামের উপযুক্ত নহেন, এবং আইনের নিকটে আবার ভদ্র গরিবের ভেদাভেদ কি? আমরা এই ঘটনাটী ছোট লাট সাহেবের কর্ণগোচর করিলাম, আশা করি এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান হইবে; গরিব বিধবা রমণীর মান তিনি বজায় করুন।

ক্ষেত্র

জগন্নাথ সমস্ত হিন্দু জাতির বিশেষ পূজনীয়, এই জন্য জগন্নাথের বিষয় জানিতে সকলেরই স্বভাবতঃ ইচ্ছা হইয়া থাকে। মন্দিরটী দেখিতে বেশ সুন্দর, ইহা উচ্চে প্রায় ১০০ হাত হইবে। ইহার কার্য্য অতি সুচারু। সমস্ত মন্দিরটী পাতরের, ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে স্থপতিবিদ্যা* বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। বড় বড় পাতর কাটিয়া তাহাতে অনেক রকম ছবি খোদিত করিয়া সেই পাতর গুলি এমন সুন্দর ভাবে বসান হইয়াছে যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহার সমক্ষে আর দুইটী বড় বড় নাট মন্দির আছে। প্রথমটীতে গিয়া যাত্রীরা জগন্নাথ দর্শন করে। দ্বিতীয়টীতে নর্ত্তকীগণ একত্র নৃত্য করে। ইহার চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, ইহার দুইটী দরজা আছে, তাহার প্রত্যেকটীতে বৃহৎ দুইটী পাতরের সিংহ থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। ইহাকেই পূর্ব্বে সিংহ দরজা বলিত। উড়িষ্যার প্রায় সকল দেবালয়ে একটী সিংদরজা দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে চৈতন্য প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ঐ দরজা হইতে নিত্যানন্দকে ডাকিয়াছিলেন। ইহার সমক্ষে একটী সোজা কাল চকচকে পাথরের থাম রহিয়াছে, তাহা উচ্চে প্রায় ২০ হাত হইবে, ইহার নাম সূর্য্যস্তম্ভ। ঐ স্তম্ভটীতে উত্তম শিল্প কার্য্য করা হইয়াছে, উহার উপরে গরুড় পক্ষ বিস্তার করিয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। এত পাতরের কাণ্ড দেখিয়া বোধ হয় যেন বড় বড় পাহাড় কাটিয়া এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। মন্দিরের চারিদিকে কত প্রকার খোদিত প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতি কুৎসিত, ইহা দেখিলে লোকের মনে সদ্ভাব উদয় হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও কত অপবিত্র ভাব হৃদয়ে উদিত হয়। বিশেষতঃ

---

* গৃহ নির্ম্মাণ বিদ্যা—মিস্ত্রীগিরি।

ঐ প্রতিমূর্ত্তি গুলি এত স্পষ্টতরভাবে অশ্লীল যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির তাহার দিকে চাহিতে লজ্জা উপস্থিত হয়।

অনঙ্গ ভীমদেব ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন ও সেই সময় হইতেই ঐ বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হয়, ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। অগ্রে ঐ প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল, এই জন্য জগন্নাথের বড় সমাদর ছিল না, ১১৫০ খৃষ্টাব্দে পরম বৈষ্ণব রামানুজ যখন উড়িষ্যা দেশে আসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন সেই সময় হইতেই জগন্নাথের মান সম্ভ্রম হয়। জগন্নাথ তিনবার নিপীড়িত হইয়াছেন। বৌদ্ধদিগের সময়, ঐ সুন্দর মূর্ত্তি চিল্‌কা হ্রদে পড়িয়াছিল, বৌদ্ধেরা প্রতিমূর্ত্তিকে অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ চক্ষে দেখিত। আরও দুইবার জগন্নাথের এইরূপ দুর্দ্দশা হয়, তন্মধ্যে কালাপাহাড় বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিল। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় যখন উড়িষ্যা জয় করিতে যায়, কথিত আছে তখন সেই দুর্দ্দান্ত জগন্নাথকে একেবারে তুলে ফেলিয়াছিল। অবশিষ্ট একখানি পোড়া কাট ছিল, সেইখানি আনিয়া কোন রূপে জগন্নাথকে আবার খাড়া করা হয়। সেই পোড়া কাটখানির নাম বিষ্ণুপঞ্জর। এখনও বৎসর বৎসর যখন জগন্নাথের অঙ্গরাগ হয় তখন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে চোক্ বাঁধিয়া সেই খানি আনিতে দেয়, এই বলিয়া দেয় যে উহা দেখিবামাত্র মৃত্যু উপস্থিত হইবে। কালাপাহাড় অনেক দেবালয়ের ছবির নাক ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। জগন্নাথের ভোগ রাঁধিবার জন্য প্রায় তিনশত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদের একেবারে ভূমি সম্পত্তি দেওয়া আছে, এবং ভোগেতেও বিলক্ষণ দশ টাকা হয়। সাক ও কথাক্ত অর্গাৎ কচু ও বিলিতী কুমড় জগন্নাথের বড় প্রিয়, পাণ্ডা ব্রাহ্মণও প্রায় ছয়শত আছে, ইহাদের উপজীবিকা কেবল যাত্রীদের দর্শনীর উপর।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা জাতি উঠাইয়া দিয় একাকার করেন। এখন যাহাকে "আনন্দ বাজার" বলে তাহা কেবল ভাত ডাল ও তরকারির দোকান, তাহা দেখিলে ভক্তি উড়িয়া যায়, তাহাতে ক্রমাগত মাচি ভ্যান ভ্যান করিতেছে, আবার তরকারি ডালের রঙ্গ এমন যে দেখিলে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে। এই আনন্দ বাজার জগন্নাথের মন্দিরের ভিতর। মন্দিরের চূড়ার উপর একটী ধ্বজা উড়িতেছে, সেটী প্রায় ৫০ হাত হইবে। যাত্রীরা এই ধ্বজা দেখিয়া আশান্বিত হয়। যাহা হউক জগন্নাথের ব্যাপারটী দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

বিজ্ঞান।

পৃথিবীর ভিতর।

কেনারাম এবং ভজহরির কথোপকথন।

ভজ। কেনা দাদা, সে দিন পৃথিবীর ভিতরে জলময় পদার্থ আছে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলে। আচ্ছা, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহার আর কোন প্রমাণ আছে কি?

কেনা। আছে বৈকি। যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে এই প্রমাণ হইতেছে, যে পৃথিবীর সকল স্থানের নিম্নে এক প্রকার দ্রব পদার্থ আছে। যদি বল তাহা কেমন করিয়া জানিলে, পৃথিবীর আগ্নেয় গিরি সকল দেখ। আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে জানত? ইহা এক প্রকার পর্ব্বত, তাহার মস্তকে একটী গহ্বর আছে। সেই গহ্বর হইতে সর্ব্বদাই, এবং মধ্যে মধ্যে অতিশয় ধূম, অগ্নি এবং কখন কখন দ্রব পদার্থ নির্গত হয়। আগ্নেয়গিরি সকল প্রদেশে থাকে না। পৃথিবীর এই কয়েকটী দেশে অতিশয় আছে—যথা, আমেরিকাতে মেক্সিকো, গোয়াটিমালা, কুইটো, পেরু, এবং চিলি; ইউরোপে আইসলাণ্ড, ইটালি, এবং সিসিলি; আফিরিকার কোন দেশে নাই, কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ দ্বীপে আছে; এসিয়াতে ক্যামেট্‌স্‌কাট্‌কা এবং পূর্ব্বস্থ প্রায় সমুদয় দ্বীপ পুঞ্জ, যথা, সুমাত্রা, জাভা, ফিলিপাইন, হেনান, জাপান, কিউরাইল এবং অ্যালিউসিয়ান। অন্য কতকগুলি দ্বীপ, যথা নিউজিলাণ্ড, হ্যাওয়াপুঞ্জ প্রভৃতি। এই সকল আগ্নেয়গিরি হইতে যখন ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া দ্রবময় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, কে তাহা অতিক্রম করিতে পারে। ভজহরি, ভিসুভিয়াস পর্ব্বত হইতে এক সময় এইরূপ উৎপাত হওয়াতে, দুইটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সহরের উপর দিয়া সেই দ্রবময় পদার্থ গিয়াছিল। লোকেরা পলায়ন করিতে শশব্যস্ত, এমন সময় তাহাদিগের উপর দিয়া ধাতু চলিয়া যায়। ১৮০০ বৎসর গত হইয়াছে, এখন সেই দুই সহর খোঁড়া হইতেছে, এবং সেই সময়কার ইটালির জিনিষ পত্র সকল বাহির হইয়াছে। এবিষয় যদি জানিতে চাও পরে বলিব। আগ্নেয়গিরি হইতে যে দ্রব পদার্থ বাহির হয়, পণ্ডিতেরা সেই পদার্থ প্রত্যেক প্রত্যেক স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাঁহারা স্থির করিয়াছে যে, সকল আগ্নেয়গিরি নির্গত দ্রব পদার্থ একই প্রকার। ইহার অর্থ কি? আগ্নেয় গিরির গহ্বর পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যেমন ময়দার কল কিম্বা ট্যাকশালের ভিতর হইতে অনেক গুলি চুঙি দেখিতে পাও, সে সব চুঙি হইতে এক কলের ধূম নির্গত হয়, তেমনি পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি সকল একটী একটী চুঙি। তাহাদিগের কল পৃথিবীর অভ্যন্তরে সেই আগ্নেয়গিরি হইতে যে ধূম দেখা যায়, তাহা সেই এক কল হইতে বাহির হয় এবং যে গলা ধাতু বাহির হয় তাহা সেই এক কল নির্ম্মিত। বুঝিতে পারিলে?

ভ। আচ্ছা, ভূমিকম্পের সঙ্গে কি ইহার কোন সম্বন্ধ আছে?

কে। আমার বোধ হয় খুব আছে! দেখ, পৃথিবীর ভিতর যে গরমের কথা বলিয়াছি, তাহাতে সমুদয় পদার্থ গলিয়া যায় এবং সর্ব্বদা বাষ্প জন্মিতে থাকে। ভাত রাঁধিলে দেখিতে পাইবে তাহা হইতেও বাষ্প নির্গত হয়। এই বাষ্পের কতদূর ক্ষমতা তাহা জান। বড় বড় কলের গাড়ি ইহা দ্বারা অনায়াসে চলিয়া যায়। তাহা হইলে মনে কর পৃথিবীর ভিতরটা কত বড় এবং তাহাতে কত বাষ্প সৃষ্ট হইতে পারে। সেই বাষ্প অতিশয় প্রবল হইলে এক এক সময় পৃথিবীর ভিতর হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে। কত কত স্থান ফাটিয়া যায়, কত স্থানে কত উৎপাত হয়। যখনই এই বাষ্প চাড়া দিয়া উঠে, তখনই ভূমিকম্প হয়। ইহার কারণ সাপও নহে, দেবতাও নহে।

ভ। আচ্ছা পৃথিবীর ২০।৩০ হাত নিম্নেত বাষ্প জন্মিতে পারে?

কে। পৃথিবীর ভিতর দ্রব পদার্থের জন্য যে ভূমিকম্প হয়, তাহা, ভজহরি, অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। একটী প্রমাণ দিতেছি। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার ভাঁটা হয় জান? চন্দ্র আকর্ষণ করিলেই তাহার নিম্নস্থ জল উথলিয়া উঠে। যেমন সমূদ্রের জল চন্দ্রের আকর্ষণে ফুলিয়া উঠে, তেমনি পৃথিবীর ভিতরকার দ্রবময় পদার্থও চন্দ্রের টানে উথলিয়া উঠে। পালমিয়ারি বলিয়া একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির উপর হইতে দেখিয়াছিলেন যে অমাবস্যা পূর্ণিমার দিন আগ্নেয়গিরির ভিতরকার দ্রব পদার্থের ভিতর জোয়ার হইতেছে চন্দ্র পৃথিবীর উপরে আসিবার সময় তিনি দেখিলেন যে সেই জলময় পদার্থ উথলিয়া উঠিতেছে। সুতরাং পৃথিবীর ভিতরেও জোয়ার ভাঁটা হয়। যখন উথলিয়া উঠে, তখনই ভূমিকম্প হইবার সম্ভাবনা।

ভ। তাহার প্রামাণ কি?

কে। প্রমাণ আছে। পৃথিবীতে এই শতাব্দিতে ৭০০০ ভূমিকম্পের বৃত্তান্ত লেখা আছে। একজন লোক তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ভূমিকম্প অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে অধিক ঘটিয়া থাকে। এবং চন্দ্র যখন পৃথিবীর নিকটে থাকে তখন এবং ঠিক যখন উপরে থাকে তখনই অধিক দেখা যায়। ঠিক সেই সময়ে সমুদ্রে জোয়ার হয়। ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে না যে ঠিক সেই সময়ে আবার পৃথিবীর ভিতরেও জোয়ার হইতেছে?

ভ। বুঝিলাম।

আমোদ।

দুই টোলের ভট্টাচার্য্য এক মনুর বচনের টীকা লইয়া মহা গণ্ডগোল করিতেছিলেন। একজন পাশ্বস্থিত লোক অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—ইহা ত টীকা লইয়া লড়াই নহে, ইহা টিকির লড়াই।

বাবাজীর কাপড়ের কাচা কোঁচা কিছুই নাই, মাথাটী গোল করিয়া কামান, কেবল মধ্য স্থলে শিখ্‌খি, তিলক সম্মুখ থেকে টানিয়া একবারে ঘাড় পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন, এক জন বাবুর দিকে পেছন দিয়া দাঁড়াইলেন; বাবু দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—বাবাজি, বলি আপনি আস্‌ছেন না যাচ্চেন?

এক জন ধনী গরিবের দুঃখ মোচনের জন্য হাজার হাজার টাকা দান করিতেন। তাঁহার মৃত্যু কালে তাঁহার উত্তরাধীকারিগণ ধনের

প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলে তিনি জবাব দিলেন, "আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি গরিবদের কাছে।"

সংবাদ।

বর্দ্ধমানের রাজার একটী হাতীর দাঁত কাটিবার চেষ্টা হয়, হাতী তাহাতে ভয় পাইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া কয় দিন ধরা দেয় নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমে তাহাকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। হাতীটী কোন অত্যাচার করে নাই, অথচ তাহাকে মারিয়া ফেলা হইল বলিয়া অনেকেই দুঃখিত হইয়াছে। হাতীটিকে রাজা রাণী দুই জনেই অতিশয় ভাল বাসিতেন।

কয় বৎসর ধরিয়া যে মারীভয় যাইতেছে তাহার কারণ এই সন্দেহ করা হইতেছে, যে, দেশের জল ভাল করিয়া নিকাশ না হওয়াতে তাহাতে মাটি ভিজিয়া রোগ উৎপত্তি হইতেছে। গবর্ণমেন্ট কতক গুলি দেশের জল ভাল করিয়া নিকাশ করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য চারি লক্ষ আশি হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। ডানকুনি জলায় এই কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ৩০ বর্গ ক্রোশ স্থানের জল নিকাশ করা হইবে।

এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "গরাণহাটার মোড়ের উপর পাঁচ ছয় খান হিন্দু কসাইয়ের দোকান আছে, ইহারা হিন্দু মতে কালী সমক্ষে বলিদান দিয়া পাঁটাকে দ্বি খণ্ড করে না; ইহারা সর্ব্বদাই সদর রাস্তার উপর প্রকাশ্য স্থানে পাঁটা গুলকে মুসলমানদিগের ন্যায় জবাই করে। আমরা এ বিষয়ে বহু দিন পুর্ব্বে আর এক খানি পত্র পাইয়াছিলাম। ইহা আইন বিরুদ্ধ কার্য্য, অতএব আমরা আশা করি ইহা শীঘ্র শাসিত হইবে।

সম্প্রতি হাজারিবাগে এক বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীতে মহা সমারোহে কুস্তির খেলা হইয়াছিল। সাহেব এবং ভদ্র লোক অনেকে দেখিতে গিয়াছিলেন। পুলীস খাড়া হইয়া নাকি অনেক গুলি লোকের উপর চাবুক, ঘুসি, দাণ্ডা বিলক্ষণ চালাইয়াছিলেন। পুলীস কবে ভদ্র হইবে!

নষ্টচন্দ্রের দৌরাত্ম্য এখনও কমে নাই। এবারে জামালপুরে জাহাঙ্গীর নামক স্থানে সন্ধ্যা হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত এত ইট ও প্রস্তর ফেলিয়াছিল যে অনেক দুঃখীদিগের ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক জনের উরুতে এমত আঘাত লাগিয়াছিল যে সে উঠিতে পারে নাই। এ দেশে ইট প্রস্তর ফেলার দৌরাত্ম্য নাই।

সম্প্রতি কাঁচরা পাড়া গ্রামের নিকট ধোপড়াদহ গ্রামে বৈষ্ণবদের বাটীতে একটী ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে, শুনা গেল প্রায় ২০০০ টাকার দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিস তদারক করিতে আসিয়াছে। তথাকার বুন কুলীরা ডাকাইতী করিয়াছে, তাহাদের দুই এক জনকে পুলিস মালসহ ধৃত করিয়াছে।

এক জন, পাঠকগণের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন, এমন কোন উপায় আছে কি না যাহাতে উই পোকায় কোন ক্রমে পুস্তক নষ্ট করিতে না পারে।

চক্রবেড়ে ৫ ই ভাদ্র রাত্রিতে বাবু বেণীমাধব ঘোষের বাটীতে চোরে প্রায় ২০০০ টাকার গহনাদি লইয়া গিয়াছে। চক্রবেড়ের রাস্তাটী অতি জঘন্য রূপে মেরামত হইয়াছে। তাহার দুই পাশে অতিশয় জঙ্গল। এক জন পত্র প্রেরক বলেন চোরেরা জঙ্গলের জন্য বিলক্ষণ সুবিধা পাইয়াছে। "দুঃখের বিষয় যে মিউনিসিপালিটী চক্ষু থাকিতে দেখিতে পান না।"

শান্তিপুরে ফৌজদারি আদালত মাসে চারি দিন করিয়া হইবে।

প্রিভি কৌন্সিল নিয়ম করিয়াছেন যে যদ্রূপ কোন হিন্দু এক পোষ্য পুত্র বর্ত্তমানে অন্য পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না; তদ্রূপ কোন হিন্দু বিধবা, মৃত স্বামীর নিকট যে রূপ ক্ষমতা প্রাপ্তই হউক, এক পোষ্য পুত্র বর্ত্তমানে অন্য পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিতে পারে না।

বহরমপুরে "সমবেদক" নামে এক খানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইয়াছে। নুতন সহযোগীর কুশল প্রার্থনা করি।

যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মৃড়ানগর গ্রামে সম্প্রতি একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র নাথ, বয়স ৪০ বৎসর, কন্যাটীর পিতার নাম শ্রীরামকুমার নাথ, কন্যার বয়স ১৭ বৎসর।

প্রেরিত।

দলিল রেজিষ্টরি।

দলিল দাস্তবেজ রেজিষ্টরি করিবার মেয়াদ আইনে চারি মাস নির্দ্ধারিত আছে। চারি মাস অতীত হইলে জরিমানা হইয়া থাকে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে হিন্দী ও ইংরাজী উভয় তারিখ কোন দস্তাবেজে লিখিত থাকিলে, হিন্দী তারিখ অনুসারে দস্তাবেজের মেয়াদ পুরিতে ২১ দিবস বাকি থাকিলেও ইংরাজী তারিখের হিসাবে উহার মেয়াদ ২১ দিবস গত হইয়া যায়, যে হেতু ইংরাজী ও হিন্দী মাসের তারিখের পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে হিন্দী তারিখের হিসাবে মেয়াদ মধ্যে উক্ত দস্তাবেজ কোন রেজিষ্টরি আপিসে দাখিল হইলে আইনানুসারে লেখকের দণ্ড হইতে পারে কি না?

আইনে এতদ্বিষয়ে কোন বিশেষ বিধি না থাকায় প্রজাদের সর্ব্বদাই জরিমানা হইয়া থাকে। ভরসা করি প্রজাবৎসল, শ্রীযুত লেফ্‌টনেন্ট গবরর্ণর বাহাদুর এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া কোন সাল অনুসারে দস্তাবেজের চারিমাস মেয়াদ নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহার একটী ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হন, ইতি।

রাঁচি ২৪ আগষ্ট, ১৮৭৩ সাল। — একান্ত বশম্বদ শ্রী——

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ২ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায় ;
জ্ঞানধন চাও যাহা অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা। মূল্য ১ পয়সা।

৩খণ্ড। কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ১ লা আশ্বিন, ১২৮০ সাল। Registered No 28 [১৫০ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

বিজ্ঞাপন।

ছুটির সুলভ!!

আগামী ছুটি উপলক্ষে সুলভের বিশেষ একখণ্ড বাহির হইবে। উত্তম কাগচ, উত্তম ছাপা।

দাম কিন্তু ১ পয়সা।

মজা করে পড়িতে পড়িতে ঘরে যাও। একটা পয়সা দিয়ে সকলের কিনিতেই হইবে। দেথ যেন কেউ ফাঁকি পোড় না!

কলিকাতার কাকেরা পর্য্যন্ত বাবু হইয়াছে। তাহারা নর্দ্দমার জলের দিকে না তাকাইয়া আজ কাল কল খুলিয়া জল খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পা দিয়া কলের চাবি ঘুরাইয়া সরু ধারে জল পড়িতে আরম্ভ হইলে অনায়াসে ঠোঁট লাগাইয়া তাহা পান করে।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা তাঁহার বারিষ্টর জ্যাক্সন সাহেবের বুদ্ধি বলে অতি তুচ্ছ কারণে আপাততঃ খারিচ হইয়া গিয়াছে। হুগলির জয়ন্ট মাজিষ্ট্রেট মিয়ার্স সাহেব মহান্তকে দায়রা সুপরুদ্দ করেন। তারকেশ্বর শ্রীরামপুর বিভাগের মধ্যে, তারকেশ্বরের মকদ্দমা শ্রীরামপুরে হইবে অন্য বিভাগে হইতে পারে না। তবে জিলার মাজিষ্ট্রেট তাঁহার সকল বিভাগের মকদ্দমাই আপনার হাতে লইতে পারেন, এবং ইচ্ছা করিলে যে কোন বিভাগের জয়ন্ট মাজিষ্ট্রেটকে বিচারের ভার দিতে পারেন, কিন্তু জয়ন্ট মাজিষ্টেটকে ভার দিতে হইলে পত্র দ্বারা সে প্রকার আদেশ করিবেন। মিয়ার্স হুগলি বিভাগের জয়ন্ট মাজিষ্ট্রেট, জিলার মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে পত্র দ্বারা কোন হুকুম দেন নাই যে তিনি তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন। মিয়ার্স সাহেব কেবল জিলা মাজিষ্টের মুখে হুকুম পাইয়া মকদ্দমা হাতে লইয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব বারিষ্টার এই ছল ধরিয়া মহন্তের মকদ্দমা এত দিন যাহা হইয়াছিল সব ফাঁসিয়া দিয়াছেন। মকদ্দমা আবার পুনরারম্ভ হইবে। সাক্ষীদিগের ক্লেশ, নবীনের শোক, যন্ত্রণা, অন্তর্দাহ, সাধারণের নবীনের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সব অনর্থক হইল। মহান্তের অর্থ বল ছিল, জ্যাক্সন সাহেব প্রভৃতিকে বারিষ্টার পাইয়া বুদ্ধি বলও সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মবল আছে এখন এইটী দেখান বাঁকি রহিল। মহান্তের মকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবে, হুগলিতে না হইয়া শ্রীরামপুরে হয় আমাদের ইহা ইচ্ছা নহে। নূতন রকমে সকল আরম্ভ করিলে বিশেষ কষ্টের ব্যাপার হইবে। মকদ্দমাটী একটী সামান্য আইনের ছুতায় কাঁচিয়া গিয়াছে। আমরা অনুরোধ করি, জিলার মাজিষ্ট্রেট পত্র লিখিয়া পুনর্ব্বার মিয়ার্স সাহেবের হাতে মকদ্দমাটী সমর্পণ করুন। মিয়ার্স সাহেবকে দেখিলে সাক্ষীরা ভয় না খাইয়া সত্য কথা গুলি আবার খুলিয়া বলিতে পারিবে। মকদ্দমা দ্বিতীয় বার বিচারে আরও পরিষ্কার হইয়া আসিবে। যাঁহারা নবীনকে সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা তাহার জন্য পুনর্ব্বার অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হউন। টাকা আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা যথা স্থানে পাঠাইতে পারিব।

মহন্তের মকদ্দমা রহিত হইলে নবীনের বিচার হয়। জুরিরা নবীনকে "নির্দ্দোষী" বলিয়া খালাস দিয়াছেন। জুরিদের মুখ হইতে "নবীন নির্দ্দোষী" এই কথা বাহির হইবামাত্র, আদালতে মহা আহ্লাদধ্বনি পড়িয়া যায়। সেখান হইতে বাহিরে, পরে অল্পকাল মধ্যে চারিদিকে আনন্দের রব উঠে। জুরীদের মতে নবীন যে সময় স্ত্রী হত্যা করে, তখন কি ভয়ানক কার্য্য করিতেছিল সে জ্ঞান তাহার কিছুই ছিল না। জজ সাহেব জুরিদের মতে সায় দেন নাই। তিনি নবীনের মকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইবার মানস করিয়াছেন।

যে যে স্থানে জমিদারীর অংশীদার অনেক, সে সে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন লোক এবং গমস্তা প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করাতে প্রজাদিগকে বিষম কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এক একটী সামান্য জমিদারীতে কোন কোন স্থলে ২৫।৩০ জন অংশীদার আছে, তাঁহাদের প্রতি জনের ভাগে ১ কড়া কড়িও হয়ত পড়ে না। অনেক সময়ে প্রজারা কিরূপ খাজনা দেবে বুঝিতে পারে না, অথচ সকল অংশীদারই কিছু কিছু করিয়া আদায় করিয়া লইবেন। ইহার উপর তাঁহাদের সকলের গমস্তার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয়। ছোট সাহেবের ইচ্ছা এরূপ জমিদারীতে অংশীদারেরা এক এক জন সাধারণ কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এক্ষণে অংশীদারদের মধ্যে হয়ত এক জন গবর্ণমেন্টের খাজনা দিতে অসমর্থ হওয়াতে জমিদারী এক বারে লাটে উঠে, অনেকে আবার জমিদারীর অন্য অন্য অংশ নিজে খরিদ করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক টাকা না দিয়া জমীদারী নিলাম করায়। কিন্তু এক জন সাধারণ কর্ম্মকর্ত্তা থাকিলে এরূপ বিপত্তির অল্প সম্ভাবনা থাকে এবং প্রজাদেরও ক্লেশ ও ভাবনা নিবারণ হয়।

যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, এরূপ স্থলে এক জন সাধারণ "সরবরাহকার" কিম্বা কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার কথা স্পষ্ট লিখিত আছে। অধিকাংশ অংশীদিগের মতে এরূপ লোক নিযুক্ত করিবার কথা। যখন অংশীদারদের মত লওয়া হইবে, তখন যদি কেহ উপস্থিত না থাকেন, তবে আর সকলের মতে তাঁহাকে সায় দিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থাও ছিল যদি জমিদারেরা এ বিষয়ে অমনোযোগী হন, তাহা হইলে কলেক্টর সাহেব এক জন লোককে মনোনীত করিয়া "বোর্ড অফ রেভিনিউর" মত লইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি জমিদারেরা এ বিষয়ে শীঘ্র বিবেচনা করিয়া ছোট সাহেবের মতে মত দিবেন।

জমিদার এবং প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

(৩য় সংখ্যা)

জমিদার এইটী বুঝিয়াছেন যে রাজাকে খাজনা দিলে তাঁহার সকল আপদ শান্তি হইল; তিনি একণে প্রজাকে এইটী বুঝিতে দিন যে সে কোন রকমে খাজনাটা গুছিয়া তাঁহার গমস্তার হাতে দিতে পারিলেই তাহারও ঘাড়ের সকল বোঝা চলিয়া গেল। জমিদার কাছারি মধ্যে কড়া হুকুম দিন যে তিনি প্রজাকে যে পাট্টা লিখিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে টাকার কথা লেখা আছে তদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি এক কড়া কড়ি প্রজার ঘর হইতে আদায়ের চেষ্টা করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বিচারের ভার গবর্ণমেন্টের হাতে সমর্পণ করিবেন। আমরা জমিদারদের নিকট সানুনয় নিবেদন করি যে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন যে তাঁহারা খাজনার উপরে এক পয়সা প্রজার নিকট আদায় করিবেন না। যদি তাঁহারা লোভ বশতঃ এ প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে অসমর্থ হন, আমরা ছোট লাট সাহেবের হস্ত ধরিয়া বলিতেছি তিনি তাঁহার সবল লেখনীতে পরিষ্কার আইন লিখিয়া দিন যে জমিদার খাজনা ভিন্ন কোন টাকার জন্য প্রজাকে বিরক্ত করিতে পারিবেন না। জমিদার বলিবেন গবর্ণমেন্টের সহিত কখন এ রূপ কথা ছিল না বটে যে তিনি প্রজার নিকট আবয়াব আদায় করিবেন, কিন্তু তিনি বহু দিন হইতে প্রজার নিকট অসংখ্য প্রকারে খাজনার অতিরিক্ত টাকা লইতেছেন, সুতরাং সে উপরি আয় তাঁহার খাজনার সামিল হইয়া গিয়াছে, এখন সে টাকার মায়া তাঁহাকে ছাড়িতে বলা অন্যায়। আমরা বলি যখন গবর্ণমেন্টের সহিত এরূপ কথা নহে যে তাঁহাদের আবয়াব আদায় করিবার অধিকার আছে, তখনই সপ্রমাণ হইল যে এই অধিকার আর তাঁহারা এক দিনের জন্যও সম্ভোগ করিতে পারেন না। যদি বলেন যে প্রজারা তাঁহাদিগকে বাপের মত দেখে, তাহারা আবয়াব সকল ভাল বাসিয়া তাঁহাদের ঘরে চালিয়া দিয়া যায়, আমরা বলি এ কথা সব সত্য নহে। কে জমিদারকে ভাল বাসিয়া আপনার হাতের তরেরি গাছের "চৌথ" তাঁহাকে দিয়া থাকে? কে জমিদারের মা বাপের শ্রাদ্ধের সময়কে তাঁহাকে খাজনার প্রতি টাকায় ।০ আনা দিতে ইচ্ছা করে? কে উৎসাহের সহিত জমিদারকে "ইক্ষুগাছ কর" "হিসাবানা" "বাটা" "ইটগাড়া" "গারদ সেলামী" সকল দিয়া থাকে? তাহারা জানে যে না দিলে ঘাড়ে মাথা রাখা দুষ্কর, এই জন্যই জমিদার যখন যাহা চান সকল ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাঁহার ঘরে হাজির করে। অবশ্যই জমিদার ও প্রজার সহিত কিয়ৎপরিমাণে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ, সুতরাং সে যখন জমিদারের বাড়ী আসে তখন আহ্লাদের সহিতই কখন বা ভদ্রতা রক্ষা করিবার জন্য শাক মূল বেগুন কিম্বা দুটা মাছ হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যায়। জমিদার যখন ছেলে মেয়ের বিবাহ দেন, তখন আহ্লাদের সহিত যথা সংগতি কিছু যৌতুক দিতে ইচ্ছা করে, তাঁহার পিতা মাতার শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিতেও তাহার মনে সাধ হয়। প্রজার এ সময়ে জমিদারকে কিঞ্চিৎ দেওয়াটা বিফলেও যায় না। লুচি মণ্ডা খাইয়া বিলক্ষণ পরিতোষ লাভ করে। কিন্তু জমিদারকে উপরি দেওয়ার সম্বন্ধে প্রজার মন এই পর্য্যন্ত উঠে, তাহার পর তাহাকে লইয়া কেবল টানা হ্যাঁচড়া করা, কিম্বা তাহার গায়ের রক্ত শোষণ করিয়া লওয়া মাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা কেবল এই মত দিতে পারি যে, যে সকল জমিদার খাটি থাকিতে চান, তাঁহারা উপরি লাভের আশা চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিতে পারেন। যাঁহারা তত দূর খাটি হওয়াকে কঠোর মনে করেন, তাঁহারা তো প্রাণপণে কখনও এক পয়সা প্রজার নিকট হইতে উপরি আদায় করিবেন না, কেবল যদ্যপি প্রজারা ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন বিষয়ে জমিদারকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে অর্থ দান করে, তাহা হইলেই তিনি সে টাকায় হাত দিবেন। তিনি কোন অবস্থায় প্রজাকে জানাইতে দিবেন না যে তিনি এই হারে প্রতি জন প্রজার নিকট হইতে টাকা চান, কিম্বা অমুকের অমুকের নিকট তিনি এত টাকা লইতে সংকল্প করিয়াছেন। প্রজারা যেন কখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এক পয়সা না দেয়। আমরা শুনিতেছি যে ছোট লাট সাহেব আবয়াব আদায় এক কালে উঠিয়া দিবেন, আমরা তাঁহার মতে সম্পূর্ণ সায় দি। তিনি জমিদারদের অন্যায় ও আইন বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা এক কালে দমন করিয়া দিন, তাহা হইলে তিনি এত দিন যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অতি মহৎ কাজ করিয়া আমাদের হৃদয় চির কালের জন্য কাড়িয়া লইবেন। আমরা উচিত কথা বলিলাম, সুতরাং আশা করি বিজ্ঞ জমিদারগণের আমরা বিরাগভাজন হইব না।

বিলাতের চাষ।

কি বড় কি ছোট বিলাতের সকল লোকই অল্পাধিক চাষ করিতে ভাল বাসেন, এই জন্যই বোধ হয় সহরে এমন একটীও বাড়ী দেখা যায় না যাহার সম্মুখে কিম্বা পশ্চাতে এক একটা ক্ষুদ্র বাগান নাই। এই সকল বাগানের কার্য্য অধিকাংশ গৃহস্থেরা নিজ হস্তেই করিয়া থাকেন এবং তাহাতে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। আঙ্গুর, কপি, মটর, নানা জাতীয় বিলাতী ফল সকল বাগানে জন্মে। বিলাতের পল্লিগ্রামের শোভা অতি চমৎকার, উহার সকল স্থানই যেন বাগানের মত, এমন একটু স্থান প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা জঙ্গল হইয়া কিম্বা আমাদের দেশের জলার মত পড়িয়া রহিয়াছে। যেখানে কোন আবাদ নাই সেখানকার ঘাস গুলি যেন কে সমান করিয়া কাটিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট বাড়ী গুলি চতুর্দ্দিকে অল্প উচ্চ বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত, দেখিতে অতি সুন্দর। কৃষকেরা যেখানে চাষ করে সেখানকারও একটী কেমন সৌন্দর্য্য আছে। যে জমি টুকু চাষ করে তাহার চতুর্দ্দিক যেন মাপিয়া সমান করিয়া লয়। ফসলই হউক, ঘাস বিচালীই হউক, কি মাটীই হউক, জমীর নিকটে যে কোন দ্রব্যের গাদা করিয়া রাখে, তাহারও প্রণালী অতি সুন্দর। তাহাদের অবয়ব, আয়তন, উচ্চতা প্রভৃতি সকলেরই একটী সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে ঘোড়ায় লাঙ্গল দেয়, চাষাদের মেয়েরা এবং বালক বালিকারাও মাঠে অনেক পরিশ্রম করে। বিলাতের কৃষকেরা যে প্রকার পরিশ্রম করে এবং প্রণালী পূর্ব্বক কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করে আমাদের দেশের লোকদের উহার অনুকরণ করা উচিত। বিলাতে ভদ্র চাষাও আছে। ইহাঁরা কৃষক চাকর রাখেন, ইহাঁদের চাষ সচরাচর অতি বৃহৎ ব্যাপার; ঘোড়া, গোরু, লাঙ্গল ইহাঁদের অনেক। যেখানে ইহাঁরা জমি লন, নিজে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সেই খানে বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করেন। গোলাঘর সকল অতি পরিপাটী রূপে নির্ম্মিত হয়, এবং পশু গুলি আশ্চর্য্য পরিষ্কার অবস্থায় থাকে। আমাদের দেশের লোকেরা কেবল চাকরীর পন্থায় না ফিরিয়া যদি কেহ কেহ ভদ্র চাষা হন, তবে অনেক সুখে থাকিতে পারেন।

সমুদ্র।

ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সমুদ্র একটী অদ্ভুত পদার্থ। সমুদায় পৃথিবী কেবল সাগরময় বলিলেই হয়। পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। আমাদের দেশের লোক ভীরুস্বভাব বলিয়াই পূর্ব্বে সমুদ্র যাত্রা বোধ হয় নিষিদ্ধ ছিল, কারণ সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে মনে সকলেরই ভয়ের উদয় হয়। সমুদ্রের জল গাঢ় নীলবর্ণের, এজন্য অনেক সময় পথিকদিগের দূরস্থ ভুমি হইতে ইহাকে পাহাড় বলিয়া ভ্রম জন্মে। এখান হইতে আকাশ পানে চাহিলে বোধ হয় যেন আকাশটী সমুদ্রে নামিয়া পড়িয়া উভয়ে মিশিয়া গিয়াছে। এখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল অনন্ত আকাশ, ঊর্দ্ধে নীচে সুবিস্তীর্ণ জলরাশি। এখান হইতে সূর্য্যের

উদয়াস্ত বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য উঠে তখন বোধ হয় যেন প্রকাণ্ড জল রাশির মধ্য হইতে কি এক অপূর্ব্ব তেজোময় পদার্থ উঠিয়া সহসা জগৎকে আলোকিত করিল, অন্ধকার দেখে যেন কে একটী দ্বীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। আবার স্বায়ংকালে উহা হঠাৎ সাগরে ডুবিয়া গেল এই রূপ প্রতীতি জন্মে। গভীর সমুদ্রে বড় বড় তরঙ্গ নাই, কূলেতেই তরঙ্গের অত্যন্ত আস্ফালন দেখা যায়। কিন্তু কিছু প্রবল বাতাস হইলে অতলস্পর্শ জলে এক একটা তরঙ্গ ছোট ছোট পাহাড়ের রূপ ধারণ করিয়া উপরে ক্রীড়া করিতে থাকে। ইহা উচ্চে প্রায় ১৫।১৬ হাত হইবে। ঐ তরঙ্গ গুলির উপর জাহাজ নৃত্য করিতে থাকে, আরোহীরা তখন আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না এবং ক্রমাগত বমি করিয়া অস্থির হয়। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে ততক্ষণ আর কাহারো বড় নিস্তার নাই, আবার সমুদ্র স্থির না হইলে বমি সারে না।

সমুদ্রে ফস্‌ফরাস নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, রাত্রিকালে তাহাতে আশ্চর্য্য শোভা হয়। যে দিকে চাই সেই দিকেই কেবল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ প্রতীত হয়, প্রতি তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বলন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ভাসিতেছে দেখা যায়। সমুদ্রে ছোট ছোট এক প্রকার কাল রঙ্গের সাপ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। অসংখ্য অসংখ্য এইরূপ সাপ জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এখানে এক প্রকার মৎস্য আছে তাহারা উড়িয়া থাকে, জল হইতে প্রায় ৭।৮ হাত উঠে। কখন কখন জাহাজে উড়িয়া পড়ে। উহারা যখন ওড়ে বেশ দেখায়। ঐ মাচ গুলির বেশ পাখা আছে দেখিতে বাটা মাছের মত। অন্ধকার রজনীতে সমুদ্র বড় গম্ভীর ভাব ধারণ করে। তখন আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ হওয়াতে অন্য কোন অলৌকিক আশ্রয় গ্রহণে মন আকুলিত হয়।

সাগরের যে স্থানে গঙ্গা পড়িয়াছে, সে স্থানটী দেখিতে অতি সুন্দর, সেখানকার গঙ্গাটী অতি প্রশস্ত, ১০।১৫টী নদী আসিয়া মিশিয়া যাওয়াতে সে স্থানের শোভা ও গাম্ভীর্য্য আরও বাড়িয়াছে। তাহার মুখে একটী "বাতি ঘর"* আছে সেটী জাহাজের পথদর্শক। সমুদ্র দর্শনের ফল অনেক। ইহা দেখিলে মনের ক্ষুদ্র ভাব চলিয়া যায়, হৃদয় উদার হয়। যাহারা সমুদ্রে বেড়ায় তাহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া যায় মনে কত সাহস হয়। বিশেষতঃ ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া মনে ভক্তির সঞ্চার হয়।

পিতার খেদ।

ইতিহাসে লেখা আছে দুই সহোদর যুদ্ধে হারিয়া গিয়া শত্রুর হস্তে পতিত হয়। বিপক্ষ রাজা তাহাদের প্রাণ বধের আদেশ করেন। তাহাদের পিতার কাণে এই সংবাদ যাইলে তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সন্তানদিগকে বাঁচাইবার জন্য রাজ কর্ম্মচারিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কাতর ভাবে নিবেদন করিলেন, তোমরা আমার পুত্রদিগকে বধ করিও না; আমার প্রাণ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের রাজাকে অনেক গুলি টাকাও দিতেছি। রাজকর্ম্মচারিগণ উত্তর করিল, আমাদের ক্ষমতা নাই যে তোমার দুটী পুত্রকেই ছাড়িয়া দিই, আমাদের উপর রাজার আদেশ যে আমরা দুই জনের মুণ্ড লইয়া যাইব, তুমি যদি আপনার প্রাণ দেও, তবে না হয় আমরা তোমার একটী পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে পারি, এক্ষণে তোমার মত হয় ত কোন্ পুত্রের প্রাণ অভিলাষ কর শীঘ্র স্থির কর। পিতার দুই সন্তানই স্নেহের ধন, তিনি বিষাদে নমাগ্ন হইলেন, তাঁহার হৃদয় কোন মতে বলিতে পারিল না যে এই সন্তানটীকে পরিত্যাগ করিয়া এই সন্তানটীর প্রাণ ভিক্ষা করি। রাজকর্ম্মচারিগণ বিলম্ব দেখিয়া দুটী পুত্রেরই প্রাণ সংহার করিল।

* আলোক স্তম্ভ—ইহার ছবি আমরা একবার সুলভে দিয়াছি।

আমোদ।

ফরাসী দেশে একটী হোটেলে এক জন বিশ্রাম করেন। তিনি নিজে এক খানি চৌকিতে বসেন, পাশের আর খানি চৌকিতে আপনার ব্যাগ রাখেন। ভোজনের পর হোটেল কর্ত্তা দুই জনের আহারের মূল্য চাহিলেন। তিনি একা খাইয়াছেন, তথাপি দুই জনের আহারের মূল্য দিবেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে হোটেল কর্ত্তা উত্তর দিলেন, তুমি দুই খানি চৌকি ব্যবহার করিয়াছ, চৌকি ব্যবহার করিলেই আমি মূল্য লইয়া থাকি। ভদ্র লোকটী দুই জনেরই মূল্য দিলেন। কিছু দিনের পর ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি পুনর্ব্বার সেই হোটেলে আশ্রয় লইলেন। এবার আপনি কোন চৌকিতে না বসিয়া ব্যাগটী এক খানি চৌকিতে রাখিলেন, এবং নিজে আহার না করিয়া যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য ব্যাগের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। হোটেল কর্ত্তা রাগিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি অন্যায় করিতেছ? ভদ্রলোক বলিলেন "সে দিন আমার ব্যাগ আহার করে নাই; তথাপি তুমি মূল্য লইয়াছ। অদ্য সে আহার করিতেছে। দেখ ইহার কি প্রশস্ত মুখ ও গম্ভীর উদর। আমার ব্যাগ আজ উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে।" দর্শকেরা পূর্ব্ব দিনের ঘটনা শুনিয়া হাস্য করিলেন। হোটেল কর্ত্তা বলিলেন, মহাশয় আপনার ব্যাগকে আহার করিতে নিষেধ করুন, আমি সে দিনের মূল্য ফেরত দিতেছি।"

সংবাদ।

আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি যে অনেক গুলি ভদ্র ইংরাজ, ভদ্র বাঙ্গালী, ভদ্র মুসলমান মিলিয়া ভারতবর্ষে অশ্লীল পুস্তক, অশ্লীল সংগীত, অশ্লীল ছবি, অশ্লীল সং প্রভৃতি উঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। আগামী শনিবার, টাউন হলে ৪ টার সময় তাঁহারা এই জন্য সভা সংস্থাপিত করিবেন। "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার" সম্পাদক জর্জ স্মিথ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অনেক উপযুক্ত সাহেব এবং বাঙ্গালী বক্তৃতা করিবেন। আমরা দেশের সকল ভদ্র লোকদিগকে এই সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করি। আশা করি শনিবারে টাউনহল ভদ্রলোকে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

হিন্দু রঞ্জিকা বলেন ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার কোন কোন স্থানের প্রজারা একযোট্ হইয়া জমিদারের প্রাপ্য খাজনা বন্ধ করিয়াছে।

ছোট লাট সাহেব আদেশ করিয়াছেন যদি কোন ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের সাহায্য লইয়া হাসপাতাল বা ডিস্পেন্সরি স্থাপন করেন, তিনি উহাতে যে টাকা দিবেন, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐ টাকা দিবেন এরূপ লিখিয়া দিতে হইবে। যদিও সৎকার্য্য গুলি স্থায়ী করা ছোট লাট সাহেবের মানস হইতে পারে, কিন্তু এরূপ আদেশে অল্প লোকেই সে কার্য্যে অগ্রসর হইবে। স্কুল পাঠশালা সম্বন্ধে সাহায্য করার যে নিয়ম, এ সম্বন্ধেও সেইরূপ কোন নিয়ম হইলে মন্দ হয় না।

কাঁচরাপাড়া ষ্টেসন হইতে যে রাস্তাটী গঙ্গাতীরে আসিয়াছে তাহা অনেক দিন মেরামত হয় নাই। রেলওয়ে কোম্পানির রাস্তাটীর প্রতি একবার দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

আমরা হাবড়া হেরল্‌ড পাঠে অবগত হইইলাম যে, মহীশূরের সদর ভাটিখানার নিকটস্থ পথে একটী স্ত্রীলোক তাহার ৮ বৎসরের একটী শিশু সন্তানকে অগ্রে করিয়া, যাইতেছিল, পথিমধ্যে পাহাড় হইতে হঠাৎ এক বিষধর সর্প বেগে আসিয়া বালকটীকে আক্রমণ করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিল। শিশুটী ভয়ে অভিভুত হইয়া ভুতলে পতিত হইল; তাহার মাতা সাহায্যার্থ চিৎকার করাতে সর্প তাহার প্রতি ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং অবশেষে কিছুই অনিষ্ট না করিয়া বালককে ছাড়িয়া নিজের গর্ত্তে চলিয়া গেল। ছেলেটী রাজা হতে পারে?

হাবড়া হেরাল্‌ড বলেন, এক ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে হরিপাল হইতে যাত্রা করিয়া পথ মধ্যে নলি নামক গ্রামে বিশ্রাম করেন। সেখানকার হেড কনেষ্টবল ব্রাহ্মণকে এই বলিয়া আক্রমণ করে যে "তুই এই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া পলাইতেছিস্।" এই বলিয়া দুই জনকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্ত্রীলোকটীকে থানার এক ঘরে পূরিয়া চাবি বন্ধ করে, এবং ব্রাহ্মণকে বলে যে "তোর কে সাক্ষী আছে হাজির কর।" ব্রাহ্মণকে এই রূপে বিদায় করিয়া দুরাত্মা স্ত্রীলোকটীকে দরজা খুলিতে বলে, পরে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিয়া দোর ভাঙ্গিয়া ফেলে। স্ত্রীলোকটী অপমানের ভয়ে ঘরের দেয়াল হইতে একখানি তলয়ার লইয়া আপনাকে রক্ষা করেন। অনেক কনষ্টেবল জড় হইয়া মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকটীর নিকটে অগ্রসর

হইতে কাহার সাহস হয় নাই, শেষে স্বামীকে পিতার সঙ্গে সম্মুখে দেখিয়া তিনি তাঁহার বীর মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিলেন। যে ব্রাহ্মণের ইনি স্ত্রী তিনি ধন্য।

কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তার খানায় গত বৎসরে আড়াই লক্ষ রোগীর চিকিৎসা হয়। হাসপাতালে যে সকল রোগী ছিল, তাহাদের ভিতরে হাজার রোগীর মধ্যে গত বৎসরে ১৩২ জন মরিয়াছিল। কোন্ কোন্ পীড়ায় কত লোক মরে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

জ্বর ...	৩০৬	শ্বাস যন্ত্রের পীড়া	৩৩
ওলাউঠা ...	২১৭	আঘাত ...	২৭০
যক্ষা ...	৩০১	দুর্ব্বলতা ...	১৯৫
উদরি ...	২১৭	ডেঙ্গু জ্বর ...	৭

অতিসার ও উদরাময় ৬৮২

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে;—

"জ্ঞান কুসুম," প্রথম ভাগ। শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা।

"অবকাশ তোষিণী," মাসিক পত্র ও সমালোচন, ১ ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। মূল্য ৵০ আনা।

"ভারত মাতা।" নেশেনাল থিয়েটরে অভিনীত। শ্রী কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা।

"ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।" (১৮৭২ সালের ১০ আইন)। ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালত সমূহের কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয় বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা সমেত। শ্রীযুক্ত এইচ, টি, প্রিন্সেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। হুগলি জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

"অমরনাথ নাটক" শ্রীকৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী দ্বারা প্রণীত মূল্য ১৷৷ টাকা।

প্রেরিত।

মহাশয়!

আমরা হাবড়ার রেলে চড়িয়া সম্প্রতি ডেরাডুন আসিয়াছি। ৮ জন তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আসিয়াছি। ৬ জনে এক কামরা রিজার্ভ করি, আর ২ জনকে আলাদা ঠিকিট ক্রয় করিয়া পৃথক্ কামরাতে তুলিয়া দি। কলিকাতা হইতে এক বারে এলাহাবাদের টিকিট লই। তিনটা চামড়ার পোর্টমেন্টো, দুইটা কাপড়ের ব্যাগ, গোটাতিনেক কাটের হাত বাকশ, একটী ক্যাশ বাক্স, আর খাবার কিছু এই আমাদের সঙ্গে থাকে। হাবড়ার গাড়ীতে কোন বন্ধু আমাদিগকে উঠাইয়া দেন, সেখানে কোন গোল হয় নাই। অত জিনিশ পত্র সঙ্গে লইয়া আসা যায় না এমন কথা তখন কেহ বলিল না। তারপর এলাহাবাদ আসিয়া নামিবার সময় এক জন সাহেব সেই সমুদায় ওজন করিয়া ৫৸৵০ মাশুল লয়েন। তার পর এলাহাবাদ হইতে গাজিয়াবাদে রিজার্ভ করি, তখনও ঐ জিনিশ পত্র ওজন করিয়া ৬ টাকা মাশুল লয়েন। আমার একটা হাত বাক্স তিন চারি সেরের অধিক ভারি হইবে না, তাহাও ওজন করা হইল। কেবল ক্যাশ বাক্সটা মাত্র ওজন করে নাই। আমরা যে গাড়ী রিজার্ভ করি তার পার্শ্বে একটী ভদ্র লোক একটা বোচকা হাতে করিয়া অন্য গাড়ীতে উঠেন। তাঁহাকে সাহেব গাড়ী হইতে অপমান করিয়া বাহির করেন এবং বোচকাটা ওজন করিয়া পাঁচ সেরের মাশুল উশুল করিয়া লন। তার পর বোচকা লইয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দেন। মহাশয়, আমি জানিতে ইচ্ছা করি রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি কি এমন কোন নূতন নিয়ম বাহির করিয়াছেন যে আপনার শরীরটী ভিন্ন কেহ আর কোন জিনিষ গাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিবে না? আমরা ৮ জনে আসিয়াছি, এবং বহু দূরে আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে; তথাপি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যও কি আমরা বিনা মাসুলে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে পারিব না? যাহা হউক রেলওয়ে কোম্পানি যদি কোন নিয়ম করিয়া থাকেন তো অধিক কথা বলা বাহুল্য। রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন কি না আমি এক্ষণে এইটী জানিতে চাই।

নিবেদক
শ্রী—

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ২ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়;
জ্ঞানধন চাও যাহা অবারিতদ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

মূল্য ১ পয়সা।　　　　মূল্য ১ পয়সা।

৩খণ্ড। 　কলিকাতা; মঙ্গলবার, ৮ই আশ্বিন, ১২৮০ সাল। 　Registered NO 28 [১৫১ সংখ্যা।

বিগত সপ্তাহ।

তারকেশ্বরের মহন্ত আবার আপনার গদিতে গিয়া বসিয়াছেন।

আমরা সীতাকুণ্ডের মহন্তের নামে যে এক খানি পত্র পাইয়াছি তাহা যথা স্থানে প্রকাশ করিলাম।

---

২৪ পরগণা, ফরিদপুর এবং পূর্ণিয়া জিলার "পথকর" অক্টবর মাসের ১ম তারিখ হইতে সুরু হইবে। ২৪ পরগণার ভুমির বার্ষিক খাজানার প্রতি টাকায় দুই পয়সা আদায় হইবে, ফরিদপুর এবং পূর্ণিয়া জিলায় টাকায় দেড় পয়সা আদায় হইবে। ২৪ পরগণার যে সকল দোকান এবং বাড়ীর মূল্য ১০০ টাকার অধিক এবং ৫০০ টাকার ন্যূন তাহার উপর বৎসরে ১) টাকা লওয়া হইবে, ৫০০ টাকার অধিক এবং হাজার টাকার ন্যূন তাহার উপরে ৩) টাকা, এবং হাজার টাকার অধিক এবং দুই হাজার টাকার ন্যূন তাহার উপরে ৪॥০ টাকা, এবং দুই হাজার টাকার অধিক হইলে তদূর্দ্ধ প্রতি হাজার কি তাহার কোন অংশের উপর ৩) টাকা করিয়া লওয়া হইবে। ব্যবসায়ের জন্য দোকান কি ঘরেরর মূল্য ২৫ টাকার অধিক এবং ১০০ টাকার ন্যূন হইলে বৎসরে ১ টাকা টেক্স লাগিবে। ফরিদপুর এবং পূর্ণিয়াতে ১ টাকার স্থানে ৸০, ৩ টাকার স্থানে ২৷০, ৪॥০ টাকায় স্থানে ৩৷৶০ লওয়া হইবে। এবং দুই হাজারের অধিক মূল্য হইলে তদূর্দ্ধ প্রতি হাজার কি তাহার কোন অংশের উপর ২৷০ করিয়া লওয়া হইবে। ব্যবসায়ের জন্য দোকান কি ঘরের মুল্য ২৫ টাকার অধিক এবং ১০০ টাকার ন্যূন হইলে বৎসরে ৸০ আনা টেক্স লাগিবে। বীরভূম এবং বাঁকুড়া জেলায় ১৫ সেপ্টেম্বর হইতে "পথকর" সুরু হইয়াছে।

নবীনের বিচার।

প্রিন্সেপ সাহেব বিচারপতি।

সাক্ষী হুগলির ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু কেদারনাথ দাস।—নবীন আমার নিকটে তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

সাক্ষী নবীনের শ্বশুর নীলকমল মুখোপাধ্যায়।—আমার এখন কর্ম্ম কাজ নাই। ১৮৬৭ ইংরজী সালে নবীন এলোকেশীকে বিবাহ করে। গত মে মাসে এক শনিবারে নবীন যখন আমার বাড়ী আসে, তখন আমি তারকেশ্বরের মহান্তের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসি।

জেরাতে এই রূপ উত্তর করিল আমি তেলীবউকে জানি। সে আমার মাহিনা-করা চাকরাণী ছিল না, তবে মাঝে মাঝে ঠিকে ঠাকা কাজ করিত। তেলীবউ আমার অভিমতে এলোকেশীকে লইয়া ইছাপুর টিছাপুরে যাইত।

নবীনের উকীল ফাকি ধরিল "তোমার "টিছাপুরের" অর্থ কি? তবে সে ইছাপুর ছাড়া অন্য জায়গায় যাইত?

নীলকমল উত্তর করিল না সে ইছাপুর ছাড়া আর কোন জায়গায় না। আমি মাধব গিরিকে জানি। আমিবিশ বৎসর তাঁহাকে জানি এবং তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে, আমি কখন তাঁহার বাড়ী যাই নাই। মাধবের কাছ থেকে আমার বাড়ীতে কখন কোন প্রকার তত্ত্ব আসে নাই। আমার ঘরে গোরু আছে, তাহাদের গায়ে চিহ্ন আছে। তারকেশ্বরের গোরু সকলের গায়ে কিরূপ চিহ্ন থাকে আমি তাহা জানি না। আমি গোরু গুলকে আর এক জনকে পোষানি দিয়াছিলাম। গত দুই বৎসরের মধ্যে আমার বাড়ীর কেহ আমার জ্ঞাতসারে তারকেশ্বরে যায় নাই। এলোকেশীর এমন কোন ব্যারাম ছিল না যে সে তারকেশ্বরে যাইতে বাধ্য হয়। আমি কখন শুনি নাই যে সে তারকেশ্বরে গিয়াছিল।

নবীন এই সময়ে শ্বশুরকে বলিয়া উঠিল—ড্যাম, সব মিথ্যা বলছ।

শ্বশুর নবীন আমাকে বলে নাই আমি আর তেলী বউ এলোকেশী এবং মাধবের সঙ্গে কুঘটন করিয়া দিয়াছি। নবীনের দিদিমাও আমাকে বলে নাই। আমি গত কল্য কেন আসামী হইয়াছিলাম কিছুই জানি না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে তার কারণ বলেন নাই। আমি এক জন উকীল নিযুক্ত করিয়াছি, আমি আমার উকীলকে কিছুই শিখাইয়া দিই নাই। আমার উকীলের খরচ মাধব দেন নাই। আমার দুই হাজার টাকার ঘর-সম্পত্তি আছে। আমি মাধব গিরির সঙ্গে এলোকেশীর কুঘটন ঘটাইয়া দিয়াছি ইহা সত্য নহে। তেলী বউ কত টাকার

মানুষ আমি কিছুই জানি না। উমাচরণ চৌধুরী তেলীবউর খরচা দিয়াছে। মাধব তেলী বউর খরচা দিয়াছে কি না আমি জানি না। আমি টাকা জামিন দিই নাই, আমি লোক জামিন দিয়াছি। আমার স্ত্রী মন্দাকিনী ১০ দিন হল মরিয়া গিয়াছে। সে জ্বর বিকারে মরিয়াছে। সে আগে এই মকদ্দমার সাক্ষ্য দিয়াছিল।

সাক্ষী নবীনের শালী মুক্তকেশী, বয়স ১২ বৎসর।—আমি নবীনকে জানি। তিনি আমার ভগ্নী-পতি। আমার এলোকেশী নামে এক ভগ্নী ছিলেন। সে খুন হয়েছে। আমি খুন করিতে দেখি নাই, আমি তাঁহাকে ঘরের ভিতর মরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। আমি একখান বঁটী তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি, (হঁা এই খানা।) আমি এখানা রক্তমাখা ছিল কি না দেখি নাই। নবীন যখন দৌড়িয়া যাইতেছিলেন, আমি নবীনকে এই বলিয়া চেঁচাইতে শুনিয়াছিলাম, "দিদিমা গো তোমার এলোকেশীকে কেটে এলাম।" আমি সে সময়ে দিদিমার বাড়ী থেকে ঘরে আসিতেছিলাম। তখন সন্ধ্যাবেলা, মঙ্গলবারের দিন। আমি নবীনকে কেবল ঐ কথা বলিতে শুনিয়াছিলাম, নবীন তখন কোথায় ছিলেন জানি না, আমি ওকথা দুইবার শুনিয়াছি। শেষবারে যখন নবীন আমাদের বাড়ী আসেন আমার দিদিমার বাড়ীতে তিনি আর এলোকেশী ছিলেন, কয় দিন ছিলেন জানি না। পরদিন দারগা যখন আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন আমি নবীনকে দেখি নাই।

জেরাতে উত্তর করিল—আমার সঙ্গে নবীনের কখন ঝগড়া ছিল না। তিনি আমার জন্য কখন কিছু নিয়ে আসেন নাই। আমি যত দূর জানি আমার বাবার সঙ্গে নবীনের কোন ঝগড়া ছিল না। আমি তারকেশ্বরে কয় বার গিয়াছি মনে পড়ে না। আমি তারকেশ্বরের মহান্তকে কখন দেখি নাই। এক জন সত্য বলিতে ইচ্ছা করিয়া যদি মিথ্যা বলে, তাহার কি হয় আমি কিছুই জানি না। স্বর্গ কি, নরক কি আমি কিছুই জানি না। পাপ পুণ্য কাকে বলে আমি জানি। যে পাপ করে তাহার কি হয় জানি না। আমি তেলী বউকে জানি। এলোকেশী কখন আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন কি না আমার মনে পড়ে না। আমি কখন হাতী দেখিয়াছি কি না মনে পড়ে না। সাঁজতী ব্রত কাহাকে বলে আমি কখন জানিতাম না। মহন্তের হাতী আমাদের বাড়ীতে কি আমাদের বাড়ীর কাছে কখন আসে নাই, আমি বাড়ীর কাছে হাতীর কোন পায়ের দাগও দেখি নাই। আমার বাবা কি স্বামী কি আর কাহার সঙ্গে আমার ভগ্নীর দোষের সম্বন্ধে আমার কোন কথা হয় নাই। আমরা কখন কখন ইছাপুরে যাই। নবীন যখন আমার দিদিমার বাড়ী যান আমার মনে আছে। আমি তাঁকে এবং এলোকেশীকে দুই জনকেই আমাদের বাড়ী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহাদের মধ্যে কোন বিবাদ ছিল না আমার ভগ্নীর মৃত শরীর যে ঘরে দেখিয়াছিলাম, সেই ঘরে এই বঁটী থাকিত। যখন নবীন স্নানে যান আমি তখন তাঁহার সঙ্গে যাই নাই। বাবার সঙ্গে তেলী বউয়ের কোন কথা হইয়াছিল কি না আমি জানি না। আমার বাপ ধনীও নহেন, গরিবও নহেন। মহান্তের কাছ থেকে আমার বাবার কাছে কোন তত্ত্ব আসে না, মহন্তের বাড়ীতে কোন নিমন্ত্রণও হয় না। আমার কাণের গহনা বৈদ্যবাটীতে কেনা হইয়াছে। আমি তাহা পরিবার জন্য ইচ্ছা জানাইয়াছিলাম।

সাক্ষী নবীনের দিদিমা আনন্দময়ী দেবী।—আমি নবীনকে জানি, আমার দৌহিত্রী এলোকেশীকে সে বিবাহ করে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার বাড়ীতে সাঁজতী ব্রত হইয়াছিল। নবীন এলোকেশীর সঙ্গে আমার বাড়ীতে দুই দিন ছিল। মঙ্গলবারে নবীন নীলকমলের বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে আমাকে ভাত তয়েরি করিতে বলে। এলোকেশীর মরা খবর পেয়ে আমি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু এক জন বাগ্‌দী আমায় বারণ করিল। সেই অবধি আমি নবীনের কথা কিছু শুনি নাই। যখন নবীনের গলা শুনিয়াছিলাম তখন আমি খুব কাজে ব্যস্ত ছিলাম। নবীন এই রকম কথা বলে—দিদিমাগো তোমার এলোকেশীকে কেটে এলাম। আমি আর কিছু শুনি নাই। নবীন এবং তাহার স্ত্রীর কোন কথোপকথন আমি শুনি নাই, তাহাদের ভিতরে কোন ঝগড়াও আমি দেখি নাই। আমি এলোকেশীর মৃত শরীর কি বঁটী পরে আর দেখি নাই।

জেরাতে তিনি এই উত্তর করিলেন,—নবীন তাহার স্ত্রীর কুচরিত্রের কথা আমাকে বলে নাই। নীলকমলের উপর রাগ করে কোন কথা তাহাকে বলিতে শুনি নাই। আমার এখন মনে হচ্চে যে আমি নবীনকে বলিয়াছিলাম যে ওসব মিথ্যা জানিবে, ও কথায় বিশ্বাস করিও না। আমি মাজিষ্ট্রেটের কাছে বলি নাই যে নবীন তাহার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের কথা আমাকে বলিয়াছিল। আমি নীলকমলকে বলি নাই যে নবীন তাহার উপরে বড় রাগ করিয়াছে। আমি তেলী বউকে জানি। তার নাম থাক। আমি এলোকেশীকে এবং মুক্তকেশীকে থাকর সঙ্গে যাইতে দেখিয়াছি। আমার বাড়ী নীলকমলের বাড়ী থেকে দুই চারি বিঘা।

সাক্ষী রামধন চৌকিদার।—মুক্তকেশীর কান্না শুনে আমি নীলকমলের বাড়ী গিয়াছিলাম। আমি এলোকেশীর মৃত শরীর দেখিয়াছিলাম; আমি সেই শবের কাছে একখান বঁটীও দেখিয়াছিলাম। পরে আমি নবীনকে দেখিলাম তাঁহার কাপড়ে টাটকা রক্তমাখা। জেরাতে বলিল, নবীনের চোক্ হইতে সে সময়ে যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত অস্থির বোধ হইল।

রামকুমার চৌকিদার বলিল আমি নবীনকে কয়েদ করি। নবীন পালাবার চেষ্টা করিলে মাঠ দিয়া পলাইতে পারিতেন। তিনি কোন বাধা দিলেন না, আমাকে বলিলেন তুই আমাকে কয়েদ কর। তিনি তখন কাঁপছিলেন, তাঁহাকে পাগলের মত বোধ হইতে লাগিল।

সাক্ষী হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।—আমি নীলকমলের বাড়ী থেকে দুই রশি অন্তরে বাস করি। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আনন্দময়ী সাবিত্রী-ব্রত আরম্ভ, তাঁহা অনুরোধে আমি নিমন্ত্রণ করিতে যাই। নিমন্ত্রণীরা বলিলেন, আমরা নিমন্ত্রণে যাব না, "এলোকেশী এবং মহান্তের সঙ্গে গোল।" আমি আনন্দময়ীকে গিয়া সেই কথা বলি। তিনি আমাকে কিছু বলিলেন, আমি সেই সময়ে নীলকমলের বাড়ী গিয়া দেখি নবীন মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে, এবং শ্বশুরকে গালাগালি দিতেছে। আমি তার গায়ে হাত দিয়া দেখি গা গরম। সে বলিল "আমি মরিব। আমি শুনেছি মহান্তের সঙ্গে আমার স্ত্রী নষ্ট হইয়াছে, আমি এ সহ্য করিতে পারি না।" নীলকমল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি নবীনকে খানিকটা শান্ত করিলাম, এবং তাহাকে আনন্দময়ীর বাড়ীতে লইয়া গেলাম। সেখানে সে আনন্দময়ীকে বলিল, আমার ইচ্ছা নাই আমার স্ত্রী বাপের বাড়ী থাকে, যে কোন রকমে হয় তাহাকে এখানে আন। আনন্দময়ী নিজে গিয়া এলোকেশীকে লইয়া আসিলেন। নবীনকে ক্ষিপ্তের মত বোধ হইতে লাগিল। বেলা তিন চারিটার সময় আমি চলে যাই। ফিরিয়া আসিলে দেখি এলোকেশী শুইয়া রহিয়াছে। আমি নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম কেন তুমি উহাকে মারিলে? সে বলিল এলোকেশীর নামে অপবাদ শুনিতেছি। আমি চলিয়া যাবার আগে নবীন তাহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কী বেহারা চাহিতেছিল।

জেরাতে বলিলেন,—নবীব বেহারা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, পাইল না। সে কলিকাতা যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিল, কিন্তু লোকে শ্বশুর বাড়ী থাইয়া যাইতে বলায় প্রথমে সে আপত্তি করিল, পরে আমার উপরোধে গেল। ডুলী প্রস্তুত। আমি ইহার আগেও নীলকমলের বাড়ী যাইতাম। নবীনকে তাহার বিবাহ অবধি জানি। নবীন অত্যন্ত তেজাল লোক। তার স্ত্রীর সঙ্গে বরাবর সদ্ভাব ছিল। এলোকেশীর মন্দ হওয়া শুনিয়া অবধি তার মন যেন ঠিক ছিল না।

সাক্ষী নবীন তাঁতী।—আমি সীতানাথ ময়রার দোকানে বসিয়াছিলাম, নবীন সেই সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কবে এসেছেন, তিনি বলিলেন কাল্‌কে। তিনি চলিয়া গেলেন, ফের আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এর মানে কিছু বলিতে পার আমার শ্বশুর আমাকে তেলীপাড়, ময়রাপাড়া, কি গ্রামের কোন জায়গায় যাইতে নিষেধ করিলেন?" আমি বলিলাম ইহার মানে আছে, কিন্তু আমি এখানে বলিতে পারি না, এখানে পুলিসের লোকেরা রহিয়াছে উহারা শুনিতে পাইবে। এ গোপন কথা, এখানে বলা যায় না। তখন আমি তাঁহাকে এক ধারে লইয়া গিয়া খুলিয়া বলিলাম। "ও সব তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে, তিনি কি এখানে আছেন? তুমি তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাও।" তিনি বলিলেন ব্যাপার কি? " আমি বলিলাম গ্রামে শুনি-

রাছি সে খারাপ হইয়াছে, এবং সে তারকেশ্বরে যায়। এই কথা শুনে তিনি অত্যন্ত রেগে উঠিলেন, এবং চোক্ দিয়া যেন রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

বিচারপতি প্রিন্‌সপ সাহেব শেষে নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি তোমার স্ত্রীকে খুন করিয়াছ?" নবীন উত্তর করিল আমি শুনিয়াছিলাম যে আমার স্ত্রীকে কুচরিত্র করিয়াছে, কিন্তু আমি জানি না যে আমি তাহাকে নিজে খুন করিয়াছি কি না, কিন্তু শুনিতে পাই আমিই খুন করিয়াছি।

সমস্ত সাক্ষীর কথা শুনিয়া জুরিরা কিরূপ বিচার করিয়াছিলেন আমরা গত বারে সুলভে সংবাদ দিয়াছি। জজ সাহেব তাঁহাদের রায়ে না মেলাতে নবীনকে নিয়া এখন হাইকোর্টে টান পড়িয়াছে, সেই খানে শেষ বিচার হইবে পাঠকগণের বিচারে কি বোধ হয় তাহারা মনে মনে বরুন।

বৃন্দাবন তীর্থ।

বৃন্দাবন বৈষ্ণবদিগের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা চৈতন্যের পূর্ব্বে ইহা তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না, শ্রীমৎ ভাগবত গ্রন্থে ইহা লিখিত ছিল এইমাত্র। চৈতন্যের আদেশ অনুসারে রূপ সনাতন এই তীর্থ প্রকাশ করেন। বৃন্দাবনে গমন করিলে কোন্ কোন্ স্থান দেখা কর্ত্তব্য, আমরা তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি। মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, রাধাকুণ্ড, কুসুমসরোবর, গিরিগোবর্দ্ধন।

পূর্ব্বে বহু কষ্টে বৃন্দাবনে যাইতে হইত, এখন রেল গাড়ীর সুযোগে অনায়াসে অল্প সময়ে যাওয়া যায়। পশ্চিমের গাড়ী চড়িয়া পথের মধ্যে একবার কাশী প্রয়াগ দেখিয়া একেবারে আগ্রায় নামিবে। আগ্রায় নামিয়া তখনই বৃন্দাবনে যাত্রা উচিত নহে। কারণ আগ্রার তাজবিবি দেখা জীবনের একটী প্রধান কার্য্য। তাজবিবি কি পদার্থ তাহা বর্ণনা করিলে বুঝিতে পারিবে না। গতবারে ছুটির সুলভে আমরা তাহার সামান্য পরিচয় দিয়াছিলাম। সামান্য শ্বেত পাতরের একটা কিছু দেখিলে তোমরা কত আনন্দ প্রকাশ কর। তাজবিবি সেই শ্বেত পাতরের প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির। তাজ দেখিয়া গাড়ী করিয়া মথুরায় গমন কর। মথুরায় উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডা আসিয়া তোমাকে ধরিবে এবং তোমার নাম লিখিয়া লইবে, সেই পাণ্ডার সঙ্গে সমস্ত বিষয় দর্শন করিবে। কৃষ্ণের জন্মস্থান, বসুদেব ও দেবকীর কারাগার, কংস বধ স্থান, বিশ্রাম ঘাট, ধ্রুবঘাট মথুরানাথের বাটী এই গুলি দেখিবে।

মথুরা অতি প্রাচীন স্থান। শাস্ত্রে আছে, মথুরা মধুবন নামে একটী প্রকাণ্ড বন ছিল। পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা ধ্রুব পঞ্চম বর্ষ বয়সে এই বনে তপস্যা করিতেন। এখন সেই স্থানের নাম ধ্রুবঘাট। ধ্রুব ঘাটে ধ্রুবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে ধ্রুব ভগবানের পূজা করিয়াছিলেন, এখন লোকে তাঁহাকে পূজা করে।

ধ্রুব ঘাটে মথুরা তীরে গমন করিয়া তুমি বানর ও কাছিম দেখে অবাক্ হবে। বানর গুল অত্যন্ত দুষ্ট। তুমি যদি তাহাদিগকে কিছু খাইতে না দেও, তাহারা তোমার বোচ্‌কা কাড়িয়া লইয়া গাছে উঠিবে। কিছু খাবার দিলেই তোমার জিনিষ তোমাকে ফেলিয়া দিবে। জলের প্রতি দৃষ্টি করিলে কেবল কাছিমই দেখিবে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কচ্ছপে জল পরিপূর্ণ, তুমি যদি ভীরুস্বভাব হও তবে সাহস পূর্ব্বক জলে নামিতে পারিবে না, ঘটি করিয়া জল লইয়া স্নান করিবে। কিন্তু সেখানকার লোকে কাছিম ঠেলিয়া স্নান করে।

মথুরার দেবালয়ের মধ্যে মথুরানাথের বাটীই প্রধান, এখানে প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজিতেছে, গায়কে গান করিতেছে। দেবালয়ে প্রবেশ মাত্র শরীর পুলকিত হয়। স্ত্রী লোকেরা যখন গলবস্ত্র হইয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে করযোড়ে মথুরানাথের স্তব করে তাহা দেখিয়া সকলেরই হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন তিন ক্রোশ। বৃন্দাবন এখন বন নহে অট্টালিকাময়। তথাপি বৃন্দাবনের স্থানে স্থানে দেখিতে অতি মনোহর।

গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন বৃন্দাবনে এই তিনটী দেবালয় প্রধান। নিধুবন, নিকুঞ্জ বন, গভীরবন, রাস স্থলী, বস্ত্র হরণ স্থান, কেলীকদম্ব, কালীদহ ব্রহ্মকুণ্ড, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হরিদাসের সমাধি স্থান, সনাতনের সমাধিস্থান, ব্রহ্মচারীর দেবালয়, লালাবাবুর দেবালয়, সাহাজীর বাটী, সেঠের বাগান, এই কয়েকটী স্থান প্রধান দৃশ্য। বৃন্দাবন বৈষ্ণবময়। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল এই বৃন্দাবনে মদ্যমাংসের দোকান নাই। কিন্তু অনেকে সিদ্ধি, গাঁজা, আফিং প্রচুর পরিমাণে সেবন করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এক এক জন ভক্ত বৈষ্ণব দেখিয়া মন আনন্দে পূর্ণ হয়। তাঁহারা যখন দীন হীনের মত নিতান্ত দৈন্য ভাবে করযোড়ে হরিনাম গান করিতে করিতে চক্ষের জলে বক্ষ স্থল ভাসাতে থাকেন, তখন নিতান্ত পাষণ্ডের মনও গলিয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ বৈষ্ণবই দুশ্চরিত্র। বৃন্দাবনে ব্যভিচার দোষ এত অধিক যে তাহা প্রকাশ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। যে চৈতন্য স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করাকেই মহাপাপ বলিয়া উপদেশ দিতেন, এখন তাঁহারই শিষ্যগণ স্ত্রীলোককেই ধর্ম্ম সাধনের উপায় বলিয়া উপদেশ দিতেছে। সহজে, নেড়া, বাউলে, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বৃন্দাবন পরিপূর্ণ। চৈতন্যের উপদেশের সহিত ইহাদের জীবনে কিছু মাত্র মিল নাই। যে দুই এক জন ভাল বৈষ্ণব মধ্যে মধ্যে দেখা যায় তাঁহারা বৃন্দাবনের কুরীতির জন্য বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোন বনে নির্জ্জনে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করেন।

গোকুল মথুরার অপর পারে। যমুনার তীরেই গোকুল। গোকুল সামান্য পল্লীগ্রাম, গ্রাম খানি দেখিতে অতি নির্জ্জন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেন গোস্বামীগণ সেখানে দেবালয় করিয়াছেন। বহু সংখ্যক গাভী দেবালয়ের অধীন আছে। সেখানকার লোকের সংস্কার যে এখনও কৃষ্ণ বলরাম ঐ সকল গাভীদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এজন্য তাহাদিগকে কেহ প্রহার করে না। গোকুলের দেবালয়ের নিকট কতকগুলি বালিকা যাত্রীদিগকে পয়সার জন্য অত্যন্ত বিরক্ত করে। গোকুল হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে মহাবন। এই মহাবনে নন্দ ঘোষের প্রস্তরময় প্রাচীন বাটী আছে। লোকে বলে এখানেই কৃষ্ণ বলরাম প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহার নিকট ভগ্ন যমলার্জ্জুন বৃক্ষ আছে। কৃষ্ণ বাল্যকালে এই বৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন ইতিহাস ঘটিত বিষয় দেখিলে মনে অপার আনন্দ উদয় হয়। নন্দ ঘোষের প্রস্তরময় বাটী দেখিয়া বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইংরাজেরা স্থির করিয়াছেন যে বাটীটী প্রায় ৫০০০ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুইটী পুষ্করিণী। এই স্থানে ভরতপুরের রাজার অতিথিশালা প্রকাণ্ড ব্যাপার।

রাধাকুণ্ড হইতে গোবর্দ্ধনে যাইতে পথি মধ্যে কুসুম সরোবর। এই স্থানটী অতি মনোহর। বহুদূর বিস্তৃত তমালবন। বন দেখিয়া বোধ হয় যেন কেহ এখনই পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে। সেই বনে সহস্র সহস্র ময়ূর ময়ূরী হরিণ হরিণী দলে দলে মনের আনন্দে ভ্রমণ করিতেছে। এখান হইতেই গোবর্দ্ধন গিরির আরম্ভ হইয়াছে। গোবর্দ্ধন সামান্য পাহাড় মাত্র, দুই শত হস্তের অধিক উচ্চ নহে। গোবর্দ্ধনে একটী প্রস্রবণ আছে। সেই প্রস্রবণ হইতে একটী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, এই নদীর নাম মানস গঙ্গা। এখানে অনেক দেবালয় স্থাপিত হইয়াছে। ভরতপুরের দেবসেবা প্রধান। গোবর্দ্ধনে অনেক গুলি বৈষ্ণব আছেন। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সাধুভক্ত। ভক্ত বৈষ্ণব সচ্চরিত্র হইলে কিরূপ মনোহর শোভা হয় তাহা ইহাঁদিগকে দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হয়। দুঃখের বিষয় কয়েকজন প্রকৃতি উপাসক দুশ্চরিত্র সহজে বৈষ্ণব আসিয়া গোবর্দ্ধনের শান্তিভঙ্গ করিয়াছে।

চোরের বুদ্ধি।

খুলনীয়ার অন্তর্গত দেলুটী থানার এলাকাধীন সাহাপাড়া নামক এক গ্রামের কয়েক জন জেলে কলিকাতায় মৎস্য বিক্রয় করিয়া ১২ শত টাকার সহিত নৌকায় বাটী আসিতেছিল। পথে চোরেরা টের পাইয়া পেছনে লাগে। জেলেরাও সাবধানে থাকিয়া নিরাপদে বাটী পৌঁছে। চোরেরা অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে, এই ভয়ে তাহারা তৎক্ষণাৎ টাকা গুলি এক সামান্য মহাজনের নিকট দেয়, তাহার একটী স্ত্রী ভিন্ন অপর পরিবার নাই মহাজন টাকা বাক্সে না রাখিয়া মাটীতে পুঁতিয়া রাখে। চোরেরা সিদ দিয়া ঠিক টাকার নিকট যায়। এমত সময় মহাজনের স্ত্রী জাগিয়া উঠে ও চোরকে ধরিয়া চিৎকার করে। তাহার স্বামী জাগ্রৎ হইয়া চোরকে ধরিল। প্রতিবাসীরাও ৪।৫ জন আসিয়া উপস্থিত হইল। চোরকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়া উঠানের মধ্যে একটা বাঁশে বাঁধিয়া রাখিল। সকলেই চোর লইয়া আমোদ করিতেছে। ঘরে কেহই নাই। ইত্যবসরে চোরের অপর সঙ্গীরা ঘরে প্রবেশ করিয়া টাকা গুলি আত্মসাৎ পূর্ব্বক

বাহিরে যায়। কেবল এক জন মাত্র ঘরে থাকিয়া একটী চিৎকার করে। তখন বাহিরের লোকেরা ঘরে আরও চোর আছে জানিয়া সর্ব্বশেই ঘরে প্রবেশ করে। সুতরাং উঠানে লোক একটী মাত্র রহিল না। ঘরের চোর চক্ষুর নিমিষে বাহির হইয়া আবদ্ধ চোরের বন্ধন কাটিয়া দিয়া সকলেই পলায়ন করিয়াছে। কি প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব। "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা।"

আমোদ।

একজন কেরাণী এক সাহেবকে গালি দিলেন, তুমি জাঁটকুড়। সাহেববাঙ্গালা বিলক্ষণ বুঝিতেন, তিনি কেরাণীকে বলিলেন তুমি কুড়ি কুড়, তুমি পঞ্চাশ কুড়, তুমি দশ কুড়।

এক জন ফরাসী গোরা পাঁচটী আধুলি চুরি করাতে তাহার ফাঁসির হুকুম হইল। তাহার মাহিয়ানা প্রতিদিন ।০ আনা ছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ এই বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন, তুই বাবু ৫টী আধুলির জন্য প্রাণের মায়া কি রকমে ছাড়িলি? সে উত্তর করিল আজ্ঞা আমি ১টী সিকির জন্য প্রতিদিন প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। সৈন্যাধ্যক্ষ তাহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

সংবাদ।

হিন্দু স্কুলের হেড মাষ্টার ভোলানাথ পালের ভাইএর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর শব তাঁহার বাড়ীর পশ্চাতের পুষ্করিণীতে পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তার নীলমাধব হালদারেরপুত্র এবং বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাই যে জাহাজে বিলাত যান তাহা সিলোনের সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। জাহাজের এক জন নাবিক ছাড়া আর সকলেই প্রাণে বাঁচিয়াছে। যুবকেরা ভয় না খাইয়া আর এক খানি জাহাজে চড়িয়া বিলাতে রওনা হইয়াছেন।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন—প্রেসিডেন্সী কলেজের একটি ল ক্লাশের ছাত্র এক বৎসরের মধ্যে অনেক দিন অনুপস্থিত ছিলেন! পাছে পরীক্ষা দিতে না পান, এই আশঙ্কায় "আমার কত দিন কামাই হইয়াছে দেখিব" বলিয়া কলেজের এক জন কেরাণীর নিকট হইতে রেজষ্টর চাহিয়া লইয়া তাহার মধ্যে কতক গুলি 'এ' কে 'পি' করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধ্যাপক মিলেট সাহেব এক দিন রেজেষ্টরি করিতে গিয়া এরূপ দেখিলেন এবং টনি সাহেবকে জানাইলেন টনি সাহেব বিশেষ তদন্ত করিয়া জানিলেন। যে সেই ছাত্রই ইহা করিয়াছে। তিনি তাহাকে এক বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

খুন করিয়াছিল বলিয়া বিলাতে এক জন কাণার ফাঁসী হইয়াছে।

হাইকোর্টের যে কেরাণী নথির কাগজ হইতে চুরি করিয়া এক খানি দলিল বাহির করিয়া লইয়াছিল তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাবাস হইয়াছে।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন—ঢাকায় তাঁতি বাজারের হরিচরণ নামক এক ব্যক্তি জিন্দাবাহারের গলীর পথের ধারে রঙ্গের দোকান করিত। সে প্রতিদিন বাটী হইতে আহার করিয়া দোকানে আসিয়া শয়ন করিত। তাহার চাকরও রাত্রিতে দোকানে থাকিত। ১৪ই ভাদ্র রাত্রিতে সে খুন হইয়াছে। তাহার চাকর বা অংশীদার সে রাত্রিতে দোকানে আসে নাই। ঢাকায় মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড হইতেছে।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ষ্টেসনে নামিলে বাবুদের জন্য একখানি রথ গাড়া হয়, যাঁহারা চলিতে অশক্ত অথবা যাঁহাদের সঙ্গে পরিবার থাকে, তাঁহারা সেই রথ অগত্যা ভাড়া করেন; রথ খানি পথ মধ্যে ভগ্ন হইয়া এক দিন ভয়ঙ্কর হত্যা কাণ্ডের সম্ভব। আমরা স্থানীয় মিউনিসিপালিটির সভাদিগকে অনুরোধ করি এরূপ গাড়ি তাঁহারা কোন মতেই চলিতে দিবেন না।

গাজীপুরের এক জন প্রধান উকীল সেক মহম্মদ খান তাঁহার এক চাকরকে একবার গালি দেন, এবং আর এক দিন জুতা প্রহার করেন। দুরাত্মা এই সামান্য দোষে গত ২৪এ শ্রাবণ রাত্রিতে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া তলয়ারের এক ঘায়ে খুন করিয়াছে। তাঁহার অন্য দুই জন ভাই সেই ঘরে শুইয়াছিলেন তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরে রাত্রি ৪ টার সময় তাঁহাকে নমাজে ডাকিতে গিয়া বিছানা রক্তারক্তি এবং তাঁহার মৃত শরীর দেখিতে পান। চাকর নিজেই দোষ স্বীকার করিয়াছে। যার কাছে তাহার টাকা কড়ি থাকিত সে চাকরকে তলয়ার দেয়। বিচারে দুই জনেরই ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

প্রেরিত।

সীতাকুণ্ডের মহন্ত।

মহাশয়! গত ৪ঠা ভাদ্র তারিখের সুলভ পাঠে অতীব দুঃখিত হইয়াছি। বাবু আনন্দচন্দ্র দাস নামে যে এক ব্যক্তি সীতাকুণ্ডের মোহন্ত কিশোর বন বাবাজির প্রিয়পাত্র হইবার আশায় অযথা বাক্য প্রকটন করিয়াছেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা উক্ত মহন্ত বাবাজির বিষয় ভাল মন্দ যত দূর জানি অন্য কোন ব্যক্তি ততদূর জানিবার সমর্থ নহে। উক্ত বাবাজিকে অপব্যয়ী, সুখবিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং খোসামদপ্রিয় বলিলেই তাঁহার গুণের ব্যাখ্যা কতক পরিমাণে শেষ হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের অতিশয় বিশ্বাস্য দৃঢ়ীভুত প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ চট্টগ্রাম জেলার ডিঃ মেঃ শ্রীযুক্ত ভগবদ্বন্ধু বাবুর রিপোর্ট; দ্বিতীয়তঃ সীতা কুণ্ডের পূর্ব্বকার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন দাসের রায়।

উক্ত মহন্তের দেয়ান উপাধিধারী শম্ভুচন্দ্র নামে এক ব্যক্তির দুইটী কন্যা আছে, জ্যেষ্ঠের নাম সাবিত্রী এবং কনিষ্ঠার নাম যশোদা; কনিষ্ঠার পতি গণেশ কনষ্টাবল বর্ত্তমান। সে তাহার স্ত্রী যশোদাকে স্ত্রীত্বে হাজির করণার্থ অত্র আদালতে নালিস করে। সকল বিপক্ষ দল বিবাহই এককালে অস্বীকার করে। বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া মুনসেফ বাবু স্বয়ং জ্ঞাত ছিলেন। কাযে কাযেই তিনি গণেশের দাবী ডিক্রী দেন এবং রায়েতে মুনসেফ বাবু যে রস উদ্দীপক পদ ব্যাখ্যা করেন তাহা লোক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন।

একান্ত বাধ্য
উক্ত বাবাজির একজন পাণ্ডা।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

যাঁহারা সেপ্টেম্বর মাসের "মাসিক সুবার্বন টিকিট" ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি অক্টবরের জন্য ৭ই অক্টবরের পর সেই টিকিট ক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিমিত্ত মূল্যের তৃতীয়াংশ বাদ দেওয়া যাইবে, অন্য লোকদিগকে চতুর্থাংশের এক অংশ বাদ দেওয়া যাইবে।

৭ই তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে টিকিট লইলে সম্পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

এজেন্সির হুকুমানুসারে,
ডবলিউ, এইচ, রাশেল।

কলিকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩।

রায় কোম্পানি।

লক্ষ্ণৌ

ভাল ভাল হরেক রকম কাপড় এবং ইংরাজ ও বাঙ্গালীর উপযোগী নানাবিধ সামগ্রী এবং মদ ব্যতীত যাহার যাহা প্রয়োজন আমাদিগের এখানে অতি সুলভ মূল্যে পাইবেন।

৺ কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শ্রীযুত প্রসন্নকুমার চৌধুরী কোম্পানি "নিউ মেডিকেল হল প্রেস" নামে একটী ছাপাখানা সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং ঐ ছাপাখানায় ছোট বড় নানা প্রকার ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর, ও পারসী অক্ষর আছে, তদ্দ্বারা অল্প মূল্যে ও উত্তম রূপে ছাপা হইয়া থাকে। যে কোন ব্যক্তি পুস্তক, বিল, টিকিট, নকসা ইত্যাদি ছাপাইতে ইচ্ছা করেন পত্র লিখিলে অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইলে দর জানিতে পারিবেন। আরো তাঁহাদিগের ঔষধালয়ে ইং ঔষধ ও বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সুলভে বিক্রয় হইয়া থাকে। "সুলভ পত্রিকার" ১২৯,১৩১,১৩৩,১৩৫,১৩৯,১৪১ নং দেখিবেন। ইতি

পুরাতন জ্বর, পালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর ইত্যাদি জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক ঔষধ কলিকাতার ২৮৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে পাল এণ্ড কোং র ঔষধালয়ে প্রস্তুত আছে, মূল্য ১টাকা মাত্র।

এই পত্রিকা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ ২ নং বাটী ইণ্ডিয়ান মিরারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
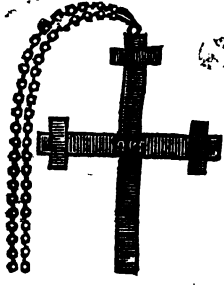
ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশূনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রুত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী ॥

৯ সংখ্যা ২১ শ্রাবণ শকাব্দা ১৭৬৯। সন ১২৫৪ সাল ইং ৫ জুলাই ১৮৪৭ সাল মূল্য ।০ আনা

MORAL MAXIMS.

"Shun ambition and vain glory, because they for the most part excite envy."

"Those who have suppressed ambition and vanity by the power of reason, would do well to avoid any share in the management of public affairs; taking warning by many eminent persons, who having made trial thereof, have escaped as out of a storm."

"The lust of power is the most flagrant of all the affections of the mind."

"The ambitious person lodges his happiness in the fancy of another; but the man of understanding depends upon himself."

প্রথম কালাবধি এতদ্ভূমণ্ডল যাবৎ হিন্দুরাজার দিগের অধীনে ছিল তাবৎ রাজ শাসন জন্য হিন্দ ধর্ম্মের প্রতিকূলতাচরণে কাহারও ক্ষমতা ছিল না সুতরাং তৎকাল জাত মনষ্যেরদের বেদোদিত কর্ম্মকাণ্ড যাগ যজ্ঞ ও প্রতিমা পূজার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল পরে অস্মদাদির দৌর্ভাগ্য বশত এতদ্ধরণী যবন রাজারদিগের হস্তগতা হওয়াতে ক্রমশ হিন্দুধর্ম্মের বিপরীতানুষ্ঠান হইতে লাগিল যেহেতুক বিধর্ম্মি যবন জাতীয়েরা রাজ্যাধিকারী হইয়া হিন্দুধর্ম্ম বিলোপার্থে রাজবল প্রকাশ করত অনেকের জাতি নষ্ট এবং অনেকানেক দেবাল য়াদি ভগ্ন করিয়াছিল এরূপে যবনাধিকারে হিন্দু ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হয় যদিও যবনেরা চির বিধর্ম্মী ছিল বটে, তথাপি তাহারা ধর্ম্ম বিষয়ক বিশেষ কোন হানি করিতে পারে নাই অধুনা খ্রীষ্টিয়ান রাজ্যাধিপতির শুভাগমনে পাদ্রি সাহেবেরা পাঠশালা স্থাপন দ্বারা ইউরোপীয় নীতি ও দর্শন জ্যোতিষ, ভূগোল, শিল্প ও পদার্থ বিদ্যা এবং ধর্ম্মোপদেশ বিস্তারিতরূপে প্রদান করায় হিন্দুবালকদিগের স্বীয়ধর্ম্মের প্রতি ক্রমে২ বৈরক্তি হইয়া আহার ব্যবহারের বিচার বিলোপ হইতেছে যখন এরূপ সরলা সরণীতে তাঁহারা আরোহণ করিতে লাগিলেন তখন আর পৌত্তু লিক ধর্ম্মঘটিত জাতি প্রভেদ ও ক্লেশকর উপাসনায় কেন মনের প্রবৃত্তি হইবেক এতদবস্থাপন্ন ইংলণ্ডীয় বিদ্যানুরাগি সুশিক্ষিত বালকেরা কোন ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া শুদ্ধ নাস্তিকের মত প্রকাশ করিতে থাকেন কিন্তু বয়োধিক হইলে যাহারদিগের ক্রমে২ ধর্ম্মভয় উপস্থিত হয় তাঁহারা পরস্পর ধর্ম্মের সত্যতার অনুসন্ধানে যে ব্যাকুল হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি সুতরাং এরূপ সংশয়াপন্ন ব্যক্তিরা খ্রীষ্টিয়ান ও হিন্দুধর্ম্মের পরস্পর সত্যাসত্যের বিচারে প্রবর্ত্ত হইয়া আদৌ পৌত্ত লিক উপাসনার অনাদর সূচক সজাতীয় বান্ধব দিগের স্থাপিত কালানুযায়ী ব্রাহ্ম ধর্ম্মে যে আদর করিবে তাহা স্বাভাব সিদ্ধই বটে, ফলে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যখন ধর্ম্মালোচনায় প্রবর্ত্ত হন, তখন তাঁহারা ধর্ম্ম পুস্তকের সত্যাসত্যতার বিচার কালীন স্বীয়াভিপ্রায়ে ঐ গ্রন্থের কতক লিপি গ্রহণ করিয়া নিরস্ত থাকেন না, বরং তাহার ধারা

বাহিক লিপি প্রতি বিবেচনা করিয়া ঐ ধর্ম্ম যে ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহা প্রতিপন্ন হয় কি না এরূপ অনুসন্ধান করেন, এরূপ বিচারস্থলে ব্রাহ্মের দিগের স্থাপিত ধর্ম্মের যুক্তির প্রতি তাঁহারদিগের আদর হওয়াই সুকঠিন কারণ ইহাঁরা বেদ শাস্ত্রের সমুদয় ভাগ মান্য না করিয়া অভিপ্রায় মত কিয়দংশ গ্রহণ করেন এবং বেদ যে রূপে প্রচার হয় তন্নিদর্শক পুরাণ ইতিহাসাদির লিপি গ্রাহ্য করেন না সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে মনুষ্য রূপ স্বীকার করিয়া কহেন যে আদি মনুষ্য দ্বারা যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহাই ঈশ্বরাজ্ঞা বেদ, অথচ সেই ঈশ্বরকে বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার বিশিষ্ট স্বীকার করেন না ইহাতে বেদ যে ঈশ্বরাজ্ঞা তাহা কি মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে বরং প্রাচীন হিন্দুরা বেদ শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে ইহাই স্বীকার করেন যে স্বয়ং ঈশ্বর ব্রহ্মারূপে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন আর কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি যে ব্রাহ্মেরা দ্বেষ করেন তাহাও ঐ বেদানুসারে ব্রহ্মোপাসনার সোপান স্বরূপ লিখিত হইয়াছে ইহা ব্যতীত তাহার নিষেধ বা তদ্দ্বারা অধর্ম্মানুষ্ঠান হয় এমত লিপি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের রূপাদি ধারণের প্রস্তাব বেদশাস্ত্রে প্রতিপন্ন হওয়াতেও কূট যুক্তিদ্বারা ব্রাহ্মেরা শক্তিমন্তের শক্তিহীন করিয়া ঐ লিপি রূপকত্বে ব্যাখ্যা করিলে তাহা কে গ্রহণ করিবেক, হে বিজ্ঞপাঠক মহাশয়েরা আষাঢ়ীয়া সত্যসঞ্চারিণী পত্রী দৃষ্টি করিলে ইহাঁরদিগের কুযুক্তি সকল বিশেষ রূপে বিজ্ঞাত হইতে পারিবেন, নব্য ব্রাহ্মধর্ম্মের এরূপ অযুক্তিদৃষ্টে ইংরাজী বিদ্যানুরাগি সুশিক্ষিত যুবকেরা যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অনুগামী হইবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। অপূর্ব্ব যুক্তি কারকেরা লেখেন যে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যেরূপ সৃষ্টি প্রচার হইয়াছে সেইরূপ তাঁহার ইচ্ছায় শাস্ত্র প্রকাশ হয়, ইহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কোনমতে শ্রদ্ধাকরিতে পারাযায় না কেননা এই অচিন্তনীয় বিশ্বসংসার রচনা মনুষ্য দ্বারা কদাচ সম্ভব হইতে পরে না, সুতরাং সৃষ্টি প্রতি ঈশ্বরেচ্ছাকে কারণ মান্য করিতে হয় কিন্তু মনুষ্যসাধ্য শাস্ত্র রচনা প্রতি ঈশ্বরেচ্ছাকে কারণ মানিবার কোন প্রয়োজন নাই, অতএব বেদ শাস্ত্রকে ঈশ্বরাজ্ঞারূপে বিশ্বাস করিতে হইলে ঐ শাস্ত্রের সত্যতার প্রতি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অবশ্য মান্য করিতে হইবে, কারণ প্রত্যাদেশভিন্ন অর্থাৎ (ইন্দ্রিয় দ্বারকে অপেক্ষা না করিয়া) ঈশ্বরাজ্ঞা যদ্যপি আমারদিগের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে ইন্দ্রিয়াধীনে আমারদিগের সৃষ্টি করিতেন না, যখন পরম দয়াবান্ পরমেশ্বর আমার দিগকে এমত ইন্দ্রিয়াধীন করিয়াছেন, যে তৎ সহায়তা ব্যতীত আমরা কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিনা, তখন আমার দিগের পরিত্রাণার্থে ইন্দ্রিয় গোচর কোন প্রত্যাদেশ ভিন্ন আপন আজ্ঞা কিরূপে জানাইতে পারেন যদ্দ্বারা সকলের মনে সেই আজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে পারে, আর ঈশ্বরের অবয়ব ধারণ কারার বিষয় যাঁহারা আশ্চর্য্য বোধ করেন তাঁহারদিগকে এই জিজ্ঞাসা করি যে পরমেশ্বর কিজন্য বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, এবং সৃষ্টি রচনা না করিলেই বা তাঁহার কি হানি ছিল, যদি বলেন ঈশ্বর কিজন্য এই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমরা জ্ঞাতনহি, তবে ইহাও বিবেচনা করা উচিত হয় যে তিনি কিজন্য অবতার হইয়াছিলেন তাহাও অস্মদাদির দুর্বিজ্ঞেয়, আর যদিকহেন পরমেশ্বর লীলাকরণেচ্ছুক হইয়া এই অনন্ত বিশ্বের উৎপাদন করিয়াছেন, তবে লীলা করণেচ্ছুক পরমেশ্বর মনুষ্যের ত্রাণের নিমিত্ত যে অবতার হইয়া ছিলেন ইহার প্রতিষেধ কিসে হইতে পারে। যদিবল যে পরমেশ্বর অদ্য এক স্থানে পর্ব্বত কল্য অন্য স্থানে বন নির্ম্মাণ করেন নাই, ইহা অত্যন্ত অযুক্তি কেননা এককালীন সমুদয় সৃষ্টি হয় নাই তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা "আকাশাৎ বায়ু বায়োরগ্নিঃঅগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথ্বী ইত্যাদি" অতএব নিশ্চয় জানিবেন যে পরমেশ্বর কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত বাধ্য না হইয়াও অকারণে এই বিশ্ব রচনায় ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাঁহার শরীর ধারণ করা কেন আশ্চর্য্য হইবেক, ইহাঁরা যদিও বেদকে ধর্ম্ম শাস্ত্র বলেন তথাপি তাহার সমুদয় লিপি রূপকত্বে নির্ণয় করিয়া বেদার্থের ব্যপদেশ ও পোষককারি সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রকে কল্পিত বলিতে অপেক্ষা করেন না

একারণ নব্য যুবকেরা অভিনব ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের পোষকতা করিতেছেন, যেহেতু বেদোক্ত সৃষ্টি প্রচারের লিপি ও তৎ পোষক পুরাণাদি শাস্ত্রকে মান্য না করিলে ঈশ্বর আজ্ঞা যে বেদ তাহা প্রমান হইতে পারে না এবং মনু ও ব্যাসদেবের লিপির কিয়দংশ সত্য ও কিয় দংশ মিথ্যা কহিলে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয় না, ইহা ৭ সংখ্যক পত্রিকায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি, এবং যাজ্ঞবল্ক্যাদি, প্রমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যথা “ পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি মিশ্রিতা। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্যচ চতুদর্শইতি” এইরূপ শাস্ত্র পোষক ভিন্ন কোন মতে বেদের মত রক্ষা হইতে পারে না, ইহা হিন্দু মাত্রেই শ্রদ্ধা করেন বিশেষত অস্মদাদির মত বিরোধী খ্রীষ্টি য়ানেরাও এযুক্তিকে অনাদর করিতে পারেন না ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া যে বেদ মান্য করেন, সে মৌখিক, বাস্তব ইহাঁরদিগের যুক্তির দ্বারা এই বোধ হইতেছে যে ইহাঁরা, চার্ব্বাক বাদির ন্যায় স্বভাবকেই বলবান করিয়া মানেন, অতএব স্বভাববাদির মতকে কেহই গ্রাহ্য করে না,—বেদ শাস্ত্র মতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরমেশ্বর সাকার নিরাকার উভয়াত্মক, বাস্তব তিনি সাকার হইতে নিরাকার কি নিরাকার হইতে সাকার ইহার নির্ণয় শাস্ত্র বেত্তারাও করিতে পারেন নাই কারণ বেদে লেখে“ যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ” তৈত্তিরীয়া শ্রুতিঃ যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থা হইয়া নিবৃত্তা হন। নিরাকার বাদি মহাত্মারা কহেন যে পর মেশ্বর সাকার রূপ হইলে তাঁহার জনক জননীর অপেক্ষা করে যেহেতুক রূপ বিশিষ্ট হইলে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম ব্যতীত তাঁহার উৎপাদন হয় না ইহাতে তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা যাঁহার প্রমাণ তাঁহারদিগের আদরণীয় উপ নিষদে বিস্তারিত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে ও যাঁহা কে তাঁহারা আদি মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহার জন্ম কিপ্রকারে হয় ও তাঁহার জননীই বা কে, অর্থাৎ কোন্ স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমে তিনি উৎপন্ন হয়েন, বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারা অগ্রে তাহাই প্রমাণ করুন, নচেৎ জনক জননীর অভাবে যদি তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে এমত শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয় তবে তাঁহাকে ঈশ্বরাংশ ব্যতীত মনুষ্য বলা কোন অংশেই যুক্তি সিদ্ধ হয় না, হে ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরতত্ত্বে উপহাস জনক লিপি প্রকাশ করিয়া কেন বিদ্রূপের আলয় হইতেছ প্রিয় বন্ধু গণেরা নিশ্চয় জানিবেন, যে ঈশ্বরের অবতারের প্রতি কারণ তাঁহার ইচ্ছা, জনক জননী তৎ প্রতি কারণ নহে, যেহেতুক স্ফাটিক স্তম্ভ হই তে নৃসিংহ দেবের অবতার হইয়াছিল, অতএব তোমরা স্বীয়াভিপ্রায়ানুযায়িক পরমেশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সীমা বদ্ধ করিও না।

রূপক।

ধর্ম্মরহস্যেতিহাস।

যেমত বসন্ত সময়ে মলয়াচলের মন্দ মরুদাগমে বৃক্ষবল্লীমুকুলিত ও মল্লিকা মালত্যাদি কুসুমা বলি প্রফুল্ল হয় তেমত ধর্ম্মরহস্যেতিহাস শ্রবণে দর্শনে ধার্ম্মিক সমূহের হৃদয়ারবিন্দ মকরন্দের সহিত বিকসিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই যাদৃশ আত্মহিতার্থিগণেরা নারিকেল জম্বীরাদির বল্কল উঠাইয়া সার গ্রহণ করিয়া থাকেন তাদৃশ পাঠকগণ ইহার রূপকার্থ বিরূপ করিলেই স্বরূ পার্থ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

ব্রহ্মরাত্রি অবসানে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
পূর্ব্ববৎ জগৎ সৃজিলা মহামতি॥
দক্ষ নেত্রে জন্মে সূর্য্য বামে সুধাকর।
পরস্পর উভয়ের তীব্র শীত কর॥
আকাশ সম্ভূত বায়ু তাহাতে অনল।
অনল হইতে সৃষ্টি করিলেন জল॥
জলেতে উৎপন্ন ধরা তাহে ধরাধর।
এইরূপে সৃজন হইল চরাচর॥
প্রজা হেতু প্রজাপতি করিলা মনন।
মানস সম্ভব পুত্র হয় কয়জন॥
জাত মাত্র জানি সবে অসার সংসার।
কেহ না করিতে চাহে দার অঙ্গীকার॥
না হয় মিথুন ধর্ম্ম না হয় সন্তান।
চিন্তানলে দগ্ধীভূত বিধাতা ধীমান্॥

এমত কালে কমল যোনির অমল্ মানস যোনি মাঝে নিত্যানন্দ বীজ পতিত হইয়া ভাগবত বৈরাগ্যের ও ভোগ্যা বৈষ্ণবীর উৎপত্তি হয়, কিন্তু

বৈরাগ্য জ্ঞান বৈরাগ্যাবলম্বনে নিঃসঙ্গ হওয়াতে তদ্দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত দর্শনে ব্রহ্মমন চিন্তা দণ্ডে মথিত হইয়া কথিত আছে মন্মথ নামে পুত্র পুষ্পধনুঃশর কুসুমাকর রতির সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিলেন হে পিতঃ? কি কার্য্য করিতে হইবে তাহাতে পিতামহ কহিলেন হে বৎস এই নিঃসঙ্গ বৈরাগ্যকে মায়াবৈষ্ণবীর সঙ্গ করাইয়া কৃতকার্য্য হও পরে মধুমতী রতি পতি সম্বোধনে বৈরাগ্য দর্শন করিয়া হাস্য আস্যে কহিতেছে।

আহামরি কিবা অঙ্গ, বদন পীযূষ সঙ্গ
নেত্রেকি কুরঙ্গ অনুকূল।
একবর্ণে সুবর্ণ হারে, চারিবর্ণ একাধারে
কিবাবর্ণ একবর্ণা মূল॥
দেহে ছাবা মুদ্রাধরা, কণ্ঠে কৃষ্ণ মালা ভরা,
নাসার উপরে রসকলী।
জপের কুতলি করে, একভাব আত্মপরে,
দেহেতে বিচিত্র নামাবলী॥
রাধা প্রেমে মন বাঁধা, সদা কন রাধা রাধা,
ক্ষণে২ বলে দুটি ভাই।
রসহীন শান্ত ভাব, সৌখ্য দাস্যে নাহি লাভ,
কেবল মধুর ভাব চাই॥
ভাবে নেত্র ঢুলু ঢুলু, শিরে শোভা সব চুল,
বদনে চাঁচর চাঁপ দাড়ি।
খোলে যদি চাটী পড়ে, হৃদয়েতে ভাব চড়ে,
অশ্রু কম্প প্রেম বাড়াবাড়ি॥
আচণ্ডাল যজাইয়া, ভাবে মন মজাইয়া,
প্রেমধন করে বিতরণ।
সুকমল কি শরীর, কিবা দয়া কিশোরীর,
রাস রসে রসা যার মন॥
ইহার পরিশেষ আগামিতে প্রকাশ হইবেক।

তুমি তারা পরাৎপরা, নাহি কিছু তব পরা,
স্বর্গমর্ত্ত্য আর রসাতলে।
কেবুঝে তোমার তত্ত্ব, তুমি জগতের তত্ত্ব,
তত্ত্বহীন সর্ব্ববেদ বলে॥
করিতে মানুষী লীলা, নিজ ভাব প্রকাশিলা,
দক্ষের ভবনে হও সতী।
শঙ্করের নিন্দা ছলে, দক্ষে দহি ক্রোধানলে,
যজ্ঞ হেতু ঘটিল দুর্গতি॥
স্ববলে মহিষাসুর, জিত হয় ত্রিপুর,
মদ মত্তে ভ্রমে অনিবার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে লোপ, দেখি তব হয় কোপ,
দল বলে করিলে সংহার॥
অসুরের ভয় হেতু, সহদেব শতক্রতু,
করিলেন তব আরাধনা।
পেয়ে দেবতার পূজা, ধরি মূর্ত্তি দশ ভুজা,
পুরাইলে ভক্তের বাসনা॥
মরিল অসুর পাপ, ঘুচিল মনের তাপ,
দেবগণ হর্ষে পুলকিত।
গল লগ্নী কৃতাম্বরে, করপুটে স্তব করে,
পুরাণে প্রকাশ বিস্তারিত।
শিবে শান্তি শুভঙ্করি, একানেক রূপ ধরি,
করিলে মা ত্রিলোক বিস্তার।
তুমি শক্তি সনাতনী, নিত্যানিত্য পুরাতনী,
ব্যক্তা ব্যক্ত আধেয় আধার॥
বিদ্যা বিদ্যা মহামায়া, ভিন্নাভিন্ন বহু কায়া,
তুমি পরা অপরা প্রকৃতি।
অপরা অবিদ্যা আখ্যা, পরা বিদ্যা বেদ ব্যাখ্যা,
তুমি মহা বিরাট্‌ব্যাহৃতি॥
কে বুঝে তোমার কল, কভু কর কোন ছল,
সংসার নাটক সূত্রধরি।
তোমাতে বিমুখ যেবা, তারে জ্ঞানী বলে কেবা,
সেবা মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী॥
তোমার অর্চ্চনা ফলে, ভোগ মোক্ষ কর তলে,
না জানিয়া তোমা হেলা করে।
তব কৃপা পায় যেই, মহা মোক্ষভাগী সেই,
এই তত্ত্ব বেদাগমে ধরে॥
অজ্ঞান কুমদে মত্ত, নাহি জানে তব তত্ত্ব,
মিথ্যা তত্ত্বে করে তত্ত্ববোধ।
শাস্ত্র তত্ত্বে হইয়া পার, পরতত্ত্ব পারাবার,
এইবার বার জন্মশোধ॥
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্ব, ভাবিয়া পৃথক্ তত্ত্ব,
ভূততত্ত্বে তত্ত্ব অন্বেষণ।
অহং তত্ত্বে হৈয়ে মত্ত, না জানিয়া সার তত্ত্ব,
মৃগতত্ত্বে ভ্রমে অকারণ॥
অমৃতা অমিতাকারা, সাকারা কি নিরাকারা,
সর্ব্বাকারা বর্ণরূপাকার।
না বুঝিয়া নিরাকার, যে বলে সে নিরাকার,
ইহ পর কালে নিরাকার॥

☞ এই পত্র গরানহাটার রাজা গুরুদাসের ইষ্ট্রীটে ৮ নং ভবনে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

CALCUTTA:—Printed by A. LAWRENCE, at the Sumachar Chundrika Press, for Mothoora Mohun Goho and Takoordass Bose.
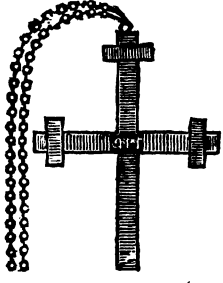
ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশূনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী ॥

১০ সংখ্যা ৫ ভাদ্র শকাব্দা ১৭৬৯। সন ১২৫৪ সাল ইং ১৯ আগষ্ট ১৮৪৭ সাল মূল্য।০ আনা

MORAL MAXIMS.

"Place not thy amendment only in increasing thy devotion, but in bettering thy life. This is the damning hypocrisy of the present age: that it slights all good morality, and spends its zeal in matters of ceremony, and a form of godliness without the power of it."

পুরাণাদি শাস্ত্রে উপাসনাবিষয়ক মতের বিভিন্নতা এবং অসম্ভাবনীয় অনেকানেক আশ্চর্য্য বর্ণনাদৃষ্টে এক্ষণকার জ্ঞানী মহাত্মারা অনেক উপহাস করেন কিন্তু নীচের লিখিত ও আর্ড সাহেবের পুস্তকে ধৃত কোলব্রুক সাহেবের আনুবাদ দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞাত হইবেন যে স্বয়ং বেদেও পুরাণতুল্য উপাসনার ভেদ ও পরমেশ্বরের অলৌকিক অদ্ভুত কর্ম্মনানা প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, যথা, কোন২ ঋষি কহেন যে যাগাদি স্থলে ব্যাহৃতি ব্যতীরেকে অন্যান্য মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে এবং অন্যান্য ঋষিরা কহেন, যে ব্যাহৃতি ব্যতীরেকে কোন মতে যাগ সমাধা হইতে পারে না অতএব ব্যাহৃতিকে মুখ্য মন্ত্র জানিয়া তদুচ্চারণের বিধি নিযোগ করিয়াছেন, কোলবোরক সাহেব লিখেন যদিও পুরাণের মত যুদ্ধ বিগ্রহ শালী দেব গণের কর্ম্মবর্ণন বেদে নাথাকুক তথাপি বেদের প্রত্যেক পংক্তিতে স্বর্গস্থ দেবতাদিগের ইতিহাসাদি বর্ণন থাকাতে ইহাই উপলব্ধিহয় যে মূল বেদের অভিপ্রায়ানুযায়ী পুরাণ শাস্ত্র বর্ণন হইয়াছে, অপর কোলব্রোক শাহেব লেখেন যে বেদে যুদ্ধ বিগ্রহ শালী দেবতারদিগের বর্ণন নাই, কেবল পুরাণেই বর্ণন আছে, এযুক্তিতে তাঁহার আপন গ্রন্থে দোষ পড়ে, কারণ তিনি আপনিই স্বীকার করিয়াছেন, যে ঋক্‌বেদে এরূপ বর্ণন আছে, যে স্বর্গীয় দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাশুরকে সংগ্রামে নষ্ট করিয়া বেত্রাহন নামে খ্যাত হইয়াছেন, অতএব আমারদিগের বেদে কি পুরাণে সকল শাস্ত্রে দৃষ্টহয় যে দেবতা মাত্রেই সর্ব্বদা সংগ্রাম করিয়াছেন, ইহাতে উক্ত সাহেব কি বিবেচনায় উপরি উক্ত যুক্তি নিষ্পন্ন করিতে সাহসিক হইলেন, এবং তৈত্তিরীয়ে ভগবানের বরাহ রূপ ও বিশ্বকর্ম্মার রূপ ধারণ ও যজ্ঞাহুতির জন্য ঘৃতের আবশ্যক হওয়াতে দেবতারা একবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবৎ প্রসন্নে এক গাবি প্রাপ্ত হয়েন ইত্যাদি যে সকল বর্ণন আছে, ইহা অপেক্ষা পুরাণে আশ্চর্য্য বর্ণন কি এবং ইহাতে বরাহ অবতারের পর যে বেদ রচনা হইয়াছে তাহাও বিলক্ষণ প্রমাণ হইল। যদ্যপি ও পুরাণে যুদ্ধ শালী দেবতা ও প্রতিমা অর্চ্চনা করিতে আদেশ কয়িয়াছেন বলিয়া দ্বেষ করেণ, করুণ কিন্তু ইন্দ্র, বরুণ, যম, জল, অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ও ঘটাদি অর্চ্চনার অনুশাসন বেদে ও আছে তাহা স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবেক, ইহাতে বক্তব্য এই যে আকার বিশিষ্ট প্রতিমা পূজা ব্যতীত, জলের পূজা ও অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করা কি অধিক সৌভাগ্যের কারণ হয় এবং জলাধার স্বরূপ ঘট পূজা করিবার অনুশাসন যেস্থানে রহিল সেস্থলে প্রতিমা পূজার

অপেক্ষা কি, ঘট প্রতিমার বিভিন্নতা কি, এই সকল বেদাভিপ্রায়ের অনুবাদিত কোলব্রুক সাহেব কৃত পুস্তক দৃষ্টে ও আর্ড সাহেব যে অভিপ্রায়ে প্রচার করেন তাহা প্রকাশ করিতেছি, যথা।

The writers of the Védu disagree:—one of the chapters of the rig védu "contains an instance, which is not singular in the Védus, though it be rather uncommon in their didactic portion, of a disquisition on a difference of opinion among inspired authors. 'Some,' it says, 'direct the consecration to be completed with the appropriate prayer, but without the sacred words (Vyahritee), which they here deem superfluous: others, and particularly sutyukamu, son of Javalu, enjoin the complete recitation of those words, for reasons explained at full length; and Ooddaluku, son of Uroonu, has therefore so ordained the performance of the ceremony." Mr. Colebrooke says, "every line of the prayers of the védu is replete with allusions to mythology, and to the Indian notions of the divine nature, and of celestial spirits. Not a mythology which avowedly exalts deified heroes, (as in the pooranus): but one, which personifies the elements and planets: and which peoples heaven, and the world below, with various orders of beings. I observe, however, in many places, the ground-work of legends, which are familiar in mythological poems, (such for example, as the demon Vritra, slain by Indra, who is thence surnamed Vritrahan)." But do the pooranus contain any thing more extravagant than some parts of what appears in this essay as portions of the Védu.?* Let it be admitted, however, that the idolatry of the védu has reference to the elements only, and not to deified heroes, is it then better to worship fire than a man?—Farther, is it not probable, that the horrid worship of Moloch was really the worship of the sun or of fire?

গতবারের শেষ।

ব্রাহ্ম---যেমন বেদেতে কোন২ স্থানে কোন২রূপ গুণবিশিষ্ট দেবতার কি মনুষ্যের ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন সেইরূপ আকাশ ও অন্নাদির স্থানে২ ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন আছে ইহাতে বেদের তাৎপর্য্য এইহয় যে ব্রহ্ম সর্ব্বময় হয়েন এইহেতুক তাঁহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায় নতুবা পৃথক২ কে সাক্ষাত ব্রহ্ম বর্ণনকরা বেদের তাৎপর্য্যনহে তবে অনেকেই পশু মৃত্তিকাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া কিবুদ্ধিতে মনকে বদ্ধ করেন তাহা বোধগম্য নহে।

কর্ম্মী-- ইহার সিদ্ধান্ত এই যে আকাশ অন্নাদির ব্রহ্মত্ব গৌণকথন বেদেআছে ইহা বেদান্তে ও ব্যক্তবটে আর ঐ রূপে যে কোন২ দেবতা ও মনুষ্যের ব্রহ্মত্ব বর্ণনআছে আমরা কেবল সেই ব্রহ্মত্ব কথন দ্বারা যে সেসকল দেবতাদির উপাসনাকরি এমত নহে বরং ঐ বেদেরমধ্যে সাম বেদ ও কাণ্বশখাদির নানাস্থানে যে সমস্ত দেবতাদির উপাসনার বিধান এবং মন্ত্রাদি স্পষ্টাভিধানে লিখিতয়াছে তদ্দৃষ্টে উপাসনাকরি এবং নানাশাস্ত্র অর্থাত মন্বাদি স্মৃতি ও আগমাদি ও মিমাংসাদি দর্শন দ্বারা ঐ সকল দেবতাদির উপাসনা নিশ্চয় হইতেছে এমতে আমরা সেই২ বিশেষ২ রূপগুণ বিশিষ্ট দেবতার এবং অবতারাদির উপাসনা করি অতএব তোমার আপত্তি থাকিলনা অপরন্তু শরীর গ্রহণ নাকরিলে সৃষ্টাদিকর্ম্মে ও ব্রহ্মের অপগমতা হয় সুতরাং সৃজন পালনাদি কার্য্য সাধনার্থে তাহাকে রূপগুণ বিশিষ্ট হইতে হইল তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তকে গণেশ খণ্ডে ৩২ অধ্যায়ে সৃষ্টা পাতাচ সংহর্ত্তা কলয়ামূর্ত্তি ভেদতঃ স্বয়ং প্রকৃতি রূপশ্চ মায়য়া স্বস্বয়ং পুমান্ ইত্যাদি।

পরমেশ্বর আপনি অংশদ্বারা রূপভেদে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, এবং আত্মমায়া দ্বারা আপনিই প্রকৃতি পুরুষরূপী হয়েন।

এমতে সেই২ রূপ গুণালয়ের উপাসনা কর্ত্তব্য কেননা উপাসনা জন্য তুষ্টাদি জন্য অদৃষ্ট জন্য ফলদাতৃত্ব ঐ২ রূপগুণ বিশিষ্টেতে সম্ভবে নতুবা ব্রহ্মেতে নির্গুণত্বাদি হেতুক অদৃষ্টাদি ফলদাতৃত্বের সম্ভাবনা কোন মতেই নাই এপ্রযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা ঐ রূপগুণ বিশিষ্টেতে করি এবং ঐ সকল উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধি হয়, তথাচ মনু ১২। ১২৩।

---

* Taittuiya "He saw this [earth] and upheld it, assuming the form of a boar [vurahu]." Does not this sentence prove, that this third uvuteru was supposed to have taken place before this part of the vedu was written? The name of Vis h-wukurmun, the Indian Vulcan, is here mentioned, and a story given respecting the creation of a cow by the power of religious unsterities; here a person would suspect that he was actually reading the pooranus instead of the Vedu.

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিমিত্যাদি” অর্থাত কেহ এই অগ্নিকে ব্রহ্মকহেন, ।

এবং পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে শিবদুক্তিং মামেক প্রকৃতিং প্রাহুঃ পুরুষঞ্চ তথে শ্বরং ধর্ম্মমেকে ধনঞ্চৈকে মোক্ষমেকেহকুতো ভয়ং শূন্যমেকেহভাবমেকে পরমাণু তথাপরে ।
দৈবমেক দেবমেক গ্রহমেকে মনঃপরে ।
বহ্নিমেকে কালমেকে শিবমেকে সদাশিবং ।
অপরে বেদ শিরসি স্থিতমেকেঃ সনাতনং ।
সদ্ভাবং বিক্রিয়াহীনং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ মিত্যাদি ।

তথা সপ্তমাধ্যায়ে অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্য কাম কলাত্মকঃ সত্যং যোষিৎ স্বরূপোহং যোষি চ্চাহং সনাতনী ।

আমি বাসুদেব নিত্য কামকলাত্মক অর্থাৎ (ইচ্ছাময়) সত্য আমিই আদ্যা প্রকৃতি সনা তনী হই ।

অহঞ্চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা । যা দুর্গা সৈবললিতা ললিতা সৈবরাধিকা এতাসা মন্ত রং নাস্তি সত্যং সত্যঞ্চ নারদ ।

আমি ললিতা রূপা পুরুষ রূপে আমিই কৃষ্ণবি গ্রহ । যেদুর্গা সেই ললিতা সেইরাধা ইহাঁদের কিছুমাত্র ভেদনাই । হে নারদ ইহা আমি সত্য কহিতেছি ।

অপরঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তকে গণেশখণ্ডে সপ্তমা ধ্যায়ে নারায়ণেনোক্তং । সুরেশ্বরা মদংশাশ্চ ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ । কলাঃ কলাংশরূপস্তা জীবি নশ্চ সুরাদয়ঃ ।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাঁহারা দেবদেব তাঁহারা আ মার কলা কলা অংশ । এবং অন্যান্য দেবতা ও জীব মাত্রেই আমার অংশ, জানিবে ।

১২ অধ্যায়ে বিষ্ণুঃ ।। মহান্ বিরাট মদংশশ্চ যল্লোমবিবরেজগৎ ইত্যাদি ।।

মহাবিরাট, যাহাঁর লোমকূপেং ব্রহ্মাণ্ড সকল সংস্থিত তিনিও আমার অংশ ।

তাঁকে যে পৃথক্‌রূ উপাসনা করি সে নানা ভো গাভিলাষী হইয়া নানা রূপে অর্চনা করা মাত্র বস্তুতঃ সাধকের বাসনা ভেদমাত্র, তাহাতে উপা স্যের মুক্তিদাতৃত্বের ক্ষমতার হানি নাই । দেবতা সকল একই হন তথাচ । “নৃণামেকে গম্যস্ত্বমসি পয়সা মর্ণবইব ইত্যাদি” ।। মহিম্ন স্তবে কহিয়াছেন যে যে উপাসনা করহ সেই এক ঈশ্বর প্রাপ্তিহয়, যেমন নদনদী প্রভৃতি জল সমুদ্রে গমন করিতেছে,

অধিকন্তু অল্প মনোযোগেই জানিতে পারি বা যে রাজা যদ্যপি কোন লোক রীতি দর্শনেচ্ছা করিয়া বস্ত্রান্তর ও বেশান্তর গ্রহণে পদাতিকাদি রূপে নগরে প্রবেশ করেন আর সেই পদাতিকের অনুসন্ধান জানিলে যদি ঐ পদাতিককে কোন ব্যক্তি মহারাজ সম্বোধন করে তবে কি সে অযো গ্য কথা হইবেক এমত নহে শুদ্ধ অবিজ্ঞাত ব্যক্তি রই রাজা বলিয়া প্রতীতি হয় না, তাহাতে ঐ রাজা র রাজ ক্ষমতার হানি হইবার বিষয় কি ।

রূপক ।

ধর্ম্মরহস্যেতিহাসঃ ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ ।

এতদ্রূপে নিঃসঙ্গ বৈরাগ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরক্ষণ পরীক্ষণ পুরঃসর কন্দর্প দর্প রহিত প্রায় রতি সম্বোধনে কহিতেছে হে প্রিয়ে আমার কসম ময় কোমল শরে কি কূর্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায় কঠরতর বৈরাগ্যের মনোভেদ করিতে সমর্থ হইবে, এই কথায় রতি স্মিতবক্তে কহিল হে স্বামিন তুমি কি আত্ম বিস্মৃত হইয়াছ স্মরণ করিয়া দেখ পুরাকল্পে যে শরের প্রভাপে স্মরহর যোগীশ্ব রের যোগ ভঙ্গ হইয়াছে, বিশ্বকার্য্যে বিধাতা বেদ বন্দ্যা সন্ধ্যা প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন এবং নক্ষত্রেন্দ্র দেবেন্দ্র গুরু দারাভি গমন করিয়াছেন সেই শরাঘাতে এই জিতেন্দ্রিয় বৈরাগ্যকে জয় করা আশ্চর্য্য কার্য্য নহে, তথাচ উপায়ান্তরের আবশ্যক যতঃ “ উপায়ে নহিযৎ শক্যং নতৎ

শক্যং পরাক্রমৈ ”। যেহেতু এই বৈরাগ্যের নির্ব্বিকার চিত্তে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে সমদর্শী করিয়াছে ও সদসৎ বস্তু বিচার দ্বারা সর্ব্বং বিষ্ণুময়ংজগদ্বিতি দৃষ্ট হইতেছে,এবং মাংস বৃত্তিত্ব প্রযুক্ত স্ত্রী পুং নপুংশক জাতি পরিজ্ঞাপক দেহ নশ্বর বস্তুতস্তু দেহাধিষ্টাতা শাশ্বত অমর্ত্ত পুরুষ বিষ্ণু রূপে প্রতিষ্ঠিত নিশ্চয় করিয়া নিষ্কাম হইয়াছে, আদৌ অভিমান সহকারে কামিনীর বিশেষ জ্ঞান ও ভোগেচ্ছা ব্যতিরেকে কি প্রকারে তদ্দেহে কাম সম্ভোগ সম্ভব হইতে পারে, দেহে ভোগাধিবাস হইলে কাম সহকারে সকামী পুরুষেরা মাংস মূত্রাস্থি নির্ম্মিত জঘন্য নারিকেও ফুল্লার বিন্দ বদনী, নীলনলিন নয়নী, হেমচম্পক বরণী, ক্ষারিতার বিন্দবাদিনীজ্ঞান করিয়া অবলোকন করিতে থাকে, এইরূপ গুণবন্ধে আলোকিত কামিনীর কমনীয় রূপ পুনঃ২ পুরুষের হৃদয়ে আলোচিত হইলে তদ্দ্বারা আশক্তির উদয় হয়, তথাহি “ ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপ জায়াতে সঙ্গাৎ সংজায়তে কাম কামাৎ ক্রোধভিজায়তে ইত্যাদি” হে প্রিয় আমার প্রিয়সখি প্রবৃত্তি গর্ভজাতা ভেদ বুদ্ধি নাম্নী বালিকাকে ইহার হৃদয়ে অভি নিবেশ করাইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে এতদনন্তরে রতি স্মরণ করিবা মাত্র ভেদ বুদ্ধি আত্ম সহচরী অজ্ঞান দৃষ্টি ভ্রান্তির সহিত মূর্ত্তিমতী হইয়া কহিলেন হে মাতঃ কি কার্য্য করিতে হইবে। রতি কহিলেন ভো কল্যানী এই ভাগবত বৈরাগ্যের হৃদয়াভিনিবেশ হইয়া আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধি করিতে যত্নপাও, তথাস্তু বলিয়া ভেদবুদ্ধি অন্তর্হিতা হইয়া বৈরাগ্যাভ্যান্তরে প্রবিষ্টা হইলেন তাহার পর বাবাজীর বুদ্ধি ভেদবুদ্ধির প্রভাবে ভ্রান্তি সহযোগে কি রূপ বিকৃতি ভূতা হইল তাহা শ্রবণ করুন।

ত্রিপদী।

ভেদ বুদ্ধি সহকারে, অভিমান অহঙ্কারে,
সুকৃতির ঘটিল বিকৃতি।
গুণে বিশ্ব সৃষ্টি হয়, ত্রিজগৎ গুণময়,
গুণাশ্রয় পুরুষ প্রকৃতি ॥
গুণ গর্ত্তা গর্ত্তধরি, অজ কমলজ হরি,
তিনজনে করিলা প্রকাশ।
পরস্পর গুণত্রয়, তুলনায় তুল্যনয়,
যাহে হয় সৃষ্টিস্থিতি নাশ ॥
রজগুণে বিধি বন্ধ, তমগুণে শিব অন্ধ,
সত্ব গুণ গুণের প্রধান।
যে গুণ আশ্রয় করি, শান্তরূপ ধরি হরি,
হইলেন মুক্তির নিধান ॥
যুগে২ ধর্ম্ম সেতু, ধার্ম্মিক রক্ষার হেতু,
হইলেন বহু অবতার।
তার মাঝে কিন্তু আছে, শুনি নারদের কাছে,
পূর্ণ ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্র কুমার ॥
বাসুদেব মথুরার, তিনিমাত্র অবতার,
বিনাশিতে অবনির ভার।
ইহাকে বুঝিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুরদ্বারে,
করিলেন অশূর সংহার ॥
কমলা কমল পাণী, ব্রহ্মাণী রুদ্রানী বাণী,
কেহ নহে রাধিকার সমা।
কাশী কাঞ্চি হরিদ্বার, প্রয়াগ পুষ্কর আর,
নহে বৃন্দাবনের উপমা ॥
বুঝিবারে স্বমাধুরী, পরিহরি ব্রজপুরি,
অবতীর্ণ গুপ্ত বৃন্দাবনে।
রাধাসহ একদেহ, এতত্ত্ব না জানে কেহ,
প্রেম বিলাইতে ভক্তগণে ॥
অমানিরে মান দান, হরি গুণ করি গাণ,
জগত পুরিলা প্রেম রসে।
আচাণ্ডালে কোলদিলা, শেষে মাথা মুড়াইলা,
কেশব ভারতি ভক্তি রসে ॥
এনিগুঢ তত্ব ভেদ, নাজানিল চারি বেদ,
না জানে পুরাণ ইতিহাস।
শ্রীকৃষ্ণ দাসের কৃত, চৈতন্য চরিতা মৃত,
যাহে ব্যক্তি প্রভু গুণোল্লাশ ॥

অদ্য বাসরীয় সমাপ্তং।

☞ এই পত্র গরানহাটার রাজা গুরুদাসের ইষ্ট্রীটে ৮ নং ভবনে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।
CALCUTTA :—Printed by A. LAWRENCE, at the Sumachar Chundrika Press, for Mothoora Mohun Goho and Takoordass Bose

নরকান্তক প্রকাশক দ্বিপনাশনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরাং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী ॥

১৫ সংখ্যা ২২ কার্ত্তিক শকাব্দাঃ ১৭৬৯ সন ১২৫৪ সাল ইং ৭ নবেম্বর ১৮৪৭ [illegible] ।০ আনা

এতন্নগরীয় বিজ্ঞ গণের অগোচর নহে যে কএক বৎসর পূর্ব্বে পরম্পরা প্রসিদ্ধ বিশু পরায়ণ ঠাকুর বংশ সম্ভূত কর্ত্তা ঠাকুর মহাশয় স্ববংশ্য বালকাবলির বিদ্যোৎসাহিতা বর্দ্ধিত করণাভিলাষে নিজালয়ে মুদ্রা যন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক তত্ত্ববোধিনী নাম্নী পত্রিকা প্রকটন করিতে আজ্ঞা দেন, তৎকালে কর্ত্তার হৃদয়ে এমত উদয় হয় নাই যে বালকেরা আস্থা শূন্য হইয়া স্বধর্ম্মের দূরবস্থা করিবে, বাস্তবিক বোধিনী পত্রিকা বারম্বার লিখন পঠন আলোচনায় বালকগণের বৈষয়িক বোধাধিকার ও প্রচররূপে জ্ঞানের পরিপাক হইবেক এই মূল তাৎপর্য্য, ফলতঃ বোধিনী হইতে অবোধের প্রাদুর্ভাব ও বিদ্যালোচনায় অবিদ্যার প্রভাব হইবে ইহা কেহ স্বপ্নেও দর্শন করে নাই, সেই বোধিনী লেখক সুবোধ বালকেরা প্রথমত ইংরাজী পদার্থ নির্ণায়ক নানা গ্রন্থানুসারে পদার্থের অপদার্থ প্রায় অর্থ বিকাশ করিতেন পরে কখন খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম, কখন হিন্দু ধর্ম্ম উপলক্ষে মিসনরি ও হিন্দুগণের বিরুদ্ধে যুক্তি বিরুদ্ধ বিতণ্ডাবাদ বিস্তার করিতে লাগিলেন, তাহাতে কর্ত্তারা বালকের বাক্য বলিয়া বোধিনীর লেখায় নেত্রপাত করেন নাই, কর্ত্তার তিরোভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বোধিনীর যৌবনাবির্ভাব হইয়া মিথ্যা দৃষ্টির উদয়ে স্বজাতীয় ও পূর্ব্ব পুরুষের আচরিত কুলোচিত সনাতন ধর্ম্ম নিন্দায় যেন শতাননা হইয়া বসিলেন, এবং লৌকিক ব্যবহার লজ্জা আবরণ অবতরণ করত শিষ্ট নিন্দিত বিষম বিগর্হিত যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্তা হইয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি গুরু লোকের আচরিত ধর্ম্ম কর্ম্মে গুরুতর কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি চন্দ্রিকা পত্রে প্রকাশ যে স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ শিষ্ট বাবু শ্রীযুত রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং শ্রীযুত বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাত্মারা শ্রীশ্রীদুর্গামূর্ত্তি মূর্ত্তিমতী করিয়া পূজা করাতে তাঁহারদিগের বিরুদ্ধে প্রাগুক্ত ৫১ সংখ্যক পত্রিকায় যৎপরোনাস্তি শ্লেষোক্ত নিন্দাবাদ লিখিত হইয়াছে এবং আমরাও দৃষ্টি করিলাম চন্দ্রিকার বাক্য অতিসত্য, বোধিনী যে প্রকার লিপি কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন সে লেখার তাৎপর্য্যে কেবল উক্ত মহাশয়দিগকেই নিন্দা করা অভিপ্রায় সাধারণ সকলেরি বিশিষ্টরূপে স্পষ্ট বোধ হইয়াছে হা, কি কালের বিচিত্রাগতি, ফল ভারে বৃক্ষ মূল ভঙ্গ হওনের উপক্রম।

যে প্রকার স্বভাবত কৃষ্ণ বর্ণ ধূম অগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়া পরিণামে প্রকৃষ্ট রূপে গগণারূঢ় হওত মেঘ রূপে জল বর্ষণ দ্বারা স্বজনক বহ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দেয় এবং কর্কটী শাবকেরা জীবন্যাস প্রাপ্তি মাত্র মাতৃ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মাংস ভোজন করে, সে প্রকার বোধিনী পত্রিকা স্বজনক জননীর ধর্ম্ম সংহারের কারণ হইয়াছে, কি

আশ্চর্য্য, স্বদোষ দর্শনে বোধিনী অন্ধা হইয়া কিবোধে পিতৃ কার্য্য দূষণে প্রবৃত্তা হন? প্রতিমা পূজকদিগকে কপট ধর্ম্মি জ্ঞানে নানা ব্যঙ্গ করিয়াছেন ইহা কি উচিত কার্য্য? যাহা হইতে এতন্নগরে আধুনিক ব্রাহ্ম মত প্রচার হয় এবং যিনি আপনার মহা পুরুষত্ব সিদ্ধ করাইবার বাসনায় নিঃসঙ্গ হইয়া নগরান্তে উপবনে বাস করত নিঃস্পৃহ ছিলেন এবং আত্ম সাধুতা স্বদেশ হিতৈষিতা প্রকাশার্থ শেষ দিল্লীর বাদশাহের এবং এতন্নগরীয় শিষ্যাদির কোনং কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া রাজা সঙ্গে বিলাত গমন দ্বারা একদা তাঁহার নিঃস্পৃহত্ব ও নিঃসঙ্গত্বের উভয় লক্ষণ দেদীপ্যমান করিয়া গিয়াছেন এবং প্রতিমা পূজা শ্রাদ্ধাদি যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম তত্ত্ববোধিনীর জনক যাবজ্জীবন করিয়াছেন সে সকল কার্য্য তত্ত্ববোধিনীর লিপি প্রমাণ অকার্য্যই হইয়াছে, তবেকি তাঁহারাও কপট ধর্ম্মী ছিলেন? ইদানীং নব্য ব্রাহ্মেরা মধুরা মদিরা পানে আরক্ত নয়নে নবীন নীলাভ দিব্য চক্ষু নিয়োজন ও সাবানমার্জ্জিত সুচারু করাঙ্গুলিতে কৃত্রিমাকৃত্রিম মণিমণ্ডিত প্রণবাঙ্কিত শোভমান অঙ্গুরীয়ক ধারণ ও মেচ্ছ যবন মিশ্র বেশভূষা ভূষিতাঙ্গ নীল রক্ত কৃমিজ বা ক্ষৌম বাসে বক্ষ স্থল শোভিত ও কালনিরূপক যন্ত্র যোজিত দীর্ঘাকার স্বর্ণ জিঞ্জিরে দেহ শোভা দশাইয়া নবীনা বারাঙ্গনাগণ মাঝে ব্রাহ্ম সমাজে ম্লেচ্ছ মঘ যবন ইত্যাদি অন্ত্যজগণ মধ্যে সূত্রধর ব্রাহ্ম মৌলবীকে উচ্চতর বেদান্ত কাষ্ঠ মঞ্চে বসাইয়া ও আপনারা বৃহদ্দারুময় আসনের চতুঃ পার্শ্বে উপবেষ্টিত হইয়া বেদপাঠ শ্রবণ করত যেন বহু কাল সমাধিস্থ ষড়্ভাব বর্জ্জিত যোগীন্দ্রের ন্যায় নেত্র মুদ্রিত করিয়া কখন অঙ্গকম্পন, কখন রোমাঞ্চ, কখন পুলক স্ফুরণ, কখন হাস্য, কখন রোদন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞানির ঈদৃশ কার্য্য করণের বিধি কি তাঁহার দিগের মনোত সপ্ত উপনিষদের মধ্যে লিখিত আছে? ইহাকি অকাল্পনিক ধর্ম্ম? গৃহস্থ ব্রাহ্ম জনকাদিকি এবম্প্রকারে কর্ম্ম করিয়াছিলেন? এবং কল্পিত মত স্থাপনার্থ অকল্পিত শাস্ত্র বিহিত নিত্য ধর্ম্ম দূষণে যত্ন করিতেন? আহা ব্রাহ্ম যুবারা অল্পকাল মধ্যে তত্ত্ব জ্ঞানের নির্ম্মল ফল লাভে বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বসর নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, নির্লোভ, নির্ম্মৎসর হইয়াছেন, তবে যে সন্তান উৎপাদন ধন লাভ প[illegible] নিন্দা করিয়া থাকেন তাহা সংস্কার বশত ঘটনা হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অভাব ব্যতীত সজ্ঞানে কে কোথা পিত্রাদির আচরিত ধর্ম্ম কর্ম্মের [illegible] সমীপে হাস্যাস্পদ হয়।

ধর্ম্মরহস্যেতিহাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া কলি কহিলেন হে মহাশয় আপনার মত সিদ্ধ অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে মিথ্যা কহিতে হইলে অনীশ্বর বাদাপত্তির ঘটনা হয় এই কথায় আচার্য্য হাস্য করিয়া কহিলেন "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো মুনিভণ্ড নিশাচরাঃ" আদৌ ঈশ্বর প্রতিপাদক বেদ মুনিভণ্ডনিশাচরগণেরদ্বারা রচিত হইয়াছে, দেখ ঈশ্বরকে চিন্ময় নিরাবয়ব নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নিঃসঙ্গ কহিয়াছে অথচ তাহার চিন্ময়ত্ব, অশরীরত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব, নির্গুণত্ব, প্রতিপাদন হইতে পারে না, কেননা তৎকর্তৃক জগদ্বিরচন কার্য্যেরদ্বারা উক্ত নিষ্ক্রিয়ত্বাদি গুণের ব্যভিচার দুর্নিবার হয়, এই গুণাত্মক জগৎ নির্গুণ অশরীর হইতে কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে; যদি বল ব্যষ্টি সমষ্টি যোগে মায়াদ্বারা জগদ্বিরচন হইয়াছে তাহা হইলেও তাঁহাকে অবিদ্যা সৃষ্টা ও মায়া প্রেরক বলিতে হয়, বিশেষত বেদে ইহাও কহিয়াছেন "একমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তু নাই তবে যে প্রপঞ্চীকৃত উৎসারিত জগতের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে তাহাও ভ্রমাধীন এতদ্দারা বিবেচনা কর, প্রত্যক্ষ বস্তুকে অলীক বলিয়া অলৌকিক পদার্থকে সত্য বলা ইহা কেমন মূর্খতার কার্য্য, যদি ঈশ্বরাভিন্ন অন্য কিছু নাই তবে অস্মদ যুষ্মদ ঘট পটাদির পরিজ্ঞান মিথ্যা প্রযুক্ত সকল পদার্থই ঈশ্বর হউক ও তাহা হইলে ধ্যেয় ধ্যাতা অর্থাৎ আমি সেবক তিনি সেব্য জ্ঞান করাও উন্মত্ত

প্রলাপ বলিতে হয়, কেবল মদ্দারা দীক্ষিত বৌদ্ধে রাই স্বরূপ জানিয়াছে এই জগতের উদয়ানুদয় স্বভাবত হইয়া থাকে. সৃষ্টা কেহই নাই এবং ভূত চতুষ্টয়ের সংযোগে মিথুন ধর্ম্মে দুগ্ধের অম যোগে দধিত্ব প্রাপ্তির ন্যায় দেহে চৈতন্যের উদয় এবং দেহারম্ভক ভূত বিকৃত হইবা মাত্রেই মৃত্যু ঘটনা হয়, মৃত্যু পরে স্বর্গ নরকাদি ভোগাধিকারী কে হইতে পারে ; যদি এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই তবে স্বর্গ নরকাদি কিপ্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে ও এতদ্বিষয়ে ভোগ কেকরে? নানা দেশীয় লোকেরা তর্ক বিতর্ক দ্বারা নানা মত ঈশ্বর বর্ণনা করিয়াছে অথচ একের সহিত অপরের ঐকতা নাই, যদি সূর্য্যমণ্ডল সহস্র লোকদ্বারা বর্ণিত হয় তথাপি তাবতের বাক্যেই গোলাকার মণ্ডল অবশ্য প্রতিপন্ন হইবে, এতদনুমানে মতামত প্রযুক্ত নিশ্চয় হইতেছে যেমত পিতা মাতা জুজুর ভয় দর্শাইয়া অবোধ বালকদিগের ক্রন্দন নিবারণ করিয়া থাকেন তেমত পূর্ব্বকালীন ধূর্ত্তেরা ঈশ্বরীয় ভয় দর্শাইয়া অবোধদিগকে বশীভূত রাখিয়া ছিল ফলিতার্থ সত্য হইলে সকলের দ্বারা এক মত বিবরণ কথিত হইত, অতএব তুমি বৌদ্ধ মতে প্রবিষ্ট হও যেমতে বর্ণ বিচার ভেদ বুদ্ধি নাই অভিলষিত দ্রব্য ভোজন সুন্দরী স্ত্রী আলিঙ্গনাদি সুখের নাম স্বর্গ।

কলি দরবেশাচার্য্যের বচনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হে গুরো কিরূপে স্বকার্য্যে সিদ্ধি করিব, তাহাতে আচার্য্য কহিলেন যে মনুষ্য মাত্রেই সুখান্বেষী, দেখ অলৌকিক সুখের প্রত্যাশায় লোকেরা কিপর্য্যন্ত তপ দ্বারা দেহ শোষণ না করিতেছে অতএব তুমি প্রথমত আত্মবাদী হইয়া দৈহিক সুখের প্রমাণ দর্শাইলে লোকেরা অবশ্য তোমার অনুগমন করিবেক। তদনন্তর কলি রঙ্গপুরে প্রবিষ্ট হইয়া কুল ভঙ্গ করত নানা রঙ্গ করিতে লাগিলেন বঙ্গ দেশীয় হিন্দু ও যবনগণ অনেকে তন্মতাবলম্বী হইল। এমতকালে স্মৃতি বিভ্রম নামক দূত প্রমুখাৎ বৈরাগ্যের অবসান বার্ত্তা শ্রবণ করত মনোরথে আরোহণ পূর্ব্বক নিমিষার্দ্ধে নিজালয় আসিয়া বৈষ্ণবীর বৈধব্য বেশাবলোকনে খেদিত হইয়া কহিতেছেন।

পয়ার।

কেন গো জননী তব নাহি সুখ লেশ।
কি কারণ ধরিয়াছ বিধবার বেশ॥
দশনে মঞ্জন নাই বদনে তাম্বূল।
বেশ হেরি মম হৃদে বিন্দিয়াছে শূল॥
যদি বল হিন্দু নারী পতির মরণে।
কষ্টে কাটাইবে কাল বৈধব্যাচরণে॥
ভেবে দেখ মনুষ্যের মরণ অলীক।
জন্ম মৃত্যু উভয় কেবল ঔপাধিক॥
ভূত চতুষ্টয়ে যোগ জন্ম যারে কয়।
মৃত্যু সেই পুনর্ব্বার তাহাতে বিলয়॥
একরূপ ত্যজি অন্যরূপ সুপ্রকাশ।
কদাচিৎ মহাভূত নাহি হয় নাশ॥
আবির্ভাব তিরোভাব জনন মরণ।
তবে কেন করিয়াছ বৈধব্য করণ॥
ত্যজিয়াছ অলঙ্কার লাল কালা শাড়ী।
শোষণ হয়েছে দেহ সুভোজন ছাড়ি॥
পালঙ্ক ত্যজিয়া কষ্ট পাও কুশাসনে।
হেন বিধি তোমারে দিয়াছে কোন জনে॥
মনের বিকার সব বুঝিবার ভ্রম।
মিথ্যা কষ্ট পাও পূজি স্থাবর জঙ্গম॥
যে শিলা পূজিয়া কর অভিলাষ পূর্ণ।
অনলে ফেলিয়া দেখ হইবেক চূর্ণ॥
গঠিত বিগ্রহ যদি হয় পরাবর।
জন্মদাতা কর্ম্মী কেন না হয় ঈশ্বর॥
দৈহিক ঐহিক সুখ জগতের সার।
একাদশী উপবাসে করিলা সংহার॥
আমার বচন রাখ পরিহরি ধর্ম্ম।
আহারে বিহারে কর ঐহিকের কর্ম্ম॥
বসন ভূষণ পর কর সুখ ভোগ।
আরো কিছু ইচ্ছা হয় কর যোগাযোগ॥

ইহার পরিশেষ আগামিতে প্রকাশ হইবেক।

ব্রাহ্ম ও কর্ম্মির কথোপকথন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

ব্রাহ্ম। ব্রহ্ম যদ্যপি সর্ব্বময় হইলেন তবে বেদে কেন তোমার [illegible]মার ছা[illegible] কৃষ্ণ বিষ্ণু স্বরূপে গৌরব করেন।

কর্ম্মী। অগ্নি [illegible] দীপে ও অঙ্গারে ও প্রস্তরাদিতে থাকেন তথাপি অঙ্গারস্থ অগ্নি সুপ্রকাশ ও প্রস্তরস্থ অপ্রকাশ হইতে দীপাগ্নের গৌরব সুতরাং সিদ্ধ হ[illegible] দীপ সুপ্রকাশ হইয়া অন্যান্য বস্তুর প্রকাশক হয়েন সেইমত ঐ[illegible] কৃষ্ণাদি অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে উপাস্য নিরূপণে বু[illegible]স্বরূপ য[illegible] [illegible]দ্যো হবতারঃ

পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদস্মনশ্চ। পরমেশ্বরের আদ্যাবতার কাল,স্বভাবসৎ ও অসৎ মনঃ।

ইত্যাদি কহিয়া শেষে কহিলেন যে। প্রাধান্যতোযান্ ঋষয়োম ন্তিলীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।

এতন্মধ্যে পরমেশ্বরের প্রাধান্য রূপলীলাবতার যে সকল তাহাকেই ঋষিরা উপাসনা করেন। অতএব ঐ কৃষ্ণাদি অবতার কর্ম্মি সদৃশ লৌকিক কর্ম্ম করিয়াও আমারদিগের কর্ম্ম সিদ্ধির উপায় কর্ত্তা বটেন। এমতে আমরা ঐ রূপ গুণালয় সকলকে নিজ কর্ম্ম সাধন করিতে উপাসনা করি সকলেরি কর্ম্ম ভোগ আছে ইহা যে আমরা জানি না এমত নহে। তথাচ ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে গণেশ খণ্ডে ১ অধ্যায়ে বিষ্ণুরুবাচ।

ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্তং জগৎ
ভুঙক্তে স্বকর্ম্মণা ফলমিত্যাদি।।

ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত এই জগতে সকলেই স্বস্ব কর্ম্মের ফলভোগ করেন।

অন্যচ্চ।

ইন্দ্রঃ স্বকর্ম্মণা কীট যোনৌ জন্ম লভেৎসতি।
কীটশ্চাপি ভবেদিন্দ্রঃ পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলেন বৈ।।

স্বকর্ম্ম ফলে ইন্দ্র ও কীট যোনি প্রাপ্ত হন ও কীটও পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করে। যে সকল লোকে কোন রূপ গুণ বিশিষ্টের উপাসনা করিয়া থাকে তাহারা ইহা নিশ্চয় জানে যে যে পরমেশ্বর আপনা হইতে এই সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র জ্যোতি ও গগনমণ্ডল ও বায়ু ও মেঘ ও সমুদ্র ও পৃথিবী আদি সমস্ত সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্যে অখণ্ড রূপে আছেন তিনিই পাঞ্চভৌতিক দেহ পিণ্ডকে সেই সকল পদার্থাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক রচনা কবিয়া স্বয়ং তাহাতে বিরাজমান আছেন এবং ঐ সকল পদার্থ তাহাতে আশ্রয় করিয়া থাকে ও তাহাতেই লীন হয়। এমতে যত পূজা হয় তাহাতে ভূত শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে সেই ভূত শুদ্ধির শব্দার্থ জানা কর্ত্তব্য আর ভূত শুদ্ধিতে চক্ষুঃ ও রসনা ও ঘ্রাণ ও ত্বক্ ও শ্রবণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর বাক্‌পাণি পাদ পায়ু অর্থাৎ গুহ্য ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র। আর পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত এই বিংশতি। এবং মনো বুদ্ধি অহঙ্কার প্রকৃতি এই সকল মিলিয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব পরমশিবে চিৎ স্বরূপে লীন কর। আর পুনর্ব্বার সেই সকলের সৃষ্টি করণের যে প্রণালী সেইত এক ব্রহ্ম হইতে জগৎ রূপে নানা পদার্থ প্রকাশ হওয়া আর তাহাতে লীন হইবার ও এক ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থান্তর না থাকার বিলক্ষণ নিদর্শন সুতরাং রাম কৃষ্ণাদি উপাস্যনামরূপে অন্যাকারাদিতে সাম্য হইলেও ভগবন্মাহাত্ম্যের প্রাচুর্য্যই উপাস্যতার কারণ। তবে ইতর লোকেরা আপনারদিগের কদর্য্য প্রকৃতির অনুসারে অন্য জ্ঞান করে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে।

তময়ং মন্যতে লোকোহ্যসঙ্গমপিসঙ্গিনং।
আত্মোপাম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বনং যতোবুধঃ।।

সেই শ্রীকৃষ্ণকে সাধু ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়াতীত জানিয়াও উপাসনা করে মূর্খেরা আপনারদিগের শরীরের সহিত ঐ কৃষ্ণাদির শরীরের উপমা দিয়া অনুপাস্য জ্ঞান করে আর অন্যং তাবজ্জাতীয় শাস্ত্রে এইমত অনেক কহিয়াছেন যে কদর্য্য প্রকৃতিক লোক সাধারণ দৃষ্টিতে ঐশ্বরীয় মহিমা জানিতে পারে না।

ব্রাহ্ম। এই যে রূপ কল্পনা কেবল অল্প কালের পরম্পরা প্রদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কর্ম্মী। উত্তর একথা মিথ্যা কেননা সকল দেশেতেই মূর্ত্তির অর্চ্চনা ও যজ্ঞাদি পূর্ব্বকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে এমত প্রমাণ চীনে ও ভোটানেও মুসার গ্রন্থে ও পারসীতে ও অর্ব্ব দেশে ও ইব্রাহিমের প্রস্তাবে পাওয়া যাইতেছে তবে ঐ সকল গ্রন্থাদি যে না দেখিয়া থাকে সেও কহিতে পারে না কেননা অতিপ্রাচীন বেদ বেদাঙ্গাদি গ্রন্থেও সুন্দররূপে একথা স্পষ্টাভিধানে বিধিব্যাবৃত্তি দ্বারা ব্যক্ত আছে।

ব্রাহ্ম। লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রবন্ধে এবং পূর্ব্বে শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেকানেক সুবোধ লোক এইকল্পনাতে মুগ্ধ আছেন

কর্ম্মী। উত্তর একথা মিথ্যানহে কেননা পণ্ডিতের কথা শ্রবণ করা সুবুদ্ধির প্রমাণ হয় আর মূর্খের কথা শ্রবণ করা নির্ব্বোধের লক্ষণ। কিন্তু যদ্যপি বেদান্ত শাস্ত্রের কথা তাঁতি, জোলা, বেণ্যা, শুঁড়ি ইত্যাদি লোকের মধ্যে অপ্রাচুর্য্য বটে তথাপি বিশিষ্ট ও শান্ত ও বিজ্ঞ ও মহল্লোক মধ্যে বেদান্ত শাস্ত্র অব্যক্ত নহে তাহার প্রমাণ এই যে ঐ শাস্ত্র শান্ত লোকে অনবরত অধ্যয়ন করেন। সম্পাদক শ্রীঠাকুরদাস বসু।

☞ এই পত্র গরাণহাটা রাজা গুরুদাসের ইষ্ট্রীটে ৮ নং ভবনে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।
CALCUTTA:—Printed by A. LAWRENCE, at the Sumachar Chundrika Press, for Takoordass Bose.
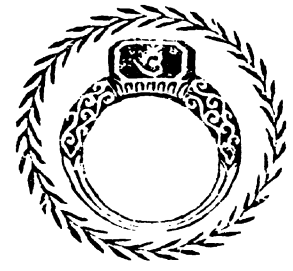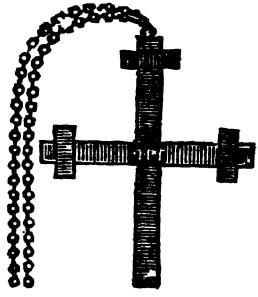
ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশূনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী ॥

১৬ সংখ্যা ৭ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৬৯। সন ১২৫৪ সাল ইং ২২ নবেম্বর ১৮৪৭ সাল মূল্য ।০ আনা

MORAL LESSON.

Repine not at the success of wicked men for fortune only raises them up that their fall may be the greater.

Where there is much pretension, much has been borrowed; nature never pretends.

Pride perceiving humility honourable, often borrows her cloak.

Pride is as loud a beggar as want, and a great deal more saucy.

"When a proud man forbids you his preserves he awkwardly confers a favour upon you."

"Labour not to inform a proud man, it will but make him thy enemy."

"Fear pride and vanity even in the best and most virtuous actions."

"Pride either finds a desert, or makes one submission cannot tame its ferocity, nor saturity fill its voracity, and it requires very costly food for its keeper's happiness."

এতন্নগরীয় প্রায় অধিকাংশ সংবাদ পত্রে হিন্দু ধর্ম্মচন্দ্রোদয় নামক সংবাদ পত্র সম্পাদক শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্বামী রেবেরেণ্ড ডফ সাহেবের সহিত ধর্ম্ম বিচারাকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞাপন পত্র প্রকটন করাইয়াছেন, গোস্বামির ধর্ম্মাহবে উৎসাহ দর্শনে আমরা প্রথমত হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলাম কিন্তু মিসনরি সাহেবের বিচার ব্যবহার দর্শনে সন্দেহ হইয়াছে কেননা ইতঃপুর্ব্বে মেং টুট নামক একজন ইংরাজ ও কৈলাশচন্দ্র ঘোষ নামক সুশিক্ষিত এক হিন্দু যুবক মিসনরি ডফ সাহেবের সহিত ধর্ম্ম বিচারে প্রবর্ত্ত হইয়া কএক সপ্তাহাবধি বাদানুবাদ করিতেছিলেন, গত শনিবার বিচার শ্রবণ করিয়া চক্ষুঃকর্ণের বিবাদ মিটিয়াছে, প্রথমত ডফ সাহেব রাত্রি সাতঘণ্টা সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতারম্ভ করিলেন, তিনি মনোরম মাধুর্য্যস্বরে বিচারের আমূল বৃত্তান্ত অর্থাৎ হিন্দু সমাজ স্থাপনাবধি সংবাদ পত্রাদিতে বিচার বিষয়ে তাঁহার সহিত হিন্দুদিগের যেরূপ লেখনী বিবাদ হয় তত্তাবৎ বৃত্তি ব্যাখ্যা পুরঃসর বক্তৃতা প্রবাহ, দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্ত, উদাহরণ প্রত্যুদাহরণ দ্বারা খগোলীয় ভূগোলীয় পদার্থ নির্ণায়ক ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যাবারিধির সহিত সংযোগ করত কত২ রঙ্গ তরঙ্গ উঠাইতে লাগিলেন, কখন অবলীলাক্রমে যীশুলীল বর্ণনে আন্তরক্তি আসক্তির সহিত অচলা প্রেম ভক্তি প্রকাশ করিলেন, কখন বীভৎসরসে আর্ত্ত হইয়া ঘৃণ্য জঘন্য বাক্যে পৌত্তলিক ধর্ম্মে বৈরক্তি জানাইলেন, কুচিৎ রৌদ্ররসের আবির্ভাবে উগ্ররূপী হইয়া ঘন২ পদচালন হস্তোত্তলন পূর্ব্বক কোপজ্বলন জাজ্জ্বল্যমান করিলেন, কুচিৎ বা করুণা রসাভিষিক্ত হইয়া কাকুক্তি দ্বারা হিন্দু জাতির নিকট মার্জনা চাহিলেন, কখন

কাব্য বক্তৃতায় কখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃত ভঙ্গী দ্বারা দর্শকগণকে হাস্যরসে নিমগ্ন করিয়া পর ক্ষণেই আরক্ত লোচন উচ্চৈস্বরে বাক্য নিঃসারণ ও বীরবৎ বলক্রমে বাহুচালন দ্বারা সভ্যগণের হৃদয়ে ভয়রসের উদয় করাইলেন, এবম্প্রকারে ইংরাজী পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল যাবৎ আশ্চর্য্য বাগ্‌জালে বহুশত সভ্যগণকে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন এতাদৃশ বাগিন্দ্রিয়ের আশ্চর্য্য শক্তি প্রায় অনেকের দৃষ্টি গোচর হয় নাই, এতদ্দ্বারা মিসনরি সাহেবের প্রচুর পাণ্ডিত্য উপস্থিত বাক্‌পটুত্বের প্রতিভা হইয়াছে, ফলত ইহাকেই ধান ভানিতে মহীপালের গীত উপস্থিত করা বলিতে হয়, কেননা তাহাতে বিচারেচ্ছু ও বিচার শ্রবণেচ্ছুগণের আশার বিপরীত ফলোদয় হইয়াছে। এই দীর্ঘ কাহিনী বিরামের পর ডফ সাহেব বিশ্রাম করিলে মেং টুট সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্মে দোষ দর্শাইবা মাত্র ডফ সাহেব তদুত্তরে নীচোক্তির দ্বারা যথোচিত কটুকষায়ণ বাক্য কহিয়া বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ও তাঁহার ভূরি২ শিষ্য নুশিষ্য এবং ইংরাজ সহধর্ম্মিরা সক্রোধির ন্যায় বিকাশমান হইলেন, ইহাতে উক্ত সাহেব নিস্তেজ নতশিরা হইয়া মাথা বাঁচাইয়া বাহিরে আইলেন, আমরা জানিতাম মিসনরিরা শান্তমূর্ত্তি অক্রোধী অন্যকে কটু কহেন না এক্ষণে বিলক্ষণ প্রকাশ হইল যে তাঁহারা কোন কর্ম্মে অশক্ত নহেন, শাস্ত্রে হারিয়া শস্ত্র ধরিতে উদ্যত, যে স্থলে টুট সাহেবের দীর্ঘ দাড়ি থাবাড়ি খাইয়াছে সেস্থলে হ্রস্ব দাড়িতে কি ডফের প্রতিকার হইতে পারে, আমরা গোস্বামি মহাশয়কে সারল্যরূপে কহি তিনি যেন বিচারভূমিতে একাকী না যান, সাহেবের যেপ্রকার রাগ ইহাতে বিরাগ হইবার আটক কি বিশেষত ক্রোধ হইলে যে গোস্বামিকে নিরামিষ বিদায় করিবেন ইহা ওমনে লাগে না। পরন্তু যদিস্যাৎ গমন করেন তবে যেমত ডফ সাহেব বিচারস্থলে শিষ্যানুশিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া বিচারে প্রবর্ত্ত হন সেইমত গোস্বামীচারি সমাজের বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে আহ্বান পূর্ব্বক পাঁচ সাত শত কোপীন নামাবলী তিলককুতলী ছাবা মুদ্রা লম্বমান মালা ধারি শ্মশ্রুধারি ভেকধারি শিখাধারিদিগকে চৈতন্য ভাগবত প্রেমভক্তি বৈষ্ণব বন্দনা প্রভৃতি গ্রন্থ ও খোল করতাল খুন্তি রামশিঙ্গা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করাইয়া বিচারালয়ে গমন করুন, বাড়াবাড়ি উপস্থিত হয় ছাড়াছাড়ি কি একদা শত২ দাড়ি খোল বাজাইয়া ঘোল করিলেই মিসনরিরা ঘোল বলিয়া পলায়ন করিবেক।

ধর্ম্মরহস্যেতিহাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

এই কথায় কলির মাতা মাথায় করাঘাত করিয়া আক্ষেপের সহিত কোপ নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতেছেন।

দূর২ দুরাচার, কিছুতোতে নাহি সার, অকাল কুষ্মাণ্ড কুলাঙ্গার। ফুটালি কলঙ্ক ফল, টুটালি বৈষ্ণব কুল, ধর্ম্মমূল করিলি সংহার॥ ভীষ্ম বিশ্ব ত্যাগ দিয়া, দিয়াছে বাপের বিয়া, কীর্ত্তির উপরে দিল টীকা। ততোধিক তুই বীর, নিজ বৃদ্ধ জননীর, শ্রদ্ধাকরি দিতে চাও নিকা॥ দশ মাস গর্ব্ভভার, বৃথা পরিশ্রম সার, তুই তার সোধ দিলি ধার। জলপিণ্ড হৈল পণ্ড, তিনকুল লণ্ড ভণ্ড, গণ্ডদোষে দোষ দিব কার॥ ঘুচিত সকল ফের, পূর্ব্বেতে পাইলে টের, মারিতাম লূণ গিলাইয়া। তোরসম করণীয়, ডাকি জাতি হরণীয়া, তাহারে দিতাম বিলাইয়া॥ জন্মিয়াছে মহাগুণ, গুণেতে লাগিল ঘুণ, এগুণের কপালে আগুন। ভাগ্যদোষ দিব কারে, কিকহিব বিধাতারে, মম ভাগ্যে এতকি বিগুণ। তোরে হেরি হয় পাপ, মনে পাই পরিতাপ, জানিলাম তোর গুণাগুণ। দূরে যাও রাখি মান, আমার বাচুক প্রাণ, নতুবা এখনি হৈব খুন॥

এইরূপ মাতৃ ভৎর্সনে ক্রোধমনে কলি ঘাম দিয়া জ্বরছাড়ার ন্যায় দেশ ছাড়িয়া ডালছাড়া বানরবৎ গঙ্গা পার হইয়া কমলালয় কলিকাতা

নামা নগরের অন্তভাগে পীরতলায় ডাণ্ডা গাড়িয়া বসিলেন, এমত কালে বিভাণ্ডকঠাকুরের বৈপুত্র বিশ্ববঞ্চক কলির প্রথম চেলা হইলেন, ধর্ম্মালয়ে ডেলা মারিতে লাগিলেন, খেলা ধূলার গুণে অল্প দিনে বিলক্ষণ দলবল বাড়িয়া উঠিল, যস্য দেবস্য যদ্রূপং তদ্বৎ ভূষণ বাহনং। যেমন কলি, তেমন চেলাও গুণশালী চূড়ার উপর ময়ূর পুচ্ছ, স্বর্ণে সোহাগা যোগ হইল, কলির চেলা কালের উপযুক্ত পাত্র, যে যেমন তার কাছে তেমন হুবহু বহুরূপী তাহাকে কে চিনিতে পারে।

যথা।

নেড়ায় জানিল তিনি গৌরাঙ্গের গোঁড়া।
ভার্য্যাকাছে গোড়া হিন্দু ঘরে পূজে লোড়া॥
চিনাম্যান জানে তারে মহালামা ভক্ত।
কর্ত্তাভজা বুঝিল কর্ত্তার অনুরক্ত॥
মিসনরি জানে তারে যীশুপ্রিয়পাত্র।
যবন জানিল তিনি কোরাণের ছাত্র॥
শীকেরা ভাবিল ইনি নানকের চেলা;
নাস্তিক নাস্তিক ভাবি সঙ্গে করে মেলা॥
বৈষ্ণবে জানিল ইনি পরম বৈষ্ণব।
শাক্ত শৈব স্বমতের করে অনুভব॥
নবরসে সুরসিকা রসনা তাঁহার।
সকলের মতে হয় বিহার আহার॥
কোনমতে কোন কর্ম্মে নারহিল বাকি।
আসলে সকলে শেষ দিয়াছেন ফাকি॥
ভরিল জগত যশে কেবা আঁটে তায়।
তরিল অকূল সিন্ধু কলির কৃপায়॥
গুরুশিষ্যে করিল জগৎ জয় জয়।
ধর্ম্ম হয় সঙ্কুচিত ধার্ম্মিকের ভয়॥

কথায় কয় যেমন গুরু তেমন চেলা, টকঘোল তার ছেঁদা মালা, গুরু মূতে দাণ্ডাইয়া, শিষ্য মূতে পাক দিয়া, ঠিক যেন শ্রীগুরু গোপেশ্বর, অতঃপর কালক্রমে বিশ্ববঞ্চকের ধর্ম্মআস্থা নাম্নী জায়া গর্ভে সুরেন্দ্র নামে সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত পুত্রোৎপত্তি হইল তদুপলক্ষিত উল্লাসে আকাশে আরগেন বাজিয়া উঠিল, পুরমাঝে দুই তিন দিন সুরাবৃষ্টি হইতে লাগিল,পানে মানে হৃষ্টাঙ্গ বিলাতী গৌরাঙ্গেরা রব রঙ্গিনী বিবি গণের সহিত বোতল হস্ত মস্ত হইয়া রঙ্গ ভঙ্গ নিত্যগানে খুব মোহিত করিয়া দিল, সুরেন্দ্র রূপে গুণে পিতা অপেক্ষাও মূর্ত্তিমন্ত মহিরাবণের অহীরাবণ পুত্রবৎ গার আঁতুড়ে গন্ধ যাইতে না যাইতে দন্তোদ্গম উঠিতে না উঠিতে মহা পরাক্রমী ও শুকদেবের ন্যায় পেটে হইতে তত্ত্বজ্ঞানের ছালা লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মত প্রচার করিতে বসিলেন, বাল্যকালে তাঁহার খেলার সঙ্গি বোতল চৌপল পীপাঁ মদিরা মেদেরা জীন প্রভৃতি বালকেরা এক দিবস তৎসঙ্গে নগর ভ্রমণে গমন করিয়া ধর্ম্মারণ্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

ইহার পরিশেষ আগামিতে হইবেক।

ব্রাহ্ম ও কর্ম্মীর কথোপ কথন।

ব্রাহ্মপ্রং। নরসিংহের উৎপত্তি ও বামনের ত্রিপাদ উদ্ভব ও কৃষ্ণের মায়াক্রমে গো গোবৎস বালকাদির রূপ ধারণ করণ ও মহিষমর্দ্দিনীর প্রাদুর্ভাবাদির লিপি সকল রূপকত্বে গ্রহণ ব্যতীত যথার্থ রূপে বোধ হইতে পারে না।

কর্ম্মি উং। প্রথম এই যে অনাদি প্রসিদ্ধ যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ও উপমান ও শাব্দ এই চারি প্রমাণ জ্ঞানের কারণ। কেহ তদতিরিক্ত অর্থাপত্তি ও অভাব ও সম্ভব ও ঐতিহ্য এই চারি অধিক প্রমাণ মানেন তথাচ। প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বকাঃ কণাদ সুগতৌ পুনঃ। অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শাব্দঞ্চ মেনিরে। ন্যায়ানুসারিণোঽপ্যে তান্যুপমানঞ্চকেনচ।

চার্ব্বাকেরা প্রত্যক্ষ মানে, কণাদেরা অনুমান, সাংখ্যেরা শাব্দ, উপমান তার্কিকেরা মান্য করে।

অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ। জ্যোতির্ব্বিদেরা অর্থাপত্তি চতুঃপ্রকার মান্য করে।

অভাব ষষ্ঠান্যেতানি ভট্টাবেদান্তিনোজগুঃ। অভাবাদি ষট্‌প্রকার বৈদান্তিকেরা কহেন।

সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি হ্যষ্টৌ পৌরাণিকা বিদুঃ। সম্ভব ঐতিহ্য প্রভৃতি অষ্ট প্রকার পৌরাণিকেরা জানেন।

আর ভ্রম ও প্রমা ও সংশয় ও নিশ্চয় এই চারি প্রকার জ্ঞান হয়। যদ্যপিও নরসিংহের উৎপত্তি

ও বামনের ত্রিপাদ উদ্ভব ও কৃষ্ণের মায়াক্রমে গো গোবৎস বালকাদির রূপ ধারণকরণ ও মহিষ মার্দ্দনীর প্রাদুর্ভাবাদি প্রত্যক্ষ গোচর নহে তথাপি আম্রে কীটোৎপত্তি আর আলগলতার উদ্ভব এবং মেঘ ও বজ্রের ধারা যেমত তত্তৎকারণ কলাপ না জানাতে বিশ্বাস হইতেছে তাদৃশ কি অনুভূত নহে। কেননা আম্রেকীটোৎপত্ত্যাদিতে আম্রেক দেশে প্রত্যক্ষ কারণান্তরাসম্ভাবে আম্র ও কীট এই দুইবস্তুর অতিরিক্ত কীটোৎপত্তি বিষয়ে যাদৃশ বুদ্ধির বিরাম দেখিতেছি তাদৃশ ঐ নৃসিংহ আর স্তম্ভাদি ব্যতিরিক্ত ঐ নৃসিংহোৎপত্ত্যাদিতেও বটে যেহেতুক কীট আর নৃসিংহের উৎপত্ত্যাদি বাহ্যেন্দ্রিয় গোচর নহে যথা। আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মনশ্চেন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়মর্থেন ততোজ্ঞানমিতি প্রত্যক্ষ সূচনা।

তাহার অভাব তুল্যতা ক্রমে ঐ দুই স্থলেই আছে। আর যদি সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ সত্তা মাত্র মান তবে তোমার মতে আম্রেকীটের উৎপত্তি রূপ সত্বা স্বীকার্য্য হয় না বরং তোমার বাক্যও অসংলগ্ন হয় যেহেতুক ঐ বৃক্ষের রস গ্রহণ ও আত্মার অধ্যক্ষতারূপ সত্তাও চাক্ষুষাদি নহে অতএব সে তোমাকে ব্যাপিয়া কি তোমার মধ্যে নাই।

ব্রাহ্মণং। প্রত্যক্ষ মূলক বস্তু সকল প্রমাণ সিদ্ধ বটে যেহেতুক ঐ কীটোৎপত্ত্যাদি আমারদিগকে বলক্রমে সেই সকল বস্তুতে নিশ্চয় করায় কিন্তু নৃসিংহ আর স্তম্ভাদির অপ্রত্যক্ষ বিধায় তাহার উৎপত্তি অগ্রাহ্য।

কর্ম্মিউং। এমত আমি জিজ্ঞাসিতে অসমর্থ হই যে উত্তর দেশীয় হিম পর্ব্বত প্রত্যক্ষ না হইয়া কিমতে আপনকার অনুভূত হইতে পারে যদি বল যে শব্দ প্রমাণে অনুভূত তবে নৃসিংহাদির উৎপত্তি কি পুরাণ শব্দ প্রমাণে অনুভূত হইতে পারে না? কেননা সেই হিম পর্ব্বতের সংবাদ লিপি প্রেরক লোক অপেক্ষা পুরাণ রচক মনিগণ কি অজ্ঞানী কি ভ্রান্ত বটেন, এমত প্রমাণতো কোন স্থানে পাওয়া যায় না। তাহাতে যদি কহেন যে হিম পর্ব্বত দৃষ্টা যে সকল লোক তাহারদিগের মধ্যে কেহ তাহা খণ্ডন করেন না তবে আমি প্রার্থনা করি যে নৃসিংহের উৎপত্তি কালীন তৎস্থান বাসী কোন ব্যক্তি ঐ নৃসিংহের বিষয় কি খণ্ডন করিয়াছেন কি কহিতেছেন তাহার নির্ণয় বলুন। যদি বলেন যে নৃসিংহাদিতে বিদ্যমান নহে হিম পর্ব্বত বর্ত্তমান এই বিশেষ। তাহাতে এই উত্তর যে শক ১৭৩০ আর সন ১২১৫ সনে যে ধূমকেতু নক্ষত্র হইয়াছিল তাহাও বর্ত্তমান নহে তবে কি সে লোক কর্তৃক অগ্রাহ্য হইবে ফলে যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয় কিছুমাত্র জ্ঞাত নহে এবং যাহার যে অংশে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই সে কোনরূপে তাহাতে বুদ্ধি নিঃক্ষেপ করিতে পারে না বরং অতিশয় আশ্চর্য্য অদ্ভুত জ্ঞান করে। যেমন কোন কুগ্রামবাসী জন হঠাৎ কোন স্থানে গমন করিয়া এক উচ্চ প্রাসাদ দৃষ্টে তাহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে না পারিয়া ও অন্য কোন প্রকার তাহার অন্তঃকরণে উদয় না হওয়াতে নিশ্চয়রূপে এই দুই উদ্যোগ স্থির করিয়াছিল যে কাকে দধি ভক্ষণ পূর্ব্বক উচ্চার করাতে এতাদৃশ হইয়াছে কি কোন বস্তু ভূমিতে চিত্র করিয়া পরে সংস্থাপন করিয়াছে অতএব আমরা আত্মশরীর সংসর্গি ও ইন্দ্রিয় গোচর কতক বস্তু স্থূলরূপে নির্ণয় করিয়া নিজ২ সংসার ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে পারি এই মাত্র বুদ্ধি রাখি তাহাতেও প্রায় অনেকেই অযোগ্য ইহাতে তত্ত্বজ্ঞান কি সূক্ষ্ম পদার্থ জ্ঞান আমার দিগের অতি সুকঠিন বোধ হয় এপ্রযুক্ত কোন বিজ্ঞলোক কহিয়াছেন যে সাধারণ লোকের ঐশ্বরীয় কার্য্য চিন্তা কেবল বৈচিত্র দর্শন মাত্র।

পোলীস।

পোলীস মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত হিউম সাহেবের নিকট ২২ নবেম্বরে মিং বেসেজ সাহেবকে উপস্থিত করা যায় তৎকালে তাহার পত্নী আগতা হইয়া উক্ত সাহেব কর্তৃক আপন দেহে যে সকল অস্ত্রচিহ্ন ঘটিয়াছিল তাহা দৃষ্ট করাইলেন এবং সাক্ষ্যদ্বারা সপ্রমাণ হইল যে তিনি দৈহিক হানি করণার্থে আপন স্ত্রীর শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন একারণ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে সেশন সমর্পণ করিয়া যে তাবৎ কাল আগামি সেশনের বৈঠক না হয় তত্তাবৎ কাল কারাগারে বদ্ধ থাকিতে আজ্ঞা দিলেন।

এই পত্র গরানহাটার রাজা গুরুদাসের ইষ্ট্রীটে ৮ নং ভবনে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।
CALCUTTA :—Printed by A. LAWRENCE, at the Sumachar Chundrika Press, for Takoordass Bose.
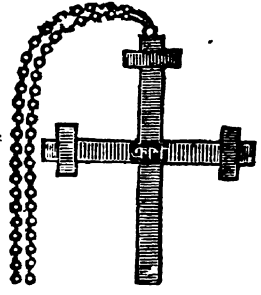
ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশূনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী ॥

১৮ সংখ্যা ৭ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৬৯। সন ১২৫৪ সাল ইং ৬ ডিসেম্বর ১৮৪৭ সাল মূল্য ।০ আনা

যদ্যপিও রামমোহন রায়কে বিদ্বানরূপে গণ্য করা যায়, এবং তাঁহার দ্বারা ধর্ম্মচর্চ্চার ত্রুটি হয় নাই কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে তাঁহার যুক্তি ও কৌশল দ্বারা সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাঘাত হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু বাইবেল গ্রন্থে প্রতিমা অর্চ্চনা দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে পাপ জন্মে এরূপ লিপিদৃষ্টে রায় মহাত্মা বৈদিক ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মের পরিবর্ত্ত করিয়া অস্মদাদির ধর্ম্ম শোধনে প্রবর্ত্ত হওয়াতেই বেদ শাস্ত্রের প্রতি কাল্পনিক দোষার্পণ হইয়াছে, তাহার এক নিদর্শন এইযে আমারদিগের বেদ শাস্ত্রোক্ত সাকারোপাসনা ও কর্ম্মকাণ্ডাদির বিধি সকলকে অপহ্নব করিতে অক্ষম হইয়া উপরের লিখিত অপূর্ব্ব যুক্তি দ্বারা ব্যক্ত করেন যে বেদে সাকার উপাসনা ও কর্ম্মকাণ্ডের বিধি যাহা দৃষ্ট হয় তাহা যথার্থ ঈশ্বরাজ্ঞানহে, বস্তুত কেবল নির্ব্বোধ দিগকে স্থির রাখিবার নিমিত্তে এরূপ বিধান হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য যে বেদ শাস্ত্রকে ঈশ্বরাজ্ঞা কহেন, তাহার কতক লিপি যথার্থ ও কতক লিপি অযথার্থ কহিতে কিরূপে সাহসিক হইলেন ইহাতেই তাঁহার যত বেদে শ্রাদ্ধা ছিল তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ হইতেছে, ফলত আমারদিগের কর্ম্মকাণ্ডের বিধান সকল যে ঈশ্বরাজ্ঞা নহে এমত কোন স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়না, বরং ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্তে ঐসকল কর্ম্মকাণ্ড করণের অনুশাসন করিয়াছেন, এবং যে পর্য্যন্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা সমাধি প্রাপ্তি না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মকাণ্ড কোন মতে ত্যাজ্য নহে যেহেতু সমাধ্যবস্থাপন্ন হইলে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকেনা সুতরাং অনাবশ্যক হয়, এই শাস্ত্রের স্বরূপাভিপ্রায়, নচেৎ রায় মহাত্মার যুক্তি গ্রহণ করিলে নিত্য সত্য পরমেশ্বরকে মিথ্যাবাদি কহিতে হয়, কেননা তিনি কি সত্যধর্ম্ম স্থাপনের জন্য বেদ শাস্ত্রে মিথ্যা উপদেশ করিয়াছেন! আমারদিগের ভাবি অমঙ্গলের নিমিত্ত কি অনিষ্ট জনক কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন, নিষ্ঠাধর্ম্ম স্থাপনের জন্য কি প্রবঞ্চনা করিয়াছেন, এবং নির্ব্বোধ দিগের মনঃস্থিরের নিমিত্তে কি মিথ্যা দেবতার উপাসনা করিতে আদেশ করিয়াছেন! ইহা কোন মতে বোধগম্য হয় না কারণ যে পরমেশ্বর নিত্যমুক্ত সত্যস্বরূপ তাঁহার দ্বারা যে মিথ্যা কর্ম্মকাণ্ডাদির উপদেশ প্রচার হইয়াছে এরূপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের সত্যবাদিত্ব ও বেদের প্রামাণিকত্ব এককালেই বিলোপ হয়, অতএব যাঁহারা যুক্তিদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডাদিকে মিথ্যা কহিয়া

বেদশাস্ত্রকে ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তাঁহারদিগের চতুরতার প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ করি বেদে লেখে যথা।

কৃষ্ণএবপরোদেবস্তংধ্যায়েৎ ॥ কৃষ্ণই পরম দেবতা হয়েন তাঁহার ধ্যান করিবেক। ত্র্যম্বকং যজামহে। মহাদেবের উদ্দেশে আমরা যজনকরি আদিত্যমুপাস্ম। আদিত্যকে উপাসনা করি। যদি এসকল শ্রুতিকে পরমেশ্বরের যথার্থ আজ্ঞা না বল তবে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় প্রবঞ্চক বলিয়া ঘৃণা করিতে হয় কেননা তিনি সত্যধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্তে পুনঃপুনই বেদশাস্ত্রে মিথ্যা কহিয়াছেন, আর যদি এমত কহ যে নির্ব্বোধ ব্যক্তি দিগের মনঃস্থিরের নিমিত্ত হস্ত পদ বিশিষ্ট রূপের উপাসনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। উত্তর, যুক্তি দ্বারা ইহা কিরূপে সম্ভব হয় যে মনুষ্যের ত্রাণের জন্য আত্মোপাসনা বিষয়ে অন্যকোন সদুপায় বিধান করিতে অসমর্থ হইয়া কাল্পনিক সাকার উপাসনা দ্বারা মিথ্যা কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা মনুষ্যের মনঃস্থির হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহার স্বরূপতত্ত্বে বিমুখ হইয়া অত্যন্ত ঘোর অন্ধকারে অভিভূত হইতেছে, অতএব ইহাই যদি যুক্তি সিদ্ধ হয় যে কর্ম্মকাণ্ডাদির যে সকল বিধান দৃষ্ট হইতেছে সে সকল কাল্পনিক তবে যজ্ঞ দ্বারা সম্পত্তি ভোগ হয় যে বেদবাক্য আছে তাহাই বা কেন মিথ্যা না হয় যথা 'স্বর্গ কামোশ্বমেধেন যজেত' স্বর্গকামী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেক এই মিথ্যা হইলে শ্রুতিবাক্যের প্রতিও সম্পূর্ণ কাল্পনিক দোষস্পর্শ হয়।

ইহা কোলব্রুক সাহেবের দ্বারা অনুবাদিত নিমের লিখিত বেদার্থে প্রকাশ হইতেছে।

কর্ম্মী ও ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্ম, প্র, হে কর্ম্মি মহাশয় আপনারদিগের মধ্যে অনেকে ঘৃণিত কার্য্যকে পরমার্থ সাধন জানিয়া সাক্ষাৎ ভগলিঙ্গের প্রতিরূপযে শিবলিঙ্গ তাহা পূজা করিয়া থাকেন নদ্যাদির পূজা করেন এবং শ্রুত আছি যে নিশাকালে কোন২ শক্তি পূজকেরা ভক্তিপূর্ব্বক অন্ত্যজা স্ত্রীদিগের যোনি পূজা পরায়ণ হন কিন্তু আদৌ বাহ্য পূজাকে অধম কল্প গণনা করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে "উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ। স্তুতি র্জপোধমো ভাবো বহিঃপূজা ধমাধমা"। ইহাতে আমি উপরোক্ত লজ্জাকর প্রতিমূর্ত্তির পূজা বিষয়ে আপনারপ্রতি দোষার্পণ করিতেছি এমত নহে ঐ দোষে পুরাকালে তাবদ্দেশীয় লোকেরাই লিপ্ত ছিল, কি আশ্চর্য্য তৎকালে ধরিত্রী কি মূর্খ সন্তানের জনয়িত্রী ছিলেন?

কর্ম্মি, উত্তর। হে ব্রাহ্ম মহাশয় আপনারা নাম মাত্র ব্রাহ্ম হইয়াছেন ফলত যুষ্মদাদির অন্যাদ্যা অবিদ্যা ভ্রান্তির অবসান হয় নাই নির্ম্মল দৃষ্টি হইলে এরূপ দ্বৈধভাব চিত্তে অধিষ্ঠান হইত না আপনারা কহেন "একমেবা দ্বিতীয়ং" কিন্তু এই শ্রুতি বাক্যের সদর্থ আলোচনা করিলেই ঐ ভ্রান্তি শান্তি হইতে পারে, যেহেতু উক্ত প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর ভিন্ন পদার্থান্তর নাই, কেবল মায়া দ্বারা আত্মজ্ঞানাভাব প্রযুক্ত জগতের পরিজ্ঞান হইতেছে বস্তুতস্তু জগদলীক ব্রহ্ম সত্য নির্ব্বাণ তন্ত্রেও এইরূপ কহে "ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। সত্য মেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈব সুখী ভবেৎ। কিন্তু সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই দুর্লভ জ্ঞানের উদয় হওয়া সুকঠিন একারণ শ্রুতি পুরাণে জ্ঞানোদয়ের নানাপথ বর্ণনা করিয়াছেন যেমত তুষমুক্ত তণ্ডুলে অঙ্কুর জন্মিতে পারে না সেইমত মায়া বল্কলে পরিমুক্ত মনুষ্যের সংসারাবাস স্বর্গ নরক ঘটনা অসম্ভব এই হেতুক মায়া ত্যাগের সদুপায় শাস্ত্রে পুনঃ২ কহিয়াছে এবং বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুচঞ্চল চিত্ত স্থির করণ কারণ নানামত পূজার বিধানও উক্ত হইয়াছে যদি ঈশ্বর ভিন্ন কোন পদার্থ নাই তবে মৃৎশিলা ধাতুদার্ব্বাদি পশ্বাদি বৃক্ষাদিকেও ব্রহ্মময় বলিতে হয় তত্তাবৎ বস্তু ঈশ্বরের বিভূতি।

স্বরূপে গীতাতেও উক্ত হয় যথা " যচ্চাপি সর্ব্ব ভূতানাং বীজং তদহ মর্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরং।

যেমত চন্দ্রের জ্ঞান ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র নক্ষত্রের পরিজ্ঞান হইতে পারেনা তেমত স্থূল জ্ঞান ব্যতীত সূক্ষ্ম জ্ঞান কিরূপে উদয় হইবে একারণ অগ্রে বিশেষ২ রূপে ঈশ্বরারাধনা পূর্ব্বক ক্রমশঃ কীটাদিতেও ব্রহ্মবুদ্ধি পূর্ব্বক মনুষ্য এক দর্শী হইবে অতএব নদ্যাদি পশ্বাদির পূজা অসঙ্গত বলা যায়না ঐশ্বরীয় বুদ্ধিতে যে পদার্থের পূজা করাযায় তাহাতেই মুক্তি লাভ হইতে পারে এই সংসার বন্ধনের সাক্ষাৎ কারণ যে শোক ঘৃণা লজ্জা জাতি জিগীষাদি তাহা পরিত্যাগ না হইলে জ্ঞান লাভের উপায় নাই পূর্ব্বতন যোগিরা আপনার মত সিদ্ধ ঘৃণিত কার্য্য যে লতা সাধ নাদি করিতেন কিন্তু ঘৃণা লজ্জা বিদ্যমানে তৎ কার্য্য সাধন কেমন কঠিন কার্য্য তাহা মনে২ বিবেচনা করুন, যে কমনীয়া কামিনী গণের রূপ লাবণ্য হাব ভাব মনে উদয় হইলে আধুনিক জ্ঞানি গণের ইন্দ্রিয় বিকার উপস্থিত হয় সেই কামিনী দিগকে নগ্না করিয়া যোগিরা যোনি পূজা করিতেন ইহা কি নির্ব্বিকার চিত্ত সাধ্য নহে? অতএব সংসার বীজ রূপ যে লিঙ্গ ও আধার সক্তি রূপা যে যোনি তাহা একত্ব রূপ শিবলিঙ্গা র্চনে অবশ্যই জ্ঞান লাভ হয়, আপনি কহিয়া ছেন পূরাকালে তাবদ্দেশীয় লোকেরা লিঙ্গ পূজা করণ রূপ মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছে ভাল যদি আপনারা তাহারদিগকে মূর্খ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন তবে তাহারদিগের কৃত প্রাচীন শাস্ত্র ও তাহারদিগের ব্যবহৃত ব্যবহার ও বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেন নূতন ব্যবহার প্রচার না করেন! অর্থাৎ অপ্রোক্ষিত কুক্কুরাদির মাংস ভোজন,ভ্রাতার সহিত ভগিনীর উদ্বাহ ও পিত্রাদি শব্দে শব্দান্তর কথন, ইত্যাদি নূতন ব্যবহার করিতে কেন সংত্রস্ত হন! অতয়েব যাঁহারদি গের কৃত ব্যবস্থা ও নিয়মে তাবৎকার্য্য হইতেছে তাঁহারদিগকে মূর্খবলা উন্মত্ত প্রলাপ বলিতে হয়.

পরন্তু আপনি যে ব্রহ্মভাব উত্তম বলিয়া বহি পূজা অপকৃষ্টত্বের প্রমাণ দিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই রূপে গ্রহণ করিতে হইবে যথা ইক্ষু গুড় শর্করা মিছিরি পর২ উৎকৃষ্ট অথচ ইক্ষু ব্যতিরেকে গুড়, গুড় ব্যতিরেকে শর্করা ও শর্ক রা ব্যতীত মিছিরি জন্মিতে পারেনা তন্যায় কর্ম্ম ব্যতিরেকে কদাপি জ্ঞান লাভের উপায় নাই দেখ দাড়িম্ব আম্রাদির ফুল হইতে ফল্ল উৎপন্ন হয় কিন্তু পুষ্প ভঙ্গ করিলে যেমত ফল লাভ অস ম্ভব তন্ন্যায় প্রতিমাদিতে সত্ত্ব বুদ্ধি যুক্ত হইয়া পূজাদি না করিলে জ্ঞান লাভ সম্ভাবিত নহে শাস্ত্রে এইরূপ কহিয়াছে। "নানাকা[illegible]মেবাস্থ পূজনং ধ্যানমেবচ। সেবনঞ্চৈব তীর্থানাং স্মরণং তারিণী পদঃ স্মরণং মনুরাজস্য ভ্রমণং বৈ কুল চলং। সৎসঙ্গঃ সেবনং বিষ্ণোঃ শঙ্করস্যাপিপূজ নং কালিকা পাদ যুগল ভজনং জ্ঞানকারণং। অতএব ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া পূজারাধনা না করিলে কদাপি দেবদুর্ল্লভ তত্ত্ব জ্ঞানোদয় হইতে পারেনা যে জ্ঞান প্রাপ্ত্যবস্থায় স্বর্গ নরকে পাপ পুণ্যে শত্রু মিত্রে পঙ্ক চন্দনে তুল্যদৃষ্টি হইয়া এই রূপ জ্ঞান হয় যে "নাহং দেহো নচ প্রাণো নেন্দ্রি য়াণি তথৈবচ। ন মনো নৈব বুদ্ধিশ্চ নৈব চিত্ত মহংকৃতিঃ। নাহং পৃথ্বী ন সলিলং নচ বহ্নি স্তথা নিলঃ। নচাকাশো ন শব্দশ্চ নচ স্পর্শ স্তথা রসঃ। নহি গন্ধো ন রূপঞ্চ ন মায়াহং ন সংসৃতিঃ। সদা সাক্ষি স্বরূপাত্মা ব্রহ্ম চৈবাস্মি কেবলং" অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ সাধারণ কথা নহে যদি ধ্যানে ধ্যানে জ্ঞান লাভ হইত তবে মাছরাঙ্গা বেঙ্কা প্রভৃতি পক্ষীরা ও তস্করেরা মৈত্রেয়ীর ন্যায় জ্ঞান লাভ করিত, আপনারা দেবদ্বেষী হইয়া কেবল জনপদের মধ্যে হাস্যাস্পদ হইতেছেন আপনাদি যে শরীরে দন্তাভিমান কাম ক্রোধ বিষয় বাস নায় কিছু মাত্র শমতা হয় নাই সে শরীরে জ্ঞানিত্ব প্রতিপাদন কেবল অভিমানের কার্য্য বলিতে হয়।

ধর্ম্মরহস্যোতিহাস।

অনন্তর শ্বেতদ্বীপ গমন পূর্ব্বে কলি অঞ্জলি ভরিয়া কুতত্ত্ব আশীর্ব্বাদ অবিদ্যাবাগীশের দ্বারা শিষ্যগণের দ্বারে২ পাঠাইলেন, তাহারা উৎসবানন্দের সহিত সেই আশী রাশী বীজ বাড়ী২ বাড়ী দিয়া বাড়াইয়া পরে পুণ্যহরা ও মেচ্ছকরা নাম্নী নদীর যুগল সংক্রমের উপরে সেই বীজ ছড়াইলেন, ও প্রাত্যহিক অর্ণব যান আনীত সুধা সিন্ধুর কারণ বারি দ্বারা অভিষেচন করিতে লাগিলেন, বীজ বপন সংবাদে কলি আহ্লাদে গদ২ হইয়া বিশ্ববঞ্চকের করে ধরিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কহিলেন যে তত্ত্ববীজ বপন করিয়া চলিলাম পরিণামে তোমার ও আমার বংশাবলি সেই ফল ভোজন করিবে আমার অধিকারে চতুষ্পদ ধর্ম্মষণ্ডের ত্রিপাদ ভগ্ন হইয়াছে শেষ একপাদ প্রিয় বান্ধব মিসনরি ও প্রিয়শিশু সুরেন্দ্র ভগ্ন করিয়া ভাগে যোগে ভোজন করিবেক, তোমার আমার তিন তিন স্নেহফল উৎপন্ন হই য়াছে ও সেই তিনের দ্বারা, জগতের তাবৎ কার্য্য দৃষ্টি করা যাইতেছে তাহা শ্রবণ কর।

বিশ্ব সাক্ষী যে বিভু অনন্ত নিরাময়।
সৃষ্টি হেতু করি তিন গুণের আশ্রয়॥
রজোগুণে সমুদ্ভব হইলেন ধাতা।
সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু নাম হয় বিশ্ব পাতা॥
তমো গুণে সংহার স্বরূপ রূপ হর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিপুর মনোহর॥
জাগ্রৎ সুষুপ্তি স্বপ্ন অবস্থা ত্রিতয়।
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হয়।
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জীব শক্তি আর।
তিন শক্তি যোগে বিশ্ব হইল প্রচার॥
ত্রিলোক সম্বন্ধে পরস্পর তিন কূল।
হর কর ধৃত কাল স্বরূপ ত্রিশূল॥
ত্রিনয়নী দাক্ষায়ণী শিব ত্রিনয়ন।
সাত্ত্বিকাদি তিন ভাবে যুক্ত সর্ব্বজন॥
তিনমতে পূজা অঙ্গ তিনমতে যোগ।
ত্রিফলার জলে নাশে বাতিকের ভোগ॥
দেহে ইড়া পিঙ্গলা সুসুম্না নাড়ী তিন।
বাত পিত্ত কফেতে শরীর পরাধীন॥
মতান্তরে বলে মহী ত্রিকোণ মণ্ডল।
যোনিরূপা চরাচর জননের কল॥
মেচ্ছ মতে পিতা পুত্রে ধর্ম্মাত্মা বাখানি।
ত্রিধারা হইলা গঙ্গা নামেতে ত্রিপানি॥
কশ্যপের কনিষ্ঠ তনয় পূর্ব্বকালে।
ত্রিপদ ব্যাপিয়া বলি রাখিলা পাতালে॥
আরো বলি কলিকালে অধর্ম্ম ত্রিপদ।
ইন্দ্রহস্তে বিশ্বরূপ ত্রিশিরার বধ॥
ত্রিপুর নামেতে দৈত্য জয়ী তিন পুর।
যাঁর আজ্ঞা অনুগামি দেবতা অসুর॥
দশগ্রীব কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ।
বিশ্ব জয় করিল রাক্ষস তিনজন॥
গৌরাঙ্গ অদ্বৈত নিত্যানন্দ তিনজনে।
প্রেমফল বিলাইল নেড়া নেড়ী গণে॥
ত্রিতাপ তারিণী তারা যিনি বিশ্বময়ী।
ঋক্ যজু সাম রূপা যাঁরে কহে ত্রয়ী॥
যজ্ঞসূত্রে ত্রিবলী যজ্ঞাগ্নি হয় তিন।
ত্রিসন্ধ্যোপাসক বিপ্র পূত অনুদিন।
ত্রিকুল পবিত্র হয় ত্রিদণ্ড ধরণে।
পূজা অধিকার হয় ত্রিপুণ্ড্র করণে॥
পদ্যের প্রধান ছন্দ মাধর্য্য ত্রিপদী।
রোগ যোগ না হয় ত্রিকটু খায় যদি॥
সাধনে ত্রিকোণ যন্ত্র ত্রিবর্গের লোভ॥
তিন বিনা ত্রিভুবনে সকলি অভাব।
ত্রিদোষ ঘটিলে দেহ ত্বরায় বিনয়॥
ত্রিপুস্করা যোগে বাস্তু বৃক্ষ নাশ হয়।
সত্য২ পুনঃ সত্য এই মম বিধি॥
ধর্ম্ম নাশ করিবেন তিন গুণ নিধি।

এই কথা কহিয়া কহিলেন কি আশ্চর্য্য ঈশ্বরের কার্য্য তোমার আমার তুল্য মূল্য তিন২ মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ইহাতে বিশেষ এই যে আমার হাসা কাঁদা দুই পক্ষে, তোমার চন্দ্রপক্ষে। আমি ধর্ম্ম নাশে তিন প্রতিপাদন করিয়া শ্বেতদ্বীপ চলিলাম তুমি চারিপ পরিপূর্ণ করিয়া আমার অনুগামী হইবা এই কথার পর পরস্পর শেকহ্যন ফ্যারওয়েল বলিয়া জল মার্গে শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিলেন।

ইতি শ্রীবটুক ভৈরব বিরচিতে ধর্ম্মরহস্যেতিহাসে শ্বেতদ্বীপাভিসার প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

☞ এই পত্র গরানহাটার রাজা গুরুদাসের ইষ্ট্রীটে ৮ নং ভবনে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।
CALCUTTA :—Printed by A. LAWRENCE, at the Sumachar Chundrika Press, for Takoordass Bose.